আম্মব-তত্ত্ব

প্রথম খণ্ড

সৃষ্টি-তত্ত্ব

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লংঘয়তি গিরীন্
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ ও সাধুজীবনী,
সর্পাঘাত ও বিষচিকিৎসা, সঙ্গীত-
মালা গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় সম্পাদিত

কলিকাতা
৩২নং বকুলবাগান ফাষ্ট লেন হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২৫

মূল্য ১॥০ টাকা ; কাপড়ে বাঁধান ২৲ টাকা

কলিকাতা
১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত

মানব-তত্ত্ব।

মঙ্গলাচরণম্।

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং পরমানন্দবিগ্রহম্।
মানবতত্ত্বনামানং গ্রন্থং গ্রন্থ্নামি সাম্প্রতম্॥
চিত্রগুপ্তান্বয়েজাতঃ মৌদ্গল্য গোত্রসম্ভবঃ।
সকসেন কুলপ্রসূঃ দত্তঃ পরশুরামকঃ॥
তদন্বয়ে মহাভাগঃ শ্রীনারায়ণদত্তজঃ।
মহাসান্ধিবিগ্রহিক য আসীৎ লক্ষণস্য হি॥
তদ্বংশ প্রভবঃ শ্রীমান্ কালীরামো মহামতিঃ
রাঢ়ং ত্যক্ত্বা জগামাসৌ বিক্রমপুরমুত্তমম্॥
তত্র কাটলিয়াগ্রামে তদ্বংশ্যা ন্যবসরেবচ।
তস্মাৎ বিষ্ণুর্মহাভাগো মহেশ্বরদিমধ্যগং॥
ধানুয়াগ্রামমাগত্য তত্রোবাস সবান্ধবং।
তস্মাৎ ঈশ্বরচন্দ্রোসৌ জগাম ত্রিপুরাস্থিতং।
গোপালপুরবিখ্যাতং নগরং স মহামতিঃ।
তদন্বয়ে ক্রমেনৈব জাতা চণ্ডীচরণকঃ।
রঘুনাথঃ কৃপারামঃ শিবরাম স্তথৈব চ॥
আনন্দো ধনিরামশ্চ মায়ারামশ্চ দত্তজঃ।
তৎপুত্রস্তু মহাভাগঃ শম্ভুনাথ ইতীরিতঃ॥

চকার বহুধাকীর্ত্তিং ভেলানগর বাসকৃৎ।
অন্তে ভাগীরথাতীরে কাশ্যাং তত্যাজ বৈতনুং
শম্ভুনাথপদং ধ্যায়ন্ গতঃ স্বর্গং স পুণ্যবান্।
তদাত্মজোঽহং ননু মূঢ়চেতাঃ।
মহেন্দ্রচন্দ্রঃ সুধিয়া মুদারৈ।
করোমি গ্রন্থং বহুতত্ত্বপূর্ণং।
ভবন্তু সন্তঃ ক্ষময়াচ দাত্রাঃ॥

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত পাণ্ডির্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত "মানব-তত্ত্বের" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডের নাম "সৃষ্টিতত্ত্ব"। ইহা একাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। "সদাচার ও ব্রহ্মচর্য্য" নামে একটি পরিশিষ্ট ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে মানবের উৎপত্তি, মানবজাতির আদিনিবাস, আর্য্যজাতির ইতিহাস, শিল্প ও বিজ্ঞান, চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ, বঙ্গের ভৌগলিক বৃত্তান্ত, ভারতের পুরাবৃত্ত ও ভূবৃত্তান্ত, কায়স্থজাতির ইতিহাস, শারীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় ও দুরূহ বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার একজন ভূম্যধিকারী ও সংস্কৃতভাষায় অভিজ্ঞ। তিনি সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের আলোচনায় নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। গ্রন্থে তাঁহার বহুজ্ঞতা, রচনাকৌশল ও সুযুক্তি প্রয়োগের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থকার বহু গবেষণা করিয়া নানাপ্রকার নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। যাহাতে এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করে তাহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বলাবাহুল্য, ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ে যে সকল শাস্ত্রীয় উপদেশ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যার্থিগণের বিশেষভাবে অধ্যয়নীয়।

সংস্কৃত কলেজ,
কলিকাতা
২—৯—১৮



শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

গ্রন্থকারের নিবেদন

সভ্যদেশের নাট্যশালায়, ভোজনাগারে ও পণ্যবীথিকায় দর্শক ও গ্রাহকদিগের অবগতিজন্য বিষয়সূচী বা প্রোগ্রেম প্রদত্ত হইয়া থাকে। গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থের উদ্দেশ্যজ্ঞাপক বিষয় সকলের বিবরণও তেমনি উপক্রমণিকা, মুখবন্ধ ও নিবেদন ইত্যাদির আকারে বর্ণনা করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। রামায়ণের উপক্রমণিকায় আছে, দেবর্ষি নারদ শতশ্লোকে সংক্ষিপ্ত রামচরিত বর্ণনা করিয়াছিলেন, তদবলম্বনেই কবিগুরু বাল্মীকি তান-মান-লয়সংযোগে সুমধুর ছন্দে-বন্দ্যে সুললিত পদাবলী-গ্রথিত ছয়খণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। মহাভারতেও মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ অষ্টাদশপর্ব্বের সংক্ষিপ্তসূচী পর্ব্বাধ্যায় নামে প্রথমেই অনুবন্ধ করেন। পরবর্ত্তী কবি ও লেখকগণ অনেকে এতদনুসরণ করিয়াছেন। গ্রন্থকারগণের এরূপ মুখবন্ধ প্রদানে পাঠকগণের পক্ষে গ্রন্থের সারবত্তা উপলব্ধি করা সহজসাধ্য হয় ইহা সুনিশ্চিত। মাদৃশ ককিঞ্চন ব্যক্তিও এই কারণে মহতের পদানুসরণ করিয়া এই "মানবতত্ত্ব" গ্রন্থের বিষয়সূচী সম্বলিত মুখবন্ধ লিখনে প্রবৃত্ত হইল।

ব্রহ্মার মুখবিনিঃসৃত ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যই বেদ। শাস্ত্রশিরোমণি বেদ আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বস্ব; ইহার প্রাচীনত্ব সর্ব্বদেশে সকলেই স্বীকার করেন। ভারতে পাশ্চাত্যদেশের ন্যায় ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার রীতি ছিল না, আর্য্যগণ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই সকলকার্য্য করিতেন, ধর্ম্মই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ছিল, রাজনীতি কি সমাজনীতির চর্চ্চা যতটুকু না করিলে নয় ততটুকুই করিতেন মাত্র। বেদপাঠ করিলে দেখা যায়, আর্য্যগণ, জ্ঞান; বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, চিকিৎসা, যুদ্ধবিগ্রহ,

সঙ্গীতবিদ্যা, ভাস্করবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব, যাগ-যজ্ঞ, সাকার-নিরাকারতত্ত্ব, সভ্যতা, পুরাবৃত্ত, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সামানীতি প্রভৃতিতে সর্ব্বত্রই বহু সভ্যজাতিরও অনুকরণীয়া অতুল পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বেদবর্ণিত বিবরণই বৈদিক যুগের ইতিহাসের উপকরণ। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষ মহাশ্মশানে পরিণত হয়, মহাসমরের সহিত আর্য্যগৌরবরবি চিরতরে অস্তাচলে গমন করেন; মহাভারতের পর বৌদ্ধমৌর্য্যসম্রাটদিগের পূর্ব্বপর্য্যন্ত আর্য্য ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। ক্রমাগত দেড় হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের একাধিপত্যে বৈদিকধর্ম্ম ভারত হইতে একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল; ভারতবাসী বৌদ্ধধর্ম্মের অনুসরণে একেবারে নির্জীব, নিষ্ক্রিয়, ভীরু ও অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্ম্মের প্রবল সংঘর্ষণে, রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবে, বারম্বার ধর্ম্মের উত্থানপতনে এবং তান্ত্রিকধর্ম্মের অভ্যুত্থানে পরম পবিত্র বেদ, বৈদিকধর্ম্ম ও প্রাচীন গ্রন্থসকল বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শাস্ত্রকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণ ও শাসনকর্ত্তা রাজন্যবর্গের অসদ্ভাব, মতদ্বৈধ ও বিদ্বেষে লুপ্তপ্রায় প্রাচীনগ্রন্থসকল ক্রমে পরিবর্ত্তিত, বর্দ্ধিতায়তন ও সংস্কৃত হইয়া রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে। এই ঘোর-তামসযুগে নিদ্রিতভারতবাসীকে জাগ্রত করিবার জন্যই যেন ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব। তাঁহার বজ্রনির্ঘোষতর্কপ্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম চিরকালের জন্য ভারত হইতে অন্তর্হিত। গভীর নিদ্রাহইতে হঠাৎ জাগরিত হইলে নিদ্রাঘোরে মানবের যে অবস্থা হয়, ভারতবাসীরও হঠাৎ সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। সুষুপ্তি হইতে জাগরণাবস্থায় আনিবার জন্য পরবর্ত্তীকালে অসংখ্য সময়োচিত গ্রন্থ ও প্রাচীন গ্রন্থের ভাষ্য রচিত হয়। পরবর্ত্তী সময়ে সংস্কৃতগ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা ও ব্রাহ্মণেতর

বর্ণসকলের শাস্ত্রপাঠে অনধিকার হেতু সংস্কৃতচর্চ্চা একরূপ রহিত হইলে ভাষাগ্রন্থের প্রচার হয়। অনুবাদক, কোষকার ও ভাষ্যকারগণ মূল-গ্রন্থের অভাবে কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিয়া এরূপ অসম্ভাবিত, অপ্রাকৃত ও অলৌকিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন যে, উহাতেই সত্য নির্দ্ধারণ দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান সুসভ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাম্যমন্ত্রে ভারতে শিক্ষার বিস্তার, মুদ্রাযন্ত্রের প্রচার, প্রাচীন গ্রন্থাদির সংস্কার ও ইংরেজিতে অনুবাদ বহুল পরিমাণে হইতেছে। ইহাতে জ্ঞানালোচনার বিশেষ সুযোগ হইয়াছে। এখন আর্য্যধর্ম্মসংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে; কিন্তু এই কঠিন জীবনসংগ্রামের দিনে এতাধিক গ্রন্থ পাঠান্তে সত্যনির্দ্ধারণে জ্ঞানলাভ করা কয়জন ভাগ্যবানের ঘটিয়া উঠে? তাই বহুবৎসরের পরিশ্রমে ও বহু অর্থব্যয়ে পাঁচশত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ মানবের একান্ত জ্ঞাতব্য "মানবতত্ত্ব" সুধীগণ সমক্ষে প্রকাশিত হইল। "মানবতত্ত্ব" তিনখণ্ডে বিভক্ত; প্রথম খণ্ড 'সৃষ্টিতত্ত্ব', দ্বিতীয় খণ্ড 'শাস্ত্রতত্ত্ব' ও তৃতীয় খণ্ড 'ধর্ম্মতত্ত্ব' লইয়া রচিত। গ্রন্থের হস্তলিপি অনেককাল প্রস্তুত হইয়া আছে এবং ছাপিতেও দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু গ্রন্থকারের দুর্ভাগ্যবশতঃ পৃথিবীব্যাপী ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হওয়ায় কাগজের মূল্য চারি টাকা স্থলে বার টাকায় পরিণত হইয়া গ্রন্থকারের তিন খণ্ডের কাগজমূল্য প্রথম খণ্ড ছাপিতেই নিঃশেষিত হইয়া গেল।

সৃষ্টিসম্বন্ধে আধুনিক পুরাণসকল ঋকবেদীয় পুরুষসূক্তের সায়ন-ভাষ্যের অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতেই চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ বিভাগ করিয়াই 'বেদব্যাস' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত; কিন্তু তিনি মহাভারতে লিখিয়াছেন এক ব্রাহ্মণবর্ণই গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্যে বিভক্ত এবং ব্রাহ্মণেতর

বর্ণ সকলও গুণ ও কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভে অধিকারী। পরবর্ত্তী-গ্রন্থসকলেও সেইমত প্রচারিত এবং ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতে বহু ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। ঋকবেদ, বৃহদারণ্যক, প্রশ্ন, তৈত্তিরীয়, শ্রুতি সকলে আদিমানবদম্পতী হইতেই যে মনুষ্যসকলের উৎপত্তি, এইরূপ বিবরণ বিশদরূপে বর্ণিত আছে; এবং মানবধর্ম্মশাস্ত্রও তাহাই বিস্তৃত-রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছি। আমাদের আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে, সৃষ্টিসম্বন্ধে এই বৈষম্য প্রদর্শন করিয়া ভ্রান্তমত খণ্ডন, দেবদৈত্য গন্ধর্ব্বাপ্সর যক্ষরক্ষ নাগ-বানর সকলই যে জনন-মরণশীল মানবই ছিল তাহার প্রমাণ, আর্য্যগণলিখিত ভূগোল ও ইতিহাসপ্রদর্শন, চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি ও কর্ম্মবিভাগতত্ত্ববিচার, মিশ্রবর্ণ সকলের উৎপত্তি নির্দ্ধারণ, মনুর শাসন সময়ে বঙ্গদেশ অতলজলধিগর্ভে নিহীত ছিল,—তদর্থে বঙ্গের ভৌগলিকতত্ত্ব ও পুরাতনকাহিনীবর্ণন, শাস্ত্রানুসারে শূদ্ররাজ্যে ব্রাহ্মণের বাস পতিতের কারণ—কায়স্থ জাতির শূদ্রাপবাদ ঘোচাইবার জন্য বঙ্গে দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কায়স্থরাজগণের শাসনবৃত্তান্ত ও মানবের একান্ত জ্ঞাতব্য দেহতত্ত্ব—স্থূল-সূক্ষ্মদেহ, দেহের মূল পদার্থ সকল, গর্ভস্থ জীব, দীর্ঘায়ু ও ধার্ম্মিক পুত্রলাভের উপায়, এই সবগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মানবতত্ত্বের খণ্ডান্তরে ধর্ম্মতত্ত্বে যে সদাচার ও ব্রহ্মচর্য্য বিষয় ছিল, বিদ্যার্থীগণের উপকারার্থে সাধারণের অনুরোধে উহা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল। সদাচার কথিত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন, আমিষ ও নিরামিষ ভোজনের শ্রেষ্ঠতা, জীবহত্যা না করাই স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়, পিতৃ-মাতৃ ও গুরুভক্তি, ঈশ্বরে বিশ্বাস, দয়া-দান-সত্যই ধর্ম্ম, ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্য, বীর্য্যকারক ভক্ষদ্রব্য, আত্মকৃত মহাপাপ ও রোগ-লক্ষণ, ইন্দ্রিয়বিজয়-ক্রোধদমনের প্রকৃষ্ট উপায়,

অষ্টাঙ্গযোগ, সাকার উপাসনা ষট্‌চক্রভেদ, পঞ্চাঙ্গ ব্রহ্মোপাসনা ইত্যাদি আলোচ্য বিষয়।

"সৃষ্টিতত্ত্ব" দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। যে যে অধ্যায়ে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—প্রথম অধ্যায় সৃষ্টিপ্রকরণ—সাকার ঈশ্বরের আবির্ভাব, মানবদম্পতীর উৎপত্তি, তাঁহাদিগ হইতে জগতের মনুষ্যজাতির জন্ম, শ্রুতি ও পুরাণসহ 'বাইবেলের' সাদৃশ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায় দৈবতপ্রকরণ—দেব-দৈত্য-দানব-গন্ধর্ব্ব-অপ্সর-যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর-বানর-পিশাচ-সুপর্ণ-নাগ-নর, সকলেই জনম-মরণশীল মানুষ—মহর্ষি কশ্যপের বিভিন্ন পত্নীর সন্তান।

তৃতীয় অধ্যায় ভৌমপ্রকরণ—আর্য্যভূগোলবৃত্তান্ত—লবণসমুদ্র পরিবেষ্টিত সজলস্থল গোলাকার সুদর্শনদ্বীপসহ বর্ত্তমান পুরাতন ও নূতন মহাদেশের ঐক্যসম্পাদন, পর্ব্বত-নদী-জনপদ, বর্ষসকল, লোকসকল-চতুর্দ্দশভুবন, ত্রিবিধ স্বর্গ ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায় আর্য্যইতিহাস—আর্য্য-অনার্য্য-আর্য্যাবর্ত্ত-আর্য্যগণের আদিনিবাস; সমাজনীতি—যৌবন ও বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অবৈধ তৎকারণ, স্ত্রীস্বাধীনতা, আচারব্যবহার; রাজনীতি-ধর্ম্মনীতি-কৃষি-বাণিজ্য; শিল্পবিজ্ঞান—একচক্রত্রিচক্ররথ, লৌহশকট, অর্ণবযান, ব্যোমযান, নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্র; ভাষাতত্ত্ব, বর্ণমালা ইত্যাদি।

পঞ্চম অধ্যায় বর্ণচতুষ্টয়—এক ব্রাহ্মণ হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ, ব্রাহ্মণেতর বর্ণসকল হইতে গুণোৎকর্ষে ব্রাহ্মণ ও মুনি ঋষি হইবার বিবরণ, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ সহ পুরুষসূক্ত ও সায়নভাষ্যসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অভিমত।

ষষ্ঠ অধ্যায় বর্ণসকলের কর্ম্মবিভাগ—ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের ভাবগত

অর্থ ও শাস্ত্রবিহিতকর্ম্ম, সেকালের ও একালের ব্রাহ্মণ, মসীজীবী ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ, বৈশ্য ও মহাজাতি, অনার্য্য শূদ্রগণ।

সপ্তম অধ্যায় সঙ্কর বা মিশ্রবর্ণ—অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ সঙ্কর-জাতিসকলের নাম ও উৎপত্তি, করণজাতি, অম্বষ্ঠ-বৈদ্যগণের দ্বিজত্ব ও গোত্র, ক্ষত্রপকায়স্থ ও বৈদ্যসমাজের সমতা।

অষ্টম অধ্যায় বঙ্গের ভৌগলিকতত্ত্ব ও পুরাতনকাহিনী—অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সুহ্ম-পৌণ্ড্রদেশের উৎপত্তি সীমা ও আর্য্যনিবাস, মনুর সময়ে এসব দেশের অস্তিত্ব না থাকা, দাক্ষিণাত্যস্থিত পৌণ্ড্রদেশই মনুর বৃষলদেশ।

নবম অধ্যায় বঙ্গে কায়স্থরাজগণ—দেব, ভোজ, শূর, পাল, সেনদেব প্রভৃতি কায়স্থরাজগণের বৃত্তান্ত, কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের আগমন, কৌলিন্য বিধি, বৈদিক ব্রাহ্মণ ও তন্ত্রধর্ম্মের প্রচার।

দশম অধ্যায় কায়স্থের দ্বিজত্ব—যজ্ঞোপবীত গ্রহণ ও ত্যাগের কারণ, উপবীতসংস্কার, দেবতা চিত্রগুপ্ত ও তৎবংশীয় কায়স্থগণ, কায়স্থের পদ্ধতি-গোত্র-প্রবর, প্রায়শ্চিত্ত ও অশৌচ ইত্যাদি।

একাদশ অধ্যায় দেহতত্ত্ব—শরীর ও মনের সম্বন্ধ, প্রকৃতি-পুরুষ ও পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব, সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ, দেহের মূল পদার্থ ও যন্ত্রসকল, ধাতুচর্চ্চা, গর্ভিণী ও গর্ভের অবস্থা, দীর্ঘায়ু ও ধার্ম্মিক পুত্রলাভের উপায় ইত্যাদি।

এই গ্রন্থপ্রণয়নে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহার অকাট্যপ্রমাণসকল উদ্ধৃত করিয়াছি, ঐ সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তাদিগের চরণে শত শত প্রণামপূর্ব্বক গ্রন্থসকলের নাম প্রদান করিতেছি—ঋক-যজু-অথর্ব্ববেদ; শতপথ ব্রাহ্মণ; বৃহদারণ্যক; ছান্দোগ্য, প্রশ্ন, মুণ্ডক, তৈত্তিরীয়, তাপনীয়, রাজসেনীয়,

মৈত্রী, আশ্বলায়ন শ্রুতি-; গোভিল, কাত্যায়ণ সূত্রগ্রন্থ; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, ভৃগু, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, উশনা, আপস্তম্ব, নারদ, ব্যাস, গৌতম, অত্রি, যম, হারীতসংহিতা; নব্যস্মৃতি, বৃহৎপরাশর; রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা; বিষ্ণু, বায়ু, লিঙ্গ, কালিকা, অগ্নি, বহ্নি, পদ্ম, বামন, মার্কেণ্ডেয়, কূর্ম্ম, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্ম, ভবিষ্য, গরুড়, স্কন্দ, বরাহ বৃহন্নারদীয়, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ; খিলহরিবংশ; সুশ্রুত, শুক্রনীতি, ভুবনকোষ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, তন্ত্র, নিরুক্ত, জটাধর, অমরকোষ, শব্দরত্নাবলী, বাচস্পতি-মিশ্র; কুল্লুক-মেধাতিথি-কর্ক-সায়নভাষ্য এতৎভিন্ন দুর্জয়দাস, চন্দ্রপ্রভা, কুলগ্রন্থ, কুলদীপিকা, দেববংশম্, শূদ্রধর্ম্মনিরূপণ, মিতাক্ষরা, রাজতরঙ্গিণী, বিশ্বকোষ, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কথাসরিৎসাগর, কাব্যগ্রন্থ, শিলালিপি, মুসলমান ও মহারাষ্ট্র ইতিহাস প্রভৃতি যে সকল পুস্তক হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, ঐ সকল গ্রন্থকারের নিকটও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

উপসংহারে যে সকল সহৃদয় বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ আমাকে এই মহৎকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান ও এই গ্রন্থে তাঁহাদের নামোল্লেখ করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য—অশেষশাস্ত্রদর্শী বেদবিদ্ পণ্ডিতাগ্রগণ্য বাবু উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় আমার এই গ্রন্থের দুর্ব্বোধ্য বেদমন্ত্র সকলের অর্থ ও নানাপ্রকারে সংশোধন করিয়া, এমন কি প্রুফ্ দেখিয়া সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন; ফলতঃ তাঁহার গ্রন্থ ও লাইব্রেরীর সাহায়তাই এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন। স্বনামধন্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রাওসাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয়ের বিশ্বকোষ ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসই এই গ্রন্থের কঙ্কাল। তাঁহার অনুমতি ও উৎসাহে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কর্ম্মাধ্যক্ষ বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয় বহুদিন

পর্য্যন্ত কায়স্থপত্রিকায় এই সমস্ত প্রবন্ধ প্রচার ও সংশোধন করিয়াই আমাকে এক্ষেত্রে অগ্রসর করিয়াছেন। বঙ্গের কৃতী সন্তান প্রাতঃস্মরণীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ঋকবেদ ও বঙ্গানুবাদই আমাদের অবলম্বন। পণ্ডিতবর যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ডীপাঠক মহাশয় এই গ্রন্থের প্রথম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের কতকাংশ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ত্রিপুরার প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি, জ্যোতিশশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ শ্রীযুক্ত কোলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ, শৈব্যা, শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ রায়, বাবু ক্ষিতিশচন্দ্র রায় বি-এল, বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী, বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ, বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ও উমানাথ বাবু মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ও ভূম্যধিকারী বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ও তদীয় সুযোগ্যপুত্র হাইকোর্টের উকীল বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয় আপনাদের লাইব্রেরী হইতে মূল্যবান ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি দ্বারা বহু সহায়তা ও উৎসাহপ্রদানে আমাকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ, পি-এইচ-ডি মহোদয় স্বীয় উদারতাগুণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

ভেলানগর
ত্রিপুরা
১৩২৫ সন

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

——০—

মানব-তত্ত্ব।

প্রথম-খণ্ড

সৃষ্টিতত্ত্ব।



প্রথম অধ্যায়—সৃষ্টিপ্রকরণ।

কোন্ সময়ে এই পরিদৃশ্যমান সৌর জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করা সাধ্যাতীত। জগতে যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ বর্ত্তমান আছে তাহার প্রায় সকল গ্রন্থেই বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত ভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থমধ্যে প্রাচীনতায় বেদই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছে। সৃষ্টিসম্বন্ধে বেদ কি বলিতেছেন তাহাই একবার দেখা যাউক। ঋগ্বেদ ৮ অষ্টক ৭ অধ্যায় ১০ মণ্ডল ১২৯ সূক্ত প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী॥ ভাববৃত্তং। ত্রিষ্টুভ্।

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্
অম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্॥১

পদপাঠ

ন অসৎ আসীৎ নো ইতি সৎ আসীৎ তদানীম্ ন আসীৎ রজঃ নো ইতি বি-ওম পরঃ যৎ কিম্ আ অবরীব রিতি কুহ কস্য শর্ম্মন্ অন্তঃ কিম্ আসীৎ গহনম্ গম্ভীরম্ ॥

অন্বয়

তদানীং (তদা) অসৎ (অনিত্যবস্তু) ন আসীৎ (অভূৎ) নো সৎ (নিত্য জীবাত্মা ইতি) আসীৎ (অভূৎ), রজঃ (ভুবনং) ন আসীৎ (অভূৎ) নো যৎ (পরিদৃশ্যমানং) পরঃ (শ্রেষ্ঠং) ব্যোম (স্বর্গঃ) আসীৎ (অভূৎ)। কিম্? আবরীবঃ (আবরণীয়ং) কুহ (কুত্র) কস্য শর্ম্মন্ (গৃহং) অন্তঃ (জলম্) কিম্ আসীৎ (অবর্ত্তত) গহনং (গাঢ়ম্) গভীরম্ (অগাধং)—তদা গহনং গভীরং জলমপি ন আসীৎ ॥ ১।

বঙ্গার্থ—তখন অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না, কোন লোক বা ভুবনও ছিল না, পরম ব্যোম অর্থাৎ ব্রহ্ম লোকও ছিল না। আবরণ করে এমন কিছুই ছিল না; কোথায় কাহার গৃহ? এই যে এমন্ গহন ও গভীর জলরাশি রহিয়াছে, তাহাও তখন ছিল না। ১

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিংচনাস ॥২

পদপাঠ

ন মৃত্যুঃ আসীৎ অমৃতম্ ন তর্হি ন রাত্র্যাঃ অহ্নঃ আসীৎ প্রকেতঃ আনীৎ অবাতম্ স্বধয়া তৎ একম্ তস্মাৎ হ অন্যৎ ন পরঃ কিম্ চন আস ॥

অন্বয়

তর্হি (তদা) ন মৃত্যুঃ (মরণং) আসীৎ (অস্তি স্ম) অমৃতং (অমরণং) ন আসীৎ ইত্যর্থঃ। ন রাত্র্যাঃ (রজন্যাঃ) অহ্নঃ (দিবসস্য) প্রকেতঃ (প্রভেদঃ) আসীৎ। আনীৎ (প্রাণ্যাৎ) অবাতং (বায়ুং বিনা) স্বধয়া (অন্নং বিনা) তৎ একং (একমেব), তস্মাৎ (পরমেশ্বরাৎ) হ অন্যৎ (অপরং) ন পরঃ (দ্বিতীয়ম্) কিঞ্চন (কিঞ্চিৎ) আস (অস্তিস্ম) ॥ ২।

বঙ্গার্থ—তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, চন্দ্র ও সূর্য্যের অভাব-নিবন্ধন দিবা ও রাত্রির প্রভেদও ছিল না, কেবল একমাত্র পরব্রহ্মই ছিলেন। তাঁহার জীবন ধারণজন্য বায়ু বা অন্নের কোন প্রয়োজন হইত না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তৎকালে বায়ু কি অন্নও ছিল না, তখন সেই ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।'

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্ ॥ ৩

পদপাঠ

তমঃ আসীৎ তমসা গূঢ়ম্ অগ্রে অপ্রকেতম্ সলিলম্ সর্ব্বম্ আঃ ইদম্ তুচ্ছ্যেন আভু অপিহিতম্ যৎ আসীৎ তপসঃ মহিনা অজায়ত একম্ ॥

অন্বয়

অগ্রে (পূর্ব্বং) তমঃ (অন্ধকারঃ) আসীৎ, তমসা (অন্ধকারেণ) গূঢ়ম (আবৃতম্) অপ্রকেতং (ভেদরহিতং) ইদং (পরিদৃশ্যমানং) সর্ব্বং (সকলং) সলিলং (জলং বা কারণবারি) আঃ (অস্তিস্ম)। তুচ্ছ্যেন (তুচ্ছপদার্থেন শূন্যেন বা) আভু (অভিতঃ চতুর্দ্দিক্ষু) অপিহিতং (আচ্ছাদিতং) যৎ (ইদং) আসীৎ তৎ (তদা) একং (ব্রহ্ম) তপসঃ (তপস্যায়াঃ) মহিনা (মহিম্না মাহাত্ম্যেন) অজায়ত (উৎপন্নমভূৎ) ॥ ৩।

বঙ্গার্থ—সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকারদ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, সকলই ভেদরহিত ছিল অর্থাৎ গাঢ় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই ছিল না: সকল উৎপন্ন পদার্থের বীজভূত কারণবারিময় ছিল। তুচ্ছ পদার্থ বা শূন্যদ্বারা সকল আবৃত ছিল, তখন আপনার তপোমাহাত্ম্যে সর্ব্বনামময় এক ঈশ্বর জন্মিলেন। যাহাই সাকার ঈশ্বর বা "সৃষ্টিকর্ত্তা" এই নামে কথিত। ৩

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥৪

পদপাঠ

কামঃ তৎ অগ্রে সম্ অবর্ত্তত অধি মনসঃ রেতঃ প্রথমং যৎ আসীৎ সতঃ বন্ধুম্ অসতি নিঃ অবিন্দন হৃদি প্রতি-ইষ্য কবয়ঃ মনীষা ॥

অন্বয়

তৎ (তদা) অগ্রে (পূর্ব্বং) মনসঃ অধি (চিত্তস্য উপরি মনসি) কামঃ (অভিলাষঃ সিসৃক্ষা) সমবর্ত্তত (অজায়ত) যৎ (যস্মাৎ) রেতঃ (বীজভূতং তন্মাত্রং) প্রথমং (সর্ব্বাগ্রে) আসীৎ (অভবৎ)। কবয়ঃ (পণ্ডিতাঃ—মনীষিণঃ) মনীষা (মনীষয়া বুদ্ধ্যা) হৃদি (মনসি) প্রতীষ্য (বিচার্য্য) অসতি (অবিদ্যমানে বস্তুনি) সতঃ (সদ্বস্তুনি) বন্ধুং (বন্ধয়িতুং) নিরবিন্দন্ (অলভন্ত) ॥ ৪।

বঙ্গার্থ—সেই সময়ে ঈশ্বরের মনে "আমি বহু হইব", "সৃষ্টি করিব", এই ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। তাহাতে তাঁহার ইচ্ছামাত্রে সকল বস্তুরই আদি বীজ তন্মাত্র সকল জন্মিল। পণ্ডিত ব্যক্তিরা বুদ্ধিবলে স্ব স্ব হৃদয়ে বিচার করিয়া জানিতে পারিলেন যে—পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। পরে সকল হইয়াছে—অর্থাৎ অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করিলেন। ৪।

এই ঋঙ্ মন্ত্রে সর্ব্বপ্রথমে মনের উপর কাম বা বাসনার আবির্ভাব, তাহাহইতে জগৎ উৎপত্তির কারণ বীজ উদ্ভূত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হইয়া পরবর্ত্তি ঋঙমন্ত্রে 'রেতধা আসন্' শব্দ প্রয়োগদ্বারাই প্রাকৃতিক নিয়মানু-যায়ী স্ত্রীপুরুষ সহযোগে উৎপত্তির যে আভাস প্রদত্ত হইয়াছে; তাহাই বৃহদারণ্যক, প্রশ্ন ও মুণ্ডুকশ্রুতিতে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল। ১২১ সূক্ত।

হিরণ্যগর্ভ প্রাজাপত্যঃ। কঃ। ত্রিষ্টুভ্।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥১।

পদপাঠ

হিরণ্যগর্ভঃ সম্ অবর্ত্তত অগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিঃ একঃ আসীৎ সঃ দাধার পৃথিবীম্ দ্যাম্ উত ইমাম্ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

অন্বয়—অগ্রে (পূর্ব্বং) হিরণ্যগর্ভঃ (স্বর্ণাণ্ডপ্রভবো লোকপিতামহো ব্রহ্মা বা বিরাট্সংজ্ঞকঃ পুরুষঃ) সমবর্ত্তত (অজায়ত) জাতঃ ভূতস্য (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) পতিঃ (প্রভুঃ) আসীৎ (বভূব) সঃ (হিরণ্যগর্ভঃ আদিমানবঃ) দ্যাম্ (দ্যোসংজ্ঞকম্ আদিস্বর্গম্) উত (অপি চ) ইমাং (পরিদৃশ্যমানাং) পৃথিবীং (পৃথোঃ পৃথুলরাজ্যং ভারত-বর্ষঞ্চ) দাধার (দধার ধৃতবান্) * * *।

বঙ্গার্থ—সকলের অগ্রে স্বর্ণাণ্ডপ্রভব হিরণ্যগর্ভ বা লোকপিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন, তখন জগতে অন্য দ্বিতীয় মানব ছিল না; সুতরাং তিনি এককই জাত প্রাণী সকলের প্রভু হইয়াছিলেন। সেই সময়ে একমাত্র আদি স্বর্গ দ্যো ও পৃথুর পৃথুল রাজ্য ভারতবর্ষ স্থলে পরিণত হইয়াছিল, হিরণ্যগর্ভ যেন উহাদের ধারণকর্ত্তা হইলেন।

ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ৯০ সূক্ত

নারায়ণঃ ॥ পুরুষঃ ॥ অনুষ্টুভ্।

তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ।

পদপাঠ।

তস্মাৎ বিরাট্ অজায়ত বিরাজঃ অধি-পূরুষঃ সঃ জাতঃ অতি-অরিচ্যত পশ্চাৎ ভূমিম্ অথো ইতি পুরঃ।

অন্বয়—তস্মাৎ (পুরুষাৎ পরমেশ্বরাৎ) বিরাট্ * (আদিমানবঃ লোক পিতামহঃ ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভঃ) অজায়ত (উদপদ্যত) বিরাজঃ (বিরাট্-পুরুষাৎ) অধিপূরুষঃ (স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ) অজায়ত উৎপন্নঃ। "বৈরাজস্তু মনুঃ স্মৃতঃ"। ইতি বায়ুপুরাণম্। স (বিরাট্) জাতঃ সন্ ভূমিং (ভূমণ্ডলং) পশ্চাৎ অথো অনন্তরং পুরঃ (অগ্রভাগে চ) অত্যরিচ্যত (অতিচক্রাম) তস্য বিরাট্ পুরষস্য সন্তানসন্ততিভিঃ সর্ব্বং জগৎ পরিপূর্ণমভূৎ ইতি ভাবঃ।

বঙ্গার্থ—সেই পরমেশ্বরহইতে আদিমানব বিরাট্ পুরুষের জন্ম হইল, বিরাট্ হইতে আবার অধিপুরুষ স্বায়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হইলেন। সেই বিরাট্ পুরুষ জন্মিয়া পৃথিবীকে পশ্চাতের দিকে ও অগ্রভাগে অতিক্রম করিলেন। অর্থাৎ তাঁহার সন্তান সন্ততিদ্বারা পৃথিবী পূর্ণ হইল।

---

* বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, লোকপিতামহ ব্রহ্মা, এবং অগ্নি একই সংজ্ঞক, স্থান-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিত হইয়াছেন মাত্র। আমরা স্থানান্তরে ইহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি, কাহারও এই বিষয়ে সন্দেহ হইলে, তাঁহারা ঋগ্বেদ পুরুষ-সূক্ত ৫ম মন্ত্র, মনুসংহিতার ১ম অধ্যায়ের ৭।৮।১১।৩২ শ্লোক, বৃহদারণ্যক ১ ব্রাহ্মণ ৪ মন্ত্র এবং ৪র্থ ব্রাহ্মণের ২।৩।৪ মন্ত্র, মহাভারত আদিপর্ব্ব ১ম অধ্যায় ৩১।৩২ শ্লোক দেখিতে পারেন।

উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বারা সৃষ্টিসম্বন্ধে বেদ কি বলিতেছেন, তাহার আদর্শ প্রদর্শিত হইল। বেদ যাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক শ্রুতি সকলে তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং দেখা যাউক উপনিষদ্ সকল সৃষ্টিসম্বন্ধে কি বলিতেছেন।

বৃহদারণ্যক প্রথম অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ ২য় মন্ত্র।

সোঽবিভেৎ তস্মাদেকাকী বিভেতি সহায়মীক্ষাঞ্চক্রে যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্ন বিভেমীতি তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায় কস্মাদ্ধ্যভেষ্যদ্ দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি॥

অন্বয়—সঃ (পুরুষঃ) অবিভেৎ (বিভয়ে) তস্মাৎ (হেতোঃ) একাকী (এককঃ) বিভেতি (ভয়যুক্তো ভবতি) সহায়ং (সহচরং) ঈক্ষাঞ্চক্রে (দ্রষ্টুম্ ঐচ্ছৎ) যৎ (যস্মাৎ) মদন্যৎ (মত্তঃ অন্যৎ) নাস্তি (ন বিদ্যতে) কস্মাৎ (কথং) ন বিভেমি (ন ভয়যুক্তো ভবামি) ততঃ (তস্মাৎ) এব অস্য (আদি মানবস্য) ভয়ং (ভীতিঃ) বীয়ায় (অভবৎ) কস্মাৎ (কথং) হি (নিশ্চিতং) অভেষ্যৎ (ভীতবান্) দ্বিতীয়াৎ (দ্বিতীয়জনহেতোঃ) ভয়ং ভবতি।

বঙ্গার্থ—সেই জাত পুরুষ একাকী ছিলেন বলিয়া ভীত হইলেন। তিনি আপনার অন্য একজন সহায় দেখিতে ইচ্ছা করিলেন, যেহেতুক আমি ভিন্ন আর অন্য কেহ নাই, সুতরাং কেন আমি ভয় পাইব না ? ॥ ২ ॥

বৃহদারণ্যক প্রথম অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ তৃতীয় মন্ত্র।

"স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ, স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা২পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং। তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ

যাজ্ঞবল্ক্য স্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া হপূর্য্যত এব তাং সমভবং ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ॥ ৩।

অন্বয়—সঃ (পুরুষঃ) ন এব রেমে (ন তৃপ্তঃ অভবৎ) তস্মাৎ একাকী (সহায়হীনঃ) ন রমতে (ন তৃপ্যতি) সঃ (পুরুষঃ) দ্বিতীয়ম্ (অপরং জনং) ঐচ্ছৎ (প্রাপ্তুম্ ইয়েষ) স হ এতাবান্ (ঈদৃশং ইয়ৎপরিমাণঃ) আস (আসীৎ) যথা স্ত্রীপুমাংসৌ (স্ত্রীপুরুষৌ—শক্তিযুক্তপুরুষৌ) সম্পরিষ্বক্তৌ (সম্যক্ অভিন্নৌ বা আলিঙ্গিতৌ) সঃ (পুরুষঃ) ইমমেব (পরাপরাশ্লিষ্টমেব) আত্মানং (স্বকং) দ্বেধা (দ্বিখণ্ডং) অপাতয়ৎ (বাভজৎ) ততঃ (তদনন্তরম্) পতিঃ (স্বামী) পত্নী (স্ত্রী) চ অভবতাং (বভূবতুঃ) তস্মাৎ, (প্রকৃতিযুক্তপুরুষাৎ) ইদম্ (এতৌ) অর্দ্ধবৃগলমিব (অভিন্নচণক ইব) স্বঃ (ভবতঃ) হ স্ম আহ (উবাচ) যাজ্ঞবল্ক্যঃ (ঋষিবিশেষঃ) তস্মাৎ (ততঃ পরং) সঃ (পুরুষঃ) তাং (স্ত্রীং) সমভবৎ (অভ্যাগচ্ছৎ বা উপগতঃ বভূব) ততঃ (অনন্তরং) মনুষ্যাঃ (নরাঃ) অজায়ন্ত (উৎপন্নাঃ) তস্মাৎ (তদ্ধেতোঃ) অয়ম্ (দৃশ্যমানঃ) আকাশঃ (আকাশনামা আদিজন্মভূমিবিশেষঃ) স্ত্রিয়া (নার্য্যা পুরুষপত্ন্যা লক্ষণয়া তস্যাঃ সন্তানসন্ততিভিঃ) অপূর্য্যত (পূর্ণঃ অভবৎ) ॥

বঙ্গার্থ—সেই জাত পুরুষ একাকী থাকিতে তৃপ্তি অনুভব করিলেন না, তিনি দ্বিতীয় সঙ্গিনী পাইতে ইচ্ছা করিলেন। যেহেতু দ্বিতীয় সঙ্গিনী না হইলে কিরূপে মিলন হইবে? এই জন্য সর্ব্বময়ত্ব হেতু সেই পুরুষেই শক্তির বিকাশ হইল, ইহাই অনুভূতিজ্ঞাপক আত্মপদবাচ্য; এই আত্মাতে এতাবৎকাল মিলিত স্ত্রীপুরুষভাবে ভাবময় অবস্থান করিতেছিলেন, যাহা এইক্ষণ শক্তিরূপে স্ফুরিত হইল, ইহাকেই একাধারে প্রকৃতিপুরুষাত্মক দুই ভাবের পূর্ণ বিকাশ বলিয়া কথিত হইয়াছে)।

ঐ সময়ে তিনি ঠিক একটী চণকসদৃশ স্ত্রীপুরুষে একত্রে দৃঢ় আলিঙ্গন

পাশে বদ্ধ ছিলেন, তিনি ঈদৃশ স্ত্রীপুরুষে একত্রাবস্থিত আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন, তাহাতে একভাগে পতি ও অন্য ভাগে পত্নী হইয়াছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন সেই পুরুষ তাঁহার পত্নীতে সঙ্গত হইলে তাহাতেই মানুষ সকলের জন্ম হইয়াছিল। তৎপর ঐ স্ত্রীলোকের সন্তানসন্ততিদ্বারা আদি জন্মভূমি আকাশ বা আদি স্বর্গ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

অতঃপর পাঠক মহোদয়গণ যদি অনুগ্রহ করিয়া বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তি মন্ত্র সকল পাঠ করেন, তবেই দেখিতে পাইবেন—যে সেই অর্দ্ধবিকাশযুক্ত ক্রিয়াশীল আত্মাতে যুগ্ম যুগ্ম অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষরূপে গো, বড়বা, অশ্ব, গর্দ্দভ, অজ, মেষ, খণ্ড ও অখণ্ড খুরবিশিষ্ট বহু প্রাণী, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকাদি পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইবার বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্বদর্শিজনগণ সমগ্র জগতের উৎপত্তিতে কি প্রকারে, একই ব্রহ্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবেন, তজ্জন্যই যেন ঐ প্রকার সত্য বিষয় সকল কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকারদিগের রূপক বর্ণনা পরিত্যাগ করিলেই বুঝিতে পারিবেন আবহমান কাল হইতে প্রকৃতির একই নিয়মই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ প্রশ্নোপনিষদে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বে ঋষি পিপ্পলাদ বলিতেছেন—

প্রশ্ন—ভগবন্ কুতোহবা ইমাঃ প্রজা প্রজায়ন্ত ইতি।

অন্বয়—ভগবন্ (হে মুনে) কুতঃ (কস্মাৎ) হ বা ইমাঃ (এতাঃ) প্রজাঃ (মনুষ্যজাতয়ঃ) প্রজায়ন্ত (উৎপন্নাঃ) ইতি।

বঙ্গার্থ—হে ভগবন্ এই সকল মনুষ্য কি প্রকারে হইল?

উত্তর—তস্মৈ স হোবাচ—প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোহতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুন মুৎপাদয়তে।

অন্বয়—তং সঃ (ঋষি পিপ্পলাদঃ) হ উবাচ (উক্তবান্) প্রজাপতিঃ (পরমেশ্বর) প্রজাকামঃ (প্রজাসিসৃক্ষুঃ) সঃ (ঈশ্বরঃ) তপঃ অতপাত (স্রষ্টুং মনসি আলোচিতবান্) সঃ (ঈশ্বরঃ) তপস্তপ্ত্বা (মনসি আলোচ্য) সঃ (ঈশ্বরঃ) মিথুনং (দম্পতী—স্বামিনং চ স্ত্রিয়ং চ) উৎপাদয়তে (জনয়ামাস)।

বঙ্গার্থ—প্রত্যুত্তরে ভগবান্ পিপ্পলাদ ঋষি বলিতেছেন—ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া. কি প্রকারে সৃষ্টি করিবেন তাহা মনে মনে আলোচনা করিলেন; মনন করিয়া তিনি মিথুন অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ এক যুগল মূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন।

মুণ্ডকোপনিষদের ঋষি মানবসৃষ্টিসম্বন্ধে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

"তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ সোমাৎ পর্জন্য
ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ
পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ॥
২৭।৫ প্রথম খণ্ড মুঃ

অন্বয়—তস্মাৎ (পরমেশ্বরাৎ) অগ্নিঃ (হুতাশনঃ) সমিধঃ (সমিৎ কাষ্ঠাদয়ঃ) যস্য (ঈশ্বরস্য) সূর্য্যঃ, যস্য (ঈশ্বরস্য) সোমাৎ (চন্দ্রাৎ) পর্জন্যঃ (মেঘদেবতাবিশেষঃ) যস্মাৎ ওষধয়ঃ (ফলপাকান্তবৃক্ষাদয়ঃ) পৃথিব্যাং (জগতি) পুমান্ (পুরুষঃ যোষিতায়াং (স্ত্রীয়াং) রেতঃ (শুক্রং) সিঞ্চতি (প্রক্ষিপতি) পুরুষাৎ (নরাৎ) বহ্বীঃ (বহুসংখ্যকাঃ) প্রজাঃ (সন্ততয়ঃ) সম্প্রসৃতাঃ (উৎপন্নাঃ)।

বঙ্গার্থ—ব্রহ্মাহইতেই গতির স্ফুরণ, যাহার ক্রমে স্থূলত্ব কাঠিন্যের পরিণাম সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং ক্রমবিধানানুযায়ী মেঘ, ওষধি (শস্যাদি) উৎপন্ন

হইয়াছে—যাহার পরিমাণ জীব ও তদ্দেহে শুক্রাদি। পুরুষ আপনার স্ত্রীতে শুক্র সেক করিলে বহু সন্তানসন্ততি উৎপন্ন হইয়াছিল।

"তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ
পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্ম-
চর্য্যং বিধিশ্চ॥
২৯।৭।১খণ্ড মুণ্ডক।

অন্বয়—তস্মাৎ (পরমেশ্বরাৎ) বহুধা (বহুপ্রকারাঃ) দেবাঃ (দেবতাঃ) সাধ্যাঃ (সাধ্যাগর্ভপ্রভবা দেবতাবিশেষাঃ) মনুষ্যাঃ (মানবাঃ) পশবঃ (জন্তবঃ) বয়াংসি (পক্ষিণঃ) সম্প্রসূতাঃ (উৎপন্নাঃ)। প্রাণাপানৌ (হৃদিস্থবায়ুঃ প্রাণঃ গুহ্যদেশস্থো বায়ুঃ অপানঃ) ব্রীহিযবৌ (ধান্যযবৌ) তপঃ (তপস্যা) শ্রদ্ধা (শুদ্ধিস্পৃহা চ) সত্যং (ঋতং) ব্রহ্মচর্য্যং বিধি রেতে সর্ব্বে উৎপন্না ইতি শেষঃ।

বঙ্গার্থ—সেই পরমেশ্বরহইতে সাধ্য, বিশ্বে, আদিত্যাদি বহুবিধ দেবতা, মনুষ্যগণ, জন্তু সকল, পক্ষিসমূহ, প্রাণ ও অপান বায়ু, ধান্য ও যব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও বিধি সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

তৈত্তিরীয়

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ॥

অন্বয়—তস্মাৎ এতস্মাৎ বৈ আত্মনঃ (পরমেশ্বরাৎ) আকাশঃ (খং)

সম্ভূতঃ (উৎপন্নং)। আকাশাৎ (গগনাৎ) বায়ুঃ (প্রভঞ্জনঃ) সম্ভূতঃ। বায়োঃ (প্রভঞ্জনাৎ) অগ্নিঃ (বহ্নিঃ) সম্ভূতঃ। অগ্নেঃ (বহ্নেঃ) আপো (জলানি) সম্ভূতানি। অদ্ভ্যঃ (জলেভ্যঃ) পৃথিবী (ভূমণ্ডলং)। পৃথিব্যা (ভূমণ্ডলাৎ) ওষধয়ঃ (ফলপাকান্তবৃক্ষাঃ) ওষধিয়ঃ—অন্নং (খাদ্যং শস্যাদিকং) অন্নাৎ রেতঃ (শুক্রং) রেতসঃ (শুক্রাৎ) পুরুষো (মনুষ্যঃ) স বৈ এষ পুরুষো (মনুষ্যঃ) অন্নরসময়ঃ (অন্নাদিভির্বর্দ্ধিত-দেহঃ) ইতি।

বঙ্গার্থ—সেই পরমেশ্বরহইতে আকাশ সম্ভূত, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ধান্যযবাদি ফলপাকান্ত বৃক্ষ, সেই ফলপাকান্ত বৃক্ষাদিহইতে শস্য বা অন্ন, অন্নহইতে শুক্র, শুক্রহইতে মনুষ্য, সেই মনুষ্য অন্নরসদ্বারা সংবর্দ্ধিতদেহ হইয়া থাকে।

আমরা সৃষ্টিপ্রকরণে যে কয়েকটী ঋঙ্মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, তদ্দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হইতেছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে দিবারাত্রির প্রভেদজ্ঞাপক চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রপ্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ, ভূ, ভুর্বস্বঃ ইত্যাদি সৌর জগতের পরিদৃশ্যমান কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব ছিল না। সমস্তই গাঢ় তমসাবৃত ছিল। সৃষ্ট পদার্থের মূলীভূত বীজ বা সূক্ষ্ম তন্মাত্র সকল, একমাত্র সলিল, যাহাকে পণ্ডিতগণ 'কারণবারি' কিংবা 'নীহারকণা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহাই যেন তুচ্ছ পদার্থ বা শূন্যদ্বারা আবরিত ছিল। তৎকালে বায়ু কিংবা অন্নাদির সৃষ্টি না হইয়া থাকিলেও সেই একমাত্র নিত্য, অদ্বিতীয় চৈতন্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিলেন। সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই যেন প্রথমে 'আত্মা' রূপে প্রকাশ পাইলেন। উৎপত্তিব্যঞ্জক বহুল বিস্তৃত বক্রগতির স্পন্দনসমূহ ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে প্রবাহাকারে ক্ষরণের বিকাশ, এবং তাহারই গতির বিধানানুক্রমে ক্রমস্থূলত্ব ক্রম-কাঠিন্যাদি দ্বারা জগতের বিকাশ পাইয়াছে। সেই আত্মাহইতেই সৃষ্টির

মূলীভূত কারণ-স্বরূপ কামের আবির্ভাব, এবং ক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ওষধি, অন্ন, রেতঃ ও রেতস্বী পুরুষের যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ হইতে উৎপন্নের বিষয় পরবর্ত্তি শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। বেদ যাহা ইঙ্গিত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকাদি শ্রুতি গ্রন্থে তাহার ব্যাখ্যা হইয়াছে। স্মৃতি, দর্শন ও পুরাণাদিতে তাহা নানারূপ অলঙ্কার ও উপাখ্যানাদির কল্পনাসাহায্যে ফলপুষ্পাদিতে সুশোভিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের ১২৯ সূক্তের ৩য় মন্ত্রের 'অজায়তৈকম্'—একজন জন্মিলেন—ইহার ব্যাখ্যায় বৃহদারণ্যক শ্রুতি "সোহবিভেৎ" 'সহায়মীক্ষাঞ্চক্রে', 'স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ', 'স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নীচাভবতাং' ইত্যাদি পদদ্বারা ব্রহ্মাহইতে জাত পুরুষ একাকী থাকিতে ভীত হইয়া সঙ্গিনী পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং শক্তি সহিত মিলিত ভাবময় দেহকে বিভাজিত করিয়া স্ত্রীপুরুষরূপে পরিণত হইলেন, কিংবা সেই সাকার ঈশ্বরহইতেই মানবদম্পতির উৎপত্তি হইল এমত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। প্রশ্নোপনিষদ্ প্রজা সৃষ্টি জন্য পরমেশ্বরহইতে 'মিথুন' বা দম্পতির উৎপত্তির সমর্থন করিয়াছেন। এই সমস্ত এবং তৈত্তিরীয় সংহিতার ব্রহ্মহইতে জগৎসৃষ্টির ক্রমপর্য্যায় বর্ণনা এবং মুণ্ডকশ্রুতিপ্রোক্ত স্ত্রীপুরুষসহযোগে মানবের উৎপত্তি বিবরণ পাঠ করিলে; সায়ণাচার্য্যকৃত পুরুষসূক্তের "ব্রাহ্মণোহস্য মুখ মাসীৎ" মন্ত্রের শ্রুতি বিগর্হিত কল্পিত ভাষ্যের অনুযায়ী আধুনিক পুরাণ বর্ণিত ব্রহ্মার মুখাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গহইতে, ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় ভ্রান্তিসংস্কার বিদূরিত হইবেক। যেহেতুক শ্রুতি সকলের মান্য। দার্শনিকগণ যে "প্রকৃতিপুরুষের" অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহাও শ্রুতির, মিথুন বা স্ত্রীপুরুষ শব্দের বাক্যান্তর মাত্র।

মনুসংহিতা।

শ্রুতির পরই স্মৃতি সকল মান্য। মনু আপন সংহিতায় বেদের অর্থ নিবদ্ধ করায়, স্মৃতি সকলের মধ্যে মনুস্মৃতিই সমধিক প্রামাণ্য; সুতরাং সৃষ্টিসম্বন্ধে মনুসংহিতা কি বলিতেছেন অতঃপর তাহারই আলোচনা করা যাউক। মনুসংহিতার ১ম অধ্যায়ের ৫৮ শ্লোকে লিখিত আছে—"হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে এই শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিধানক্রমে আমাকেই (মনুকে) অধ্যয়ন করাইয়াছেন, আমি (মনু) মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে অধ্যয়ন করাইয়াছি।" আবার ৫৯ শ্লোকে বর্ণিত আছে—"মহর্ষি ভৃগু এই শাস্ত্র আদ্যোপান্ত তোমাদিগকে শ্রবণ করাইবেন, যেহেতুক তিনি আমার (মনুর) নিকট হইতে এই শাস্ত্র সমস্ত সম্যকরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন।" যে মনুসংহিতা বর্ত্তমানে প্রচলিত তাহা অগ্নিকুল-প্রভব মহর্ষি ভৃগুপ্রোক্ত সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। বেদ ব্রহ্মার মুখবিনিঃসৃত, ব্রহ্মাই প্রথমে মনুকে ইহা শিক্ষা দেন, স্বায়ম্ভুব মনু বেদের অর্থসঙ্কলনদ্বারা যে সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভাষা বেদমন্ত্রের ন্যায় কঠিন দুর্ব্বোধ্য না হইয়া সহজ সংস্কৃত-বহুল হইতে পারে না, কাজেই স্বীকার করিতে হইবে, আদি মনুসংহিতা এখন লুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রচলিত মনুসংহিতায় অপ্রাসঙ্গিক ও একই বিষয়ে বিধি ও নিষেধসূচক শ্লোকাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে; যাহার সম্বন্ধে স্থানান্তরে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত মনু প্রাচীন নহে

মনুসংহিতা প্রথম অধ্যায়।

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥ ৫ ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান ব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ॥ ৬ ॥
যো ঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥ ৭ ॥
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজ মবাসৃজৎ ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, তদানীন্তন অবস্থা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নয়, কোন লক্ষণদ্বারাও অনুমেয় নয়, তর্ক ও জ্ঞানের অতীতাবস্থায় যেন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। অব্যক্ত স্বয়ম্ভূ ভগবান্ মহাভূতাদি তত্ত্ব সকল সৃষ্টি করিয়া সেই গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত পূর্ব্বক স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন। যিনি অব্যক্ত, সূক্ষ্ম, সনাতন, অচিন্ত্য, সর্ব্বভূতময়, মনোমাত্রগ্রাহ্য. তিনি স্বয়ং প্রথমে শরীরাকারে আবির্ভূভ হইলেন। তিনি আপন দেহহইতে নানাপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিবার বাসনায় সর্ব্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ অর্পণ করিলেন। (ইহাই ঋকবেদের ১২৯ সূক্তের ১।২।৩ মন্ত্রানুযায়ী বর্ণনা)।

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥ ৯ ।

যত্তৎ কারণ মব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষোলোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥ ১১॥

বঙ্গার্থ—অর্পিত বীজ স্বুবর্ণ বর্ণের ন্যায় সহস্রাংশুসমপ্রভাযুক্ত একটা অণ্ডে, অর্থাৎ কার্য্যস্ফুরণের কারণাদি যথায় ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে উৎপত্তি হইতেছে, সেই আধারে পরিণত হইল; এবং সর্ব্বনামময় পুরুষ স্বয়ং তাহাহইতে লোকপিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। যিনি সৃষ্টপদার্থের নিমিত্ত কারণ, যিনি অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, যিনি নিত্য, যিনি সৎ ও অসৎ বা ধ্বংসশীল পদার্থের প্রতিপাদ্য, তাঁহাহইতে উৎপন্ন—পুরুষ লোকে ব্রহ্মা বলিয়া কথিত॥ (এখানে সৃষ্টির আধার 'অণ্ড' এবং সৃষ্ট পুরুষের নাম 'ব্রহ্মা' এই শব্দ দুইটা বেদ মন্ত্রের বহির্ভূত)

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজ মসৃজৎ প্রভুঃ॥ ৩২॥

কুল্লূকভট্টকৃতটীকা—"স ব্রহ্মা নিজদেহং দ্বিখণ্ডং কৃত্বা অর্দ্ধেন পুরুষোজাতঃ অর্দ্ধেন স্ত্রী, তস্যাং মৈথুনধর্ম্মেণ বিরাট্ সংজ্ঞং পুরুষং নির্ম্মিতবান্।"

বঙ্গার্থ—সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্দ্ধাংশে নারী হইলেন। ঐ উভয়ের পরস্পর সংযোগ বা সহবাসে বিরাট্ নামক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। (এখানে মনুর বর্ণনা ও বৃহদারণ্যক শ্রুতির ঐক্য দৃষ্ট হয়)

"তপস্তপ্ত্বা ঽসৃজদ্ যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৩৩॥

অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্।
পতীন্ প্রজানামসৃজং মহর্ষীনাদিতো দশ ॥ ৩৪ ॥
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদ মেবচ ॥ ৩৫ ॥
এতে মনূংস্তু সপ্তান্যান সৃজন্ ভূরিতেজসঃ।
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতৌজসঃ ॥ ৩৬ ॥
যক্ষরক্ষঃপিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরান্।
নাগান্ সর্পান্ সুপর্ণাংশ্চ পিতৃণাঞ্চ পৃথগ্ গণান্ ॥ ৩৭ ॥
কিন্নরান্ বানরান্ মৎস্যান্ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্।
পশূন্ মৃগান্ মনুষ্যাংশ্চ ব্যালাংশ্চোভয়তোদতঃ ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বিরাট্ পুরুষ তপস্যা বা ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহাকে সৃষ্টি করিলেন, আমি সেই মনু; আমাকে এসকলের দ্বিতীয় স্রষ্টা বলিয়া জানিও। আমিও প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে কঠোর তপস্যা পূর্ব্বক দশজন প্রজাপতি মহর্ষির সৃষ্টি করিয়াছি। যাহাদের নাম মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, ও নারদ। ইহাঁরা আবার মহাতেজাঃ অপর সাতজন মনুর সৃষ্টিকর্ত্তা। যাহারা দেবতা ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দেবতাসমূহ, মহাতেজোবলসম্পন্ন মহর্ষিবৃন্দ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, অসুর, নাগ, সর্প, সুপর্ণ, পিতৃগণ, কিন্নর, বানর, মৎস্য, নানাপ্রকার বিহঙ্গম, পশু, মৃগ, মনুষ্য, ও দুইপংক্তিদন্তবিশিষ্ট হিংস্র ও অহিংস্র জন্তু সকল সৃষ্টি করিলেন।

মনু সংহিতার প্রাগুক্ত সৃষ্টিসমন্ধীয় বর্ণনামধ্যে, সৃষ্টির প্রাক্কালীন অবস্থা, অব্যক্ত নিত্য পরব্রহ্মের সৃষ্টিজন্য সাকার ঈশ্বররূপে আবির্ভাব,

সৃষ্টিকর্ত্তার দেহ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া স্ত্রীপুরুষরূপে পরিণত হওয়া, উক্ত দম্পতিযুগলের সহযোগে বিরাট্‌নামক পুরুষের উৎপত্তি, বিরাট্ হইতে স্বায়ম্ভুব মনুর জন্মবিবরণাদি উদ্ধৃত ঋক্ ও বৃহদারণ্যক শ্রুতি প্রভৃতির মতানুযায়ীই বটে। তৎপর তিনি আপন পুত্র, পৌত্রাদির জন্ম বৃত্তান্ত স্বয়ং দৃষ্টিপূর্ব্বকই লিখিয়াছেন অর্থাৎ মনুর মরীচ্যাদি দশ পুত্র, কশ্যপাদি সপ্ত পৌত্র ও তজ্জাত দেবতা, গণদেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, অসুর কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সর, নাগ, বানর, মনুষ্য ও পশুপক্ষি-প্রভৃতি প্রাণী সকলের জন্মবিবরণ ও তাহাদের কর্ম্মসকল পরবর্ত্তী শ্লোক সকলে সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু পরব্রহ্মহইতে জাত সৃষ্টিকর্ত্তার "লোকপিতামহ ব্রহ্মা" নামটি ও মরীচ্যাদি ঋষিগণের কশ্যপাদি সপ্ত ঋষিহইতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ সকলের সৃষ্টির বর্ণনা শ্রুতিতে দেখা যায় না। শ্রুতি সকলে সনাতন প্রকৃতির নিয়মানুসারে স্ত্রীপুরুষসহযোগেই প্রাণিগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে তদ্বৈপরীত্যে সৃষ্ট মানব ঋষিগণহইতে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি প্রাণী ও স্থাবর পদার্থ সকলের সৃষ্টি বিবরণটা প্রমাদ দোষ বলিয়াই যেন বোধ হইতেছে। পুরাকালে লিপি কৌশল অজ্ঞাত ছিল, মুদ্রাযন্ত্রও প্রচলিত ছিল না, শ্রবণেন্দ্রিয় ও স্মরণশক্তির সাহায্যেই শাস্ত্র সকল অধীত হইত, রাষ্ট্রবিপ্লবে, সমাজবিপ্লবে, ধর্ম্মবিপ্লবে শিক্ষার বৈগুণ্যে পরবর্ত্তী সময়ে বোধ হয় এরূপ হইয়া থাকিবেক। আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সেনসস্ রিপোর্ট দৃষ্টে, ভারতে এখনও পশু আখ্যাধারি মনুষ্যের অস্তিত্ব দেখিতে পাই, সুতরাং পৌরাণিক যুগে সিংহ, বাঘ, মহিষ, নাগ, শেয়াল আখ্যাধারী নরগণকেই পশুশ্রেণিতে পরিগণিত করা বিচিত্র নহে। কেননা পশুশ্রেণী সকলের মধ্যে মনুষ্যের নাম ও তন্ত্রে পশ্বাচারী ধর্ম্মের নাম উল্লেখ দেখা যায়।

রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড চতুর্দ্দশ সর্গ।

বাল্মীকিরামায়ণ কাব্যগ্রন্থ হইলেও অতীব প্রাচীন। ইহা মহাভারতেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকি মানবসৃষ্টিসম্বন্ধে-কি বলিয়াছেন, পাঠকগণের দৃষ্ট্যর্থে আরণ্যকাণ্ডহইতে কতিপয় সংস্কৃত শ্লোক সহ বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করা হইল।

"পূর্ব্বকালে মহাবাহো যে প্রজাপতয়োঽভবন্।
তান্ মে নিগদতঃ সর্ব্বানাদিতঃ শৃণু রাঘব ॥ ৬
কর্দ্দমঃ প্রথমস্তেষাং বিকৃতস্তদনন্তরঃ।
শেষশ্চ সংশ্রয়শ্চৈব বহুপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৭
স্থাণু র্মরীচিরত্রিশ্চ ক্রতুশ্চৈব মহাবলঃ।
পুলস্ত্যশ্চাঙ্গিরাশ্চৈব প্রচেতাঃ পুলহস্তথা ॥ ৮
দক্ষো বিবস্বানপরোঽরিষ্টনেমিশ্চ রাঘব।
কশ্যপশ্চ মহাতেজা স্তেষামাসীচ্চ পশ্চিমঃ ॥ ৯
প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য বভূবুরিতি বিশ্রুতাঃ।
ষষ্টির্দুহিতরো রাম যশস্বিন্যো মহাযশঃ ॥ ১০
কশ্যপঃ প্রতিজগ্রাহ তাসামষ্টৌ-সুমধ্যমাঃ।
অদিতিঞ্চ দিতিঞ্চৈব দনুমপি চ কালকাম্ ॥ ১১
তাম্রাং ক্রোধবশাং চৈব মনুঞ্চাপ্যনলামপি ॥ ১২
অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দম ॥ ১৪

আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ পরন্তপ।
দিতিস্ত্বজনয়ৎ পুত্রান্ দৈত্যাংস্তাত যশস্বিনঃ॥ ১৫
তেষামিয়ং বসুমতী পুরাসীৎ সবনার্ণবা।
দনুস্ত্বজনয়ৎ পুত্রমশ্বগ্রীব মরিন্দম॥ ১৬
মনুর্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুর্জষভ॥ ২৯

১৪ অ

বঙ্গার্থ।—পূর্ব্বকালে যে সকল প্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, হে রাঘব! তুমি আমার নিকট প্রথমহইতে তাহাদের নাম শ্রবণ কর। তাঁহাদের মধ্যে কর্দ্দম সকলের আদি। তৎপরে বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, বীর্য্যবান্, বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্ ও অরিষ্টনেমি ক্রমান্বয়ে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। হে মহাযশ রামচন্দ্র! প্রজাপতি দক্ষের ষষ্টিসংখ্যক যশস্বিনী কন্যা ছিলেন। মহাত্মা কশ্যপ উহাঁদের মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলানাম্নী আটটী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি কশ্যপের পত্নী অদিতি দেবীর গর্ভে তেত্রিশজন দেবতা জন্মগ্রহণ করিলেন; দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়। * দিতি দেবীর গর্ভে যশস্বী দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করিলেন; হে অরিন্দম রাম! এই সসাগরা, সকাননা, সমগ্র পৃথিবী

* ঋক বেদের ১ম মণ্ডলের ৩৪।৩৫ সূক্তে এবং শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় তেত্রিশ জন আদি দেবতার উল্লেখ আছে।' স্থানান্তরে আমরা নাম সকল উল্লেখ করিয়াছি।

পূর্ব্বকালে দৈত্যগণের করতলস্থ ছিল। দনু ও কালকা দেবী যথাক্রমে অশ্বগ্রীব ও নরক-কালক নামক পুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। দেবী তাম্রা লোকবিশ্রুতা পাচটী কুমারী প্রসব করিয়াছিলেন। হে মহাত্মন্ রামচন্দ্র! কশ্যপ মনুনাম্নী পত্নীর গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহারাই মানবাখ্যা। অর্থাৎ মাতা মনুর গর্ভে কশ্যপ, ঋষির ঔরসে মনুষ্যজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল উৎপন্ন হইয়াছিল।

রামায়ণের উপর্য্যুক্ত উদ্ধৃত শ্লোকাবলীদ্বারা মানবসমাজে মাতা মনুর গর্ভজাত সন্তান বর্গের বিষয়ে যে আলোচনা করা হইতেছে, তাহাই সমর্থিত হইল। এই অধ্যায়ের বক্তা রাঘবকে পুরাকালের সামাজিক ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী প্রসিদ্ধ বংশের প্রতিষ্ঠাপয়িতা এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির বিস্তৃত বংশ তাঁহাদের নামানুযায়ীই হইয়াছিল। মনুষ্য এই আখ্যাবিশিষ্ট বিস্তৃত বংশ মহর্ষি কশ্যপের মনুনাম্নী পত্নীর গর্ভজাতসন্তানপরম্পরাপ্রভাবে উৎপন্ন। এখানে তর্ক হইতে পারে যে মাতার নামানুযায়ী বংশের নাম কেন উল্লেখ হইল? পিতা এক হইলেও মাতার ভাবানুযায়ী সন্তানগণের চরিত্র বিভিন্ন কার্য্যপক্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করে, এই তত্ত্বটী মেডিকেল সায়েন্স ভালরূপে মীমাংসা করিতে সমর্থ। তজ্জন্যই আমরা দেখিতে পাই এক কশ্যপ ঋষির কয়েকটী স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তানবর্গ মাতার ভাবানুযায়ী লোকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধিলাভেরও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র ছিল, তন্মধ্যে মাতা মনুর সন্তানগণ মানবসমাজে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হওয়াতে এই শ্রেণী মাতার নামানুসারেই মানবাখ্যায় অভিহিত। যেমন অদিতির সন্তানগণ আদিত্য, দিতির সন্তানগণ দৈত্য নামে কথিত। কশ্যপহইতে

উৎপন্ন মাতা মনুর সন্তানগণই গুণ ও কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়িল, এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত মানব সমাজও তত্তদ্‌ভাগে বিভক্ত হইল।

মহাভারত।

মহর্ষি বেদব্যাস বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যুগ-প্রবাহে লোকের আয়ু, বল, বীর্য্য ও স্মৃতিশক্তির হ্রাস হইয়া বেদালোচনা তিরোহিত হইলে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদ, বেদাঙ্গ, সংহিতাদির সার মন্থন করিয়া সনাতন ধর্ম্মে অলঙ্কৃত, অনন্যভূত বিষয়ের মীমাংসা সহ কৃত সুচারুরূপে বিরচিত কল্পবৃক্ষস্বরূপ মহাভারত রচনা করেন। ইহা একদিকে ইতিহাস, অন্য দিকে মহাকাব্য। ইহাতে সমাজতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, পুরাবৃত্ত, বংশচরিত, রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যে কিছু তত্ত্ব অবগত হইবার প্রয়োজন, সমস্তই মহর্ষি সন্নিবেশিত করিয়া অমৃতোপম করিয়াছেন। কথায় বলে "যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে"। এখন দেখা যাউক মানবসৃষ্টিসম্বন্ধে মহাভারত কি বলিতেছেন।

"নিষ্প্রভেঽস্মিন্নিরালোকে সর্ব্বতস্তমসাবৃতে।
বৃহদণ্ড মভূদেকং প্রজানাং বীজমব্যয়ম্॥ ২৯
যুগস্যাদৌ নিমিত্তং তন্মহদ্দিব্যং প্রচক্ষতে।
যস্মিন্ সংশ্রূয়তে সত্যং জ্যোতির্ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩০
অদ্ভুতং চাপ্যচিন্ত্যঞ্চ সর্ব্বত্র সমতাং গতম্।
অব্যক্তং কারণং সূক্ষ্মং যত্তৎ সদসদাত্মকম্॥ ৩১

যস্মাৎ পিতামহো জজ্ঞে প্রভুরেকঃ প্রজাপতিঃ।
ব্রহ্মা সুরগুরুঃ স্থাণুর্ম্মনুঃ কঃ পরমেষ্ঠ্যথ ॥ ৩২
প্রাচতেস স্তথা দক্ষো দক্ষপুত্রাশ্চ সপ্ত বৈ।
ততঃ প্রজানাং পতয়ঃ প্রাভবন্নেকবিংশতিঃ ॥ ৩৩
পুরুষশ্চাপ্রমেয়াত্মা যং সর্ব্ব ঋষয়ো বিদুঃ।
বিশ্বেদেবাস্তথাদিত্যা বসবোঽথাশ্বিনাবপি ॥ ৩৪
যক্ষাঃ সাধ্যাঃ পিশাচাশ্চ গুহ্যকাঃ পিতরস্তথা।
ততঃ প্রসূতা বিদ্বাংসঃ শিষ্টা ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ ॥ ৩৫
রাজর্ষয়শ্চ বহবঃ সর্ব্বে সমুদিতা গুণৈঃ ॥" ৩৬

১ অ, আদিপর্ব্ব অনুক্রমণিকাধ্যায়।

বঙ্গার্থ।—"প্রথমে এই জগৎসংসার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল,—ইহাতে কোনরূপ জ্যোতিঃ কিংবা আলোক ছিল না। তৎপর সমস্ত পদার্থের বীজভূত এক অণ্ড জন্মিল। অণ্ডের মধ্যে সেই আদি অন্তরহিত পরাৎপর জ্যোতিম্ময় পরমব্রহ্ম প্রবিষ্ট হইলেন,—তিনিই বিশ্ব সৃষ্টির সূক্ষ্মকারণস্বরূপ। সেই অণ্ডহইতে সকলের প্রভু ও প্রজাপতি ব্রহ্মা, সুরগুরু (বিষ্ণু) স্থাণু (মহাদেব) মনু (স্বায়ম্ভুব) কঃ ও পরমেষ্ঠিনামক ব্রহ্মাদ্বয়, উৎপন্ন হইলেন। তৎপর দশপ্রচেতা, দক্ষ ও দক্ষের সপ্তপুত্র, এবং একবিংশতি প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ একতান মনে যাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই অপ্রেমেয় পুরুষ, বিশ্বদেব সকল, আদিত্য সকল, বসু সকল, অশ্বিনীকুমার, যক্ষ, সাধ্যগণ, পিশাচ-সর্কল, গুহ্যক ও পিতৃগণ জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তদনন্তর বিদ্বান্ ও

প্রশস্তমানস ব্রহ্মর্ষিগণ এবং মহাপরাক্রান্ত রাজর্ষিসকল গুণানুসারে জন্মিলেন।”

“মরীচেঃ কশ্যপো জাতঃ কশ্যপাৎ তু ইমাঃ প্রজাঃ”।
আদিপর্ব্ব ; সম্ভব পর্ব্বাধ্যায় ৬৫ অঃ

বঙ্গার্থ—“মরীচির পুত্র কশ্যপ ; কশ্যপহইতেই এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি হইয়াছে।”

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ।

মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায় সংক্ষেপে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই পরবর্ত্তী পর্ব্বসমূহে উপাখ্যানাদিসহ সবিস্তার লিপি হইয়াছে। সম্ভব পর্ব্বাধ্যায়ের ৬৫।৬৬ অধ্যায় বৈশম্পায়ন সুরাসুরপ্রভৃতির জন্ম-মরণ বৃত্তান্ত সবিস্তারে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। স্ত্রীপুরুষ সহযোগে যে মনুষ্যগণের সৃষ্টি হইয়াছে, তৎপ্রমাণার্থে, আমরা বাহুল্য ভয়ে সংস্কৃত শ্লোকাবলী পরিহারপূর্ব্বক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্নসিংহকৃত বঙ্গানুবাদ কথঞ্চিৎ অধ্যাহার করিলাম। যাহারা লোকপিতামহ ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদহইতে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের মনুষ্যজাতির সৃষ্টির দৃঢ়বিশ্বাসী, তাঁহারা উপর্য্যুক্ত দুই অধ্যায়ের সংস্কৃত শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন।

“সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার পুত্র মনু। মনুর পুত্র প্রজাপতি। প্রজাপতি হইতে অষ্টবসুর জন্ম হয়। মহর্ষি দক্ষ আপন ভার্য্যাগর্ভে পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপন্ন করেন। দক্ষ তন্মধ্যে ধর্ম্মকে দশটী, কশ্যপকে ত্রয়োদশটী, চন্দ্রকে সাতাইশটা কন্যা বেদবিধানানুসারে সম্প্রদান করেন। লোকবিশ্রুতা অশ্বিনী ভরণীপ্রভৃতি নক্ষত্র স্বরূপিণী চন্দ্রের ভার্য্যা। কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, মেধা প্রভৃতি দশটী ধর্ম্মের ভার্য্যা। (শ্লোকান্তরে উল্লেখ আছে) ‘সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার মরীচি প্রভৃতি পুত্র সকল জন্মেন। ‘মরীচির পুত্র

কশ্যপ; কশ্যপ হইতেই এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি হইয়াছে।' হে মনুজ-শ্রেষ্ঠ! অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা, বিশ্বা বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা কশ্যপের ভার্য্যা ছিলেন। অদিতির গর্ভে যথাক্রমে ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু নামে দ্বাদশ আদিত্য জন্মেন। দিতির গর্ভে একমাত্র পুত্র হিরণ্যকশিপু। দনুর গর্ভে বিপ্রচিত্তি, শম্বর, নমুচি, পুলোমা, কেশী, স্বর্ভানু, অশ্ব, বৃষপর্ব্বা, অশ্বগ্রীব, নিকুম্ভ, সূর্য্য, চন্দ্রমাপ্রভৃতি চত্বারিংশৎ পুত্র জন্মে। সিংহি-কার গর্ভে রাহু, চন্দ্রহন্তা প্রভৃতি চারি পুত্র। দনায়ুর বৃত্র, বিক্ষর, বল, বীর নামে চারি পুত্র। বিনাশন, ক্রোধ, শক্রপ্রভৃতি দানবেরা কালার পুত্র। তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, বরুণপ্রভৃতি বিনতার পুত্র। শেষ, অনন্ত, বাসুকী, তক্ষক, কুলিক ইহারা কদ্রুর পুত্র। ভীমসেন, সুপর্ণ, বরুণ ধৃতরাষ্ট্র, সত্যবাক, চিত্ররথ, পর্জ্জন্য, কলি, নারদ প্রভৃতি ষোড়শ পুত্র মুনির গর্ভে জন্মেন। প্রাধার গর্ভে সুবিখ্যাত অপ্সরোবংশ, অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, রম্ভা, মেনকাপ্রভৃতি কন্যা এবং তুম্বুরু, হাহা, হুহুপ্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ জন্ম গ্রহণ করেন। কপিলাগর্ভে গো, অমৃত, ব্রাহ্মণ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি জন্মেন। হে রাজন্! আমি তোমার নিকট গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ভুজঙ্গ, সুপর্ণ, রুদ্র, মরুৎ এবং গোব্রাহ্মণ প্রভৃতির জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম।

অঙ্গিরার তিন পুত্র; বৃহস্পতি, উতথ্য, সংবর্ত্ত। অত্রির অনেক পুত্র, সকলেই বেদজ্ঞ, সিদ্ধ ও শমগুণাবলম্বী মহর্ষি। হে নরশ্রেষ্ঠ! রাক্ষস, বানর, কিন্নর, ও যক্ষগণ ধীমান্ পুলস্ত্যের পুত্র। শলভ, সিংহ, কিংপুরুষ, ব্যাঘ্র, ও ঈহামৃগগণ পুলহহইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ক্রতুর পুত্রগণ স্বীয় পিতার ন্যায় প্রতাপশালী, ত্রিভুবনবিশ্রুত ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। ধর,

ধ্রুব, সোম, অহঃ অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই অষ্টবসু প্রজাপতি হইতে সমুৎপন্ন। ইহাদের মধ্যে ধর ও ব্রহ্মবিৎ ধ্রুব ধূম্রার গর্ভে, সোম মনস্বিনীর গর্ভে, অহঃ রতার গর্ভে, অনিল শ্বাসার গর্ভে, অনল শাণ্ডিল্যার গর্ভে, এবং প্রত্যূষ ও প্রভাস প্রভাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। সংহার-কর্ত্তা ভগবান্ কাল ধ্রুবের পুত্র। সোমের পুত্র বর্চ্চা, অগ্নির পুত্র শ্রীমান্ কুমার। দেবল ঋষি প্রত্যূষের পুত্র। বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী বরস্ত্রীর গর্ভে প্রভাসের ঔরসে বিমানাদিনির্ম্মাণ-কর্ত্তা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মার পুত্র ধর্ম্ম; ধর্ম্মের তিন পুত্র শম, কাম, হর্ষ। কামের স্ত্রী রতি। ত্বাষ্ট্রী সবিতার স্ত্রী, ইনি অশ্বিনী কুমার দ্বয়কে প্রসব করেন। ভৃগুর পুত্র শুক্র। ইনি অসুরদিগের গুরু। ভৃগুর অপর পুত্রের নাম চ্যবন। ঔর্ব্ব চ্যবনের পুত্র। ঔর্ব্বের পুত্র ঋচীক। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। ক্ষত্রিয়কুলান্তক রাম জমদগ্নির পুত্র। বরুণের ভার্য্যা শুক্রাদেবী; তাহার গর্ভে বল নামে পুত্র ও সুরানাম্নী কন্যা জন্মে। কশ্যপ ঋষির ভার্য্যা তাম্রাদেবী সর্ব্বলোকবিশ্রুতা কাকী, শ্যেনী, ভাসী, শুকী প্রভৃতি কন্যা প্রসব করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

> "মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
> মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥"
>
> মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব—গীতা১০।৬

"বঙ্গার্থ—মরীচিপ্রভৃতি সাতজন ঋষি এবং তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি কুমারভাবাপন্ন চারিজন মহর্ষি, স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু; ইঁহারা সকলেই আমার প্রভাবসম্পন্ন এবং হিরণ্যগর্ভরূপ আমারই সংকল্প মাত্র

হইতে জাত। জগতের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই সমস্ত প্রজা (ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল) যাঁহাদেরই সন্তান-সন্ততি।"

ভাষ্যানুযায়ী গীতার অনুবাদ।

পুরাণ।

মহাভারতের পরই পুরাণ গ্রন্থ। পুরাণ সকল পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত, মহাপুরাণ সংখ্যায় অষ্টাদশ, উপপুরাণ অসংখ্য। মহাপুরাণ সকলই ব্যাসদেব রচিত, এমত প্রকাশ; বস্তুতঃ তাহা নহে। ঈশ্বরের সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণাত্মক মায়াহইতেই বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহাদেবের আবির্ভাব। এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসক সম্প্রদায় তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া, সাত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক অথবা বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম ও শৈব নামে কথিত হইয়াছে। উক্ত তিন দেবতার গুণানুকীর্ত্তন সংযুক্তই অষ্টাদশ পুরাণ। পুরাণ সকল সম্বন্ধে মানবতত্ত্বের তৃতীয় খণ্ড শাস্ত্রতত্ত্ব মধ্যে আলোচনা করা হইয়াছে সুতরাং এখানে এইমাত্র বলিতেছি যে কালসহকারে পুরাণ সকলকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক প্রাচীন, দ্বিতীয় আধুনিক। বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যকে মধ্যবর্ত্তী কল্পনা করিয়া তৎপূর্ব্ব কালের রচিত পুরাণ সকলকের প্রাচীন, এবং পরবর্ত্তী সময়ের পুরাণ সকলকে আধুনিক সংজ্ঞা করা হইল।

বেদের ঋষিপ্রোক্ত প্রাচীন কোন ভাষ্য নাই। সায়ণাচার্য্যকৃত বেদভাষ্যে পুরুষ-সূক্ত প্রোক্ত "ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীৎ" এই দ্বাদশখণ্ডমন্ত্রের কল্পিত ব্যাখ্যায় যে, ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্রহ্মার মুখাদি হইতে উৎপন্ন হওয়ার বর্ণনা করিয়াছেন, তদবলম্বনে পরবর্ত্তী কালে যে সকল পুরাণ রচিত হইয়াছে, তাহাই আধুনিক; এবং তৎ সকলেই মানবজাতি ব্রহ্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে সৃষ্টির বর্ণনা দেখা যায়। তৎপূর্ব্বে মহাভারতাদি গ্রন্থা-

বলম্বনে যাহা বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে স্ত্রীপুরুষসহযোগে মানবসৃষ্টির তত্ত্বই লিপি আছে। পরবর্ত্তী কালে কোন কোন স্থলে সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যানুযায়ী শ্লোক ও প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, যাহার বিস্তারিত বিবরণ স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি। প্রাচীন পুরাণমধ্যে বিষ্ণু, বায়ু, লিঙ্গ ইত্যাদি। আমরা নিম্নে কয়েকটী পুরাণহইতে মানবসৃষ্টিবিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করিলাম।

বিষ্ণুপুরাণ।

"মারীচাৎ কশ্যপাৎ জাতাস্তেঽদিত্যা দক্ষকন্যয়া।
তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব চ॥ ১৩১
অর্য্যমা চৈব ধাতা চ ত্বষ্টা পূষা তথৈব চ।
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ॥
অংশো ভগশ্চাদিতিজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥ ১৩২

১ম অংশ ১৫ অঃ

বঙ্গার্থ—মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের ঔরসে দক্ষপ্রজাপতির কন্যা অদিতির গর্ভে অর্য্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, সাবতা, ইন্দ্র, বিবস্বান্, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরাই দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ"।

বায়ুপুরাণ।

"আদিত্যা মরুতো রুদ্রা বিজ্ঞেয়াঃ কশ্যপাত্মজাঃ॥
সাধ্যাশ্চ বসবো বিশ্বে ধর্ম্মপুত্রাস্ত্রয়ো গণাঃ॥

৩।২ অঃ উত্তর খণ্ড বায়ু

বঙ্গার্থ—দ্বাদশ আদিত্য, উনপঞ্চাশৎ মরুৎ, একাদশ রুদ্র সকলেই কশ্যপাত্মজ। ধর্ম্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা সাধ্যার গর্ভে সাধ্যদেবগণ, বসুর গর্ভে অষ্টবসু, বিশ্বার গর্ভে বিশ্বদেবাখ্য এই তিন শ্রেণীর দেবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

"আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে মরুদ্‌গণাঃ
ভৃগবোঽঙ্গিরসশ্চৈব হ্যষ্টৌ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২

বঙ্গার্থ—আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ, ভৃগুবংশীয়গণ, অঙ্গিরার সন্তান-সন্ততিগণ লইয়া দেবগণ অষ্টশাখায় বিভক্ত

লিঙ্গপুরাণ।

"প্রথমং তস্য বৈ জজ্ঞে তির্য্যক্‌স্রোতো মহাত্মনঃ।
ঊর্দ্ধস্রোতঃ পরস্তস্য সাত্বিকঃ স ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫
ব্রহ্মণো মহতস্ত্বাদ্যো দ্বিতীয়ো ভৌতিকস্তথা।
অর্ব্বাক্‌স্রোতোঽনুগ্রহশ্চ তথা ভূতাদিকঃ পুনঃ ॥ ৬
সর্গস্তৃতীয়শ্চৈন্দ্রিয়স্তুরীয়ো মুখ্য উচ্যতে।
তির্য্যগ্‌যোন্যঃ পঞ্চমস্তু ষষ্ঠো দৈবিক উচ্যতে ॥ ৭
সপ্তমো মানুষো বিপ্রা অষ্টমোঽনুগ্রহঃ স্মৃতঃ।
নবমশ্চৈব কৌমারঃ প্রাকৃতা বৈকৃতাস্ত্বিমে ॥ ৮
পুরস্তাদসৃজদ্দেবঃ সনন্দং সনকং তথা।
সনাতনং মুনিশ্রেষ্ঠ নৈষ্কর্ম্ম্যেণ গতাঃ পরম্ ॥ ৯

মরীচিভৃগ্বঙ্গিরসং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
দক্ষ মত্রিং বশিষ্ঠঞ্চ সোঽস্জদ্ যোগবিদ্ যথা ॥ ১০
ঋভুং সনৎকুমারঞ্চ সসর্জ্জাদৌ সনাতনঃ।
তাবূর্দ্ধরেতসৌ দিব্যৌ চাগ্রজৌ ব্রহ্মবাদিনৌ ॥ ১৩
সমাসতো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রজাসম্ভূতি মেবচ।
শতরূপান্তু বৈ রাজ্ঞীং বিরাজমস্জৎ প্রভুঃ ॥ ১৫
স্বায়ম্ভুবাৎ তু বৈ রাজ্ঞী শতরূপা ত্বয়োনিজা।
লেভে পুত্রদ্বয়ং পুণ্যা তথা কন্যাদ্বয়ঞ্চ সা ॥ ১৬। ৫, অ
উত্তানপাদো হ্যবরো ধীমান্ জ্যেষ্ঠঃ প্রিয়ব্রতঃ।
জ্যেষ্ঠা বরিষ্ঠাত্বাকৃতিঃ প্রসূতিশ্চানুজা স্মৃতা ॥ ১৭
প্রসূতিঃ সুষুবে দক্ষাৎ চতুর্ব্বিংশতি চ দ্বিজাঃ।
দক্ষিণা জনয়ামাস দিব্যান্ দ্বাদশ পুত্রিকান্ ॥ ১৯
এতাঃ কন্যকাঃ প্রদদৌ মরীচ্যাদি যথাক্রমম্।
তাসু স্ষ্টং জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ৩০"

বঙ্গার্থ—লিঙ্গপুরাণোক্ত উদ্ধৃত শ্লোকাবলীদ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সৃষ্টিতত্ত্বটা কতিপয় স্তরে বিভক্ত। ইহার প্রথম স্তর তির্য্যক্স্রোত, অর্থাৎ সৃষ্টির মূলকারণ বিজ্ঞানসম্মত বক্রগতিসমূহ; দ্বিতীয় তদুৎপন্ন মহত্তত্ত্ব ও তাহাহইতে সূক্ষ্মতন্মাত্র, ক্রমে স্থূল পঞ্চভূত; (আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী) তৃতীয় স্তরে স্বর্গ—আদি জন্মভূমি; চতুর্থ ইন্দ্রিয়াদি অর্থাৎ প্রাণি সৃষ্টির উপকরণাদি; পঞ্চম স্তরে ক্রমবিকা-

শানুযায়ী ইন্দ্রিয়সম্পন্ন তির্য্যগ্‌যোনিসম্ভূত প্রাণী অর্থাৎ পক্ষিশ্রেণী; ষষ্ঠ স্তরে দৈবিক অর্থাৎ ক্রিয়াদিসম্পন্ন কার্য্যক্ষম পশুশ্রেণী, যথা—গো, মহিষ, বানরাদি; সপ্তম স্তরে মানুষের উৎপত্তি। সপ্তম স্তরে যে মানুষ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বুঝান যাইতেছে যে, সৃষ্টির ক্রমবিকাশানুযায়ীই মানব জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাদ্বারা বেদের "হিরণ্যগর্ভঃ" মন্ত্রেরও ব্যাখ্যা হইতেছে, হিরণ্যগর্ভ অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়া জাত জীব সকলের অধিপতি হইয়াছিলেন, অর্থাৎ পর পর জগৎসৃষ্টি হইয়া মনুষ্যগণ সকলের পর সৃষ্টি হইয়াছে। এই মানবজাতিতে গুণানুযায়ী কার্য্যের ক্ষমতানুসারে আরও স্তরের বর্ণনা করিতেছেন; যথা অষ্টম স্তরে বিপ্র অর্থাৎ মানবজাতিমধ্যে যাহারা অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানবিকাশপ্রভাবে উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়াছেন; নবম স্তরে কুমারভাবসম্পন্ন ঋষিবৃন্দ। প্রকৃতির মধ্যে উপর্য্যুক্ত স্তরসমূহেই এই পরিদৃশ্যমান বিবিধ বিকার বা সৃষ্টি। নবম স্তরের অগ্রবর্ত্তী ঋষিগণের মধ্যে সনক, সনন্দ, সনাতন পরমগতি লাভ করিয়াছেন। মরীচি, ভৃগু অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি, বশিষ্ঠপ্রভৃতি যোগবিৎ ও ঊর্দ্ধরেতা ঋভু, সনৎকুমার অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মবাদী বলিয়া খ্যাতি সম্পন্ন হইয়াছিলেন। সপ্তম স্তরের মানবমধ্যে স্বায়ম্ভুবহইতে শতরূপারাজ্ঞীর গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদনামক দুই পুত্র এবং আকূতি ও প্রসূতিনাম্নী দুই কন্যা উৎপন্ন হইলেন। দক্ষ প্রজাপতির ঔরসে প্রসূতি দেবীর গর্ভে চতুর্ব্বিংশতি দ্বিজ ও দ্বাদশ কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ সকল কন্যাগণকে মরীচিপ্রভৃতি মহর্ষিগণ নিকট সম্প্রদান করা হইয়াছিল। এই সমস্ত কন্যাগণের গর্ভোৎপন্ন সন্তানসন্ততিবর্গ ক্ষেত্রানুযায়ী দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, মানুষ-প্রভৃতি আখ্যায় জগতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

কালিকাপুরাণ।

বাহুল্যভয়ে কালিকা পুরাণের সংস্কৃত শ্লোকাবলী উদ্ধৃত না করিয়া আমরা বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম।

"ঈশ্বর ব্রহ্মারূপে জগৎ নির্ম্মাণ-করিয়া. স্থিতির জন্য বিষ্ণুরূপী হইলেন। ব্রহ্মা অর্দ্ধশরীরে পুরুষ ও অর্দ্ধ শরীরে নারী হইয়া সেই নারীর গর্ভে বিরাট্‌কে উৎপাদন করিলেন। বিরাট্ মনুকে উৎপন্ন করিলেন। মনু তপস্যাপ্রভাবে মরীচি, দক্ষপ্রভৃতি পুত্র সৃষ্টি করিয়া ইহাদিগকে প্রজাসৃষ্টির আদেশ করেন। ইহারা আরও ছয় জন মনুকে উৎপন্ন করিলেন। মনুর সন্ততিগণে পৃথিবী ব্যাপ্ত হইল। দক্ষের সৃষ্ট দেবর্ষি, মহর্ষি, সোমপপ্রভৃতি পিতৃগণ। মরীচিহইতে কশ্যপের উৎপত্তি। কশ্যপহইতে সমস্ত জগতের দেব, দৈত্য, দানব, মানব সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অত্রি হইতে চন্দ্র এবং চন্দ্রহইতে চন্দ্রবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। অঙ্গিরা ঋষির বেদবিৎ বহু সন্তান। মন্ত্র ও যন্ত্রাদি সমস্তই অঙ্গিরার সৃষ্টি। পুলস্ত্যের সন্তানগণ বলবীর্য্যশালী রাক্ষসবর্গ। বালখিল্য মুনিগণ ক্রতুর সন্তান। প্রচেতার পুত্রগণকে প্রাচেতস কহে। ভৃগুহইতে ভার্গব বংশের উৎপত্তি। বশিষ্ঠহইতে তৎপত্নী অরুন্ধতীর গর্ভে পঞ্চাশজন যোগী ও সুকালিন নামে পিতৃগণ জন্মগ্রহণ করেন। নারদ দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি নানাবিধ নৃত্য, গীত ও বিমানের উদ্ভব করিয়াছিলেন। দক্ষ ও মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ বহু পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদির সন্তান-সন্ততি অদ্যাপি ভূমণ্ডলে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ব্রহ্মবিকাশবিভূতিস্বরূপ সৃষ্টিতত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ ব্যাপার। এই সৃষ্টিতত্ত্বের প্রহেলিকাময় মানবতত্ত্বটী বুঝাইবার প্রয়াস পাওয়াও ধৃষ্টতা

ভিন্ন আর কিছুই নহে; তবুও বহুদিনের আকাঙ্ক্ষার ফলস্বরূপ মানব-তত্ত্ব, সুধীসমাজে প্রকাশ করিবার মানসে, আর্য্য-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ঋগ্বেদ, উপনিষদ্, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত ও কতিপয় পুরাণাদিহইতে আমরা যে সকল মন্ত্র, শ্লোক ও বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি, তদ্দ্বারা জানা যায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎ, অসৎ, মৃত্যু, অমরত্ব, দিবা, রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, জল, বায়ু কিছুই ছিল না। পরিদৃশ্যমান সৌরজগৎ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত ছিল, তদানীন্তন কালের অবস্থা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও জ্ঞানের অবিষয়ীভূত। একমাত্র নিত্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম ছিলেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ইচ্ছাময়ের "একোঽহং বহু স্যাম্" ইচ্ছার প্রভাবে ক্রিয়াশীল শক্তির স্ফুরণ, সৃষ্টির মূলীভূত কারণ বীজস্বরূপ—সূক্ষ্ম তন্মাত্রসকল—সূক্ষ্মহইতে স্থূলের বিকাশ। প্রথমে আকাশ বা শব্দের বিকাশ, আকাশহইতে বায়ু, বায়ুহইতে তেজ, তেজহইতে জল এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক সৃষ্টির মূল পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবী, পৃথিবীহইতে ওষধি, অন্ন, রেত ইত্যাদি যথাক্রমে উৎপত্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। তৎপর চৈতন্য বা আত্মার সত্ত্ব, রজ, তমোগুণযুক্ত অহঙ্কার, মদ ও ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি; যাহা স্থূল পঞ্চভূতের সহিত সম্মিলিত হইয়া পক্ষিসমূহ ও পশ্বাদি প্রাণিজগতের উৎপত্তি করিয়াছে। তদনন্তর মানবের সৃষ্টি। মনুষ্যের উৎপত্তিসম্বন্ধে শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে—নিরাকার ব্রহ্ম সাকার পুরুষরূপে প্রকাশ পাইয়া আপনার শরীর দ্বিখণ্ড করিয়া পুরুষ ও স্ত্রীরূপে পরিণত হন এবং তাহাদের পরস্পর সংযোগে মনুষ্য সকল উৎপন্ন হইয়াছে। বিরাট্ আদি নর, তৎপুত্র স্বায়ম্ভুবমনু, মনুর মরীচ্যাদি পুত্রগণ, মরীচি হইতে কশ্যপের জন্ম, যিনি দক্ষ প্রজাপতির অদিত্যাদি কন্যাগণকে বিবাহ করিয়া তাঁহাদের গর্ভে দেবতা, অসুর, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব,

সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

যক্ষ, রক্ষ, অপ্সর, কিন্নর ও মানব সকলের উৎপত্তি করেন। মনু-সংহিতা, মহাভারত ও লিঙ্গপুরাণে এই বিষয় সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মাহইতে সামান্য মানব পর্য্যন্ত সকলেই যে স্ত্রীপুরুষসহযোগে শুক্র, শোণিত-সম্ভূত, তাহা শ্রুতি, স্মৃতির অকাট্য প্রমাণ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এইরূপ প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান থাকিতেও ব্রহ্মার মুখাদি অঙ্গহইতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সৃষ্টির কথা, কেন সমস্ত ভারতবর্ষে শুনা যায়, তাহার বিস্তৃত হেতুবাদ, আমরা বর্ণচতুষ্টয়সৃষ্টিনামক অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি বিধায় এখানে পুনরুক্তি করা হইল না।

শ্রুতি, পুরাণ ও বাইবেলের সাদৃশ্য

উপসংহারে আমরা সুদূরবর্ত্তী প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের ধর্ম্মগ্রন্থে একটী বিষয়ের সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে বড়ই চমৎকৃত হইয়াছি। এই কথাটার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সঙ্গত মনে করি। লিঙ্গ-পুরাণে সৃষ্টিবিষয়ক প্রস্তাবে নয়টী স্তরের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তমস্তরে মানবের সৃষ্টি এবং মানবগণকে প্রাকৃত, (অজ্ঞ) বিপ্র, (বেদবিদ্) জ্ঞানী বা ঈশ্বরভাব সম্পন্ন বলিয়া তিনস্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইয়োরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলেও এই সৃষ্টি কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে ঈশ্বরের ষষ্ঠ দিবস অতিবাহিত হইয়াছিল, ষষ্ঠদিবসে ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তি অনুসারে আদি মানব আদমকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এমত বর্ণিত আছে। আদম একাকী থাকিতে কষ্ট মনে করিলে তাঁহার বুকের পঞ্জরের অস্থি লইয়া তাঁহার সঙ্গিনী একটি স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এই উক্তিও আর্য্যধর্ম্মগ্রন্থ বৃহদারণ্যক ও মনুস্মৃতির ছায়ামাত্র। আমরা এই দুইটী বিষয়ের তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য বাইবেলহইতে সৃষ্টির তত্ত্ব সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক মহোদয়গণ্ ত্যক্ত না হয়েন, এই বাসনা।

আদি পুস্তক অর্থাৎ মোশিলিখিত— প্রথম পুস্তকহইতে উদ্ধৃত।

"১ আদিতে ঈশ্বর আকাশ মণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। ২ পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার বারিধির উপরে ছিল, ও ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর নিলীয়মান ছিল। ৩ পরে ঈশ্বর কহিলেন— দীপ্তি হইক, তাহাতে দীপ্তি হইল। ৪ তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিয়া অন্ধকার হইতে তাহা পৃথক্ করিলেন। ৫ এবং ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।"

"৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন "জলের মধ্যে বিতান হইয়া জলকে দুইভাগে পৃথক্ করুক"। ৭ ঈশ্বর এইরূপে বিতান নির্ম্মাণ করিয়া বিতানের ঊর্দ্ধস্থিত জলহইতে অধঃস্থিত জল পৃথক্ করিলেন. তাহাতে সেইরূপ হইল। ৮ পরে ঈশ্বর ঐ বিতানের নাম "আকাশ মণ্ডল" রাখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।"

"৯ পরে ঈশ্বর কহিলেন—আকাশমণ্ডলের নীচস্থ জল একস্থানে সংগৃহীত হউক, ও স্থল সপ্রকাশ হউক; তাহাতে সেইরূপ হইল। ১০ তখন ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন। ১১ অপর ঈশ্বর কহিলেন ভূমি তৃণকে, সজীব ওষধিকে ও বীজসংবলিত স্ব স্ব জাত্যানুযায়ী ফলোৎপাদক ফলবৃক্ষকে ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল। * * * এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।" * * *

"১৬ ফলতঃ ঈশ্বর দিনের কর্ত্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতিঃ ও রাত্রির কর্ত্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতিঃ, এই দুই বৃহৎ জ্যোতিঃ এবং

নক্ষত্রগণকে নির্ম্মাণ করিলেন। ১৭ এবং পৃথিবীকে দীপ্তি করণার্থ এবং দিবসের ও রাত্রির কর্ত্তৃত্ব করণার্থে, ১৮ এবং আলোক ও অন্ধকার বিভিন্ন করণার্থ, ঈশ্বর ঐ জ্যোতির্গণকে আকাশমণ্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন, এবং ঈশ্বর সে সকল উত্তম দেখিলেন। ১৯ এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।

"২০ পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে প্রাণিময় হউক; এবং ভূমির উর্দ্ধে আকাশ মণ্ডলের বিতানের দিকে পক্ষিগণ উড্ডীয়মান হউক। ২১ তখন ঈশ্বর বৃহৎতিমিপ্রভৃতি যে যে জাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে জল আকীর্ণ আছে, সে সকলের এবং নানাজাতীয় পক্ষী-সকলেব সৃষ্টি করিলেন। * * * ২৩ এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।

"২৪ অপর ঈশ্বর কহিলেন, ভূমিতে নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ অর্থাৎ স্ব স্ব জাত্যনুযায়ী গ্রাম্য পশু ও সরীসৃপ জীব ও বন্যপশু উৎপন্ন হউক; তাহাতে সেইরূপ হইল। * * * ২৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন আমরা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে ও আপনাদের সাদৃশ্যে মনুষ্যকে নির্ম্মাণ করি; তাহারা সমুদ্রচর মৎস্যগণের ও খেচর পক্ষিগণের এবং সমস্ত পৃথিবীর ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। ২৭ পরে ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন; পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। ২৮ ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ফলতঃ ঈশ্বর কহিলেন তোমরা প্রজাবন্ত ও বহু বংশ হও এবং পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া বশীভূত কর, এবং সমুদ্রের মৎস্যগণ ও খেচর পক্ষিগণ ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্ত্তৃত্ব কর।

"২৯ ঈশ্বর আরো কহিলেন, দেখ আমি ভূতলস্থিত যাবতীয় সজীব

ওষধি ও যাবতীয় সজীব ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে। * * * এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।”

দ্বিতীয় অধ্যায়।

“৪ সৃষ্টিকালে আকাশ মণ্ডলের ও পৃথিবীর বৃত্তান্ত এই। যে সময়ে সদা প্রভু ঈশ্বর পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল নিৰ্ম্মাণ করিলেন, ৫ সেই সময়ে পৃথিবীতে ক্ষেত্রের কোন উদ্ভিদ্ হইত না ও ক্ষেত্রের কোন ওষধির প্ররোহণ হইত না; কেননা সদা প্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি করেন নাই, ও ভূমিতে কৃষিকৰ্ম্ম করিতে মনুষ্য ছিল না। ৬ পরে পৃথিবীহইতে কুজ্ঝটিকা উঠিয়া সমস্ত ভূমণ্ডলকে জলাভিষিক্ত করিল। ৭ অপর সদা প্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদম্‌কে (মনুষ্যকে) নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে ফুঁদিয়া প্রাণ বায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য জীবময় প্রাণী হইল। ৮ পরে সদা প্রভু ঈশ্বর পূর্ব্বদিকৃস্থ এদনে এক উদ্যান প্রস্তুত করিয়া, সেই স্থানে আপনার নিৰ্ম্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। * * * ১৮ অনন্তর সদা প্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ দোসর নিৰ্ম্মাণ করি। * * * ২১ অনন্তর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রাতে মগ্ন করিয়া যাবৎ সে নিদ্রিত ছিল, তাবৎ তাহার একটা পঞ্জর লইয়া মাংসদ্বারা সেই ক্ষত স্থান পূরাইলেন। সদাপ্রভু আদমহইতে নীত সেই পঞ্জরদ্বারা এক স্ত্রী নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহাকে আদমের নিকট বাখিলেন। “২৩ তখন আদম্ কহিল এবার (হইল); এ আমার. অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস, ইহার নাম নারী হইল, কেননা এ নরহইতে গৃহীতা হইয়াছে। ২৪ এই কারণ আপন

পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আশক্ত হইবে এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে। ২৫ ঐ সময়ে আদম ও তাহার স্ত্রী উলঙ্গ থাকিলেও তাহাদের লজ্জা বোধ ছিল না।"

মানবতত্ত্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দৈবতপ্রকরণ।

দেব, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, বানর, পিশাচ, সুপর্ণ, নাগ সকলেই জননমরণশীল মানুষ, ইহাই আমরা এই অধ্যায়ে প্রমাণ করিব।

১। দেবতা ও মানুষ এক।

দেব বা দেবতা শব্দটি "দিব্" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "দিব্" ধাতুর অর্থ ক্রীড়া। "দেবং দ্যতিং ক্রীড়াং বা তনোতি যা। দিব্ ক্রীড়ন ইতি যাবৎ। ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ।"

"দীব্যতি ক্রীড়তে যস্মাৎ রোচতে দ্যোততে দিবি
তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্ব্বদৈবতৈঃ॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

"অর্থাৎ যাঁহারা দীপ্তিমান, ক্রীড়া করেন, স্বর্গে শোভিত হয়েন এবং দ্যুতিবিশিষ্ট হন, তাঁহাদিগকে দেবতা বলা যায়।"

শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—"বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ।" স্বর্গবাসিদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্ ছিলেন, তাঁহাদিগের নামান্তর দেবতা। "দীব্যতি

প্রতিভয়া দ্যোততে ইতি দেবো দেবতা বা"। যাঁহারা প্রতিভাদ্বারা দীপ্তি পাইয়া থাকেন, তাঁহারাই দেব বা দেবতা পদবাচ্য। দেবতা শব্দে বর্ত্তমানে আমরা যাহা মনে করি, পুরাকালে মুনি ঋষিগণ তাহাই বুঝিতেন কি না তৎপ্রদর্শনার্থে নিম্নে একটি ঋঙ্‌মন্ত্র অধ্যাহার করা হইল।

"যস্য বাক্যং স ঋষিঃ যা তেনোচ্যতে সা দেবতা
তেন বাক্যেন প্রতিপাদ্যং যদ্বস্তু সা দেবতা।

যাহার কথা সেই ঋষি, যাহার বিষয় তৎকর্ত্তৃক বলা হইয়া থাকে সেই দেবতা; সেই ঋষিবাক্যের প্রতিপাদ্য যে বস্তু তাহা দেবতা।"

"দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা
যো দেবঃ সা দেবতা।

(৭।১৫) নিরুক্ত

দান এবং দীপনহেতু যিনি স্বর্গস্থানীয় হয়েন, তিনিই দেবতা।" যাস্কক্বত নিরুক্তে দেবতাশব্দের এইরূপ অর্থ দেখা যায়। বেদপাঠে অবগত হওয়া যায়, আদিতে দেবতা কিংবা এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন অবগত ছিল না। ঋষিগণ আপনাদের চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির যে সকল সৌন্দর্য্য ও আশ্চর্য্য বস্তু সকল দৃষ্টি করিতেন, যাহাদ্বারা তাঁহাদের উপকার হইত, যাহাকে দেখিলে প্রফুল্ল হইতেন, কিংবা বিস্ময়াবিষ্টে ভয়, ভক্তি, স্তুতি করিতেন, সেই সকলকেই দেবতা বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপে ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ-প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বের এক একজন দেবতা অগ্নি, বায়ু, বরুণ, স্থর্য্য, ইন্দ্রপ্রভৃতি অধিপতির স্বষ্টি হয়। কালে ঋষিপুত্রগণ দেবাখ্যা প্রাপ্ত হয়েন।

"ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।"

মনু ৩অঃ ২০১ শ্লোক

ঋষিগণহইতে পিতৃগণ, পিতৃগণহইতেই দেব, দানব, দৈত্য, মানব প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টিপ্রকরণে মনুস্মৃতির প্রমাণ অধ্যাহার করিয়া দেখাইয়াছি, বিরাট্ বা লোকপিতামহ ব্রহ্মাহইতে মনুর জন্ম, মনুর মরীচ্যাদি দশপুত্র এবং তাঁহাদিগের যে সাতজন প্রজাপতি পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারাই দেব, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, সুপর্ণ, নাগ, পিশাচ, মানবাখ্য প্রাণিগণের জনয়িতা। মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৫ অধ্যায়ে তাঁহাদের নাম ও সন্তানসন্ততির সবিস্তার উল্লেখ আছে। আমরা একমাত্র মরীচি ঋষির বংশ-বৃত্তান্ত ঘটিত কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

"মরীচেঃ কশ্যপপুত্রঃ কশ্যপাত্ত্ ইমাঃ প্রজাঃ।
প্রজজ্ঞিরে মহাভাগা দক্ষকন্যা স্ত্রয়োদশ॥ ১১
অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা তথা।
ক্রোধা প্রাধাচ বিশ্বা চ বিনতা কপিলা মুনিঃ॥ ১২
কদ্রুশ্চ মনুজব্যাঘ্র দক্ষকন্যৈব ভারত।
এতাসাং বীর্য্যসম্পন্নং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্॥ ১৩
অদিত্যাং দ্বাদশাদিত্যাঃ সম্ভূতা ভুবনেশ্বরাঃ।
যে রাজন্ নামতস্তান্ তে কীর্ত্তয়িষ্যামি ভারত॥ ১৪
ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা শক্রো বরুণস্ত্বংশ এবচ।
ভগো বিবস্বান্ পূষাচ সবিতা দশম স্তথা॥ ১৫
একাদশ স্তথা ত্বষ্টা দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে।
জঘন্যজস্তু সর্ব্বেষামাদিত্যানাং গুণাধিকঃ॥ ১৬

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের ঔরসে দক্ষপ্রজাপতির অদিত্যাদি ত্রয়োদশ কন্যার গর্ভে মহা ভাগ্যবান্ দেব দৈত্যাদি প্রজা সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কশ্যপপত্নী দক্ষ-কন্যাগণের নাম অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রাধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু। ইহাদের পুত্রপৌত্রের সংখ্যা করা যায় না। অদিতির গর্ভে ভুবনেশ্বর দ্বাদশ-আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের নাম ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা এবং সমধিক গুণসম্পন্ন সর্ব্বকনিষ্ঠ বিষ্ণু।”

“আদিত্যা মরুতো রুদ্রা বিজ্ঞেয়া কশ্যপাত্মজাঃ।”

৩। ২ অ। বায়ুপুরাণ, উত্তর খণ্ড।

প্রামাণ্য বায়ুপুরাণমতে দ্বাদশ আদিত্য, ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ, একাদশ রুদ্র, ইহাঁরা সকলই কশ্যপসন্তান। বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ পঞ্চদশ অধ্যায়ে কশ্যপের ভার্য্যা অদিতির গর্ভে দেবগণের জন্মকথা উল্লেখ আছে। মহামান্য ঋগ্বেদ বলিতেছেন—

“অদিতির্হি অজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ংত ভদ্রা অমৃতবংধবঃ॥ ৫ম

বঙ্গার্থ—হে দক্ষ প্রজাপতে! তোমাহইতেই তোমার কন্যা অদিতি জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই অদিতির গর্ভে যে দেবতারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভদ্র ও স্বর্গবাসীর বন্ধু।”

“দেবানাং নু বয়ং জানা প্রবোচাম বিপন্যয়া।
উক্থেষু শস্যমানেষু যঃ পশ্যাদুত্তরে যুগে॥

১, ৭২ সূ, ১০ম, ঋগ্বেদ।

বঙ্গার্থ—আমরা এই স্থক্তে দেবগণের জন্মকথা অতি বিশদরূপে বিবৃত করিব, কেননা ইহা উক্থ সকলে বিবৃত থাকিলে পরবর্ত্তী যুগের লোকেরা তাহা দেখিতে ও জানিতে পারিবে।”

“তৎ স্থ নঃ সবিতা ভগো বরুণো
মিত্রো অর্য্যমা শর্ম্ম যচ্ছন্তু ॥

৩, ১৮ স্থ, ৮ম, ঋগ্বেদ

বঙ্গার্থ—আমরা প্রার্থনা করি সবিতা, ভগ, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা প্রভৃতি অদিতির পুত্রগণ আমাদের মঙ্গল করুন।”

“আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ
দেবেভির্য্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা ॥

১১, ৩৪ স্থ, ১ম, ঋগ্বেদ

বঙ্গার্থ—হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! এখানে ত্রিগুণ একাদশ অর্থাৎ তেত্রিশ-জন দেবতাসহ মধুপান করিতে আইস।”

ঋগ্বেদের প্রথমে দেবতাদিগের সংখ্যা তেত্রিশ জন। পরে তিন সহস্র তিনশত ঊনচল্লিশ জনের কথা বর্ণিত আছে। * শতপথ ব্রাহ্মণে পূর্ব্বকথিত দ্বাদশ আদিত্য; ধব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাব, এই অষ্টবসু; মৃগ-ব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাৎ, অহিবুধ্ন, পিনাকী, ঈশ্বর, দহন, কপালী, স্থাণু, ভগ, এই একাদশ রুদ্র এবং দ্যু ও ভূ সহ তেত্রিশজন আদি-দেবতা ঋষিপুত্রদিগের নাম বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণাদিতে ইহাঁদের বংশবৃদ্ধি হইয়া তেত্রিশ কোটির, এবং ভয়বিস্ময়োৎপাদক নানাবিধ রূপের কল্পনা থাকিলেও সকলই যে

* ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্য্যন্। ১০ম।৫২।৬ ঋগ্বেদ।

মানবধর্ম্মাক্রান্ত জননমরণশীল অত্যুৎকৃষ্ট গুণাবলিবিশিষ্ট, তাহা নিবিষ্টমনে শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করিলে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দেবগণ জ্ঞানগরীমা ও শৌর্য্যবীর্য্যাদিতে অতীব শ্রেষ্ঠ ছিলেন, স্বাস্থ্যকর পরম রমণীয় স্বর্গরাজ্যে বাসনিবন্ধন দীর্ঘায়ু ছিলেন। দেবগণ যে জন্ম-মৃত্যুর অধীন তাহা বেদই বলিতেছেন। জন্মের প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, এখন মৃত্যুসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

"দেবা বৈ মৃত্যোরবিভয়ুস্তে
প্রজাপতি মুপাধাবন্। কৃষ্ণযজুঃ

বঙ্গার্থ—দেবগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন।"

"দেবা মৃত্যোর্বিভ্যত স্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্।
ছান্দোগ্য

বঙ্গার্থ—দেবগণ মৃত্যুহইতে ভীত হইয়া ঋক্, সাম, যজুঃ, এই তিন বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন।"

উপর্য্যুক্ত ঋগ্ মন্ত্র দুইটির তাৎপর্য্য এই যে, দেবগণ আপনাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুদর্শনে ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে, ব্রহ্মা দেবগণকে ত্রয়ী—সাম, ঋক্, যজুঃ—পাঠ করিতে অনুজ্ঞা করেন। যেহেতু বেদজ্ঞান হইলেই মৃত্যুভয় বিদূরিত হইয়া যায়। বাসনাই মৃত্যুভয়ের একমাত্র কারণ, বাসনা বিলুপ্ত হইলে মৃত্যুভয় আর থাকে না। মৃত্যু দেহের পরিবর্ত্তনমাত্র। উৎপন্ন পদার্থমাত্রই ধ্বংশশীল; ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ সূক্ষ্ম অণুর পরস্পর সংযোগবিয়োগ জনিত বিকারই পরিদৃশ্যমান জগৎ। আত্মতত্ত্বের জ্ঞান উদ্ভূত হইলেই

মৃত্যুভয় বিদূরিত হয়। জাত জীবের মৃত্যু অনিবার্য্য। দেবগণ বেদজ্ঞান লাভে মৃত্যুভয় দূর করিয়াছিলেন, তাই পুরাণ ও কোষকারগণ "অমরা নির্জ্জরা দেবাঃ" ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ দেবগণ অমর নহেন, দীর্ঘজীবী মাত্র। এ বিশ্বভুবনে কেহই অমর নহেন। যাহাদের জন্মমৃত্যু আছে, পিতা মাতা, স্ত্রীপুত্র আছে, রাগদ্বেষ, কাম ভোগ বাসনা সকলই রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে কিরূপে অজর, অমর বলা যাইতে পারে, তাহা সুধী পাঠকগণের বিবেচ্য। দেবগণের রোগ না থাকিলে স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার ও ধন্বন্তরিদেবের কি প্রয়োজন ছিল? কৃষ্ণযজুঃ বলিতেছেন—

"অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ
তাভ্যামেব অস্মৈ ভেষজং করোতি।" ১১৮ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবগণের চিকিৎসক, তাঁহারা দেবগণের জন্য ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পুরাণাদিতে দেখা যায় চন্দ্রদেব দারুণ যক্ষারোগে আক্রান্ত হইলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিয়াছিলেন। স্বর্গবৈদ্যগণ দেবগণের চিকিৎসা করিতেন, যুদ্ধাহত দেব সৈন্যগণের ক্ষত সকল আরোগ্য করিয়া দিতেন। ব্রহ্মা ও দেবরাজ ইন্দ্রপ্রভৃতিরও জন্মমৃত্যুবিবরণ উল্লেখ আছে। দক্ষপ্রজাপতির কন্যা সতীদেবী—যিনি আদ্যাশক্তি নামে শাক্ত-সম্প্রদায়ের পরমারাধ্যা ইষ্টদেবী, তিনি পতিনিন্দাশ্রবণে সতীত্বের পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শনার্থে যজ্ঞে প্রাণাহুতি দিয়া পুনরায় হিমালয়রাজপত্নী মেনকাদেবীর গর্ভে, উমা নামে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া দেবাদিদেব মহেশ্বরের সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। স্থানান্তরে বেদ বলিতেছেন—

"দেবান্ ঈড়েন্যান্ নমস্যাম নমস্যান্ যজাম
মনুষ্যা বা ঈড়েন্যাঃ পিতরো নমস্যাঃ ॥"

কৃষ্ণযজু মহীশূর সংস্করণ ৪র্থ খণ্ড ৩০৫ পৃষ্ঠা

তত্র ভট্টভাস্করকৃতটিকা—"মনুষ্যাদয়োপি দেবতাঃ।
তত্র মনুষ্যাত্মিকা ঈড়েন্যাঃ স্তুত্যাঃ ॥

বঙ্গার্থ—দেবতাদিগকে স্তুতি করি, অন্যান্য নমস্যাদিগকেও নমস্কার ও পূজা করি। মনুষ্য ও পিতৃলোকবাসিগণ সকলেই আমাদের নমস্য।"

বায়ুপুরাণ দেবতাদিগের জন্মমৃত্যুবিবরণ ও তাঁহারা যে মানুষ, তাহা স্পষ্টরূপে বলিতেছেন যথা—

"আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে মরুদ্গণাঃ।
ভৃগবোঽঙ্গিরসশ্চৈব হ্যষ্টৌ দেবগণা স্মৃতাঃ ॥ ২-২অঃ
তেষামপি হি দেবানাং নিধনোৎপত্তি উচ্যতে ॥ ৬১-৫অ

অর্থাৎ বিষ্ণু, ইন্দ্রপ্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য, ধবাদি অষ্টবসু, শিবপ্রভৃতি একাদশ রুদ্র, মনপ্রভৃতি দ্বাদশ জন সাধ্যদেবতা, দশজন বিশ্বদেবতা, ঊনপঞ্চাশৎ জন মরুৎ দেবতা, ভৃগুবংশীয়গণ, অঙ্গিরার সন্তান সন্ততিগণসহ দেবগণ অষ্টশাখায় বিভক্ত। এই সমস্ত দেবগণের জন্ম ও মৃত্যুর কথা বলা হইল। তথাহি—

"দেবান্বয়ে দেবতাহি সপ্ত সম্ভূতয় স্মৃতাঃ।
দেবত্বেচ ঋষিত্বেচ মনুষ্যত্বেচ সর্ব্বশঃ ॥ ৬৩-৩৯ অঃ

দেবগণের বংশে সাতটি পৃথক্ পৃথক্ দেববংশের (সপ্ততন্তু) জন্ম হইয়াছে। তাঁহারা দেবতাও বটেন, ঋষিও বটেন এবং মানুষও বটেন।"

দেবগণ আপনাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মানবগণসহ একত্রে বাস করিতেন। স্বর্গ-রাজ্যে দেবাসুরে যুদ্ধ হইয়াছিল। কৃষ্ণযজু বলিতেছেন—

"দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্।
"দেবামনুষ্যাঃ পিতরস্তে অন্যত আসন্।
অসুরা রক্ষাংসি পিশাচাস্তে অন্যতঃ॥

১২১-১২২ পৃষ্ঠা

বঙ্গার্থ—"দেব ও অসুরগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃগণ এক পক্ষে; এবং অসুর, রাক্ষস ও পিশাচগণ অন্য পক্ষে ছিলেন।"

উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলিদ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, মহর্ষি কশ্যপের অদিতিগর্ভসম্ভূত সন্তানগণ, ধর্ম্মের বিশ্বা, বসু, সাধ্যানাম্নী পত্নীর গর্ভোৎপন্ন পুত্রগণ; মহর্ষি ভৃগু ও অঙ্গিরার সন্তানসন্ততিগণই দেবতানামে পরিচিত। কশ্যপের ভার্য্যা মুনি বা মনুর সন্তানগণই মানব, সুতরাং অদিতির সন্তান ও মনুর সন্তানগণ একি মাতামহের দৌহিত্র, পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। "মনুর্মনুষ্যান জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ সৃষ্টিপ্রকরণে প্রদর্শন করিয়াছি, পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র। একি পিতার বিভিন্ন পত্নীর গর্ভোৎপন্ন সন্তানগণ গুণগত পার্থক্য ভিন্ন, জাতিগত পার্থক্য কিরূপে সম্ভবে? পুরাকালে সকলেই একত্রে বাস করিতেন, সকলেই এক দেব ভাষায় কথা বলিতেন, রাজত্ব লইয়া পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করিতেন। শাস্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন—"ঋষিপুত্রগণ দেবতাও বটেন, মানুষও বটেন।" দেবকন্যাগণের গর্ভে মানুষের সন্তান জন্মিবার ইতিহাসও দেখা যায়। দেবগণ অনিমাদি ঐশ্বর্য্যগুণে মানবের শ্রেষ্ঠ ও পূজার্হ ছিলেন; কিন্তু যে সকল মানুষ

তপস্যাবলে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, দেবগণ তাঁহাদের ভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বদা পূজা ও সম্মান করিতেন। সৃষ্টিপ্রকরণে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৪।৩ মন্ত্রে আদি দম্পতি হইতে জাত "বিরাট্"ও মনুষ্য সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন, সুতরাং দেবগণ ও মনুষ্যগণ একিরূপ প্রাণীই বটেন।

২। দৈত্যদানবগণও মানুষ।

"দিতেরপত্যং ইতি দৈত্যঃ। দনোরপত্যং ইতি দানবঃ।"

মহর্ষি কশ্যপের দিতিনাম্নী পত্নীর গর্ভোৎপন্ন সন্তানগণ দৈত্য এবং দনুর গর্ভজাত পুত্রগণের নাম দানব।

"দিতিস্ত্বজনয়ৎ পুত্রান্ দৈত্যাস্ত তে যশস্বিনঃ।
তেষাম্ ইমা বসুমতী পুরাসীৎ সবনার্ণবা॥"
এক এব দিতেঃ পুত্রো হিরণ্যকশিপুঃ স্মৃতঃ।

অরণ্যকাণ্ড

বঙ্গার্থ। দিতির গর্ভে যশস্বী দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। এই সসাগরা সকাননা পৃথিবী পুরাকালে দৈত্যগণের অধীন ছিল। দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপুনামক এক পুত্র জন্মিয়াছিল।

"চত্বারিংশৎ দনোঃ পুত্রাঃ খ্যাতাঃ সর্ব্বত্র ভারত। ২১
তেষাং প্রথমজো রাজা বিপ্রচিত্তির্মহাযশাঃ॥ ২৩
শম্বরো নমুচিশ্চৈব পুলোমা চেতি বিশ্রুতঃ॥ ২২
স্বর্ভানুরশ্বোঽশ্বপতি বৃষপর্ব্বাজকস্তথা॥ ২৪
এতে খ্যাতা দনোর্বংশে দানবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

২৭। ৬৫ অ মহাঃ

বঙ্গার্থ।—হে মহারাজ জন্মেজয়! দনুর চত্বারিংশৎ পুত্র। তাঁহাদের মধ্যে মহাযশা বিপ্রচিত্তি প্রথম। শম্বর, নমুচি, প্রসিদ্ধ পুলোমা, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা, অজক ইত্যাদি পুত্রগণ দনুর সন্তান। বাহুল্যভয়ে সকলের নাম উল্লেখ হইল না। দনুর বংশীয়দিগকে দানব বলিয়া থাকে।

"দনায়ুষঃ পুনঃ পুত্রাশ্চত্বারোঽসুরপুঙ্গবাঃ।
বিক্ষরো বলবীরৌচ বৃত্রশ্চৈব মহাসুরঃ॥

৩৪। ৬৫ অঃ মহাভারত

বঙ্গার্থ।—মহর্ষি কশ্যপের পত্নী দনায়ুর গর্ভে অসুরশ্রেষ্ঠ বিক্ষর, বল, বীর ও বৃত্র নামে মহাবলশালী চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

মহর্ষি কশ্যপের পত্নী দিতি, দনু, দনায়ু, কালকা, সিংহিকাপ্রভৃতির গর্ভোৎপন্ন পুত্রগণ, রাজ্যাদিজন্য দেবগণ সঙ্গে সর্ব্বদা বিরোধ করিতেন, তাঁহারা দেবতা বা সুরগণদ্বেষী বলিয়া অসুরাখ্য ছিলেন। অসুরগণ বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড স্বীকার করিতেন না, যাগযজ্ঞাদির বিরোধী ও ঈশ্বর মানিতেন না, যজ্ঞ ও পিণ্ডাদির ভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিতেন; হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদচরিত্রই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। রামায়ণে কথিত আছে, বরুণনন্দিনী বারুণী বা সুরাদেবীর পরিগ্রহজনিত দেবগণ সুরনামে খ্যাত হইয়াছিলেন, এবং দৈত্যদানবগণ তদপরিগ্রহনিবন্ধন অসুর নামে বিখ্যাত। অসুরগণও ব্রাহ্মণ ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অসুরশ্রেষ্ঠ বৃত্রকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, দৈত্যগণ সঙ্গে মানবের বিবাহসম্বন্ধও প্রচলন চিল। দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা দেবীকে মহারাজ যযাতি বিবাহ করিয়াছিলেন। মহর্ষি ভৃগুর পুত্র দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীও মহারাজ যযাতির রাজ্ঞী ছিলেন। দৈত্য

দানবগণকর্ত্তৃক সুন্দরী মানবরমণীগণের হরণবৃত্তান্তও পুরাণে বিরল নহে। মহারাজ দশরথ, পুরূরবা, অর্জ্জুনপ্রভৃতিকর্ত্তৃক দৈত্যদানবগণের পরাজয়-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত আছে। খাণ্ডববনে অর্জ্জুননির্জিত ময়দানবকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের রাজসভা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ সমস্ত প্রমাণ সত্ত্বেও কি পাঠকগণ অসুরদিগকে মানব ভিন্ন স্বতন্ত্র জীব মনে করিবেন?

৩। যক্ষগণও মানুষ।

"যক্ষ্যতে পূজ্যতে ইতি যক্ষঃ।
গুহ্যকঃ, ধনরক্ষকঃ ইতি সারস্বতঃ।
"ধাতুর্যক্ষত্যথোক্তস্ত্বদদনে ক্ষপণে চ সঃ।
যদ্ যক্ষত্যুক্তবানেষ তস্মাৎ যক্ষো ভবত্যয়ম্॥

অগ্নিপুরাণ

অর্থাৎ যক্ষ ও গুহ্যক, ধনরক্ষকবিশেষ। যক্ষধাতুর অর্থ অদন এবং ক্ষপণ। যাহারা ভক্ষণ করিব এই কথা বলিয়াছিল, তাহাদের নামই যক্ষ। যাহারা জন্মিবা মাত্র ক্ষুধাতুর হইয়া আহারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, তাহারাই যক্ষ নামের অন্তর্গত।

কিন্নর ও যক্ষগণ মহর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র। হিমালয়ের উত্তরস্থ কিম্পুরুষবর্ষ (তিব্বত) বাসী। গুহ্যক, কিম্পুরুষ, যক্ষ সকলই ধনাধিপতি কুবেরের অনুচর, ইহারা দেবগণের ধনরক্ষক। রাজসূয়যজ্ঞার্থে মহাবীর অর্জ্জুন যক্ষদিগকে পরাজয় করিয়া কুবেরপুরীহইতে ধনাহরণ করিয়াছিলেন। ইহারাও ঋষিপুত্র মানুষ।

৪। রক্ষঃ বা রাক্ষসগণও মানুষ।

"রক্ষন্ত্যস্মাৎ রক্ষ এব রাক্ষসঃ। ইতি জটাধর।

রাক্ষসাশ্চ পুলস্ত্যস্য বানরাঃ কিন্নরাস্তথা।
যক্ষাশ্চ মনুজব্যাঘ্র পুত্রাস্তস্য চ ধীমতঃ॥

৭। ৬৬। আদিপর্ব্ব

বঙ্গার্থ।—হে মনুজব্যাঘ্র মহারাজ জন্মেজয়! রাক্ষস, বানর, কিন্নর ও যক্ষ সকল মহাজ্ঞানী, পুলস্ত্য ঋষির পুত্র। অগ্নি ও বামন পুরাণ হইতে রাক্ষসদিগের আচার ও ধর্ম্ম সকল প্রদর্শনার্থে দুইটি মাত্র শ্লোক অধ্যাহৃত করা হইল, তৎপাঠে ঋষিপুত্রগণ কি হেতু রাক্ষস নামে অভিহিত হইলেন, তাহা বোধগম্য হইবেক।

"দৃষ্টা তু বিকলান্ ব্যঙ্গাননাথান্ রোগিণস্তথা।
দয়া ন জায়তে যস্য স রক্ষ ইতি মে মতিঃ॥ অগ্নিপুরাণ

বঙ্গার্থ।—বিকলাঙ্গ, অনাথ ও রোগিপ্রভৃতিকে দেখিয়া, যাহাদের দয়ার উদয় না হয়, তাহারাই মহর্ষি অগ্নিদেবের মতে রাক্ষসসংজ্ঞক।"

"পরদারাভিমর্ষিত্বং পরার্থেঽপিচ লোলুপাঃ।
স্বাধ্যায়ত্র্যম্বকে ভক্তি ধর্ম্মোঽয়ং রাক্ষসাঃ স্মৃতাঃ॥

বামনপুরাণ

বঙ্গার্থ।—পরদারাভিগমনে অভিলাষ, পরকীয় অর্থে লিপ্সা, বেদাভ্যাসতা, শঙ্করে ভক্তি, ইহাই রাক্ষসদিগের ধর্ম্ম।"

পুলস্ত্য ঋষির ঔরসে, রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যার গর্ভে পৌলস্ত্য নামে যে পুত্র উৎপন্ন হন, তিনিও একজন ঋষি, যাহার অপর নাম বিশ্রবা। বিশ্রবা মহর্ষি ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিলে, তৎগর্ভে যে পুত্র জন্মে, তিনিই বৈশ্রবণ বা কুবেরনামক দেবতা; তিনি দেবগণের ধনরক্ষক। বৈশ্রবণ পূর্ব্বে লঙ্কাদ্বীপে বাস করিয়া দেবগণের ধন রক্ষা করিতেন, তাই অপরিমিত ধনরত্ন সমন্বিত লঙ্কাপুরীকে স্বর্ণলঙ্কা বলিয়া থাকে। স্বয়ং ব্রহ্মাবিনির্ম্মিত পুষ্পকনামক বিমান কুবেরের বাহন ছিল। সুমালিনামক পাতালরাজ্যবাসী অসুরের নিকষানাম্নী পরম রূপবতী কন্যা বিশ্রবা ঋষিকে পতিত্বে বরণ করিলে মাতৃদোষনিবন্ধন তৎগর্ভে অতিক্রূর কর্ম্মা, ভীমদর্শন বীর্য্যশালী রাবণ, কুম্ভকর্ণ নামে দুই পুত্র ও শূর্পণখানাম্নী কন্যা জন্মে। তৎপর ঋষির অনুগ্রহে বিভীষণ নামে পরম ধার্ম্মিক অপর এক পুত্র হয়। রাবণ বলপূর্ব্বক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বৈশ্রবণকে তাড়াইয়া সোণার পুরী লঙ্কা কাড়িয়া লন।

রাক্ষসগণ অমিতবলশালী, মায়াজীবী, দেবদ্বেষী, যজ্ঞবিঘ্নকারী ও আমমাংসভোজী ছিলেন। শতপথব্রাহ্মণে রাক্ষসগণের যজ্ঞভাগ পাইবার কথা উল্লেখ আছে। যজ্ঞে হত পশুর রক্ত তাহারা পান করিত। রাক্ষসগণসহ মানুষের বিবাহ প্রচলন ছিল; মহাবীর ভীমসেন রাক্ষসরাজ হিড়িম্বের ভগিনী হিড়িম্বা রাক্ষসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ভীমের ঔরসে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। লঙ্কেশ্বর রাবণের অন্তঃপুরে দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব ও নরগণের সুন্দরী রমণীগণের অভাব ছিল না; সুতরাং এবংবিধ প্রমাণাদিদ্বারা সুধী পাঠকগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন, পুরাকালে দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণবিহীন, পরধনলোভী পরদারগামী আমমাংসভোজী, দেবদ্বেষী ঋষিপুত্রগণই রাক্ষসনামে অভিহিত হইতেন। বর্ত্তমানে যাহারা খাদ্যাখাদ্যের বিচারশূন্য ও অপরিমিত ভোজন করিয়া থাকে, তাহাদিগকেও

রাক্ষস বলিয়া গালি দিয়া থাকে। ভারতের নিবিড় গিরিগহ্বরে ও কোন কোন দ্বীপে অদ্যাপি নরখাদক মানুষের বাস আছে; পুরাকালে কবিগণ এই সকল নরভুক্ মানুষকেই রাক্ষস বলিয়া গিয়াছেন।

৫। পিশাচগণ ও মানুষ।

"পিশিতং মাংসমশ্নাতীতি পিশাচঃ।

মাংস ভক্ষণকারীদিগকেই পিশাচ বলে।"

মনুর প্রথম অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোকের—"যক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরান্" ব্যাখ্যাতে টীকাকার কুল্লূকভট্ট পিশাচ শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

"পিশাচাস্তেভ্যোঽপকৃষ্টা অশুচি মরুদেশনিবাসিনঃ।"

পিশাচগণ অপকৃষ্ট, অশুচি, মরুদেশবাসী।

বামন পুরাণে ধর্ম্ম-কথনে পিশাচ-ধর্ম্ম এইরূপ বিবৃত হইয়াছে; যথা—

"অবিবেকস্তথাজ্ঞানঃ শৌচহানিরসত্যতা
পিশাচানাময়ং ধর্ম্মঃ সদা চামিষগৃধ্নুতা।"

বঙ্গার্থ।—অবিবেকতা, অজ্ঞানতা, অশুচি, মিথ্যাভাষণ, আমিষভক্ষণে লোলুপতা ইহা পিশাচদিগের ধর্ম্ম।" যে সকল ঋষিপুত্র আমিষভক্ষণাদিদোষে দোষী, যাঁহারা খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিতেন না এবং সত্যপরিভ্রষ্ট, তাঁহারাই পিশাচ আখ্যায় অভিহিত। পিশাচগণ সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালেই আহারানুসন্ধানে ধাবিত হয়। পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ

মাংস ভোজন করিতেন না, সুতরাং উপরোক্ত দোষে দোষী ব্যক্তিগণই পিশাচাখ্য। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।"

৬। গন্ধর্ব্বাপ্সরাগণও মানুষ।

ধরয়ন্তো গাং সমুৎপন্না গন্ধর্ব্বাস্তস্য তৎক্ষণাৎ।
পিবন্তো জজ্ঞিরে বাচং গন্ধর্ব্বাস্তেন তে দ্বিজা॥

১ম অংশ বিষ্ণু পুঃ

শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা।—"গাং বাচং ধয়ন্তঃ পিবন্তঃ গায়ন্ত ইত্যর্থঃ। গাং পিবন্তো গায়ন্তো জজ্ঞিরে তেন তে গন্ধর্ব্বাঃ॥

বঙ্গার্থ।—"অনন্তর যাহারা মধুরস্বরে গান করে, এরূপ গন্ধর্ব্ব-সকলের উৎপত্তি হইল। ইহাঁরা গো অর্থাৎ বাক্যামৃত পান করাইতে করাইতে মধুর গান করিতে করিতে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া গন্ধর্ব্ব নামে আখ্যাত হইলেন। বিশ্বকোষ।

গন্ধর্ব্বঃ স্বর্গগায়কঃ। তদ্ভেদা যথা।
হাহা হুহুশ্চিত্ররথো হংসো বিশ্বাবসুস্তথা।
গোমায়ুস্তুম্বরুর্নন্দিরেবমাদ্যাশ্চ তে স্মৃতাঃ॥

ইতি জটাধরঃ।

গন্ধর্ব্ব স্বর্গগায়ক, তাহাদের মধ্যে হাহা, হুহু, চিত্ররথ, হংস, বিশ্বাবসু, গোমায়ু, তুম্বরু, নন্দি প্রভৃতি আদি।

দেবানাং গায়নাহ্যেতে চারণা স্তুতিপাঠকাঃ।
গীতজ্ঞা অতিগীতেন তোষয়ন্তি নরাধিপান্।
স্তুবন্তি চ ধনাঢ্যাংশ্চ ধনলোভেন মোহিতাঃ॥ কাশীখণ্ড

ইহাঁরা দেবতাদিগের গায়ক, চারণ, স্তুতিপাঠক, গীতজ্ঞ; সর্ব্বদা রাজা ও ধনীদিগকে ধনলোভহেতু গীতাদিদ্বারাস্তুতি করেন।

অরিষ্টা তু মহানত্বান্ গন্ধর্ব্বান্ সমজীজনৎ।
১ম অঃ বিষ্ণু পুঃ

দক্ষ প্রজাপতির কন্যা অরিষ্টার গর্ভসমুদ্ভূত পুত্রগণই গন্ধর্ব্ব নামে খ্যাত। মহাভারত আদি পর্ব্বে ৬৫ অধ্যায়ে মহর্ষি কশ্যপের কপিলা নাম্নী পত্নীর গর্ভেও গন্ধর্ব্বগণের জন্ম কথা বিবৃত আছে। মানবতত্ত্বের সৃষ্টিপ্রকরণে সবিস্তার উল্লেখ করা হইয়াছে। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ মহাবীর অর্জ্জুনের সখা ছিলেন। তিনিই রাজা দুর্য্যোধনকে কাম্যকবনে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, সপরিবারে বন্ধন করিয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজস্য়যজ্ঞে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ উপহারাদি লইয়া আগমন করিয়াছিলেন, তুম্বরু তথায় গান করিয়াছিল। গন্ধর্ব্বদিগের সহিত ক্ষত্রিয়দিগের বিবাহকথারও উল্লেখ আছে। গন্ধর্ব্বগণ রাজগণের সভায় গীত বাদ্যকরা ও রাজন্যবর্গকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষাদিবার উদাহরণও পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ শাকদ্বীপবাসী মানবগণসহ গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেব, দানব, দৈতেয়, কিম্পুরুষদিগের একত্রে বাসের কথা বলিয়াছেন।

তস্মিন্ বসন্তি মনুজাঃ সহ দৈতেয়দানবৈঃ। ৩৭
তথৈব দেব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-কিম্পুরুষাদয়ঃ॥
৩৮। ২ অংশ, ৪ অঃ বিষ্ণু।

অপ্সরাগণ।

মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৫ অধ্যায়হইতে অপ্সরাগণ সম্বন্ধে মহাত্মা কালীপ্রসন্নসিংহের অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম। "পুরাণে কথিত আছে মহাভাগা প্রাধাদেবী মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে পরম পবিত্র সুবিখ্যাত অপ্সরা-বংশের জনয়িত্রী। অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া প্রভৃতি কন্যাগণ প্রাধার গর্ভহইতে সমুৎপন্ন।" স্থানান্তরে প্রকাশ "ব্রহ্মলোকনিবাসিনী মেনকাদেবী স্বর্গহইতে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। শকুন্তলার গর্ভে মহারাজ দুষ্মন্তের ভরত নামে পুত্র জন্মিয়াছিল।" মহারাজ ভরতের নামানুসারেই ভাবতবর্ষ হইয়াছে। ভারতসম্রাট্ পুরূরবা স্বর্গের উর্ব্বশী-দেবীকে বিবাহ করিয়া তৎগর্ভে আয়ুপ্রভৃতি ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেন। পৃথিবীপতি নহুষ আয়ুর পুত্র; তিনি পৃথিবী ও স্বর্গলোকে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। "নহুষ পিতৃলোক, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই সকলকে সমভাবে প্রতিপালন করিতেন।" নহুষের পুত্র সম্রাট্ যযাতি। অপ্সরাগণ মানুষ না হইলে ভারতীয় রাজন্য-বর্গের সহিত কিরূপে যৌন সম্বন্ধ ছিল?

৭। নাগগণও মানুষ।

শেষোঽনন্তো বাসুকিশ্চ তক্ষকশ্চ ভুজঙ্গমঃ॥ ৪১
কূর্ম্মশ্চ কুলিকশ্চৈব কাদ্রবেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

৪২। ৬৫ অঃ আদিপর্ব্ব।

বঙ্গার্থ—শেষ, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কূর্ম্ম, কুলিক প্রভৃতি নাগাখ্যগণ কদ্রুনন্দন। প্রামাণ্য কোষকার নাগগণকে কাদ্রবেয় বা কদ্রুর সন্তান বলিয়াছেন। "তক্ষক-কর্কোট-প্রভৃতি দেবযোনির্মনুষ্যাকারঃ।" ইতি ভরত। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে দাক্ষায়ণি কদ্রুর গর্ভজাত সন্তানগণকে পুরাণে ও কোষগ্রন্থে আশীবিষ, সরীসৃপ, ব্যাল ও সর্পপ্রভৃতির সঙ্গে এক আসনে স্থান দিয়াছেন। মহাভারতে নাগদিগের ইতিহাস এবং বায়ুপুরাণে পাতালপুরীস্থিত নাগভবনের সৌন্দর্য্যাদি পাঠ করিলে সহজ বুদ্ধির লোকেও তাঁহাদিগকে মানুষ না বলিয়া পারিবেন না। মার্কেণ্ডেয় পুরাণে সগররাজের দিগ্‌বিজয়ে যে সকল জাতির উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে মানবাখ্য সর্পদিগেরও নাম দেখা যায়। পাঠকদিগের কৌতূহল প্রশমনার্থে কতিপয়শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

শকা যবন-কাম্বোজাঃ পারদা পহ্লবাস্তথা।
কোলি সর্পা মাহিষকা দার্ব্বাশ্চোলাঃ সকেরলা॥

মার্কণ্ডেঃ।

বঙ্গার্থ—মহারাজ সগর শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, কোল, সর্প, মহিষ, দার্ব্ব, চোল, কেরলপ্রভৃতি জাতিকে ধর্ম্মচ্যুত ও বেশভূষাবিহীন করিলেন।

সপ্তস্বরা গ্রামরাগাঃ সপ্ত পন্নগসত্তম।
গীতকানি চ সপ্তৈব তাবত্যশ্চাপি মূর্চ্ছনাঃ॥
তানাশ্চৈকোনপঞ্চাশৎ তথা গ্রামত্রয়ঞ্চ যৎ।
জ্ঞাস্যতে মৎপ্রসাদেন ভুজগেন্দ্র পরং তথা॥
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী সর্ব্বজিহ্বা সরস্বতী।

জগামাদর্শনং সদ্যো নাগস্য কমলেক্ষণা।

ইতি মার্কেণ্ডেয়পুরাণে কম্বলাশ্বতরনাগয়োঃ সরস্বত্যা গানবরপ্রাপ্তিঃ॥

অর্থাৎ কমললোচনা সরস্বতী দেবীর বরপ্রভাবে, কম্বল ও নাগশ্রেষ্ঠ অশ্বতর, সপ্তস্বর, সপ্তরাগ, ঊনপঞ্চাশ তান, তিন গ্রাম এ মূর্চ্ছনাদিসহ সমস্ত সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন।

তেষু দানবদৈতেয়া যক্ষশ্চ শতশস্তথা।
নিবসন্তি মহানাগ জাতয়শ্চ মহামুনে॥

৪। ৫ অঃ। ২ অংশ

স্বর্লোকাদপি রম্যাণি পাতালানীতি নারদঃ।
প্রাহ স্বর্গসদাং মধ্যে পাতালেভ্যো গতো দিবি॥

৫ ঐ বিষ্ণুপুরাণ

দেবর্ষি নারদ পাতালহইতে স্বর্গে প্রত্যাগমন করিয়া, স্বর্গবাসী দেবগণ নিকট বলিতেছেন। সেই পাতালভূমে শত শত দৈত্য, দানব, নাগ ও যক্ষগণ বাস করেন। পাতালনামক জনপদ স্বর্গহইতেও রমণীয় স্থান। তথায় যে সকল নাগবংশ বাস করেন, তাঁহারা অতীব সম্ভ্রমশালী ও সৎ।

ধনঞ্জয়স্য চ পুরং মাহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
কালিয়স্য চ নাগস্য নগরং কলভস্য চ॥ ১৮
কম্বলস্যচ নাগস্য পুরমশ্বতরস্য চ
কদ্রুপুত্রস্য চ পুরং তক্ষকস্য মহাত্মনঃ॥ ২৩

কশ্যপস্য সুতঃ শ্রীমান্ বাসুকিনাম নাগরাট্।
এবং পুর-সহস্রাণি নাগ-দানব-রক্ষসাং॥

৩৯। ৫০ অঃ বায়ুপুরাণ।

অর্থাৎ মহর্ষি কশ্যপ ও কদ্রুর নন্দন নাগরাজ শ্রীমান্ বাসুকি, মহাত্মা তক্ষক, কম্বল, অশ্বতর, ধনঞ্জয়, মাহেন্দ্র, কালিয় ও কলভপ্রভৃতি নাগগণের নগর এবং দানব ও রাক্ষসদিগের সহস্র সহস্র পুর পাতালরাজ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সংস্কৃত মহাভারতে আদিপর্ব্বে কদ্রুনন্দন নাগবংশসম্বন্ধে যে সকল বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে, বাহুল্যভয়ে সেই সকল শ্লোকাবলী উদ্ধৃত না করিয়া মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্নসিংহের অনুবাদ সংক্ষেপে অধ্যাহার করিলাম। সুধী পাঠকগণ তৎদৃষ্টে নাগগণ মানুষ, কি সরীসৃপ, তাহা স্বয়ং অবধারণ করিবেন।

"গরুড় সর্পদিগকে কহিলেন, আমি অমৃত আহরণ করিয়াছি, তোমরা শীঘ্র স্নান পূজা করিয়া পান কর। সর্পগণ তথাস্তু বলিয়া স্নান পূজা করিতে গমন করিল।" * * * সর্পেরা স্নান পূজা ও মঙ্গলাচরণ করিয়া প্রফুল্লমনে অমৃত পান করিতে আসিয়া দেখিল তথায় অমৃত নাই।" ৩৪ অধ্যায় আদিপর্ব্ব।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহাযশা ভগবান্ শেষ নাগ স্বীয় জননী কদ্রুকে পরিত্যাগ করিয়া বায়ুভক্ষ, ব্রতপরায়ণ, একাগ্রচিত্ত, জটাবল্কলধারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গন্ধমাদনে, বদরিকাশ্রমে, গোকর্ণ, পুষ্কর ও হিমবান্ প্রভৃতি পুণ্য তীর্থে গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। * * * সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তৎসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, নাগরাজ! অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। * * * * শেষ

কহিলেন, হে সর্ব্বলোক পিতামহ আমি এই বর প্রার্থনা করি, যেন ধর্ম্মে, শমগুণে, তপস্যায় আমার অচলা ভক্তি থাকে।” ৩৬ অধ্যায় আদিপর্ব্ব।

“নাগরাজ বাসুকি স্বীয় ভগিনীকে বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত করিয়া জরুৎকারু সন্নিধানে লইয়া গেলেন। তিনি যথাবিধানে তদীয় ভগিনীর পাণিপীড়ন করিলেন। জরুৎকারু ভার্য্যাসমভিব্যাহারে ভুজঙ্গরাজের অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক **সুচারু আস্তরণ পটে আচ্ছাদিত বিচিত্র শয্যায়** শয়ন করিলেন।” ৩৭ অঃ আদিপর্ব্ব।

“ভুজঙ্গরাজ-ভগিনী ঋতুস্নাতা হইয়া যথাবিধি স্বামিসেবায় নিযুক্ত হইলেন। মহর্ষির সহযোগে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল। * * * অনন্তর সেই মহাপ্রভাবশালী গর্ভ শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে নাগ-ভগিনী জরৎকারু যথাকালে পিতৃমাতৃউভয়কুলের ভয়াপহারক দেবকুমার সদৃশ এক কুমার প্রসব করিলেন।” এই কুমারই আস্তিক মুনি নামে বিখ্যাত। ৩৭ অঃ

“নাগরাজ বাসুকি তথায় গমন পূর্ব্বক মহাবাহু ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন। নাগরাজ দেখিবামাত্র তাঁহাকে স্বদৌহিত্র কুন্তিভোজের দৌহিত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া প্রীতিপ্রসন্নমনে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। * * * মহাভুজ বৃকোদর নাগদত্ত দিব্য শয্যায় শয়ন করিলেন।” ৩৮ অধ্যায় আদিপর্ব্ব।

“বৃকোদর স্নানসমাপ্তি করিয়া শুক্লাম্বর পরিধান ও শুক্লমাল্য ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ বিষঘ্ন সুরভি ঔষধদ্বারা কৃত কৌতুক মঙ্গল হইয়া নাগদত্ত **সুরস পরমান্ন ভোজন** করিলেন।” ৩৯ অঃ আদিপর্ব্ব মহাভারত।

“অর্জ্জুন পরমার্চিত নাগরাজ-ভবনে সমুপস্থিত হইয়া হুতাশন অব-লোকন করিয়া, সেই থানেই অগ্নিকার্য্য সমাধা করিলেন। * * * অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া নাগরাজ-দুহিতাকে কহিলেন, হে ভামিনি

ভীরু। এ প্রদেশের নাম কি? তুমিই বা কে এবং কাহার কন্যা? উলূপী কহিল, হে রাজন্ ঐরাবত কুলে সমুদ্ভূত কৌরব্য নামে এক নাগ আছেন; আমি তাঁহার দুহিতা, আমার নাম উলূপী। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে দেখিয়া কন্দর্পসরে জর্জ্জরিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আত্মপ্রদানদ্বারা অশরণা এ অবলার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর। * * * * কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় নাগরাজ-দুহিতা উলূপীকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে তদীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তিনি সেই রাত্রি তথায় বাস করিয়া সূর্য্যোদয়কালে নাগভবনহইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উলূপী সমভিব্যাহারে পুনরায় গঙ্গাদ্বারে প্রত্যাগমন করিলেন।” চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়, আদিপর্ব্ব।

সংস্কৃত হরিবংশে বৃন্দাবনে কালিয়দমন অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, কালিয়নাগের অত্যাচারবিষে জর্জ্জরিত হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগকে বাহুযুদ্ধে পরাজয় করিয়া, তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন; কালিয় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত বমন করিতে থাকে। “তখন তাহার পত্নীগণ কর্ণে সুবর্ণকুণ্ডল, মস্তকে দীর্ঘবেণী, অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার ও সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিয়া, হস্তে ধনরত্ন ও নানাবিধ বস্ত্র উপহার লইয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতিপূর্ব্বক স্বামীর প্রাণ-ভিক্ষা প্রার্থনা করে। ভগবান্ দয়াদ্রচিত্তে কালিয়নাগের প্রাণ বধ না করিয়া তাহাকে সপরিবারে বৃন্দাবনপরিত্যাগপূর্ব্বক রমণকদ্বীপে যাইবার আদেশ করেন।” মহর্ষি বায়ু পাতালরাজ্যে তাঁহার পুরীর বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে। বঙ্গের মহাকবি নবীনচন্দ্রসেন রৈবতককাব্যে কালিয়কে অনার্য্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

ভারত-ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নাগবংশীয়গণ দীর্ঘকাল ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। গার্গ্যসংহিতায়

উক্ত হইয়াছে শিশুনাগ-বংশে বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের পিতা বিম্বিসার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রামাণ্য ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ আছে, কাশ্মীর রাজ্যের কায়স্থ রাজা দুর্ল্লভবর্দ্ধন গোনন্দবংশীয় শেষ রাজা বলাদিত্যের ক্ষেত্রে কর্কোটক নাগের ঔরসে জাত পরম রূপবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগবংশীয় রাজগণের অত্যাচারে কবিগণ ইহাদিগকে একেবারে আশীবিষ বানাইয়াছেন। পক্ষান্তরে নাগরাজগণও আপনাদিগকে দেবযোনি বলিয়া ভারতবাসীর পূজা পাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গলার কবি হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব ও বংশীদাসপ্রভৃতির রচিত পদ্মপুরাণে বাসুকি নাগের ভগিনী জরৎকারু বা মনসাদেবীর নরলোকে দেবীরূপে পূজা পাইবার জন্য, বৈশ্য চাঁদসদাগর সহিত বিরোধ ও বেহুলালক্ষ্মীন্দরের উপাখ্যানাদি কি আমাদের প্রবন্ধের মৌলিকতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না?

বাঙ্গলার ইতিহাসে শূর ও সেন রাজগণের রাজত্ব সময় পশ্চিমাগত নাগোপাধিক নরগণ সাম্রাজ্যের পরিপুষ্টি-সাধন করিবার বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপি বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলায় তদ্‌বংশীয়গণ সসম্মানে বাস করিতেছেন; সুতরাং কদ্রুনন্দন নাগাখ্য মানবগণ পুরাণাদিতে সরীসৃপ বিষধরগণ শ্রেণীতে পরিণত হইয়া থাকিলেও তাঁহারা যে মানুষ তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে।

৮। সুপর্ণগণও মানুষ।

তার্ক্ষ্যশ্চারিষ্টনেমিশ্চ তথৈব গরুড়ারুণী ॥ ৪০
আরুণির্বারুণিশ্চৈব বৈনতেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

৪১।৬৫ আদিপর্ব্ব

মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা বিনতার গর্ভে তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, অরুণ, আরুণি ও বারুণি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা বৈনতেয় বলিয়া প্রখ্যাত।

অরুণস্য ভার্য্যা শ্যেনী তু বীর্য্যবন্তৌ মহাবলৌ। ৭১
সম্পাতিং জনয়ামাস বীর্য্যবন্তং জটায়ুষম্ ॥

৭২। ৬৬ অঃ আদিপর্ব্ব

অরুণের পত্নী শ্যেনী মহাবলসম্পন্ন, বীর্য্যবন্ত সম্পাতি ও জটায়ু নামক দুই পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কোন কোন পুরাণ ও কাব্যগ্রন্থে ইহাদিগকে পক্ষবিশিষ্ট প্রাণী বলিয়াছেন। রামায়ণে জটায়ু সহিত মহারাজ দশরথের মিত্রতা এবং সীতাহরণসময়ে রাবণ সহিত জটায়ুর যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। কবিগণ তাঁহাকে মানুষের ন্যায় কার্য্যক্ষম করিয়াও পক্ষ এবং পুচ্ছদ্বারা সুশোভিত করিয়াছেন।

বেদমন্ত্রে স্বস্তিবচনে ইন্দ্রাদি দেবগণ সহিত বিনতানন্দন তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমির স্তুতি আছে। দেবসমাজে ইঁহারা ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞানের উচ্চশিখরারূঢ় মহর্ষিগণ তির্য্যক্ জাতিকে স্তব স্তুতি করিবার হেতু কি?

"স্বস্তি ন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥

৬। ৮৯ সূ। ১ম। ঋগ্বেদ

অর্থাৎ ইন্দ্র, বৃদ্ধশ্রবা পূষা, বিশ্ববেদা, তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি ও বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

বিনতানন্দন পুরাণাদিতে পক্ষবিশিষ্ট মনুষ্যাকার প্রাণী বটেন। ব্যোমযান, এরোপ্লেন, জিওপ্লেন প্রভৃতি আকাশগামী যন্ত্রসকল আবিষ্কার

হইবার পূর্ব্বে মানুষের শূন্যে গমনবিষয়ক কল্পনা, স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হইত। কোন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের প্রবন্ধে দেখা গিয়াছিল, মানুষ কৃত্রিম পক্ষসংযুক্ত হইয়া উড়িতে পারে। মহাবীর্য্যশালী গরুড় যে তদ্রূপ বিজ্ঞানসম্ভূত পক্ষ আবিষ্কার না করিয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? বেদে সূর্য্যের যে সপ্তরশ্মির বিষয় উল্লেখ আছে, পুরাণাদিতে তাহাই সপ্ত ঘোড়ায় পরিণত হইয়াছে। রথে ঘোড়া থাকিলেই সারথির দরকার, তাই অর্দ্ধপক্ক ডিম্বোদ্ভূত বিনতানন্দন অরুণ সূর্য্য-সারথি! সংস্কৃত মহাভারতে বিনতাগর্ভহইতে অরুণ ও গরুড়ের জন্মাধার ডিম্বের উৎপত্তি বিবরণ দেখিতে পাই না কেন? এই গূঢ় রহস্যের প্রকৃত তত্ত্ব কে বিবৃত করিবে?

৯। বানরগণও মানুষ।

কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকিরচিত রামায়ণের কিষ্কিন্ধাবাসী বানরাখ্য পশুগণ যে মানুষ, তাহার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া নিম্নে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের কতিপয় শ্লোক অধ্যাহার করিলাম। বেদাদি শাস্ত্র পরিজ্ঞাত, বিচিত্রকারুকার্য্য-সমন্বিত যানাদি-বাহিত, ইন্দ্রভবন সদৃশ বিবিধ হর্ম্ম্যনিষেবিত, হীরামুক্তারত্নখচিত নূপূরকঙ্কণ কিঙ্কিণী ও নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিত তানমানলয় সংযুক্ত সঙ্গীতাদি বিদ্যাপারদর্শী এবং বেদবিহিত সংস্কারাদি-সম্পন্ন কিষ্কিন্ধাবাসী বানরী ও বানরাখ্যগণ কি মানব? না সুদীর্ঘ পুচ্ছসমন্বিত, লোমাবৃত দেহবিশিষ্ট, বৃক্ষারূঢ় মর্কট নামধারী শাখামৃগ? তাহা সুধী পাঠকগণ স্বয়ংই মীমাংসা করিবেন। অনেকেই বলিয়া থাকেন, বাল্মীকিপ্রণীত প্রকৃত রামায়ণ আজকাল দুষ্প্রাপ্য। বাল্মীকির বলিয়া আজকাল যাহা চলিতেছে, উহাতেও ভেজাল ও আবর্জ্জনা যথেষ্ট আছে। রামায়ণের এই বানরবানরী নামধেয়

জাতিটির পুচ্ছ ও লোমাবৃত অঙ্গের উল্লেখ তেমনই যে একটি প্রক্ষিপ্ত অংশ নয়, তাহা কে বলিতে পারে? বস্তুতঃ এই ধারণাটা আজকাল অনেক সুধী ও পণ্ডিতমণ্ডলির মনেই বদ্ধমূল হইতেছে। আমারও দৃঢ় বিশ্বাস একটু সাবধানতা ও বিচারবুদ্ধির সহিত রামায়ণখানি পাঠ করিলেই, পাঠকগণও ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

তমভ্যভাষ সৌমিত্রে সুগ্রীবসচিবং কপিম্।
বাক্যজ্ঞং মধুরৈর্ব্বাক্যৈঃ স্নেহযুক্তমরিন্দমম্॥ ২৭
নানৃগ্বেদবিনীতস্য না যজুর্ব্বেদধারিণঃ।
না সামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥ ২৮

বাল্মীকিরামায়ণ—কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৩য় সর্গ।

উপরি উক্ত উদ্ধৃত অংশের মর্ম্ম এই যে সুগ্রীবপ্রেরিত দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম বলিলেন, হে লক্ষণ! বাক্যকুশল শত্রুদমনকারী সুগ্রীবের মন্ত্রী কপিশ্রেষ্ঠ বীর হনুমানকে তুমি সুমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সদুত্তর প্রদান কর। যেহেতুক ইনি একজন মহাপণ্ডিত। ঋগ্বেদ, সামবেদ এবং যজুর্ব্বেদে পারদর্শী না হইলে এবংবিধ বাক্য বলিতে কেহ সমর্থ হয় না।

বাল্মিকী রামায়ণ পঞ্চবিংশ সর্গ।

কুরু ত্বমস্য সুগ্রীব প্রেতকার্য্যমনন্তরম্।
তারাঙ্গদাভ্যাং সহিতো বালিনোদহনং প্রতি॥ ১৩
সমাজ্ঞাপয় কাষ্ঠানি শুষ্কানি চ বহূনি চ।
চন্দনানি চ দিব্যানি বালি-সংস্কার-কারণাৎ॥ ১৪

শ্রীরামচন্দ্র কপিরাজ সুগ্রীবকে বলিতেছেন—এখন তুমি তারা ও অঙ্গদ সহিত বালির দহন ও প্রেতকার্য্যাদি সম্পাদন কর। বালির সংকারজন্য বহু পরিমাণ শুষ্ক ও দিব্য চন্দনকাষ্ঠ আনয়নার্থে আজ্ঞা প্রদান কর।

দিব্যাং ভদ্রাসনযুক্তাং শিবিকাং স্যন্দনোপমাম্।
পক্ষিকর্ম্মভিরাচিত্রাং দ্রুমকর্ম্মবিভূষিতাম্॥ ২২
আচিতাং চিত্রপত্তীভিঃ সুনিবিষ্টাং সমন্ততঃ।
বিমানমিব সিদ্ধানাং জাল-বাতায়নাযুতাম্॥ ২৩
ঈদৃশীং শিবিকাং দৃষ্ট্বা রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
ক্ষিপ্রং বিনীয়তাং বালী-প্রেত-কার্য্যং বিধীয়তাম্॥ ২৪

বালীরাজার মৃতদেহ বহনোপযোগী সুগ্রীবনীত শিবিকারবর্ণনা করিতেছেন—চতুর্দ্দিকের কাষ্ঠাদিতে নানাবিধ কারুকার্য্য ও পক্ষী সকলের চিত্রসমন্বিত, জালবাতায়নসংযুক্ত পতাকাশোভিত সিদ্ধদিগের বিমান সদৃশ উৎকৃষ্ট আসনবিশিষ্ট মনোরম শিবিকা দৃষ্টে শ্রীরামচন্দ্র বিধিপূর্ব্বক বালীরাজার প্রেতকার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিবার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ করিয়াছিলেন।

বিশ্রাণয়ন্তো রত্নানি বিবিধানি বহূনিচ।
অগ্রতঃ প্লবগা যান্তু শিবিকা তদনন্তরম্॥ ৩১।২৫ সঃ

বঙ্গার্থ—তদনন্তর বানরগণ শববাহী শিবিকার অগ্রে অগ্রে বহু ধন রত্ন ছড়াইয়া যাইতেছিল।

"পুলিনে গিরিনদ্যাস্তু বিবিক্তে জলসংবৃতে॥ ৩৭

চিতা চক্রুঃ সুবহবো বানরা বনচারিণঃ।
অবরোপ্য ততঃ স্কন্ধাচ্ছিবিকাং বানরোত্তমাঃ॥ ৩৮
ততোঽগ্নিং বিধিবদ্দত্ত্বা সোপসব্যং চকারহ॥ ৫০
আজগ্মুরুদকং কর্ত্তুং নদীং শুভজলাং শিবাম্॥
৫১। ২৫ সঃ

অর্থাৎ তদনন্তর বনচারী বানরগণ জলসংবৃত গিরিনদীর পুলিন দেশে চিতা প্রস্তত করতঃ, বানরগণের স্কন্ধস্থিত শিবিকাহইতে বালীর শব চিতার উপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক, অগ্নিহোত্র বিধানে প্রেতকার্য্য সমাপনান্তে নদীজলে উদকক্রীয়া বা প্রেতোদ্দেশ্যে তর্পণাদিকার্য্য করিয়াছিল।

"বানরেন্দ্র গৃহং রম্যং মহেন্দ্রসদনোপমম্॥
স সপ্ত কক্ষ্যা ধর্ম্মাত্মা যানাসনসমাবৃতাঃ।
দদর্শ সুমহদ্ গুপ্তং দদর্শান্তঃপুরং মহৎ॥
১৯। ৩৩ সর্গঃ

তন্ত্রীগীতসমাকীর্ণং সমতালপদাক্ষরম্॥ ২১

বঙ্গার্থ—ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ বানররাজ সুগ্রীবের ইন্দ্রভবনসদৃশ যান আসন সমাবৃত, সপ্ত প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট মনোহর গৃহ, এবং সুরক্ষিত অন্তঃপুর দর্শন করিয়াছিলেন। যথায় তাল মান লয় ও পদসংযুক্ত সুমধুর গীতধ্বনি হইতেছিল।

প্রবিবেশ মহাবাহুরভ্যন্তর-মরিন্দমঃ। ৬২
ততঃ সুগ্রীবমাসীনং কাঞ্চনে পরমাসনে।

মহার্হাস্তরণোপেতে দদর্শাদিত্যসন্নিভম্ ॥ ৬৩ ।৩৩ সর্গ
অনার্য্যস্ত্বং কৃতঘ্নশ্চ মিথ্যাবাদী চ বানর ॥

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

বঙ্গার্থ—শত্রুদমনকারী মহাবাহু লক্ষ্মণ তদনন্তর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, কাঞ্চননির্ম্মিত আসনে বহুমূল্য আস্তরণোপরি সমাসীন সুগ্রীবরাজকে দর্শন করিয়াছিলেন; এবং বলিয়াছিলেন, হে বানর তুমি অনার্য্য, কৃতঘ্ন ও মিথ্যাবাদী।

দৈবতপ্রকরণের উপসংহারভাগ।

দক্ষ প্রজাপতির কন্যা অদিতি, দিতি, দনু, দনুয়া, প্রধা, কপিলা ও মনুপ্রভৃতির গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসজাত সন্তানেরা যে সকলই মানুষ, এই অধ্যায়ে এই কথাটাই সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; এবং তদুদ্দেশ্যে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণপ্রভৃতিহইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। তথাপি যদি উহা পাঠকবর্গের নিকট বিশেষ স্পষ্ট না হইয়া থাকে, সেই আশঙ্কায় এখানে আমরা কয়েকটি কথার উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ উহারা যে সকলই মানুষ নয়—এ ভ্রমটা কোথাহইতে আসে, তাহাই একবার দেখা যাউক। আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সকলই যে অনেক প্রকারে এই ভ্রম বিশ্বাসের জন্য দায়ী, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেহ মনে করিবেন না, আমরা বলিতেছি হিন্দুর শাস্ত্র, হিন্দুর পুরাণ সব মিথ্যা! তাহা নহে; কিন্তু কালে কালে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি যে নানাপ্রকারে রূপক, কল্পনা ও অতিরিক্ত কবিত্বের

দরুণ অবান্তর উপখ্যানাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, এবং যাহার পুরু আবরণটি ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্য বাহির করাই আমাদের পক্ষে দুরূহ, আমরা সেই কথারই উল্লেখ করিতেছি মাত্র। শাস্ত্রের এই বিকৃতাবস্থার কারণ মোটামুটী তিন চারিটী উক্ত হইতে পারে।

(১) প্রথমতঃ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মবিপ্লবে অনেক মূল গ্রন্থই এখন আমাদের দেশহইতে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। মূল গ্রন্থের অভাবে, বর্ত্তমান মতামত গুলির যাথার্থ্য নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রথমে লিখিত ও প্রচারিত মতামতগুলি যে কি ছিল, কি উদ্দেশ্যে এবং কি অর্থ লইয়াই যে প্রথমে তাহাদের প্রচার হইয়াছিল, তাহা এমন মূলগ্রন্থগুলির অভাবে সহজে ধরাই দুষ্কর। ভারতভূমি বহু শতাব্দীহইতে বিধর্ম্মীর ও বিজাতীয়ের অত্যাচারে লুণ্ঠিত ও পীড়িত। সেই অত্যাচারের স্রোতে, কেবল হিন্দুর দেবমন্দির, রত্নভাণ্ডার এবং নানাবিধ কীর্ত্তিকলাপই নয়, তাহাদের চিরআকাঙ্ক্ষার, চিরগৌরবের, চিরআরাধনার, প্রাণাধিক গ্রন্থগুলিও একে একে ভাসিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল বন্যা, গ্রীস, তুরস্ক, পারস্য ও তাতার প্রভৃতি দেশের অতিরিক্ত অর্থগৃধ্নুতাই—এই সকল বিপ্লব ও অত্যাচারের কারণ।

(২) শাস্ত্র গ্রন্থগুলির বিকৃত অবস্থার দ্বিতীয় কারণ, প্রক্ষিপ্ত রচনার সহিত সংমিশ্রণ। কালে কালে ধর্ম্মগ্রন্থগুলি নানা ভেজালে উদ্ভট হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বার বার উত্থানপতনে, এবং নানা প্রকারের সংস্কার ও প্রতিষ্ঠায়, এবং ক্রমবিকাশে ও ক্রমপরিবর্ত্তনে, হিন্দুর বর্ত্তমান ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে "তিন নকলে আসল খাস্তা" কথাটাই মনে পড়ে। সুদীর্ঘ কালের আলোচনার অভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের যেটুকু এখনও আছে, তাহাও ভাষ্যকার ও অনুবাদকগণের মত বিভ্রাটে একে আর হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস অজ্ঞানতিমিরান্ধ

মানবের মোহাবরণ উন্মোচনের জন্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকা বংশ চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে কুরুবংশীয়দিগের ইতিবৃত্ত, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের বুদ্ধি, কুন্তীর ধৈর্য্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদিগের সরলতা ও ধার্ত্তরাষ্ট্র-দিগের দুর্বৃত্ততা প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া উপাখ্যান ভাগ রহিতে যে ভারত সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আর এখন নাই। আমরা যে মহা-ভারত দেখিতে পাই, তাহা ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নকর্ত্তৃক মহারাজ জন্মেজয়ের সভায় পঠিত। ইহা নানাবিধ সুললিত উপাখ্যান সংবলিত এবং লক্ষশ্লোকযুক্ত। এই মহাভারতের আদিপর্ব্বে পর্ব্বাধ্যায়নামে একটী অধ্যায় আছে, যাহাতে প্রত্যেক পর্ব্বের বিষয়সূচী এবং শ্লোকের ও অধ্যায়ের সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা একটী শ্লোকের বিচারে অবতীর্ণ হইয়া অনুশাসনপর্ব্বের শ্লোকসংখ্যা গণনাপূর্ব্বক পর্ব্বাধ্যায়োক্ত শ্লোকসংখ্যার সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি, উক্ত পর্ব্বটিতে প্রায় পাঁচশত শ্লোক ও চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় অধিক রহিয়াছে। স্বর্গগত মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র শাস্ত্রের প্রক্ষিপ্তাংশের আলোচনায় বলিয়াছেন, মহাভারতে লক্ষ শ্লোকের উপরে আরও দশসহস্র শ্লোক অতিরিক্ত দৃষ্ট হয়। স্বায়ম্ভুব মনু প্রোক্ত প্রকৃত বেদার্থবোধক মনুসংহিতাটীরও ঐ অবস্থা! উহার স্থান এইক্ষণ নানাবিধ প্রক্ষিপ্তাংশযুক্ত ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতাই অধিকার করিয়াছে।

(৩) এইবার তৃতীয় কারণটার উল্লেখ করিব। এই ত গেল মূলের কথা। এখন ভাষ্যকারগণের টীকা এবং কোষকারগণের ব্যাখ্যার কথায় আসিয়াছি। ভাষ্যকারগণ, কোষকারগণ এবং তুলসীদাস, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, বংশীদাস প্রভৃতি কবিগণের বর্ণনা-বিভ্রাটেও প্রকৃত শাস্ত্রতত্ত্ব বোঝা ভার হইয়া উঠিয়াছে। টীকাকারগণের মধ্যে মতের পার্থক্য রহিয়াছে, কোষকারগণ শব্দার্থ বিভিন্নরূপ করিতেছেন, কবিগণ অতিরিক্ত বর্ণনা ও কাল্পনিক ও রূপক গল্পভাগের সৃষ্টি করিয়াছেন, ফলে

প্রকৃত শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝিতে গোল হইতেছে। পাঠকেরা কবির কল্পনাকেই হয় ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে কয়েকটী উদাহরণ এই স্থলে সন্নিবেশিত করিতে পারি।

মানবতত্ত্বের প্রথমভাগে যে সকল শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তদ্দ্বারাই প্রমাণিত হইবে, সকলের আদিপুরুষ বিরাট্ হইতেই মানুষের জন্ম। বিরাটের পুত্র মনু এবং তৎপুত্র মরীচি, ভৃগু, অত্রি, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা এবং নারদপ্রভৃতি সকলই মানুষ। মরীচির পুত্রই কশ্যপ—যিনি অন্যতম প্রজাপতি—দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নর, নাগ ও সুপর্ণগণের জনক। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা অদিতি, দিতি, মনু প্রভৃতি ত্রয়োদশ ভার্য্যার গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে উহাঁদের জন্ম। কশ্যপের এই সব সন্তানসন্ততিদিগের বংশধরদের মধ্যে যৌন সম্বন্ধও বিরল নহে (পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে) যক্ষ, রক্ষ, বানর এবং কিম্পুরুষগণই ইহার সাক্ষী। উহারা মহর্ষি পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবা বা পৌলস্ত্য ঋষির দেব দৈত্য কন্যাসম্ভূত সন্তান। এখন এই মহাতপস্বী কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যাগণের গর্ভে সরীসৃপ ও পক্ষিগণের জন্মবৃত্তান্ত এবং শলভ, সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি পশুগণের উৎপত্তি; সর্ব্বলোকবিশ্রুতা তাম্রাদেবীর কন্যাগণের গর্ভে কাক, শ্যেন, গৃধ্র, হংস, চক্রবাক ও শুক পক্ষীর প্রজনন—এগুলি হইতে আর বিস্ময়কর বস্তু কি হইতে পারে? শুক্রশোণিতসম্বন্ধে বিশ্বপ্রকৃতির সুশৃঙ্খল নিয়ম এই যে, সমজাতীয় প্রাণীহইতে সমজাতীয় প্রাণীরই উদ্ভব হইবে। আবহমানকালহইতে এ সত্যটা যেভাবে চলিয়া আসিতেছে, অদ্যাপি তাহার কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু তথাপি মৎস্যের উদর হইতে মৎস্যগন্ধা, কৃপী ও শিব কোপানলে ভস্মীভূত কামদেবের জন্ম; দ্রোণহইতে কুরু-কুলের আচার্য্য দ্রোণের জন্ম; কলস বা কুম্ভ হইতে মহর্ষি অগস্ত্যের

জন্ম; অগ্নিহইতে দ্রৌপদীর জন্ম; শরবনহইতে কার্ত্তিকের জন্ম; শুকপক্ষিণী হইতে মুক্তপুরুষ শুকদেবের জন্ম; উলুক বা পেচকী হইতে বৈষয়িক দর্শন-প্রণেতা কণাদের জন্ম; মণ্ডূকী বা ভেকীর গর্ভ হইতে মণ্ডুক উপনিষদ্ প্রণেতা মাণ্ডূক্যমুনির জন্ম; এইগুলি টীকা ও ভাষ্যকারগণের এবং কবিকুলের অলৌকিক অতিরিক্ত কল্পনাশক্তি প্রসারণের ফল নয় কি?

কোষকারগণের বিভিন্ন পর্য্যায়ের বস্তুকে একই পর্য্যায়ে সন্নিবেশিত করায় এবং কবিগণের শব্দার্থের তাৎপর্য্যে ভূচর, খেচর, জলচর, ভূত, পিশাচ, রাক্ষস, বানর, পশু, পক্ষী, সর্প, কীট, পতঙ্গ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, এমন কি পিপীলিকাদি যে কোন সৃষ্টজীবই মানবজাতি হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে। উহারা ইচ্ছা করিলেই, যে কোন রূপ গ্রহণ করে, মানুষের মত কথা কহিতে পারে, এবং অনেক সময় অনেক অলৌকিক শক্তিরও পরিচয় দেয়। দুঃখের বিষয় আমাদের অনেকেই ভালমন্দ বিচার না করিয়া ঐ সব কবিদিগের ব্যাখ্যাই বিশ্বাস করিয়া যাইতেছেন, এবং অন্যকেও অনেক সময় নিজের বিশ্বাসে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কশ্যপপত্নী মনুর সন্তানগণ যেমন গুণ ও কার্য্যানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপ্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়াও জাতিতে বস্তুতঃ সেই একই মানব, তেম্‌নি অদিতি, দিতি, প্রধা, কপিলা, কদ্রু ও বিনতা প্রভৃতির সন্তানগণও গুণানুসারে (এক মানবজাতিতে ভুক্ত হইয়াও) দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, নাগ সুপর্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন। অদিতির সন্তানগণ দেবতা বা সুর, কেননা তাঁহারা অষ্ট ঐশ্বর্য্য সমন্বিত; দিতি, দনু, দনায়ু ও সিংহিকাপ্রভৃতি কশ্যপপত্নী-

গর্ভোৎপন্ন সন্তানগণ অসুর—কেননা তাহারা সুর ও ঈশ্বরবিরোধী; প্রধা ও কপিলার সন্তানসন্ততিগণ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সর—কেননা তাহারা নৃত্যগীতপারদর্শী। শাস্ত্রে অনেক স্থলে যে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পশুপক্ষীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাদেরও বোধ হয় তাৎপর্য্য ঐরূপই। অন্ততঃ আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস যে উহারাও ঐপ্রকার উপাধিধারী মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্টের একখানি সেনসাস্ রিপোর্ট একটী বার পাঠ করেন, তবেই আমার কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অদ্যাপি মেদিনীপুরে হাতী, বরিশালে মহিষ, চব্বিশপরগণায় শৃগাল বা শেয়াল, হুগলিতে ব্যাঘ্র বা বাঘ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় বাঙ্গালাতেই কায়স্থগণ মধ্যে সিংহ ও নাগ আখ্যাযুক্ত বিভিন্ন বংশ লক্ষিত হইয়া থাকে। বোধ হয় ছান্দ্যোগ্য উপনিষদের ভাষ্যকার মনু ও শতরূপার সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনায় বিজ্ঞানসম্মত অর্থগ্রহণ না করাতেই এবং মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত আদি মহাভারত ও মনুপ্রোক্ত প্রাচীন মানবসংহিতার অভাবে, পরবর্ত্তী কালে সৃষ্টিতত্ত্বে নানাবিধ প্রক্ষিপ্তাংশের কূট অর্থে কবিগণের হাতে একটু বিশেষ রূপক হইয়া উঠাতেই, এ সব ভ্রান্তির কারণ সংঘটিত হইয়াছে। এই রূপক ও ভ্রান্তির আবরণহইতে যাহাতে পাঠকগণ সার উদ্ধার করিয়া, "মানবগর্ভে পশু, পক্ষী ও সরিসৃপ কিংবা পশুপক্ষীর গর্ভে মানব" প্রভৃতি বেদ ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভ্রান্ত-ধারণা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এতাধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম।

মানবতত্ত্ব

তৃতীয় অধ্যায়—ভৌমপ্রকরণ।

আমরা এই অধ্যায়ে পুরাকালে আদিসভ্য আর্য্যজাতি ভূবৃত্তান্ত বিষয়ে কতদূর গবেষণা করিয়াছিলেন, তাহার একটু নমুনা প্রদর্শন করিব। সেই অতীত যুগযুগান্তহইতে নৈসর্গিক ও লৌকিক পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রাচীন নামগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে; সুতরাং যে যে স্থানের সহিত বর্ত্তমানে নামের বা আকৃতির সামঞ্জস্য হইতে পারে, তাহাই নিম্নে প্রদর্শিত হইবে।

"সুদর্শনং প্রবক্ষ্যামি দ্বীপন্তু কুরুনন্দন।
পরিমণ্ডলো মহারাজ দ্বীপোহসৌ চন্দ্রসংস্থিতঃ॥ ১৩
নদীজলপ্রতিচ্ছন্নঃ পর্ব্বতৈশ্চাভ্রসন্নিভৈঃ।
পুরশ্চ বিবিধাকারৈ রম্যৈর্জনপদৈস্তথা॥ ১৪
বৃক্ষৈঃ পুষ্পফলোপেতৈঃ সম্পন্নধনধান্যবান্।
লবণেন সমুদ্রেণ সমন্তাৎ পরিবারিতঃ॥ ১৫
যথাহি পুরুষঃ পশ্যেদাদর্শে মুখমাত্মনঃ।
এবং সুদর্শনদ্বীপো দৃশ্যতে চন্দ্রমণ্ডলে॥ ১৬
দ্বিরংশে পিপ্পলস্তত্র দ্বিরংশে চ শশো মহান্।
সর্ব্বৌষধিসমাবায়ঃ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ॥ ১৭॥

৫ম অধ্যায়, ভীষ্মপর্ব্ব, মহাভারত।

বঙ্গার্থ—"সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রনিকট ভূগোল বর্ণনা করিতেছেন—হে রাজন্, এক্ষণে আপনার নিকট সুদর্শন দ্বীপের কথা কীর্ত্তন করিতেছি।

এই দ্বীপ গোলাকার, নদী ও জলদ্বারা সমাচ্ছন্ন, জলধরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, পর্ব্বত, বিবিধ নগর, রমণীয় জনপদ, ফলপুষ্প সুশোভিত বৃক্ষসমূহে ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ। ইহার চতুর্দ্দিক্ লবণসমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। মনুষ্য যেমন দর্পণে আপনার মুখ-প্রতিমা নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ সুদর্শন দ্বীপের প্রতিবিম্ব চন্দ্রমণ্ডলে দৃশ্যমান হইয়া থাকে। এই সুদর্শন দ্বীপের দুইঅংশে পিপ্পল স্থান ও দুইঅংশে মহাশশ স্থান; তাহার চতুর্দ্দিক সর্ব্বপ্রকার ওষধি ও জলদ্বারা পরিবেষ্টিত।

"প্রাগায়তা মহারাজ ষড়েতে পর্ব্বতাঃ সমাঃ।
অবগাঢ়াহ্যুভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্বপশ্চিমৌ ॥ ৩
হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চ নগোত্তমঃ।
নীলশ্চ বৈদূর্য্যময়ঃ শ্বেতশ্চ শশিসন্নিভঃ ॥ ৪
সর্ব্বধাতুপিনদ্ধশ্চ শৃঙ্গবান্ নাম পর্ব্বতঃ।
এতে বৈ পর্ব্বতা রাজন্ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ ॥ ৫
তেষামন্তরবিষ্কম্ভো যোজনানি সহস্রশঃ।
তত্র পুণ্যা জনপদাস্তানি বর্ষাণি ভারত ॥ ৬
বসন্তি তেষু সত্বানি নানাজাতীনি সর্ব্বশঃ।
ইদন্তু ভারতবর্ষং ততো হৈমবতঃ পরম্ ॥ ৭
হেমকূটাৎ পরঞ্চৈব হরিবর্ষং প্রচক্ষতে।
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু ॥ ৮
প্রাগায়তো মহাভাগ মাল্যবান্ নাম-পর্ব্বতঃ।
ততঃ পরং মাল্যবতঃ পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ ॥ ৯

তেনৈব ক্রমযোগেন পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ।
পরিমণ্ডলয়োর্মধ্যে মেরুঃ কনকপর্ব্বতঃ ॥১০
তস্য পার্শ্বেষমী দ্বীপাশ্চত্বারঃ সংশ্রিতা বিভো।
ভদ্রাশ্বঃ কেতুমালশ্চ জম্বুদ্বীপশ্চ ভারত ॥ ১৩
উত্তরাশ্চৈব কুরবঃ কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ ॥ ১৪

৬ অঃ, ভীষ্মঃ।

বঙ্গানুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্। হিমালয়, হেমকূট, নিষধ বৈদূর্য্যময় নীল, শশধরসন্নিভ শ্বেত ও সর্ব্বধাতুসম্পন্ন শৃঙ্গবান্ এই ছয়টী পর্ব্বত পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্রপর্য্যন্ত বিস্তৃত; ইহাতে সিদ্ধ ও চারণগণ সতত অবস্থান করিতেছেন; এই সকল পর্ব্বত সহস্র সহস্র যোজন অন্তরে অবস্থিত; তন্মধ্যে বহুবিধ পবিত্র জনপদ সংস্থাপিত ও সর্ব্বপ্রকার প্রাণী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—ইহাই ভারতবর্ষ। ইহার উত্তরে হৈমবতবর্ষ এবং হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। নীলপর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধপর্ব্বতের উত্তর মাল্যবান্ পর্ব্বত, উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে আয়ত; মাল্যবান্পর্ব্বতের পরে গন্ধমাদন পর্ব্বত অবস্থিত। নিষধ ও নীল পর্ব্বতের মধ্যে তরুণাদিত্যের প্রভাসম্পন্ন, বিধূমপাবকসন্নিভ, কনকময় সহস্র সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ মণ্ডলাকার সুমেরু পর্ব্বত অবস্থান করিতেছে। হে বিভো! ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বু ও উত্তরকুরু এই চারিটী দ্বীপ ইহার পার্শ্বদেশে অবস্থিত রহিয়াছে। পুণ্যাত্মা লোকেরা উত্তরকুরু দ্বীপে পরম রমণীয় আশ্রম সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৺প্রতাপরায়ের অনুবাদ।

প্রবন্ধের দীর্ঘ কলেবর আশঙ্কায় অতঃপর সংস্কৃতশ্লোকাবলীপরিহার-পূর্ব্বক ৺প্রতাপচন্দ্র রায়ের বঙ্গানুবাদ—উদ্ধৃত করিলাম।

হে রাজন্, জম্বুখণ্ডের মধ্যে সুমেরুর পশ্চিম পার্শ্বে কেতুমাল নামে এক মহাজনপদ আছে। গুহ্যকাধিপ কুবের অপ্সরাগণ পরিবৃত হইয়া রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে তাহার সন্নিহিত গন্ধমাদন শৃঙ্গে বিহার করিয়া থাকেন। গন্ধমাদনের উত্তর পার্শ্বে অসংখ্য গণ্ডশৈল আছে। নীলপর্ব্বতের উপরে শ্বেতবর্ষ; শ্বেতের উত্তরে হিরণ্যকবর্ষ; এবং তদুত্তরে নানাজনপদাবৃত ঐরাবতবর্ষ ও সর্ব্ব দক্ষিণে ভারতবর্ষ। * * ভারতের উত্তরে হৈমবতবর্ষ, হেমকূটপর্ব্বতের উত্তরে হরিবর্ষ, নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে ইলাবৃতবর্ষ। হে রাজন্! শ্বেতবর্ষ, হিরণ্যকবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ষ ও হৈমবতবর্ষ এই পাঁচটি বর্ষ মধ্যস্থলবর্ত্তী; পরন্তু ইলাবৃতবর্ষ সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই সপ্তবর্ষের সর্ব্বোত্তর ও সর্ব্ব দক্ষিণের বর্ষদ্বয়ের আকৃতি ধনুকের ন্যায়। * * * হেমকূটে কৈলাসনামক এক বিশাল পর্ব্বত আছে। কৈলাসাচলের উত্তরে মৈনাকপর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী হিরণ্যশৃঙ্গনামে মণিময় এক বৃহদাকার পর্ব্বত আছে; তাহার পার্শ্বদেশে কাঞ্চনময় বালুকাদ্বারা সুশোভিত পরম রমণীয় বিন্দুসর নামে এক সরোবর আছে। ত্রিপথগামিনী জাহ্নবী ব্রহ্মলোকহইতে বিনিষ্ক্রান্তা হইয়া প্রথমে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; অনন্তর বস্বোক্সারা, নলিনী, সরস্বতী, জম্বুনদী, সীতা বা সীরা, গঙ্গা ও সিন্ধু এই সপ্তধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হন। এই সাতটী দিব্যগঙ্গা ত্রিলোকবিখ্যাত রহিয়াছেন।

"যে সপ্তবর্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, স্থাবরজঙ্গমাত্মক জীব সমুদয় ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহাদের দৈবী ও মানুষী সমৃদ্ধি বিবিধ প্রকার, উহার সংখ্যাবধারণ করা নিতান্ত দুষ্কর। হে রাজন্, এক্ষণে আপনার জিজ্ঞাসিত "শশস্থানের" বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শশস্থানের উত্তর দক্ষিণে দুইটী বর্ষ আছে; নাগদ্বীপ ও কাশ্যপদ্বীপ, ইহার

কর্ণস্বরূপ। শশস্থানে তাম্রপর্ণী নামে শিলা ও মলয়গিরি সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ইহা জম্বুদ্বীপের দ্বিতীয় দ্বীপস্বরূপ।"

ভীষ্ম পর্ব্ব, ষষ্ঠ অধ্যায়—মহাভারত।

প্রামাণ্য জ্যোতিষগ্রন্থ সূর্য্যসিদ্ধান্ত ভূগোলাধ্যায়ে বলিতেছেন—

"মধ্যে সমন্তাদণ্ডস্য ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।
বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণো ধারণাত্মিকাম্ ॥ ৩২
ততঃ সমন্তাৎ পরিধিঃ ক্রমেণায়ং মহার্ণবঃ।
মেখলেবস্থিতো ধাত্র্যা দেবাসুরবিভাগকৃৎ ॥ ৩৬

১২ অঃ

বঙ্গার্থ—পরব্রহ্মের ধারণাত্মিকা পরম শক্তিবলে গগনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অণ্ডরূপ গোলাকার ভূমণ্ডল স্থিত রহিয়াছে। ধরিত্রীর চতুর্দ্দিকে মহাসমুদ্র মেখলাকারে পরিবেষ্টিত এবং এই সমুদ্রই ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দেব ও অসুরগণের বাসস্থান পরিচিহ্নিত করিয়াছে।

"তদন্তরপুটাঃ সপ্ত নাগাসুরসমাশ্রয়াঃ।
দিব্যৌষধিরসোপেতা রম্যা পাতালভূময়ঃ ॥ ৩৩
অনেকরত্ননিচয়ো জাম্বুনদময়োগিরিঃ।
ভূগোলমধ্যগোমেরুরুভয়ত্র বিনির্গতঃ ॥ ৩৪
উপরিষ্টাৎ স্থিতাস্তস্য সেন্দ্রাদেবা মহর্ষয়ঃ।
অধস্তাদসুরাস্তদ্বদ্দ্বিষন্তোঽন্যোঽন্যমাশ্রিতাঃ ॥ ৩৫

১২ অঃ

অর্থাৎ ভূগোলের অন্ত বা শেষভাগে নাগাসুর সেবিত সপ্ত পাতাল ভূমি, যাহা নানাবিধ রসসমাশ্রিত ওষধিদ্বারা সুশোভিত। উভয় মেরু মধ্যস্থিত ভূমণ্ডল বহুবিধ রত্নের আকর, এবং গিরি ও নদীপ্রভৃতির উৎপত্তিস্থান। ভূমণ্ডলের উপরিভাগে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মহর্ষিগণ এবং অধঃ বা নিম্ন দিকে অসুরগণ বিদ্বেষবশতঃ সতন্ত্র হইয়া বাস করিতেছেন।

সমন্তান্মেরুমধ্যাত্তু তুল্যভাগেষু তোয়ধেঃ।
দ্বীপেষু দিক্ষুপূর্ব্বাদিনগর্য্যো দেবনির্ম্মিতাঃ॥ ৩৭
ভূবৃত্তপাদে পূর্ব্বস্যাং যমকোটীতি বিশ্রুতা।
ভদ্রাশ্ববর্ষে নগরী স্বর্ণপ্রাকারতোরণা॥ ৩৮
যাম্যায়াং ভারতবর্ষে লঙ্কা তদ্বন্ মহাপুরী।
পশ্চিমে কেতুমালাখ্যে রোমকাখ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৩৯
উদকসিদ্ধপুরী নাম কুরুবর্ষে প্রকীর্ত্তিতা।
তস্যাং সিদ্ধা মহাত্মানো নিবসন্তি গতব্যথাঃ॥ ৪০

১২ অঃ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

অর্থাৎ—সমুদ্রবেষ্টিত ভূমণ্ডলের মধ্যস্থিত মেরুপর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে তুল্যভাগে দেবগণের বাসের জন্য চারিটি দ্বীপ বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষে সুবর্ণনির্ম্মিত প্রাকার ও তোরণবিশিষ্ট যমকোটীনগরী; দক্ষিণে ভারতবর্ষে লঙ্কানামক মহানগরী; পশ্চিমদিকে কেতুমালবর্ষে রোমকনামক নগরী; এবং উত্তরদিকে কুরুবর্ষে সিদ্ধ মহাত্মগণের বাসস্থান সিদ্ধপুরী বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পুরাতন মহাদেশ বা মহাভারতোক্ত পিপ্পলস্থান সপ্তভাগে বিভক্ত হওয়ার কথা, ঋক্‌বেদের "পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ" মন্ত্রে উল্লেখ আছে;

পৃথ্বীশ্বর প্রিয়ব্রতকর্ত্তৃক সাতটি বর্ষে বিভক্ত হইয়াছিল। বর্ষসকল পৌরাণিকযুগে "লোক" নামে কথিত হইত। মহর্ষি বায়ু বলিতেছেন—

"ভূর্লোকঃ প্রথমস্তেষাং দ্বিতীয়স্তু ভুবঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬
স্বস্তৃতীয়স্তু বিজ্ঞেয় শ্চতুর্থো বৈ মহঃ স্মৃতঃ।
জনস্তু পঞ্চমো লোকস্তপঃ ষষ্ঠো বিভাব্যতে ॥ ১৭
সত্যস্তু সপ্তমো লোকো নিরালোকস্ততঃ পরম্ ॥ ১৮

৩৯ অঃ

বঙ্গার্থ—ভূ (ভারতবর্ষ) প্রথম লোক, ভুবঃ (অন্তরীক্ষ) দ্বিতীয় লোক, স্বঃ (স্বর্গ) তৃতীয় লোক, মহঃ চতুর্থ লোক, জন পঞ্চম লোক, তপঃ ষষ্ঠ লোক, সত্য সপ্তম লোক, তৎপর অন্ধকার বা লোকশূন্য ॥

কূর্ম্মপুরাণোক্ত ভূবৃত্তান্ত।

"জম্বুদ্বীপেশ্বরো রাজা স চাগ্নীধ্রো মহামতিঃ ॥ ৩০
বিভজ্য নবধা তেভ্যো যথান্যায়ং দদৌ পুনঃ।
নাভেস্তু দক্ষিণং বর্ষং হিমাহ্বং প্রদদৌ পিতা ॥ ৩১
হেমকূটং ততো বর্ষং দদৌ কিম্পূরুষায় সঃ।
তৃতীয়ং নৈষধং বর্ষং হরয়ে দত্তবান্ পিতা ॥ ৩২
ইলাবৃতায় প্রদদৌ মেরুমধ্যমিলাবৃতম্।
নীলাচলাশ্রয়ং বর্ষং রম্যায় প্রদদৌ পিতা ॥ ৩৩

শ্বেতং যদুত্তরং বর্ষং পিত্রা দত্তং হিরণ্বতে।
যদুত্তরং শৃঙ্গবতো বর্ষং তৎ কুরবে দদৌ॥ ৩৪
মেরোঃ পূর্ব্বেণ যদ্বর্ষং ভদ্রাশ্বায় ন্যবেদয়ৎ।
গন্ধমাদনবর্ষন্তু কেতুমালায় দত্তবান্॥ ৩৫
বর্ষেষ্বেতেষু তান্ পুত্রানভ্যষিঞ্চন্ নরাধিপঃ।
সংসারাসারতাং জ্ঞাত্বা তপস্তপ্ত্বা বনং গতঃ॥ ৩৬
হিমাহ্বয়ন্তু যস্যৈতন্নাভেরাসীন্মহাত্মনঃ।
তস্যর্ষভোহভবৎ পুত্রো মরুদেব্যাং মহাদ্যুতিঃ॥ ৩৭
ঋষভাদ্ভরতো যজ্ঞে বীরঃ পুত্রশতাগ্রজঃ।
সোহভিষিচ্যর্ষভঃ পুত্রং ভরতং পৃথিবীপতিঃ॥ ৩৮

৩৯ অঃ

অর্থাৎ জম্বুদ্বীপেশ্বর মহামতি রাজা অগ্নিধ্র ইহাকে নয়ভাগে বিভক্ত করিয়া আপন পুত্রগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। নাভি দক্ষিণে হিমাহ্ব বর্ষ বা ভারতবর্ষ; কিম্পুরুষ হেমকূটবর্ষ; হরি নৈষধ বর্ষ; ইলাবৃত সুমেরু মধ্যস্থিত ইলাবৃত বর্ষ; রম্য নীলাচল বর্ষ; হিরণ্য শ্বেতবর্ষ; কুরু শৃঙ্গবদ্বর্য; ভদ্রাশ্ব মেরুপূর্ব্বস্থিত ভদ্রাশ্ব বর্ষ; কেতুমাল গন্ধমাদন বর্ষ এইরূপ বিভাগ ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করতঃ অতঃপর বনে গমন করিয়াছিলেন। হিমাহ্ববর্ষের অধিপতি নাভির ঋষভ নামক মহাদ্যুতিমান্ পুত্র জন্মিয়াছিল। সেই ঋষভের পুত্র ভরতই পৃথিবীপতি পাত্র হইয়া আপন নামানুসারে হিমাহ্ব বর্ষের নাম ভারতবর্ষ রাখিয়াছিলেন।

পূর্ব্বকথিত সাতটী লোক পুরাকালে দেবগণের বাসস্থান ছিল বলিয়া উহারা দেবলোক নামে কথিত হইত। মৎস্যপুরাণ বলিতেছেন—

"ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহর্জনঃ।
তপঃ সত্যঞ্চ সপ্তৈতে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

বঙ্গানুবাদ—ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বঃ বা স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক তপোলোক ও সত্যলোক, এই সাতটী লোকই দেবলোক নামে প্রসিদ্ধ। অপর সপ্ত পাতালের নাম বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

"অতলং বিতলং চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
মহাখ্যং সুতলঞ্চাগ্র্যং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্॥ ২

১২০ অঃ

অর্থাৎ অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমান্, মহাতল, সুতল ও পাতাল, এই সপ্ত পাতাল নামে কথিত। ভূলোক প্রভৃতি সপ্ত দেবলোক এবং অতলপ্রভৃতি সপ্ত পাতাল, এই চতুর্দ্দশলোক পুরাণে চতুর্দ্দশ ভুবন বলিয়া কথিত। আমরা যথাক্রমে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণনা করিব।

১। ভূলোক বা ভারতবর্ষ।

"ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ ভুবরিতি অন্তরীক্ষং
সুবরিত্যসৌ লোকঃ॥"

১৫ পৃষ্ঠা ২য় খণ্ড তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

অর্থাৎ তৈত্তিরীয় ঋষি আরণ্যক শ্রুতিতে বলিতেছেন—যে লোকে আমরা বাস করিতেছি, তাহার নাম ভু, ভুবর্লোকের অপর নাম অন্তরীক্ষ

এবং ঐ দূরবর্ত্তী লোক স্বুব বা স্বর্গ বলিয়া কথিত। তৈত্তিরীয় ঋষি ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন বিধায় ভূলোককে অয়ং লোক বলিয়াছেন। মহর্ষি মৎস্য দেবলোকের নাম করণে প্রথমেই ভূলোকের নাম করিয়াছেন, কেননা তাঁহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ এবং ছান্দ্যোগ্য ঋষি "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ" এই ব্যাহৃতিত্রয়ের নামগ্রহণকালে আপন জন্মভূমি ভূ বা ভারতবর্ষের নাম প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। বায়ু পুরাণ বলিতেছেন—

"ততো ভূঃ পার্থিবো লোকোহ্যন্তরীক্ষং ভুবঃ স্মৃতম্ ॥"২০

৩৯ অঃ

বঙ্গার্থ—ভূ বা পার্থিবলোক অর্থাৎ ভূ ও পৃথিবী একই; এবং ভুব লোকই অন্তরীক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। ভূ শব্দে যে পৃথিবী ও সপ্ত দেবলোকের একটি লোক ভারতবর্ষ, তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইল; এখন সাধারণের অনধিগম্য পৃথিবী শব্দটি যে একসময় ভারতবর্ষদ্যোতক ছিল, তাহার প্রমাণও নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"পৃথোরিয়ম্ ইতি পৃথ্বী বা পৃথিবী"—অথর্ব্ববেদ।

অথর্ব্ববেদে উল্লেখ আছে মহারাজ পৃথু ভারত সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া কৃষিকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে ধনুষ্কোটিযন্ত্রবিশেষদ্বারা ভূমির উচ্চ নীচ কাটিয়া সমান করিয়াছিলেন এবং মণিমুক্তা ও স্বর্ণাদির আকর সকল আবিষ্কার করেন; তজ্জন্য তাঁহার জনপদ ভারতবর্ষ পৃথিবী নামে সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। তথাহি—

"তস্যা মনুর্বৈবস্বতো বৎস আসীৎ পৃথিবী পাত্রং। ১০
তাং পৃথী বৈণ্যোহধোক্ তাং কৃষিংচ শস্যং চাধোক্ ॥ ১১

৬৭৩ পৃঃ, অষ্টম খণ্ড, অথর্ব্ববেদ।

অর্থাৎ বৈবস্বতমনু বৎস ও বেণরাজপুত্র মহারাজ পৃথী বা পৃথু দোহনকর্ত্তা, পৃথিবী বা মহারাজশাসিত ভারতভূমি দোহনপাত্র বা গাভীস্বরূপা হইয়াছিল।" পঞ্চমবেদ মহাভারত বলিতেছেন—

"পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানো দ্রৌপদী চ যশস্বিনী।
কৃতোপবাসাঃ কৌরব্য প্রযযুঃ প্রাঙ্মুখাস্ততঃ॥ ২৯
যোগযুক্তা মহাত্মানস্ত্যাগধর্ম্মমুপেয়ুষঃ।
অভিজগ্মুর্বহূন্ দেশান্ সরিতঃ সাগরাংস্তথা॥ ৩০
শ্বা চৈবানুয়য়াবেকঃ প্রস্থিতান্ পাণ্ডবান্ বনম্।
ক্রমেণ তে যযুর্বীরা লৌহিত্যং সলিলার্ণবম্॥ ৩৩
যযুশ্চ পাণ্ডবা বীরাস্ততস্তে দক্ষিণামুখাঃ॥ ৪৩
ততস্তে তূত্তরেণৈব তীরেণ লবণাম্ভসঃ।
জগ্মুর্ভরতশার্দ্দূল দিশং দক্ষিণপশ্চিমাম্॥ ৪৪
ততঃ পুনঃ সমাবৃত্তাঃ পশ্চিমাং দিশমেব তে।
দদৃশুর্দ্বারকাঞ্চাপি সাগরেণ পরিপ্লুতাম্॥ ৪৫
উদীচীং পুনরাবৃত্য যযুর্ভরতসত্তমাঃ।
প্রাদক্ষিণ্যং চিকীর্ষন্তঃ পৃথিব্যা যোগধর্ম্মিণঃ॥ ৪৬

৪৬ মহাপ্রস্থান

বঙ্গার্থ—এদিকে পাণ্ডবগণ যশস্বিনী দ্রৌপদীর সহিত উপবাস করিয়া ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হস্তিনাপুর হইতে বহির্গমন কালে যে কুক্কুর তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়াছিল সে সর্ব্ব পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। যোগযুক্ত মহাত্মগণ ধন, জন,

রাজ্য সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেশ, নদী ও সাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া লৌহিত্যসাগর (ব্রহ্মপুত্রনদ) কূলে উপনীত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া, দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত ও পুনরায় পশ্চিমাভিমুখী হইয়া সমুদ্রজলপ্লাবিত দ্বারকাপুরী সন্দর্শনপূর্ব্বক পৃথিবী প্রদক্ষিণ বাসনায় তথা হইতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।" তথাহি— ৺প্রতাপচন্দ্র রায়ের বঙ্গানুবাদ।

"ততস্তে নিয়তাত্মান উদীচীং দিশমাস্থিতাঃ।
দদৃশুর্যোগযুক্তাশ্চ হিমবন্তং মহাগিরিম্॥ ১
তঞ্চাপ্যতিক্রমন্তস্তে দদৃশুর্বালুকার্ণবম্।
অবৈক্ষন্ত মহাশৈলং মেরুং শিখরিণাং বরম্॥ ২

২ অধ্যায়।

বঙ্গার্থ—এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণ পত্নীর সহিত উপবাসনিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া, ক্রমাগত উত্তরদিকে গমন করিতে করিতে হিমালয় পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে বালুকাময় সমুদ্র ও সুমেরু পর্ব্বত তাঁহাদিগের নয়নপথে পতিত হইল।" মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভবের প্রথমে বলিতেছেন—

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ। ১

অর্থাৎ ভারতের উত্তরে দেবগণের বাসস্থান পর্ব্বতরাজ হিমালয় পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের সমুদ্রমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পৃথিবীর (ভারতবর্ষের) মানদণ্ডস্বরূপ অবস্থিত রহিয়াছে।" মহর্ষি বায়ু বলিতেছেন—

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণঞ্চ যৎ।
বর্ষং তৎ ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী প্রজা॥ ৭৫
ভরণাচ্চ প্রজানাং বৈ মনুর্ভরত উচ্যতে।
নিরুক্তবচনাচ্চৈব বর্ষং তৎ ভারতং স্মৃতং॥ ৭৬

৪৫ অধ্যায়।

বঙ্গার্থ—ভারত মহাসাগরের উত্তর ও হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ ভূভাগের নাম ভারতবর্ষ। বৈবস্বতমনু তদীয় প্রজার ভরণ পোষণ করিতেন বিধায় তাঁহার নাম ভরত ও তদীয় জনপদ ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত। ইহাই ভারতবর্ষ নামের ব্যুৎপত্তি।

মহারাজ অজনাভ, নাভি ও পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের নামানুসারে ভারতবর্ষকে অজনাভবর্ষ, নাভিবর্ষ ও হিমাহ্ববর্ষ বলিয়া থাকে। দুষ্মন্ত-রাজতনয় ভরতহইতে ভারতবর্ষ নামের নিরুক্তি কোন কোন পুরাণে উল্লেখ আছে। শ্রীকূর্ম্ম বলিতেছেন—

ভারতবর্ষস্য পর্ব্বতাঃ।

"মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ॥ ২৩
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্ব্বতাঃ॥ ২৪

বঙ্গার্থ—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিপাত্র এই সাতটি ভারতবর্ষের কুল পর্ব্বত। (ঋক্ষপর্ব্বতের অপর নাম গন্ধমাদন)।"

ভারতবর্ষস্য নদ্যঃ।

"স্রবন্তে পাবনা নদ্যঃ পর্ব্বতেভ্যো বিনিঃসৃতাঃ।
শতদ্রুশ্চন্দ্রভাগাচ সরযূর্যমুনা তথা॥ ২৮
ইরাবতী বিতস্তা চ বিপাশা দেবিকা কুহুঃ।
গোমতী ধূতপাপা চ বাহুদা চ দৃষদ্বতী॥ ২৯
কৌশিকী লোহিণী চেতি হিমবৎপাদনিঃসৃতাঃ॥ ৩০

৪৭ অঃ।

বঙ্গার্থ—শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, সরযূ, যমুনা, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা, দেবিকা, কুহু, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, কৌশিকী ও লৌহিনী (লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র) প্রভৃতি পবিত্র নদী সকল হিমালয় পর্ব্বত হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে।

"বেদস্মৃতির্বেদবতী ব্রতঘ্নী ত্রিদিবা তথা। ৩০
পর্ণাশা চন্দনা চৈব সদানীরা মনোরমা।
চর্ম্মণ্বতী তথা দূর্য্যা বিদিশা বেত্রবত্যপি।
শিপ্রুঃ সুশিল্পাপি তথা পারিপাত্রাৎ তু নিঃসৃতাঃ॥

৩১। ৪৭ অঃ

বঙ্গার্থ—বেদস্মৃতি, বেদবতী, ব্রতঘ্নী, ত্রিদিবা, পর্ণাশা, চন্দনা, সদানীরা, মনোরমা, চর্ম্মণ্বতী, দূর্য্যা, বিদিশা, বেত্রবতী, শিপ্রু, সুশিল্পা প্রভৃতি নদী সকল পারিপাত্র পর্ব্বতহইতে নিঃসৃত হইয়াছে।

"নর্ম্মদা সুরসা শোণো দশার্ণা চ মহানদী।
মন্দাকিনী চিত্রকূটা তামসী চ পিশাচিকা॥ ৩২
চিত্রোৎপলা বিশালা চ মঞ্জুলা বালুবাহিনী।
ঋক্ষবৎপাদজা নদ্যঃ সর্ব্বপাপহরা নৃণাম্॥

৩৩। ৪৭ অঃ

বঙ্গার্থ—নর্ম্মদা, সুরসা, শোণ, দশার্ণা, মহানদী, মন্দাকিনী, চিত্রকূটা, তামসী, পিশাচিকা, চিত্রোৎপলা, বিশালা, মঞ্জুলা, বালুবাহিনী প্রভৃতি সর্ব্বপাপনাশিনী নদী সকল ঋক্ষপর্ব্বতহইতে নির্গত হইয়াছে।

"তাপী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা শীঘ্রোদা চ মহানদী।
বেণ্বা বৈতরণী চৈব বলাকা চ কুমুদ্বতী॥ ৩৪
তোয়া চৈব মহী গৌরী দুর্গা চান্তঃশিলা তথা।
বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাস্তাঃ সদ্যপাপহরা নৃণাম্॥

৩৫। ৪৭ অঃ

বঙ্গার্থ—তাপী, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, শীঘ্রোদা, মহানদী, বেনু, বৈতরণী, বলাকা, কুমদ্বতী, তোয়া, মহী, গৌরী, দুর্গা, অন্তঃশিলা প্রভৃতি সদ্যপাপহরা নদী সকল বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশহইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

"গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণা বেণা চ বশ্যতা।
তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা কাবেরী চ দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৩৬
দক্ষিণাপথনদ্যস্তু সহ্যপাদাদ্বিনিঃসৃতাঃ॥ ৩৭ ৪৭ অঃ

বঙ্গার্থ—গোদাবরী, ভীমরক্ষী, কৃষ্ণা, বেণা, বঞ্জুতা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা, কাবেরী প্রভৃতি দক্ষিণাপথবাহী নদী সকল সহ্যপর্ব্বতহইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে।

"কৃতমালা তাম্রপর্ণী পুষ্পাবত্যুৎপলাবতী। ৩৭
মলয়নিঃসৃতা নদ্যঃ সর্ব্বাঃ শীতজলাঃ স্মৃতাঃ॥

৩৮। ৪৩ অঃ

বঙ্গার্থ—কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, পুষ্পবতী, উৎপলাবতী প্রভৃতি শীতল-জল প্রদায়িনী নদী সকল মলয়পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে।

"ঋষিকুল্যা ত্রিষামা চ গন্ধমাদনগামিনী।
ক্ষিপ্রা পলাশিনী চৈব ঋষিকা বংশধারিণী।
শুক্তিমৎপাদসঞ্জাতাঃ সর্ব্বপাপহরা নৃণাম্॥

৩৯। ৪৩ অঃ

বঙ্গার্থ—ঋষিকুল্যা, ত্রিষামা, গন্ধমাদনগামিনী, ক্ষিপ্রা, পলাশিনী, ঋষিকা, বংশধারিণীপ্রভৃতি সর্বপাপহরা নদী সকল শুক্তিমান্ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

"ভারতেষু স্ত্রিয়ঃ পুংসো নানাবর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নানা দেবার্চ্চনে যুক্তা নানা কর্ম্মাণি কুর্ব্বতে।
পরমায়ুঃ স্মৃতং তেষাং শতং বর্ষাণি সুব্রতাঃ॥ ২১

অর্থাৎ ভারতের স্ত্রী ও পুরুষগণ বিভিন্নবর্ণ, বহুবিধ দেবতার উপাসক ও নানাকর্ম্মে রত, তাহাদের পরমায়ু শত বৎসর।

ভারতবর্ষের সীমা ও বিস্তার।

"অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ॥ ২৫
যোজনানাং সহস্রস্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরঃ।
পূর্ব্বে কিরাতাস্তস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্তথা ॥ ২৬
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাস্তথৈব চ ॥
ইজ্যা-যুদ্ধবণিজ্যাভির্বর্ত্তয়ন্ত্যত্র মানবাঃ ॥ ২৭

অর্থাৎ এই সাগরসংবৃত নবম দ্বীপ (ভারতবর্ষ) উত্তরদক্ষিণ দৈর্ঘ্যে সহস্র যোজন, যাহার পূর্ব্ব প্রান্তে কিরাত (পার্ব্বত্য ত্রিপুরা) ও পশ্চিমে যবন দেশ। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপ্রভৃতি মানব সকল যাগযজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্যাদি কার্য্য বর্ণবিভাগানুসারে করিয়া থাকেন।

পৌরাণিক যুগের ভারতবর্ষের সীমানা, বিস্তার, অধিবাসিগণের বর্ণ, ব্যবসায় এবং পর্ব্বত ও নদী সকলের পুরাণোক্ত বিবরণ বর্ণিত হইল. অতঃপর প্রসিদ্ধ জনপদ সকলের নাম মহাভারতীয় ভীষ্ম পর্ব্বান্তর্গত জম্বু-খণ্ডবিনির্ম্মাণ পর্ব্বাধ্যায়হইতে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র রায়ের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম।

"সঞ্জয় কহিলেন 'হে রাজন্, ভারবর্ষের জনপদ সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ;—কুরুপাঞ্চাল, শাল্ব, মাদ্রেয়, জাঙ্গল, শূরসেন, কলিঙ্গ, মৎস্য. সৌবল্য, সুকুট্ট, কুন্তল, কাশী, কোশল, চেদি, করূষ, ভোজ, সিন্ধু, দশার্ণ, মেকল, উৎকল, পাঞ্চাল, কৌশিক ধুরন্ধর, চেদি, মদ্র, অপরকাশী, কুকুর, কুন্তি, অবন্তি, খণ্ড, বিদর্ভ, অশ্বক, গোপরাষ্ট্র, অধিরাজ্য, মল্লরাষ্ট্র, কেরল, চক্র, শক, বিদেহ, মাগধ, মলয়, বিজয়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মল্ল,

মাহিক, বাহনীক, আভীর, বাটধান, পহ্লব, অটবী, মেরুভূত, স্বরাষ্ট্র, কেকয়, অন্ধ্র, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, ভার্গব, নিষধ, কিরাত, নিষাদ, অনার্ত্ত, কাশ্মীর, সিন্ধুসৌবীর, গান্ধার, দর্ব্বি, উরগ, কৌরব্য, সুদামা, করিশক, কক্ষ, জাঙ্গল, বর্ব্বর, তাম্রলিপ্ত, ওড্র, সৈসিকত, পার্ব্বতীয়, দ্রাবিড়, কর্ণাটক, পৌণ্ড্র, মূষক, মাহিষক, চোল, কোঙ্কন, মালব, অঙ্গার, ত্রিগর্ত্ত, বক, বিন্ধ, পুলিন্দ, বল্লভ, কুলিন্দ, কুণ্টক, সৃঞ্জয়, ক্রূর, কাম্বোজ, খশ, ভরদ্বাজ, আত্রেয়, করভঞ্জক, করট, পুলিন্দ, তঙ্গণ, উত্তরম্লেচ্ছ, তোমর ইত্যাদি।" এতৎভিন্ন বহু জনপদের নাম আছে, যাহার অবস্থান কিছুই অবগত হওয়া যায় না।

"পৃথিবীমধ্যরেখা চ নর্ম্মদা পরিকীর্ত্তিতা" এবং "পৃথ্বী, তাবৎ ত্রিকোণা" অর্থাৎ পৃথিবী বা ভারতবর্ষের মধ্যরেখা নর্ম্মদা বলিয়া কথিত, যেহেতুক নর্ম্মদানদী ভারতকে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথ এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে এবং "পৃথিবী ত্রিকোণ" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনদ্বারাও ভারতবর্ষ যে একসময় পৃথিবী নামের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে।

ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ

ভুবর্লোকের নামান্তর যে অন্তরীক্ষ তাহার প্রমাণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোশকার ও পুরাণকারগণ অন্তরীক্ষ শব্দটীকে শূন্য বা গগনার্থে ব্যবহার করিয়াছেন; বস্তুতঃ উহা গগনার্থবাচক নহে—অন্তরীক্ষ একটী ধনধান্যপূর্ণ দেবগন্ধর্ব্বগণের বাসজনিত মহাজনপদ। আমরা কতিপয় উদাহরণদ্বারা ইহার প্রমাণ করিব।

প্রাচীনতম বৈদিক কোষ "নিঘণ্টু"—আকাশ, অন্তরীক্ষ, ব্যোম

প্রভৃতিকে শূন্য বলেন নাই; বরং ভূ বা পৃথিবী শব্দে সংসূচিত করিয়াছেন। যথা—

"অম্বর, বিয়ৎ, ব্যোম, ধন্ব, অন্তরিক্ষম্, আপঃ
পৃথিবী, ভূঃ, অধ্বা, সমুদ্রঃ ইতি অন্তরীক্ষনামানি।

বেদ বলিতেছেন—

"অন্তস্তে দ্যাবাপৃথিবী দধামি।
অন্তর্দদামি উরু অন্তরিক্ষম্॥"

অত্র মহীধর—উরু বিস্তীর্ণমন্তরিক্ষম্ অন্তর্মধ্যেচ দধামি দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে স্থাপয়ামি।

বঙ্গার্থ—"স্বর্গ ও পৃথিবী (ভারতবর্ষ) মধ্যে যে বিস্তৃত জনপদ, তাহার নাম অন্তরীক্ষ।

"যে পার্থিবাসো দিব্যাসো অপ্সু যে।

১০ম ঋগবেদ

"তত্র সায়ণঃ—যে দেবাঃ পৃথিব্যাং ভবা যে চ দিব্যাঃ দিবিজাতা যেচ অপ্সু অন্তরিক্ষে সমুৎপন্নাঃ।

বঙ্গার্থ—"যে পৃথিবী বা ভারতবর্ষে, দিব বা স্বর্গে, অপ্ বা অন্তরীক্ষে দেবতারা জন্মগ্রহণ করেন।

"অন্তরিক্ষেণ পততি বিশ্বা।"

৪।১৩৬সূ, ১০ম, ঋক্

অর্থাৎ "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক সকল অন্তরীক্ষের ভিতর দিয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত করেন।

"যৎ শকা বাচ মারুহন্ অন্তরিক্ষম্।"

অর্থাৎ "শকগণ ভাষা লইয়া অন্তরীক্ষে গমন করিলেন।

"যক্ষগন্ধর্ব্বাপ্সরোগণসেবিতম্ অন্তরিক্ষম্।"

তাপনীয়শাখা

বঙ্গার্থ—যে স্থান যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণদ্বারা অধ্যুষিত উহার নামই অন্তরীক্ষলোক।

"অন্তরিক্ষস্য বিষয়ে প্রজা ইব চতুর্ব্বিধাঃ।"

মহাভারত

অর্থাৎ—অন্তরীক্ষবিষয়ে বা জনপদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ন্যায় চারি প্রকার প্রজা।

"সীতাঽগাৎ অন্তরিক্ষগা।"

বিষ্ণুপুরাণ

অর্থাৎ সীতানাম্নী নদী অন্তরীক্ষপ্রদেশের মধ্য দিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে।

"দ্বিতীয়ং ভুব ইত্যুক্তং হ্যন্তরিক্ষং ততোঽভবৎ॥ ২০
মরুতো মাতরিশ্বানো রুদ্রাদেবাস্তথাশ্বিনৌ।
অনিকেতান্তরিক্ষাস্তে ভুবর্লোক্যা দিবৌকসঃ॥ ২৯

আদিত্যা ঋভবো বিশ্বে সাধ্যাশ্চ পিতরস্তথা।
ঋষয়োঽঙ্গিরসশ্চৈব ভুবর্লোকং সমাশ্রিতাঃ॥

৩০, ৩৯ অ, বায়ু

বঙ্গার্থ—সপ্তলোকের মধ্যে দ্বিতীয় ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ, মরুদ্‌গণ, মাতরিশ্বগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়প্রভৃতি অন্তরীক্ষবাসী দেবতা, আদিত্য, ঋভু, বিশ্বদেব, সাধ্যদেব, পিতৃগণ, অঙ্গিরার বংশসম্ভূত বহু ঋষি ভুবর্লোকে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন—

"প্রজাপতির্লোকান্ অভ্যতপৎ তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহৎ অগ্নিং পৃথিব্যাঃ বায়ুমন্তরিক্ষাৎ আদিত্যংদিবঃ॥১"

অর্থাৎ—প্রজাপতি ব্রহ্মা বেদমন্ত্র সকল সংগ্রহের নিমিত্ত, ভূঃ পৃথিবী বা ভারতবর্ষহইতে অগ্নিদেব, অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোক হইতে বায়ুদেব এবং দিব্ বা স্বঃ হইতে সূর্য্যদেবকে মনোনীত করিলেন। কৃষ্ণ যজু বলিতেছেন—

"দেবান্ দিবমগন্ যজ্ঞঃ মনুষ্যান্ অন্তরিক্ষমগন্ যজ্ঞঃ পিতৃন্ পৃথিবীমগন্ যজ্ঞঃ।

অর্থাৎ—দেবাসুরযুদ্ধে দেবগণ, মনুষ্য সকল ও পিতৃগণ দৈত্যদানবদিগের সহিত পরাস্ত হইয়া স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন—তৎকালে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু মনুষ্যগণকে অন্তরীক্ষলোকে (অগন্ অগময়ৎ) লইয়া যান; পিতৃলোকবাসী বৈবস্বত মন্বাদিকে পৃথিবী বা ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন; এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ স্থানান্তরে গমন করিলে, বামন—বিষ্ণু দৈত্যগণকে পরাস্ত করিয়া, দেবগণকে পুনরায় স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন।"

"বায়ুরন্তরিক্ষস্য অধিপতিঃ।

অথর্ব্ববেদ

বায়ুদেব অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোকের অধিপতি ছিলেন। এই বায়ুদেবকে বাতাস ভাবিয়াই পুরাণকর্ত্তৃগণ অন্তরীক্ষকে শূন্য পদার্থে পরিণত করিয়াছেন। অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোক যে একটী বিশিষ্ট জনপদ এবং তথায় দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, অঙ্গিরার বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণগণ, মনুষ্য, পিতৃগণ, সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ বাস করিতেন এবং সীতানদী, বিয়দ্‌গঙ্গা বা আকাশগঙ্গা প্রভৃতি নদী যে অন্তরীক্ষে উৎপন্ন হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। অন্তরীক্ষের নিম্ন বা দক্ষিণ ভাগের নাম সমুদ্রঃ বা আপঃ।

"বরুণঃ অপামধিপতিঃ।

১ম খণ্ড, অথর্ব্ববেদ

"অপ্‌সু তে রাজন্ বরুণ গৃহো হিরণ্যয়োমিথঃ॥

২য় খণ্ড, ঐ

অর্থাৎ—"বরুণদেব অপাং অপ্-প্রধান দেশের অধিপতি ছিলেন, এবং অপগ স্থানে বরুণ রাজার হিরণ্ময় গৃহ ছিল।" জ্যোতিষশাস্ত্রে বরুণদেবকে পশ্চিমদিগের অধিপতি বলিয়াছেন। বর্ষবিভাগে কেতুমাল বর্ষই পশ্চিমদিকে অবস্থিত ও তাহার প্রধান নগরী রোম ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে; মানবধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকাশ নগাধিরাজ হিমালয়ের পূর্ব্বদিকে সমুদ্র ছিল, সুতরাং বায়ু ও বরুণদেবতার রাজ্যাধিকার বর্ত্তমান আপগানি স্থান, পারস্য ও তুরুষ্কপ্রভৃতি দেশ সকলের মধ্যে ছিল, এমত অনুমান করা যাইতে পারে।

স্বঃ বা স্বর্গলোক।

শাস্ত্রলিখিত বিবরণদৃষ্টে স্বর্গকে আমরা তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিলাম। প্রথম দার্শনিক স্বর্গ; দ্বিতীয় পারলৌকিক স্বর্গ; তৃতীয় ভৌম স্বর্গ।

(১) দার্শনিক স্বর্গ

দর্শনশাস্ত্রসমূহ সমস্বরে বলিতেছেন "সুখং স্বর্গঃ" অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সুখই স্বর্গ। ইহ সংসার দুঃখের আলয়, মানবের ত্রিবিধ—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক—দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণার্থে ষড়্দর্শন যে সকল পদার্থতত্ত্বের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিলেই, দুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বক চিরসুখ বা মোক্ষলাভ হয়,—ইহাই স্বর্গভোগ। বিষ্ণুপুরাণ তাহাই সমর্থন করিতেছেন।

"মনঃ প্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
নরকস্বর্গ-সংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম॥

বঙ্গার্থ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পুণ্যের নামই স্বর্গ এবং পাপের নামই নরক। যাহা মনঃপ্রীতিকর, সেই বিমল আত্মপ্রসাদ বা শান্তিই স্বর্গসুখ, এবং তাহার বিপরীত যাহা, তাহাই নরকযন্ত্রণা।

দৈত্যগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্য্য বলিতেছেন—

"ভূমৌ যাবৎ যস্য কীর্ত্তিস্তাবৎ স্বর্গে স তিষ্ঠতি।
অকীর্ত্তিরেব নরকো নান্যোস্তি নরকোদিবম্॥

অর্থাৎ এই ভূমণ্ডলে যাঁহার যতদিন সুখ্যাতি বা কীর্ত্তি সকল বিদ্যমান

থাকে, তিনি ততদিন স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন; এবং যতদিন অকীর্ত্তি বা অযশ থাকিবে, ততদিন তিনি নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন। বস্তুতঃ এতৎব্যতীত স্বর্গ বা নরক নামক অন্য কোন স্থান নাই।

(২) পারলৌকিক স্বর্গ।

প্রাগুক্ত লোক সকলের মধ্যে অশেষসুখসম্ভোগের নিদানভূত পরম রমণীয় চিরসুখশান্তিপ্রদ অত্যাশ্চর্য্য পারলৌকিক স্বর্গ-রাজ্যটি কি কবির কল্পনাপ্রসূত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার ফেনবুদ্‌বুদ? না— পুণ্যাত্মাদিগের জীবনান্তে দিব্যাঙ্গনাদিগের সঙ্গলাভের ও নানাবিধ সুখ-ভোগের শূন্যগর্ভ একটী অলৌকিক রাজ্য—তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে নানাবিধ মতই বর্ত্তমান রহিয়াছে। মানবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্থূল বা ভোগদেহের অবসান—ইহা হয় অগ্নিতে, নয় জলেতে কিংবা মৃত্তিকায়, যাহার তাহার অংশমতে পঞ্চতত্ত্বে মিলিয়া মিশিয়া যাইবে। কর্ম্মজনিত সূক্ষ্ম দেহমাত্র পরলোকে গমন করিবে; সুতরাং পুরাণাদিবর্ণিত অশেষ সুখের নিলয় স্বর্গরাজ্যে সূক্ষ্ম শরীরদ্বারা স্থূলপদার্থনিচয়ের উপভোগ কতদূর যুক্তি-সঙ্গত, তাহা সুধী পাঠকগণের বিচারের প্রতিই নির্ভর রহিল। শাস্ত্র সকল একবাক্যে বলিতেছেন—ভোগস্থান পৃথিবী। আমরা মানবতত্ত্বের দ্বিতীয় খণ্ডে 'পরলোক-রহস্য' নামক প্রবন্ধে এতৎসম্বন্ধে বেদবিহিত কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

(৩) ভৌম স্বর্গ।

"ভৌমাহ্যেতা স্মৃতাঃ স্বর্গাঃ।"

বিষ্ণুপুরাণের উপর্য্যুক্ত মহাবাক্য ভৌমস্বর্গের অস্তিত্ব সমর্থন করিতেছে। মহাভারতে উল্লেখ আছে—হিমালয়ের উত্তরে হৈমবত

বর্ষ বা কিম্পুরুষবর্ষ, তদুত্তরে হরিবর্ষ ও মেরুমধ্যে ইলাবৃতবর্ষ এই তিনটি লইয়াই স্বর্গরাজ্য। ঋগ্‌বেদও বলিতেছেন—

"তিস্রোদ্যাবাঃ।"

অর্থাৎ তিনটি জনপদ লইয়াই স্বর্গ। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য অথর্ব্ব-বেদের একটি মন্ত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন "হিমবচ্ছিরঃপ্রদেশ এব স্বর্গ ভূমিরিতি প্রসিদ্ধিঃ।" অর্থাৎ হিমালয়পর্ব্বতের শিখর দেশেই স্বর্গ-ভূমি। হিমালয়হইতে ক্রমোত্তর নীলপর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশই যে স্বর্গভূমি তাহার বিস্তর প্রমাণ শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে পরিলক্ষিত হয়। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন—

"সর্ব্বভূতপিশাচাশ্চ নাগাশ্চ সহ মানুষৈঃ
স্বর্লোকবসিনঃ সর্ব্বে, দেবা ভুবি নিবাসিনঃ॥

২৮।২৯ অঃ

বঙ্গার্থ—স্বর্গলোকবাসী দেবতাগণ ভূত, পিশাচ, নাগোপাধিক নরগণ ও মনুর পুত্র মনুষ্যগণ সহ ভূ বা ভারতবর্ষে আগমন করিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। স্থানান্তরে বায়ু বলিতেছেন—

"মেরু মধ্যমিলাবৃতং।
"তদেতৎ সর্ব্বদেবানাধিবাসে কৃতাত্মনাং।
"দেবলোকে গিরৌ তস্মিন্ সর্ব্বশ্রুতিষু গীয়তে॥ ৯৫
"প্রাপ্স্যতি দেবলোকং তং স স্বর্গ ইতি চোচ্যতে॥৯৬

।৩৪ অঃ

অর্থাৎ মেরুপর্ব্বতমধ্যস্থিত ইলাবৃতবর্ষ। সকল শ্রুতিই বলিতেছেন উক্ত মেরুপর্ব্বত সমুদয় দেবগণের আবাস ভূমি এবং উহাই স্বর্গ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

স্বর্গরাজ্যটী যে ভূমণ্ডলের অংশবিশেষ তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা যে পাদগম্য এবং ভারত ও স্বর্গে যে গমনাগমন হইত, অতঃপর তাহারই উদাহরণ উদ্ধৃত হইল।

রাজন্যবর্গের সশরীরে স্বর্গে গমন।

পূর্ব্বকালে দেবগণ ও মহাসুর শম্বরের সহিত যুদ্ধ হয়, তখন রাজা দশরথ অন্যান্য রাজর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া দেবরাজের সাহার্য্যার্থে গমন করেন। তিনি যুদ্ধে গমনকালে রাণী কৈকেয়ীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই মহাসমরে দেব পক্ষীয় সৈনিকগণ একদা সমস্ত দিবস যুদ্ধ করিয়া ক্লান্তিপরিহারমানসে রাত্রিতে ক্ষতবিক্ষতশরীরে নিদ্রাগত হইলে, রাক্ষসগণ বলক্রমে তাহাদিগকে শয্যা হইতে লইয়া গিয়া প্রাণসংহার করিয়াছিল। সেই রাত্রিতে অসুরদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে মহাবাহু রাজা দশরথের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল এবং তিনি অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনন্তর কৈকেয়ী দেবী স্বয়ং সারথি হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধভূমিহইতে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, নবমসর্গ।

দশরথ রাজার স্বর্গে গমন

ভারতসম্রাট্ সগর স্বর্গে মহর্ষি ভার্গবের নিকট গমন করিয়া

আগ্নেয়াস্ত্র কামানবন্দুকাদির প্রয়োগ শিক্ষা করত ভারতের প্রবল শত্রু হৈহয় ও তালজঙ্ঘপ্রভৃতিকে বধ করিয়াছিলেন।

ভগীরথের স্বর্গে গমন।

সগরের পৌত্র দিলীপ, তৎপুত্র মহারাজ ভগীরথ অনপত্যতানিবন্ধন অধিককাল রাজ্যশাসন না করিয়া অমাত্যগণের প্রতি রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক, ভগবতী ত্রিলোক-পাবনী গঙ্গাদেবীকে তুষ্ট করিয়া ভূলোকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত হিমালয় পর্ব্বতস্থিত পবিত্র গোকর্ণ তীর্থে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ সহ তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া কহিলেন, 'তুমি আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর', ভগীরথ বলিলেন, 'ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আমি সগরাত্মজদিগকে গঙ্গাবারিদ্বারা উদ্ধার করিতে পারি। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। গঙ্গাদেবী আকাশ (স্বর্গ) হইতে ধরাতলে পতিত হইলে মহারাজ ভগীরথ দিব্যস্যন্দনে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন,—পবিত্রতোয়া ভাগীরথী তাঁহার অনুগমন করিলেন। দেবতা, মহর্ষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি সকলে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মহারাজ ভগীরথের অনুগামী হইলেন। ঐ ৪২।৪৩ সর্গ।

চন্দ্রবংশীয় মহারাজ পুরূরবা স্বর্গস্থ ইন্দ্রভবনে গমন করতঃ উর্ব্বশীর রূপে বিমোহিত হইয়া, ইন্দ্রের আজ্ঞায় তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

নহুষের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি।

উর্ব্বশীর গর্ভে পুরূরবার ঔরসে আয়ুপ্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মে। ভারতসম্রাট্ নহুষ আয়ুর পুত্র এবং চন্দ্রের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। দেবাসুর-যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র পরাজিত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলে স্বর্গরাজ্যে ঘোর অরাজকতা

উপস্থিত হয়। সম্রাট্ নহুষ যজ্ঞ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও বিক্রম-প্রভাবে ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য হস্তগত করিয়াছেন। স্বর্গে ইন্দ্রত্বপদ লাভ করিয়া বিমানারোহণপূর্ব্বক বিচরণ করিতেন। কোন বিষয়েই দৃক্‌পাত করিতেন না। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ ও ব্রহ্মর্ষিপ্রভৃতি ত্রৈলোক্যবাসী সমস্ত প্রজাগণ ভয়ে কর প্রদান করিত। তিনি অসামান্য দৃষ্টিশক্তি প্রভাবে দর্শন-মাত্রই সমুদয় প্রাণীর তেজ হরণ করিতে পারিতেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মর্ষি তাঁহার শিবিকা বহন করিতেন। মহাভারত, বনপর্ব্ব ১৮০—১৮১ অঃ

পাণ্ডু রাজের স্বর্গ গমন।

"রাজা পাণ্ডু তপস্যা করিবার নিমিত্ত পত্নীপুত্র সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ নাগশত নামক পর্ব্বতে গমন করিলেন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে চৈত্ররথ কালকূট ও হিমালয় অতিক্রম করিয়া গন্ধমাদনে উপস্থিত হইলেন। রাজা উত্তরোত্তর প্রদ্যুম্ন সরোবর এবং হংসকূট অতিক্রম করিয়া অবশেষে শতশৃঙ্গে গমনপূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর একদিন অমাবস্যা তিথিতে শতশৃঙ্গবাসী ঋষিগণ ব্রহ্মাকে দর্শন মানসে গমনোদ্যত হইলে, পাণ্ডু জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা কোথায় যাইতেছেন? তাঁহারা উত্তর করিলেন সম্প্রতি ব্রহ্মলোকে মহাত্মা, দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকবাসিগণ একত্রিত হইবেন; আমরাও তথায় ব্রহ্মাকে দেখিতে যাইতেছি। তচ্ছ্রবণে সস্ত্রীক পাণ্ডুও তাঁহাদিগের সহিত যাইতে ইচ্ছুক হইয়া সেই শতশৃঙ্গ গন্ধমাদন হইতে উত্তরদিকে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে অনুগমন করিতে দেখিয়া ঋষিগণ বলিলেন, 'রাজন্! উত্তরদিকের পথ বড়ই দুর্গম, ভয়ানক গিরিগহ্বর রহিয়াছে, স্থানে স্থানে এরূপ প্রদেশ আছে যে, তাহা নিরন্তর তুষারেই আচ্ছন্ন থাকে, তথায় বৃক্ষ নাই, মৃগ-পক্ষী নাই, তোমার এই দুই পত্নী রাজ-

নন্দিনী। সেরূপ দুর্গমস্থানে গমন করিতে অবশ্যই কষ্ট ভোগ করিবেন, অতএব নিবৃত্ত হও, গমন করিও না। মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২০ অধ্যায়।

মহারাজ পাণ্ডু স্বর্গৈকদেশ গন্ধমাদনে থাকিয়া অনপত্যতানিবন্ধন ধর্ম্ম, পবনদেব, দেবরাজ ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কর্ত্তৃক, কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, ও সহদেবনামক, পঞ্চ ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের জন্মস্থানই স্বর্গরাজ্য।

অর্জ্জুনের স্বর্গ জয়।

এক অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ উত্তরদেশ জয় করিবার জন্য হস্তিনা হইতে ক্রমশঃ মহাবীর অর্জ্জুন শ্বেতগিরি অতিক্রম করিয়া, কিম্পুরুষদেশ স্বকীয় অধিকার ভুক্ত করিয়া লইলেন। পরে গুহ্যকরক্ষিত হাটকনামক স্থান অধিকৃত করিয়া বিজয়ী অর্জ্জুন পরম মনোরম মানস সরোবরের সন্নিহিত হইলেন। তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গন্ধর্ব্বপালিত দেশ সকল জয় করিয়া তিত্তিরি, কল্মাষ ও মণ্ডূক নামে প্রচুর অশ্ব ও রত্ন করস্বরূপে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন জয়াভিলাষী হইয়া "উত্তর হরিবর্ষে" যাত্রা করিলেন। ঐ দেশের সীমায় উত্তীর্ণ হইবামাত্র মহাবীর্য্য মহাবল দ্বারপালগণ অর্জ্জুনের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অর্জ্জুন কহিলেন, আমি ধর্ম্মরাজ ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপনে অভিলাষী হইয়া দিগ্বিজয় করিতে বহির্গত হইয়াছি, তোমরা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কিঞ্চিৎ কর প্রদান কর। দ্বারপালেরা অর্জ্জুনের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে দিব্য অস্ত্র, দিব্য আভরণ, দিব্য মৃগচর্ম্ম ও ক্ষৌম দুকূল প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য করস্বরূপ প্রদান করিল। সভাপর্ব্ব, ২৮ অধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন অস্ত্রলাভার্থে স্বর্গে গমনোৎসুক হইয়া তপস্বিগণনিষেবিত

পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, হিমাচল ও গন্ধমাদন পার হইয়া ইন্দ্রকীল নামক পর্ব্বত প্রাপ্ত হইলেন। তথায় দেবরাজ ইন্দ্রের সাক্ষাৎলাভ করিয়া অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, 'দেব! আমি আপনার নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিতে আসিয়াছি। অনুকম্পাপ্রদর্শন-পূর্ব্বক আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।' দেবরাজ মধুর বাক্যে বলিলেন 'বৎস! তুমি যখন দেবাদিদেব মহাদেবের সাক্ষাৎ লাভ করিবে, তখন তোমাকে দিব্য অস্ত্র সকল প্রদান করিব। অর্জ্জুন কিরাতবেশধারী মহাদেব সঙ্গে অস্ত্রযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধপ্রভৃতি করিলে, ভগবান্ আশুতোষ প্রীত হইয়া দিব্যাস্ত্র প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন; তখন অর্জ্জুন কহিলেন,—হে ভগবন্ বৃষভধ্বজ! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া বরপ্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে "ব্রহ্মশিরো নামে ভীমপরাক্রম দিব্য পাশুপত অস্ত্র প্রদান করুন; যে অস্ত্র মন্ত্রপুত করিলে সহস্র শূল, উগ্রদর্শন গদা ও রাশি রাশি আশীবিষ সদৃশ শরনিকর সমুদ্ভূত হয়। মহাদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সংহার ও প্রতিসংহারাদি অস্ত্রব্যবহারোপযোগী মন্ত্র প্রদান করিলেন। এইরূপে যমরাজহইতে দণ্ড, জলাধিপতি বরুণহইতে পাশ এবং কুবেরহইতে প্রস্বাপন নামক অস্ত্র সকল অর্জ্জুন লাভ করিয়া, ইন্দ্রসারথি মাতলিপরিচালিত বিমান আরোহণপূর্ব্বক নন্দনকাননপরিশোভিত ইন্দ্রপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া, রথহইতে অবতরণ করিলেন। তৎপর পিতৃসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক পিতৃচরণে প্রণত হইলে, দেবরাজ তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া হস্তদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক দেবর্ষিগণসেবিত স্বীয় আসনের একান্তে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে অর্ঘ্য-প্রদানপূর্ব্বক অর্জ্জুনের অর্চ্চনা করিলেন এবং পাদ্য ও আচমনীয়াদি

ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুনের পাঁচ বৎসর বাস ও অস্ত্রলাভ

প্রদানকরতঃ তাঁহাকে বাসব-ভবনে প্রবেশ করাইলেন। জয়শীল অর্জ্জুন এইরূপে সংপূজিত হইয়া পিতৃভবনে বাসকরতঃ তথায় বহুবিধ মহাস্ত্রের প্রয়োগ ও প্রতিসংহারাদির নানাপ্রকার মন্ত্রশিক্ষা এবং মহেন্দ্রের নিকটহইতে বজ্র ও অশনিপ্রভৃতি প্রধান প্রধান অস্ত্র সকল লাভ করিয়া পঞ্চ বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৩৭—৪৩ পর্ব্ব।

বনবাসকালে পাণ্ডুপুত্রগণ গন্ধমাদনসমীপস্থ আষ্টিষেণ আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন। একদা মহাবীর ভীমসেন পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক স্ফটিকময় গৃহসমূহে বিভূষিত চতুর্দ্দিকে প্রাকারবেষ্টিত কুবেরপুরী দেখিতে পাইলেন। তখন বিপক্ষপক্ষের লোকেরা লোমহর্ষণ শঙ্খধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যক্ষরাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহার বাহুবল বিক্ষিপ্ত আয়ুধদ্বারা যক্ষ-রাক্ষসদিগের মস্তক ও শরীর সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। তখন মণিমান নামে মহা বিক্রমশালী কুবের সখা গদা ও শূলহস্তে অগ্রসর হইয়া ভীমসেন অভিমুখে ধাবিত হইল; গদাযুদ্ধবিশারদ ভীম গদা ঘূর্ণায়মান করিয়া তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, সেই গদা ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত অশনির ন্যায় বায়ুবেগে রাক্ষসের প্রাণসংহারপূর্ব্বক ক্ষিতিতলে পতিত হইল।

ভীমের কুবের পুরীতে যুদ্ধ ও মণিমান বধ

মহাভারত, বনপর্ব্ব ১৬০ অধ্যায়।

মহাভারতে স্থানান্তরে উল্লেখ আছে অর্জ্জুনের স্বর্গে অস্ত্রাদি শিক্ষা সময়, দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞায় মহর্ষি লোমশ কাম্যকবনে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুনের কুশল সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনের নিদেশমতে সস্ত্রীক পাণ্ডবগণকে হিমালয়ের উত্তরস্থিত স্বর্গরাজ্যের একদেশ শ্বেতপর্ব্বতে লইয়া গিয়াছিলেন। পঞ্চম বৎসর অতিবাহিতে

মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন স্বর্গহইতে কৃতবিদ্য হইয়া তথায় ভ্রাতৃগণসহ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সেই শ্বেতপর্ব্বতে দেবগণসহ ইন্দ্র সমাগত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎকরতঃ, অর্জ্জুনের গুণাবলি কীর্ত্তন করিয়া পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্তির আশ্বাস দিয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শেষ জীবনে রাজ্য পরিহার-পূর্ব্বক সশরীরে স্বর্গে গমনকথা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। একটা কুকুর পর্য্যন্ত মহারাজের সঙ্গে স্বর্গে গমন করিয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অথর্ব্ব বেদের অঙ্গবিশেষ, ইহাতে উল্লেখ আছে—চিকিৎসাবিদ্যা প্রথমে ঋষিপ্রবর আত্রেয় ও ভরদ্বাজ স্বর্গে ইন্দ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রাদেশে স্বর্গবৈদ্য দেব ধনন্তরি কাশীর রাজা হইয়া ভারতবাসীকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং স্বর্গ যে ভৌম ও পাদগম্য তাহা সর্ব্বথা সপ্রমাণ হইল।

মহর্জন তপঃ সত্যঃ লোক।

প্রাগুক্ত সপ্ত দেব-ভূমির, "ভূর্ভুবঃস্বঃ" এই ত্রিলোকের বিবরণ কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে; শেষোক্ত লোকচতুষ্টয়সম্বন্ধে পুরাণসকল যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল লোক শূন্যগর্ভ ও পারলৌকিক বলিয়াই যেন বোধ হয়। কিন্তু একদিন ভারতবাসী যাহা অধিকার করিয়াছেন, কর গ্রহণ করিয়াছেন, শাসন করিয়াছেন তাহা কেন যে স্বপ্নদর্শিত অলীক পদার্থের ন্যায় শূন্যে মিশিয়া গেল, তৎকারণানুসন্ধানে ইহাই জানা যায় যে, দেবাসুরযুদ্ধে দেবতা, পিতৃগণ ও মনুষ্য সকল দৈত্য-দানবদিগের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, আদি জন্মভূমি স্বর্গলোকহইতে চতুর্দ্দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। বৈবস্বতমনুপ্রভৃতি ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট

হইলে, উপর্য্যুক্ত লোক সকলের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ রহিতপূর্ব্বক, একমাত্র ভূ বা ভারতবর্ষকেই পৃথিবী বলিয়া গণ্য করিলেন; তদ্ধেতু সহস্র সহস্র বৎসরের পরবর্ত্তী কালেই ভারত ভিন্ন সমস্ত লোককেই পারলৌকিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত উহা যে ভূমণ্ডলের অংশবিশেষ তাহাই আমরা প্রমাণ করিব। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন—

"পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ দিব্যং যচ্চ মহঃ স্মৃতং।
স্থানান্যেতানি চত্বারি স্মৃতান্যার্ণবকানি চ॥

১৩।৩৯ অঃ

অর্থাৎ পৃথিবী বা ভারতবর্ষ, অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোক, স্বর্গদেশ, মহর্লোক ও দিব্ বা ব্রহ্মার দ্যু বা সত্যলোক (উত্তর কুরু) এই স্থান চতুষ্টয় সমুদ্র প্রধান বলিয়া পরিগণিত; সুতরাং মহর্লোক যে শূন্য কিংবা পারলৌকিক নহে, তাহা সপ্রমাণ হইল। প্রবন্ধের প্রথমে উদ্ধৃত মৎস্যপুরণের শ্লোকও ইহাকে দেবলোক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণমতে ইহা ধ্রুবলোকের উত্তরস্থ লোক। মহারাজ উত্তান-পাদের পুত্রই ধ্রুব, তিনি যে স্থানে রাজত্ব করিতেন, তাহাই ধ্রুবলোক নামে খ্যাত। জ্যোতিষ গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে বৈদিক রম্যক বর্ষ ও মর্হলোক অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন, মর্হলোকে ভৃগুপ্রভৃতি ঋষিগণ বাস করিতেন। ছান্দোগ্য শ্রুতিমতে উহা অত্রিনন্দন চন্দ্রের রাজ্য, যে চন্দ্রের প্রজাপতি দক্ষের অশ্বিন্যাদি সাতাইশটি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সবিশেষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পুরাণকর্ত্তৃগণ এই চন্দ্র ও তৎপত্নীগণ, অদিতিনন্দন সবিতা ও উত্তানপাদতনয় ধ্রুবপ্রভৃতিকে জড় চন্দ্র, নক্ষত্র, সূর্য্য, ধ্রুবনক্ষত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ মর্হলোককে

দক্ষিণ সাইবেরিয়ার অংশ বলিয়া অনুমান করেন। মর্ত্ত্যলোকের নদী, পর্ব্বত, জনপদ সকলেরও উল্লেখ শাস্ত্রে দেখা যায়।

জনস্তু পঞ্চমো লোকঃ। পুরাণ সকল জন লোককে পঞ্চম লোক বলিয়াছেন; ইহা তপোলোকের দক্ষিণে স্থিত। মেরু-পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে যে বৈদিকযুগের ভদ্রাশ্ববর্ষ ছিল, জনলোক তদন্তর্গত বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন এবং তন্মূলে বর্ত্তমান চীনদেশকে জনলোক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জ্যোতিষ-গ্রন্থে জনলোকের প্রধান নগর "যমকোটি" বলিয়া খ্যাত, যাহা বর্ত্তমান কোন নগরের নাম সহিতই ঐক্য হয় না। যাহাহউক ইহা যে ভূমণ্ডলের একটী জনপদ এবং পর্ব্বত, সরিৎ ও শস্যসমন্বিত দেব ও মনুষ্যগণের বাসস্থান ছিল, তাহা শাস্ত্র সকল একবাক্যে বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে—জনলোকে সনক, সনাতন, সনন্দপ্রভৃতি কুমার ভাবাপন্ন ব্রহ্মার তনয় সকল বাস করিতেন।

তপোলোক। বিষ্ণুপুরাণমতে ত্রিবিক্রম—বামন-বিষ্ণুর বাসস্থান, যথা—"ত্রিবিক্রমস্য বসতি স্তপোলোকে প্রকীর্ত্তিতা" পুরাণে ইহাকে বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা বৈদিক যুগের হিরণ্ময়বর্ষ বলিয়া খ্যাত। স্বর্গরাজ্যে অসুরশ্রেষ্ঠ বলিরাজ অতিশয় দৌরাত্ম্য করিলে, (ত্রিবিক্রম-বিষ্ণু—বামন-বিষ্ণু) তাঁহাকে দমন করিয়া পাতালপুরে পাঠাইয়াছিলেন। ইহা গ্রীষ্মপরিশূন্য হিমপ্রধান স্থান। বোধ হয় সাইবেরিয়ার কোন অংশ হইবে।

সত্যলোক।

সত্যলোকের নামই ব্রহ্মলোক। দেবীপুরাণ বলিতেছেন—

"সত্যন্তু সপ্তমোলোকোহ্ পুনর্ভববাসিনাম্।
ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতোঽপ্রতিঘাতলক্ষণঃ॥

অর্থাৎ সপ্তম দেবলোকের নাম সত্যলোক। উহাকে ব্রহ্মলোক; বলিয়া থাকে। এই লোক অতীব অপরাজেয়, ইহা অতীব পুণ্যভূমি তত্রত্যবাসিগণের পুনর্জ্জন্ম হয় না।"

"ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে।
অপুনর্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি সম্মতঃ॥

১৫। ৭। বিষ্ণুপুরাণ।

অর্থাৎ তপোলোকের উত্তরে ব্রহ্মলোক অবস্থিত, উহা তপোলোক হইতে ছয় গুণ বৃহৎ। ঐস্থান এতদূর উৎকৃষ্ট যে, তথায় যেন মৃত্যু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈদিকযুগের ঐরাবতবর্ষ বা কুরুবর্ষই পরবর্ত্তী কালে সত্য বা ব্রহ্মলোক নামে কথিত। সায়ম্ভুব মনুর পৌত্র, অগ্নীধ্রের পুত্র কুরুর নামানুসারে ইহাকে কুরুবর্ষ বলিয়া থাকে। মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, সপ্তম অধ্যায়ে মহামতি সঞ্জয়, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কুরুবর্ষের বর্ণনা করিতেছেন—সুমেরুর উত্তর সিদ্ধচারণ-সেবিত উত্তরকুরু প্রতিষ্ঠিত; তথাকার মহীরুহসমুদয় সতত সুমধুর রসসম্পন্ন ফল ও সুগন্ধি কুসুমনিচয় প্রসব করে; সেখানে ক্ষীরি নামক বৃক্ষ ছয়রসযুক্ত অমৃতসদৃশ ক্ষীরধারা বর্ষণ করে;—ঐ বৃক্ষের ফলহইতে বস্ত্র সমুৎপন্ন হয়। তথাকার ভূমি সমস্ত মণিময় ও সূক্ষ্মকাঞ্চনবালুকা-

সম্পন্ন; কোন কোন ভূমিখণ্ড মণি, রত্ন, হীরক ও পদ্মরাগ সদৃশ পরম রমণীয়। তত্রত্য পুষ্করিণী সকল পঙ্করহিত, সলিল সকল ঋতুতেই সুখস্পর্শ। মানবগণ দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তথায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাঁহারা সকলই প্রিয়দর্শন ও শুক্লবংশসম্ভূত, নারী সকল অপ্সরাসদৃশ। তথায় মানবমিথুন চক্রবাকযুগলের ন্যায় এককালে জন্মগ্রহণ করিয়া সমভাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহারা তুল্যরূপগুণ-সম্পন্ন, রোগশূন্য; তাঁহাদের মৃত্যু হইলে সুতীক্ষ্ণতুণ্ডসম্পন্ন ভীষণ ভারণ্ডনামক পক্ষী সকল তাঁহাদিগকে হরণ করিয়া গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।”

বাল্মীকিরামায়ণ কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সুগ্রীব রাজা বানরসৈন্যকে সীতান্বেষণে যে সকল দেশের কথা বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্রহ্মার আবাস স্থানের কতিপয় শ্লোক অধ্যাহার করা গেল; সুধীপাঠকগণ তৎপাঠে সত্যলোকের স্থাননির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

“তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রমুত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ।
তত্র সোমগিরি র্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্॥ ৫৩
স তু দেশো বিসূর্য্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্য লক্ষ্যাভি বিজ্ঞেয়স্তপতেব বিবস্বতা॥ ৫৪
ভগবান্ তত্র বিশ্বাত্মা শম্ভুরেকাদশাত্মকঃ।
ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষিপরিবারিতঃ॥ ৫৫
এতাবৎ বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্য্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্॥

৫৩।৪৩ স্বর্গ।

বঙ্গার্থ—হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিলেই উত্তর মহাসাগর, তথায় মধ্যভাগে সোমগিরি বর্ত্তমান। উহা প্রচুর স্বর্ণের আকর। উত্তর মহাসাগরের তটপ্রান্তবর্ত্তী জনপদ সকলে সূর্য্য উদিত হয় না। তথায় একটি আলোকদ্বারা দেশ সকল আলোকিত হয়, বোধ হয় যেন সূর্য্যই কিরণ বিতরণ করিতেছেন। দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা তথায় ব্রহ্মর্ষিগণ পরিবৃত হইয়া বাস করেন; তিনি একাদশ রুদ্রের নেতা দেবদেব মহাদেবের ন্যায় প্রভাবশালী। হে বানরগণ! উহার উত্তরে আর যাইতে পারিবে না; তদুত্তরে সূর্য্যের উদয়াস্ত হয় না, উহার সীমাও কেহ অবগত নহেন।"

মাননীয় বালগঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করিয়াছেন—বর্ত্তমান রুশ রাজ্যান্তর্গত সাইবেরিয়া প্রদেশই পুরাকালের, উত্তর কুরুবর্ষ, নৈসর্গিক কোন উৎপাতে উহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া মানব-বাসের অযোগ্য হইয়াছে। সাইবেরিয়ার উত্তরে সূর্য্য ছয়মাস অন্তরে উদয় হয়, অন্ধকার সময় প্রকৃতিসুলভ একটি আলোদ্বারা ঐ দেশ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। বেদাধ্যায়ী পণ্ডিতবর উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন—পুরাকালে অগ্নীধ্র পুত্র কুরু আপন রাজ্য কুরুবর্ষ (বৈদিকযুগের ঐরাবতবর্ষ বা ব্রহ্মলোক) আপন পুত্রগণ মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন; বর্ত্তমান কোরিয়াও কুরুরাজার নামের অপভ্রংশ। ছান্দোগ্য উপনিষধে ব্রহ্মলোকের বিষয় সবিস্তার বর্ণনা আছে, উহা বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করা গেল না। বায়ুপুরাণ উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণস্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী ভূভাগকেই কুরুবর্ষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন যথা—

"উত্তরস্য সমুদ্রস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।
কুরব স্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্॥

১১।৪৫ অঃ বায়ু

ভাবার্থ—উত্তর মহাসমুদ্রের দক্ষিণে সমুদ্রতীরে কুরুবর্ষ, সেই স্থান অত্যন্ত পবিত্র ও সিদ্ধ অর্থাৎ শীতোষ্ণদ্বন্দ্ব সহিষ্ণু ঋষিগণের বাসস্থান।"

শাস্ত্র স্থানান্তরে বলিতেছেন—

"সন্ধ্যামুপাসিতা যেতু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাঃ তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥"

রামায়ণে ব্রহ্মলোককে বিসূর্য্য বলিবার তাৎপর্য্য, বোধ হয় তথায় অয়ন-হিসাবে সূর্য্যাস্ত হয় বলিয়া; অর্থাৎ সূর্য্যের উত্তরায়ণে দিবা এবং দক্ষিণায়ন সময় রাত্রি। ছান্দোগ্যশ্রুতিরও একটি তৎসমর্থক মন্ত্র উদ্ধৃত হইল।

"ন হ বৈ অস্মৈ উদেতি ন নিম্লোচতি
সকৃৎ দিবা হৈব অস্মৈ ভবতি।
য তামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ॥"

তত্রভাষ্যং—"ব্রহ্মলোকাদাগতোজনঃ ব্রহ্মোপনিষদং ব্রহ্মণঃ উপনিষদং নির্জনং বাসস্থানং উপনিবেশং এব ইত্থং ষণ্মাসদিন রাত্র্যুপলক্ষিতং বেদ জানাতি ॥"

"অর্থাৎ ব্রহ্মলোকহইতে আগত কোন ব্যক্তি এরূপ জানিতেন যে, তথায় ছয়মাস রাত্রি ও ছয়মাস দিবা থাকিত।

শশস্থান বা পাতাল ভূমি।

যাস্ত পৃচ্ছসি মাং রাজন্ দিব্যামেনাং শশাকৃতিম্ ॥ ৫৬
পার্শ্বে শশস্য দ্বে বর্ষে উক্তে যে দক্ষিণোত্তরে।
কর্ণৌ তু নাগদ্বীপশ্চ কাশ্যপদ্বীপ এব চ ॥ ৫৭

তাম্রপর্ণী শিলা রাজন্ শ্রীমান্ মলয়পর্ব্বতঃ।
এতৎ দ্বিতীয়ং দ্বীপস্য দৃশ্যতে শশসংস্থিতম্॥ ৫৮

৬ অঃ ভীষ্মপর্ব্ব, মহাভারত।

বঙ্গার্থ—হে রাজন্! এক্ষণে আপনার জিজ্ঞাসিত শশস্থানের বিষয় বলিতেছি। শশস্থানের উত্তর দক্ষিণে দুইটী বর্ষ আছে, নাগদ্বীপ ও কাশ্যপদ্বীপ ইহার কর্ণস্বরূপ। শশস্থানে তাম্রপর্ণী নামে শিলা ও মলয়-গিরি সন্নিবেশিত রহিয়াছে, ইহা জম্বুদ্বীপের দ্বিতীয় দ্বীপ স্বরূপ।"

"দশ সাহস্রমকৈকং পাতালং মুনিসত্তম। ১
অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ॥
মহাখ্যং সুতলঞ্চাগ্র্যং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্॥ ২
শুক্লা কৃষ্ণারুণাপীতা শর্করাশৈলকাঞ্চনঃ।
ভূময়ো যত্র মৈত্রেয় বরপ্রাসাদ মণ্ডিতাঃ॥ ৩

বিষ্ণুপুরাণ।

বঙ্গার্থ—পরাশর মুনি বলিতেছেন হে মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়! অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমান্, মহাখ্য বা মহাতল, সুতল ও পাতালসহ সাতটি পাতাল রাজ্য। ইহার প্রত্যেকের পরিমাণ দশসহস্র যোজন। ইহাদের মৃত্তিকা সকল কুত্রাপি শুক্লবর্ণ, কোথাও কৃষ্ণলোহিত, কোনস্থানে কঙ্কর পর্ব্বত বহুল ও স্বর্ণপ্রধান; নগর সকল সুরম্যহর্ম্ম্যরাজিপরিশোভিত।"

তথাহি—"তেষু দানবদৈতেয়া যক্ষশ্চ শতশস্তথা।
নিবসন্তি মহানাগ জাতয়শ্চ মহামুনে॥ ৪

স্বর্লোকাদপি রম্যাণি পাতালানীতি নারদঃ।
প্রাহুঃ স্বর্গসদাং মধ্যে পাতালেভ্যো গতোদিবি॥৫

৫ অ, ২ অ, শ, বিষ্ণুপুরাণ।

বঙ্গার্থ—সেই পাতাল ভূমে শত শত দৈত্য, দানব, নাগ, যক্ষগণ বাস করেন। দেবর্ষি নারদ পাতাল হইতে স্বর্গে প্রত্যাগত হইয়া স্বর্গবাসিগণ নিকট বলিয়াছিলেন যে, পাতালনামক জনপদ স্বর্গহইতেও রমণীয় স্থান।

"অতলং বিতলঞ্চৈব সুতলঞ্চ তলাতলম্।
মহাতলঞ্চ বিখ্যাতং ততো জ্ঞেয়ং রসাতলম্॥
ততো পাতাল মিত্যেবং সপ্ত পাতালসংজ্ঞকাঃ।
এতে স্বর্গাধিকসুখা বিলস্বর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

পদ্মপুরাণ।

বঙ্গার্থ—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল মহাতল, রসাতল ও পাতাল নামক সাতটি জনপদ লইয়া পাতাল রাজ্য। এই সব স্থান দেবগণের নিবাসভূমি স্বর্গহইতেও সুখসৌভগ্যসম্পন্ন; এই সপ্ত পাতাল বিলস্বর্গ নামে সমাখ্যাত।"

বায়ুপুরাণ বলিতেছেন—

"প্রথমমতলঞ্চৈব সুতলঞ্চ ততঃ পরম্।
ততঃ পরতরং বিদ্যাৎ বিতলং বহুবিস্তরম্॥ ১১
ততো গভস্তলং নাম পরতশ্চ মহাতলং।
শ্রীতলঞ্চ ততঃ প্রাহুঃ পাতালং সপ্তমং স্মৃতম্॥ ১২

৫০ অধ্যায়।

বঙ্গার্থ—প্রথমে অতল, তৎপর সুতল, তদনন্তর বহু বিস্তীর্ণ বিতল; তৎপর গভস্তল, মহাতল, শ্রীতল ও পাতাল নামক সপ্তপাতাল।"

উপরোক্ত সাতটি পাতালের কথা "শব্দরত্নাবলী" নামক অভিধানেও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

অতলং নিতলঞ্চৈব বিতলঞ্চ গভস্তিমৎ॥
তলং সুতলং পাতালং পাতালানি তু সপ্ত বৈ॥

প্রামাণ্য জ্যোতিষগ্রন্থ সূর্য্যসিদ্ধান্ত ভূগোলাধ্যায়ে বলিতেছেন—

"তদন্তরপুটাঃ সপ্ত নাগাসুরসমাশ্রয়াঃ।
দিব্যৌষধিরসোপেতা রম্যা পাতালভূময়ঃ॥ ৩৩

১২ অধ্যায়।

বঙ্গার্থ—ভূগোলের অন্ত অর্থাৎ শেষ ভাগে বা মধ্যে নাগাসুরসেবিত সপ্ত পাতাল ভূমি; যাহা নানাবিধ রসসমাশ্রিত দিব্য ওষধিসমাশ্রিত পরম রমণীয়।"

সিদ্ধান্ত শিরোমণি বলিতেছেন—

"চঞ্চৎফণামণিগণাংশুকৃতপ্রকাশা।
এতেষু সাসুরগণাঃ ফণিনো বসন্তি।
দিব্যন্তি দিব্যরমণীরমণীয়দেহৈঃ।
সিদ্ধাশ্চ তত্র চ লসৎকনকাবভাসৈঃ॥ ২৪

ভুবনকোষ।

অর্থাৎ পাতালসমূহে সিদ্ধঋষিগণ, অসুরগণ, ফণিগণ বাস করেন।

ফণিগণের মস্তকস্থিত ফণানামক শিরস্ত্রাণসমূহে খচিত মণি সকলের আভায় দিক্ সকল বিভাসিত হইয়া থাকে।

সূর্য্য সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—

"দেবাসুরাণামন্যোঽন্যমহোরাত্রং বিপর্য্যয়াৎ।৪ ভূঃঅঃ

বঙ্গার্থ—দেব ও অসুর লোকের দিবারাত্রি বিপরীত অর্থাৎ দেবলোক বাসিগণের যখন দিবা, তখন পাতালবাসী অসুরগণের রাত্রি, আবার যখন দেবগণের রাত্রি, তখন অসুরগণের দিবা। ইহাদ্বারা পাতালরাজ্য যে বর্ত্তমান আমেরিকা, তাহাই সবিশেষ প্রমাণ হইতেছে।

মহর্ষি বায়ু সপ্ত পাতালের এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন।

"প্রথমে তু তলে খ্যাতমসুরেন্দ্রস্য মন্দিরং।
নমুচেরিন্দ্রশত্রোর্হি মহানাদস্য চালয়ম্॥ ১০
ধনঞ্জয়স্য চ পুরং মাহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
কালিয়স্য চ নাগস্য নগরং কলভস্যচ॥ ১৮
এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাং।
তলে জ্ঞেয়ানি প্রথমে কৃষ্ণভৌমে ন সংশয়ঃ॥ ১৯
দ্বিতীয়েঽপি তলে বিপ্রা দৈত্যেন্দ্রস্য সুরক্ষসঃ।
মহাজম্ভস্যচ তথা নগরং প্রথমস্য চ॥ ২০
হয়গ্রীবস্য কৃষ্ণস্য নিকুম্ভস্য চ মন্দিরম্।
শঙ্খ্যাখ্যস্য চ পুরং নগরং গোমুখস্য চ॥ ২১
কম্বলস্য চ নাগস্য পুরমশ্বতরস্য চ।
কদ্রুপুত্রস্য চ পুরং তক্ষকস্য মহাত্মনঃ॥ ২৩

এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাং।
দ্বিতীয়েঽস্মিন্ তলে বিপ্রাঃ পাণ্ডুভৌমে ন সংশয়ঃ॥ ২৪
তৃতীয়েতু তলে খ্যাতং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
অনুহ্লাদস্য চ পুরং দৈত্যেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ॥ ২৫
রাক্ষসেন্দ্রস্য চ পুরং কুম্ভিলস্য খরস্য চ॥ ২৭
বিরাধস্য চ ক্রুরস্য পুরমুল্কামুখস্য চ॥ ২৮
চতুর্থে দৈত্যসিংহস্য কালনেমের্মহাত্মনঃ। ৩১
রাক্ষসেন্দ্রস্য চ পুরং সুমালের্বহু বিস্তরম্॥ ৩২
পঞ্চমে শর্করাভৌমে বহুযোজনবিস্তৃতে।
বিরোচনস্য নগরং দৈত্যসিংহস্য ধীমতঃ॥ ৩৪
ষষ্ঠতলে দৈত্যপতেঃ কেশরের্নগরোত্তমম্।
সুপর্বণঃ সুলোম্নশ্চ নগরং মহিষস্য চ॥৩৮
তত্রাস্তে সুরসাপুত্রঃ শতশীর্ষোমুদাযুতঃ।
কশপস্য সুতঃ শ্রীমান্বাসুকির্নাম নাগরাট্॥৩৯
এবং পুরসহস্রাণিনাগদানবরক্ষসাং।
ষষ্ঠে তলেঽস্মিন্ বিখ্যাতে শিলাভৌমে রসাতলে॥৪০
সপ্তমেতু তলে জ্ঞেয়ং পাতালে সর্ব্বপশ্চিমে।
পুরং বলেঃ প্রমুদিতং নরনারীসমাকুলম্॥৪১।

৫০ অধ্যায়

বঙ্গার্থ—পাতালের প্রথম তলের মৃত্তিকা সকল কৃষ্ণবর্ণ;

অসুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রশত্রু নমুচি; মহানাদ, ধনঞ্জয়, মাহেন্দ্র, কলভ ও কালিয় নাগ প্রভৃতি নাগ, দানব ও রাক্ষস-বংশীয়গণের সহস্র সহস্র পুরী ও মনোরম অট্টালিকাদি তথায় বর্ত্তমান। দ্বিতীয় তলের মৃত্তিকা পাণ্ডুর বর্ণ, এখানে দৈত্যেন্দ্র মহাজম্ভ, হয়গ্রীব, কৃষ্ণ, নিকুম্ভ, শঙ্খ, গোমুখ, কম্বল ও অশ্বতর নাগ, কদ্রুনন্দন মহাত্মা তক্ষকপ্রভৃতি দানব, রাক্ষস ও নাগ সকলের সুমনোহর পুরী ও নগর সহস্র বর্ত্তমান। তৃতীয় তলের মৃত্তিকা পীতবর্ণ, এখানে মহাত্মা প্রহ্লাদ, রাক্ষসরাজ কুম্ভিল, খর, বিরাধ, উল্কামুখপ্রভৃতি নাগ, দানব ও রাক্ষসগণের সহস্র পুর ও নগর বর্ত্তমান। চতুর্থতলে দৈত্যসিংহ কালনেমী, রাক্ষসেন্দ্র সুমালি ও বৈনেতয়গণের বাসস্থান, তাহার নাম রসাতল। পঞ্চমতল শর্করা ভূমিতে বহুযোজন বিস্তৃত ধার্ম্মিক দৈত্যেন্দ্র বিরোচনের নগর। ষষ্ঠতলে দৈত্য-পতি কেশরী, সুর্পব, সুলোমা, মহিষপ্রভৃতির সুরম্য নগর এবং মহর্ষি কশ্যপপুত্র নাগরাজ শতশীর্ষ কিরিটযুক্ত শ্রীমান্ বাসুকির নগর ও সহস্র পুরী বর্ত্তমান। এই ষষ্ঠতল শিলাভূমি নামে বিখ্যাত অর্থাৎ পর্ব্বত-সঙ্কুল। পাতালের সর্ব্ব পশ্চিমে বহুযোজন বিস্তৃত পরম রমণীয় পুরী সকল নরনারী পরিপূর্ণ বলিরাজার বাসস্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ওঁ

সংক্ষিপ্ত ভূগোল-সার

সংস্কৃতবহুল আর্য্যভূগোল সাধারণের বুঝিবার জন্য ভৌম প্রকরণের সংক্ষিপ্তসার এখানে প্রকাশ করিলাম।

ভূগোলের অবস্থান—পরব্রহ্মের অপার মহিমায় ধারণাত্মিকা শক্তি—

মাধ্যাকর্ষণবলে, সজলস্থল অণ্ডরূপী ভূগোল শূন্যমধ্যে আপন কক্ষে অবস্থিত রহিয়াছে।

আকার—ভূমণ্ডল চক্রবৎ গোলাকার; কেহ কদম্বপুষ্প বা বটফলের সহিত উপমা দিয়াছেন; কেহ বা লৌহকটাহবৎ বলিয়াছেন—দুইটী লৌহ কটাহ উপর্য্যুপরি রাখিলে যেরূপ হয়, ভূগোল সেইরূপ। ইহার চতুর্দ্দিক্ মহাসাগর, মেখলাকারে পরিবেষ্টিত।

নাম—মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী অসংখ্য দ্বীপের মধ্যে জম্বু, শাক, শ্বেত, পুষ্কর, কুশ, ক্রৌঞ্চ ও শাল্মলী, এই সপ্তদ্বীপ প্রধান। নানাবিধ পর্ব্বত, নদী ও জনপদসমন্বিত প্রাগুক্ত দ্বীপ সকলের মধ্যে জম্বুদ্বীপ ভিন্ন, অন্যান্যদ্বীপের নাম, রূপ ও অবস্থার সহিত বর্ত্তমানের সমতা না থাকায়, কেবল জম্বুদ্বীপের বিষয়ই বর্ণিত হইল। জম্বুদ্বীপের অপরনাম সুদর্শন দ্বীপ। উহা দুই অংশে বিভক্ত; একের নাম পিপ্পল-স্থান (প্রাচীন মহাদ্বীপ, অপর মহাশশস্থান (নূতন মহাদ্বীপ) নামে কথিত।

জম্বুদ্বীপসংস্থান—জম্বুদ্বীপ মধ্যস্থিত রত্নসমন্বিত নীলগিরির (আলতাই)* অংশবিশেষই শাস্ত্রলিখিত সুমেরু পর্ব্বত; যাহার চতুর্দ্দিকে ভদ্রাশ্ব, কুরু, কেতুমাল ও ভারতবর্ষ নামে পুরাকালে চারিটী স্বতন্ত্র দ্বীপ ছিল। কেতুমাল বর্ষের প্রধান নগর রোম, কুরুবর্ষের প্রধান নগর সিদ্ধপুরী, ভদ্রাশ্ববর্ষের প্রধান নগর যমকোটি এবং ভারতবর্ষের প্রধান নগরী

---

* শাস্ত্রে নীলগিরির মধ্যেই অশেষ মণিমুক্তা ও রত্নের আকর সকলের বড় পর্ব্বতকে সুমেরু পর্ব্বত বলিয়াছেন। মোগলইতিহাসে আলতাই পর্ব্বতে স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর অসংখ্য খনি থাকায়, তাহাকে আলতাই সুনা বা সুবর্ণপর্ব্বত বলিত। মেরুমধ্যে ইলাবৃতবর্ষ বা স্বর্ণরাজ্য, ইহার চতুর্দ্দিকে কুরু, ভারতবর্ষ প্রভৃতি চারিটী বর্ষ। কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ অনেকে সুমেরুপর্ব্বত কোন অজ্ঞাত স্থানে এমত বলিয়া থাকেন।

লঙ্কা নামে প্রসিদ্ধ। নৈসর্গিক নিয়মে ইহাদের মধ্যবর্ত্তী জল সরিয়া যাইয়া একটী মহাদ্বীপে পরিণত হইয়াছিল; তাহাই বর্ত্তমান এসিয়া। এই জম্বুদ্বীপ অষ্টাদশ সহস্র ছয়শত যোজন বিস্তৃত। বর্ত্তমান এসিয়ার পরিমাণ ফল ৫৬২ লক্ষ বর্গ মাইল।

পর্ব্বত ও বর্ষ সকল—হিমালয়, নিষধ, হেমকূট, নীল, শ্বেত, ও শৃঙ্গবান্ এই ছয়টি বৃহৎ পর্ব্বত পূর্ব্বহইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। সর্ব্বদক্ষিণে হিমালয়, তদুত্তর নিষধ, এইরূপে পর পর ছয়টী পর্ব্বতের অবস্থানজনিত জম্বুদ্বীপ সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়; হিমালয় ও নিষধ পর্ব্বতের মধ্যে হৈমবতবর্ষ (তিব্বত) হেমকূটের দক্ষিণে হরিবর্ষ (চীন সাম্রাজ্য) নীলপর্ব্বতের দক্ষিণ ও হেমকূটের উত্তরে ইলাবৃতবর্ষ বা মানবের আদিজন্ম ভূমি (মঙ্গলিয়া); নীলপর্ব্বতের উত্তরে হিরণ্যক-বর্ষ, শ্বেতপর্ব্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ ও শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উত্তর উত্তর মহাসমুদ্রের দক্ষিণে ঐরাবতবর্ষ। হিরণ্য, শ্বেত ও ঐরাবতবর্ষ বর্ত্তমান রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সাইবেরিয়া প্রদেশ বলিয়াই বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। পুরাকালে আরাল ও বৈকাল হ্রদ একত্রে ছিল। ঋগ্বেদে আর হ্রদের অপর পার অগম্য ছিল এমত উল্লেখ আছে। যে সাতটীবর্ষের উল্লেখ হইল, উহা সমস্তই এসিয়ার অন্তর্গত। পর্ব্বত ছয়টী পূর্ব্ব পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এমত উল্লেখ থাকায়, বোধ হয় সেই প্রাচীনতম যুগে সমুদ্র ইউরোপকেও এসিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল এবং চীনসাম্রাজ্য পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমানের ন্যায় এতদূর বিস্তৃত ছিল না। জম্বুদ্বীপেশ্বর অগ্নীধ্র আপন নয় পুত্রকে জম্বুদ্বীপ বিভাগ করিয়া দেওয়ায়, পূর্ব্বলিখিত সাতটীবর্ষ হইতে গন্ধমাদনবর্ষ ও কিম্পুরুষবর্ষ নামে আর দুইটী বর্ষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত বর্ষসকল যে বর্ত্তমান এসিয়ার প্রাচীনতম প্রদেশ, তাহা

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। বৈদিকযুগের ঋষিগণ জম্বুদ্বীপ ভিন্ন অন্য ছয়টী দ্বীপের যে সকল বিবরণ লিপি করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান ভূগোল হইতেও যেন সমধিক অবগত ছিলেন। ঋগ্‌বেদের ষষ্ঠমণ্ডলের সাতাইশ সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে "যৎ হরিয়ূপীয়াযাং" এবং অষ্টমমণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে "রুমে রুশমে" শব্দ প্রয়োগ দৃষ্টে বোধ হয়, ইউরোপ মহাদেশ এবং ইটালি ও রুশিয়া প্রভৃতি দেশ সকল তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। শাকদ্বীপের পুরাতত্ত্ব ঐতিহাসিকগণ প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত পুরাতন দ্বীপ সকলের বিবরণ দৃষ্টে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ চেষ্টা করিলে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবেন। এখানে আমরা পুরাতন মহাদ্বীপের আফ্রিকা সমম্বন্ধে কোন বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সেই প্রাচীন বৈদিকযুগে হয় ত আফ্রিকার উৎপত্তিই হয় নাই। আফ্রিকার সাহারা প্রভৃতি মরুভূমির প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে এখনও সাগরগর্ভনিহিত বলিয়াই যেন বোধ হয়; সমুদ্র হইতে উৎপন্ন ভূমিসকল বসতের উপযুক্ত হইতে বহু সময়ের দরকার; কিংবা উল্লেখিত সপ্তদ্বীপের কোন একটী আফ্রিকা হইতে পারে।

ভারতবর্ষ।

সীমা—যাহার দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্ব্বে কিরাত (পর্ব্বতত্রিপুরা) দেশ, উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, পশ্চিমে যবন (আরব) দেশ, তাহার নাম ভারতবর্ষ। মনু ভারতের পূর্ব্ব পশ্চিমদিকে সমুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া-ছেন। বৈদিগযুগে মগধের পূর্ব্বে ও সিন্ধুর পশ্চিমে সমুদ্র ছিল—স্থানান্তরে আমরা প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি।

পর্ব্বত—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সাতটী ভারতের কুলপর্ব্বত অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত। হিমালয় দেবগণের বাসস্থান বিধায় তাহাকে ভারতবর্ষ হইতে ভিন্ন করিয়া স্বর্গ-রাজ্যমধ্যে ভুক্ত করা হইয়াছে। হিমালয়নিঃসৃত সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, ব্রহ্মপুত্র, সরস্বতী, দৃষদ্বতীপ্রভৃতি নদী সকলকে তদ্ধেতুই পুণ্যতোয়া বলা হইয়াছে।

নদী—উপরোক্ত সাতটী কুলপর্ব্বতহইতে যে সকল নদী নির্গত হইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, তাহাদের নাম উৎপত্তি মূলপ্রবন্ধে লিখিত থাকায় পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

জনপদ—প্রাচীন শতাধিক জনপদের নাম মূল প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে, অধিকনামেরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তথাপি অদ্যাপি বৈদিকযুগের বহু নাম বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আকার—ইহা ত্রিকোণাকার। বৈদিকগ্রন্থে ইহাকে ধনুর আকার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; নর্ম্মদা নদী উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরভাগ আর্য্যাবর্ত্ত, ও দক্ষিণভাগে দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য বলিয়া কথিত। উত্তর দক্ষিণ দৈর্ঘ্যে একসহস্র যোজন। (পরিমাণটী অতিরিক্ত দেখা যায়)

নামনিরুক্তি—মনু ভারতীয় প্রজাগণকে ভরণ করিতেন, তদ্ধেতু ইহার নাম ভারত। দুষ্মন্ততনয় ভরতের নামানুসারে তদীয় রাজ্য ভারতবর্ষ নামে খ্যাত। মহারাজ অজনাভ, নাভি ও পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের নামানুসারে ভারতবর্ষকে অজনাভবর্ষ, নাভিবর্ষ ও হিমাহ্ববর্ষও বলিয়া থাকে। পৌরাণিকযুগে উহাকে ভূ বা পৃথিবী কহিত। মহারাজ পৃথুর নাম হইতেই ভারতবর্ষের নাম পৃথিবী হইয়াছিল।

সাধারণ বিবরণ—ভারতবর্ষের স্ত্রী ও পুরুষ সকল বিভিন্নবর্ণ, ভারত-

বাসিগণ বহুবিধ দেবদেবীর উপাসনা করেন। এখানে ধর্ম্মমত বহু ও নানাবিধ কর্ম্মাসক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের বাসস্থান। লোক সকলের পরমায়ু শত-বৎসর। এই ত গেল বৈদিক যুগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

চতুর্দ্দশ ভুবন।

দেবলোক—পৌরাণিকযুগে জম্বুদ্বীপের উপরার্দ্ধ-সপ্তবর্ষ—ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ, ও সত্যলোক নামে কথিত; উহা দেবগণের বাসস্থানভূমি নিবন্ধন দেবলোক নামে প্রসিদ্ধ। জম্বুদ্বীপের নিম্নার্দ্ধ সপ্তভাগে বিভক্ত হইয়া অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমান্, মহাতল, সুতল ও পাতাল,—নাগ, রাক্ষস ও অসুরগণের বাসহেতু সপ্তপাতাল নামে বিখ্যাত। সপ্ত-পাতাল এবং সপ্তদেবলোকের সমষ্টিই চতুর্দ্দশ ভুবন।

ভূলোক—ভারতবর্ষের অন্যতর নাম। পৃথুরাজার নামানুসারে ইহাকে পৃথিবী বলিত। এই সম্বন্ধে সাধারণে হয় ত আপত্তি করিতে পারেন "পৃথিবী" শব্দ ভূমণ্ডলদ্যোতক, আমরা ভারতবর্ষকে বলি কেন? মূলপ্রবন্ধে অথর্ব্ববেদ ও মহাভারতের প্রমাণ অধ্যাহার করিয়াছি, সুতরাং পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

দেবাসুরযুদ্ধে দৈত্যদানবগণকর্ত্তৃক দেবগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া, ভূ বা ভারতবর্ষে পিতৃগণ ও মনুষ্যগণসহ সরস্বতীতীরে উপনিবিষ্ট হইয়া ক্রমে সমস্ত ভারতভূমিকে আপনাদের অধিকারভুক্ত করেন। তদবধি ভুবাদি-লোক সকলের সহিত সম্পর্ক রহিত হয়; ক্রমে শতসহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে আধুনিক যুগে ভুব, স্বর্গপ্রভৃতি অন্যান্য লোক সকলকে

পারলৌকিক ভাবিয়া পুরাণকর্ত্তাগণ পাপপুণ্যের অধিকারী ভেদে মরণান্তে তথায় গমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মুল প্রবন্ধে ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ ও সত্য বা ব্রহ্মলোক সকল যে পারলৌকিক কিংবা শূন্যগর্ভ কোন বস্তু নহে, তাহার বেদসম্মত প্রমাণাদি অধ্যাহার করিয়াছি, সুতরাং এখানে পুনরালোচনা না করিয়া, পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন—তাঁহারা মনোযোগ-পূর্ব্বক তত্তৎ গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া দেখিবেন। স্বর্গ যে পাদগম্য ও বহু মনুষ্য যে সশরীরে গমনাগমন করিতেন, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। সামান্য কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

সপ্তপাতাল—জম্বুদ্বীপের নিম্নার্দ্ধ পুরাণবর্ণিত সপ্তপাতাল আমেরিকা নামে প্রসিদ্ধ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জেনোবানিবাসী নাবিকপ্রবর কলম্বস্ যে নূতন মহাদ্বীপ আবিষ্কারপূর্ব্বক পাশ্চাত্যজগতে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সংস্থান করিয়াছেন, ভারতের আদি সভ্য আর্য্য ঋষিগণের নিকট উক্ত মহাদেশ অজ্ঞাত ছিল না। পুরাণবর্ণিত সপ্তপাতাল, মহাভারতীয় "মহাঁশশস্থান"—শশক ন্যায় দুইটী লম্বকর্ণই নামের নিরুক্তি। কশ্যপদ্বীপ—গ্রিনল্যাণ্ড—দক্ষিণকর্ণ এবং নাগদ্বীপ—আলস্কা—বামকর্ণ-স্থানীয়। বর্ত্তমান কেনেড়া, ইউনাইটেডষ্টেটস্, মেক্সিকো, ব্রাজিল, বলীভিয়া, আর্জেণ্টাইন, পেটাগণিয়া প্রভৃতি প্রধান সপ্তরাজ্য যেন অতল, বিতল, রসাতল প্রভৃতি সপ্তম পাতালের প্রতিচ্ছায়া। বর্ত্তমান বলীভিয়া রাজ্য পুরাণবর্ণিত সপ্তম পাতালের অধিপতি বলিরাজার রাজ্যের বিকৃত নাম মাত্র।

শাস্ত্রকথিত স্বর্গের দেবগণ বিতাড়িত দৈত্য, দানব ও নাগগণ পাতালে গমন করিয়া আপনাদের পুর, নগর ও রাজ্য সকল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাদের উত্তরপুরুষগণ আজ আমেরিকায় রেড্ ইণ্ডিয়ান নামে সংসূচিত। তাহাদের কৃত "রামসীতোয়া" উৎসব; পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণকর্তৃক আমেরিকার ভূগর্ভ হইতে প্রস্তর

ও পিত্তলাদি ধাতুনির্ম্মিত হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তি উদ্ধার; হিন্দুর তৈজস-পাত্রের অনুরূপ তৈজসাদির আবিষ্কার; এবং তথাকার হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা কি ভারতবাসী ভিন্ন অন্য কোন জাতির প্রাচীন কীর্ত্তি বলা যাইতে পারে? ভারতবাসীর পাতাল গমনের ইতিহাস শত শত বর্ত্তমান। পাণ্ডববীর মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন, স্বর্গরাজ্যে কৃতাস্ত্র হইয়া ইন্দ্রাদেশে মাতলিপরিচালিত গগনবিহারী অত্যাশ্চর্য্য রথে পাতালরাজ্যে গমনকরতঃ দেবশত্রু কালকেয় ও নিবাতকবচ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত অনুচরগণের পুরীধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে সংবশে বিনাশ করিয়াছিলেন। নাগ-সম্রাট্ বাসুকির বিবরণ দৈবতপ্রকরণে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের সভানির্ম্মাতা ময়দানব, রাবণরাজের মাতামহ সুমালি, বৃন্দাবনের কালিয়নাগ, পরীক্ষিতরাজার বিনাশকারী তক্ষকনাগ, হিরণ্যকশিপুর পুত্র ভক্ত-প্রহ্লাদের রাজ্য ও বামন-বিষ্ণু বিতাড়িত বলির পুরী সকলের বর্ণনা তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে উল্লেখ আছে পাতালরাজ্যের দিবারাত্রি ভারতবর্ষের বিপর্য্যয়; অর্থাৎ ভারতে যখন দিবা, পাতালে তখন রাত্রি, এবং পাতালে যখন দিবা, ভারতে তখন রাত্রি। এ সমস্ত জাজ্জ্বল্য প্রমাণ বিদ্যমানসত্ত্বেও যাঁহারা আমেরিকাকে আর্য্যদিগের অজ্ঞাত বলিতে কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহাদিগের শাস্ত্রপাঠের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।

মানবতত্ত্ব।

চতুর্থ অধ্যায়—আর্য্য-ইতিহাস।

এই অধ্যায়ে আমরা আর্য্যদিগের সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিব। অনেকের মুখেই শুনা যায়, ভারতের কোন ইতিহাস নাই; কিন্তু আমরা তাঁহাদের এই উক্তির খণ্ডনার্থে শ্রুতি, মহাভারত ও পুরাণাদিতে যে ইতিহাস শব্দ স্পষ্ট উল্লেখিত হইয়া, তাহার উপকরণ সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাই প্রদর্শণ করিব। ইতিহাস শব্দের অর্থ পুরাবৃত্ত বা প্রাচীন আখ্যান। ইতিহ শব্দ—অস্ ধাতু+ঘঞ্ প্রত্যয়ে

ইতিহাস শব্দের ব্যুৎপত্তি

ইতিহাস পদ সাধিত। ইতিহ শব্দের অর্থ পরম্পরাগত উপদেশ বা প্রবাদ ও প্রাচীন কথা। আর্য্যশাস্ত্রমতে (ক) "যাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ এবং পুরাবৃত্ত কথা আছে, তাহাই ইতিহাস।" ভাষ্যকার শ্রীধরস্বামীর মতে (খ) "ঋষি-প্রোক্তাদি বহুবিধ আখ্যান, দেব ও ঋষি-চরিত, এবং ভবিষ্যৎ অদ্ভুত কর্ম্মাদি যাহাতে আছে, তাহাই ইতিহাস।" পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে (গ) "জগতের অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনা বর্ণনাদ্বারা সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধিজনক বিবরণই ইতিহাস।" সুতরাং উপরোক্ত ত্রিবিধ মতানুসারেই পুরাণ সকলকে ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পঞ্চমবেদ মহাভারতও ইতিহাস। (১)

(১) ধর্ম্মকামার্থযুক্তানি শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
লোকযাত্রাবিধানঞ্চ সর্ব্বং তদ্দৃষ্টবানৃষিঃ ॥ ৪৯

নানাবিধ ছন্দো-বন্ধে লিখিত বিধায় ইহাকে কাব্য ইতিহাস বলা যাইতে পারে। মহাভারতে ধর্ম্মশাস্ত্র—বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ সকলের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের অনুধাবন, ত্রিকালের ঘটনা সকল, কালবিভাগক্রমে নির্দ্ধারণ, জন্ম মৃত্যু, জরা ব্যাধি, চিকিৎসা, নানাবিধবর্ণ ও আশ্রম সকলের আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, যুদ্ধ, রণনৈপুণ্য, সেনা, ব্যূহ, দুর্গ, পুর, নগরনির্ম্মাণ, পূর্ত্তকার্য্য, পবিত্র তীর্থ, নদী, পর্ব্বত, জনপদ, অধিবাসী ও রাজন্যবর্গের চরিত্র ও বংশানুচরিত, আত্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনৈতিকতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, জ্ঞানবৃদ্ধিজনক সুললিত উপাখ্যান ইত্যাদি সমস্তই বর্ণিত আছে। সুতরাং "আর্য্যের ইতিহাস নাই" এই কথা কিরূপে স্বীকার করা যায়।

মহাভারতই ইতিহাস

আর্য্যের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ মহামান্য বেদে, বহুঐতিহ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। বৈদিক ঐতিহ্য সকলের নাম গাথা, গাথা সকল গদ্যে লিখিত। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ সকল বেদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উল্লেখ আছে—'দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি সনৎকুমারকে বলিতেছেন—হে ভগবন্ আমি ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব চারিবেদ, পঞ্চম বেদ মহাভারত, ইতিহাস, পুরাণ ও তর্কশাস্ত্র-প্রভৃতি নানাবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছি।' (২)

ইতিহাসাঃ সবৈয়াখ্যা বিবিধাঃ শ্রুতয়োঽপিচ।
ইহ সর্ব্বমনুক্রান্তমুক্তং গ্রন্থস্য লক্ষণম্ ॥ ৫০। ১ অ। আদিপর্ব্ব।

(২) স হোবাচ ঋগ্‌বেদং ভগবঃ অধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদং অথর্ব্বাণাং চতুর্থমিতিহাস পুরাণম্ পঞ্চমবেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধি বাকোবাক্যম্। একায়নং বেদবিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভুতবিদ্যাং ক্ষেত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যা মেতৎ ভগবঃ অধ্যেমি।

আর্য্যইতিহাস।

আর্য্যশব্দের ব্যুৎপত্তি।

আয্যশব্দ ঋ ধাতু ণ্যৎ প্রত্যয়ে সাধিত। ঋ ধাতুর অর্থ গমনার্থক বলিয়া জ্ঞানার্থক, সুতরাং যাহারা জ্ঞানশীল, অথবা যাহারা শাস্ত্রের পার প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই আর্য্য—ইহাই বুৎপত্তিলভ্য অর্থ। আর্য্যগণ যে মহাশ্রেষ্ঠ, কুলীন, সাধু, সভ্য, সজ্জন, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সর্ব্বগুণাধার, ঈশ্বরভক্ত, তাহাই অভিধানে বিবৃত হইয়াছে। যাস্ক নিরুক্তিতে আয্য শব্দের অর্থ ঈশ্বর করিয়াছেন, অতএব আর্য্যশব্দ ঈশ্বরপুত্র-বোধক; আর্য্যেরা ভগবৎসন্নিকর্ষলাভমানসে তন্ময় হইতেন, সাংসারিক সুখ-দুঃখে কখনও বিচলিত হইতেন না বলিয়াই ঈশ্বরপুত্ররূপ সুমহান্ বাক্যে অভিহিত হইয়াছেন। সায়ণাচার্য্য ঋগ্‌ভাষ্যে আর্য্য শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"বিজ্ঞ, যজ্ঞানুষ্ঠাতা, অরণীয় বা সর্ব্বগন্তব্য, উত্তমবর্ণ, ত্রৈবর্ণিক, কর্ম্মানুষ্ঠানজন্য শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রগ্রন্থ সকল ও সমধিকগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে আর্য্যশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ত্রিবর্ণকে আর্য্য বলিয়াছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কিন্তু আর্য্যশব্দের ভিন্ন রূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন 'অর্' ধাতু হইতে আর্য্যপদ সাধিত হইয়াছে। অর্ ধাতুর অর্থ কর্ষণ, অর্থাৎ ভূমিকর্ষণ বা হালচাষই যাহাদের জীবিকা ছিল; এই অর্থে আর্য্যগণ সাধারণ কৃষকসম্প্রদায়ভুক্ত। পাশ্চাত্য লাটিন, গ্রীক, শাকসন্ প্রভৃতি ভাষায় 'অর্' ধাতু হইতে কৃষিবাচকশব্দ নিষ্পন্ন হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ আর্য্য নামে অভিহিত হইবার দাবি করিলেও, সংস্কৃত-ভাষায় যখন অর্ নামে কোন ধাতু নাই, এবং আর্য্যশব্দ ঋ ধাতু

হইতে উৎপন্ন, তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এমত গ্রহণ করার কোন কারণ নাই। ভারতীয় সুসভ্য প্রাচীন আর্য্যগণকে সামান্য কৃষকের সন্তান প্রমাণ করাই এই ভ্রান্তমত সৃষ্টির অন্যতর কারণ।

আর্য্য ও অনার্য্য।

জগতের সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে বহু স্থানে আর্য্যশব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। (১৭) বেদে বর্ণিত আছে আদিজন্মভূমি বা স্বর্গরাজ্যে সুর বা দেবতা এবং অসুর বা দৈত্যদানব নামে দুই শ্রেণীর নর বাস করিতেন। দেবগণ জ্ঞানবৃদ্ধ ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন—যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেন। দৈত্য-দানবগণ নিজবলে বলীয়ান্ হইয়া ধর্ম্মের বড় একটা ধার ধারিতেন না, ইহ সংসারে সুখভোগ করাই জীবনের চরম উৎকর্ষ মনে করিতেন। বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট দেবতা ও দৈত্য-দানবগণমধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইত; বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থে ইহাই দেবাসুর যুদ্ধ বলিয়া কথিত। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ বলিতেছেন—"স্বর্গবাসী দেবতা ও দৈত্যদানবগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃলোকবাসিগণ এক পক্ষে; এবং অসুর, রাক্ষস ও পিশাচাদি অপর পক্ষে। দেবতাগণ সংখ্যায় ন্যূন এবং অসুরগণ সংখ্যায় অধিক ছিলেন। সেই যুদ্ধে দেবগণ অসুরদিগের নিকট পরাজিত হইয়া, তাঁহাদের বৈশ্যতা স্বীকার করেন। এইরূপে দৈত্যগণ সবান্ধবে দেবগণকে পরাভূত করিয়া ত্রিলোক জয়করতঃ অত্যন্ত প্রবল

(১৭) বিজানীহ্যার্য্যান্যে চ দস্যবঃ॥ ১।৫১ সূ। ৮ম, ঋগ্বেদ।
বিদ্বান্ বজ্রিন্দস্যবে হেতিমস্যার্য॥ ১।১০৩। ১ম ঐ
ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমানমার্য্যং॥ ৩ ১৩০। ৮ম ঐ

হইয়াছিলেন। তদনন্তর অসুরগণ স্বর্গরাজ্যে যদৃচ্ছাভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন; ইন্দ্রাদি দেবগণ দুঃখের সহিত ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। পিতৃলোকবাসিগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া দক্ষিণদিকে এবং ভগবান্ বৈবস্বতমনু দৈত্যদানবের উপদ্রবে ভারতবর্ষে আসিয়া যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। (১৮) দৈত্যদানবেরা মনুকে বাধা দিলে অদিতিনন্দন বিষ্ণু দেবতাদিগকে সহায়তা করিয়া, স্বর্গরাজ্যহইতে ভূলোকে বা ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে ইহাকেই মনুর উত্তরগিরির অবসর্পণ বলিয়াছেন।

শীতপ্রধান দেশহইতে নবাগত শ্বেতবর্ণ জনগণসঙ্গে অধিকার স্থাপন জন্য ভারতের আদিনিবাসী কৃষ্ণত্বচ্‌দিগের ভীষণ সংঘর্ষণ হইয়াছিল। ঋগ্বেদ একটি যুদ্ধের বিবরণে বলিতেছেন—"হে ইন্দ্র! তুমি পিপ্রু, মৃগয়, শূশুবাংস নামক দলপতিদিগকে বধ করিয়াছ, বিদথতনয় ঋজিশ্বকে বশে আনিয়াছ, শম্বরের সুদৃঢ় পুরসকল অতিজীর্ণের ন্যায়

(১৮) "দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্॥ কৃষ্ণযজু ১২২ পৃষ্ঠা
দেবা মনুষ্যাঃ পিতরস্তে অন্যত আসন।
অসুরা রক্ষাংসি পিশাচাস্তে অন্যতঃ॥ ঐ ১৩১ পৃষ্ঠা
কনীয়াংসো দেবা আসন্ ভূয়াংসোঽসুরাঃ॥ ঐ ৩৩১ পৃঃ
তান্‌দেবান্ অসুরা অজয়ন্ তে দেবা পরাজিতা
অসুরাণাম্ বৈশ্যম্ উপায়ন্॥ ঐ ১৪৪ পৃঃ
ত্রৈলোক্যং বশমানীয় জিত্বা দেবান্ সবান্ধবান্।
দানবা যজ্ঞভোক্তার শুভ্রা সন্ বলবত্তরাঃ॥ পদ্মপুরাণ ১২। ৩০৩
ততোঽসুরা যুদ্ধকামং বিহরন্তি ত্রিপিষ্টপে।
ব্রহ্মলোকে চ ত্রিদশাঃ সংস্থিতা দুঃখকর্ষিতা॥ বামনপুরাণ
দক্ষিণাং পিতরঃ—মনুঃ পৃথিব্যাং যজ্ঞিয়মৈচ্ছৎ॥ কৃষ্ণযজু ১৫৫ পৃষ্ঠা

বিদীর্ণ করিয়াছ, এবং পঞ্চাশৎ সহস্র কৃষ্ণত্বচ্ লোক মারিয়াছ"। (১৯) এই ঋগ্‌মন্ত্রের অর্থপ্রতি লক্ষ্য করিয়া বেদবিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, নবাগত বৈবস্বতমনুপ্রভৃতির ভারতবর্ষে প্রথম অধিনিবেশস্থাপনসময়ে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতেই পঞ্চাশৎ সহস্র আদিম নিবাসিগণের প্রাণসংহার হইয়াছিল। জিতজেতার বিদ্বেষবশতই ভারতের আদিমনিবাসিগণ বেদে দস্যু ও অনার্য্যসংজ্ঞায় অভিহি হইয়াছে।

দেবতা ও ব্রাহ্মণ এক

বৈবস্বতমনুপ্রভৃতি আগন্তুকগণ ভারতে আসিয়া প্রথমে দেবতা নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মনুসংহিতা প্রোক্ত "দেবনির্ম্মিত দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত", অথর্ব্ববেদোক্ত "মনুনির্ম্মিত দেবপুরী অযোধ্যা", মৎস্যপুরাণোক্ত "ভূলোক দেবলোক", বায়ুপুরাণোক্ত "ভৃগু ও অঙ্গিরার বংশোদ্ভবগণ দেববংশ" ইত্যাদি স্থানান্তরে উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর প্রমাণেই প্রকাশ পায়। বর্ত্তমান সময়েও তাঁহাদের অধস্তন ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে "দেবশর্ম্মণঃ", "ভূদেব", ইত্যাদি উপাধিদ্বারা দেববংশেরই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। যে সময়ে ভারতাগত দেবগণ আপনাদিগকে আর্য্যনামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তখনহইতে তাঁহাদের বিরুদ্ধাচারী ভারতের আদিমনিবাসী দস্যুগণ অনার্য্য সংজ্ঞার-বিষয়ীভূত হইয়াছে।

আর্য্যদিগের আদিনিবাস।

আর্য্যগণের আদি জন্মভূমি কোথায়? কোন্ স্থানে আদি মানব বিরাট্ বা ব্রহ্মা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন? যাঁহার পদধূলি সংস্পর্শে

(১৯) ত্বং পিপ্রুং মৃগয়ং শূশুবাংসং ঋজিশ্বনে বৈদথিনায় রন্ধীঃ।
পঞ্চাশৎ কৃষ্ণা নিবপঃ সহস্রাৎকং ন পুরো জরিমা বিদর্দঃ॥
১০। ১৬। ৪ম, ঋকবেদ॥

সেই পবিত্র ভূমিখণ্ড জগতে মহাতীর্থভূমিরূপে পরিগণিত হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তর করা কিংবা তাহার প্রকৃত অবস্থাননির্দ্দেশ করা মানব-বুদ্ধির সাধ্যাতীত'। তবুও পণ্ডিতগণ মিশর, ইরান্, ব্যাকট্রিয়া, তুরুষ্ক, পারস্য, হিন্দুকুশ, উত্তরকুরু, ককেশস্, কাশ্মীর, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, ইউফ্রেটিশবেলাভূমি, মঙ্গোলিয়া, এবং মাডাগাস্কর, লঙ্কা, বারিণপ্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। মহামান্য ঋগ্বেদ বলিতেছেন "কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্" অর্থাৎ প্রথমজাত মানবকে কে দেখিয়াছে? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রাচীন গ্রীসের বয়স তিন সহস্র বৎসর, রোমের বয়স কিঞ্চিদধিক দ্বিসহস্র বৎসর, মিশরের পিড়ামিড্ সার্দ্ধ তিন সহস্র বৎসর, খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থ বাইবলের বয়স কেহ বলেন চারি সহস্র, কেহ বলেন কিঞ্চিদধিক, ইসলামধর্ম্ম কোরানের বয়স প্রায় চতুর্দ্দশ শত বৎসর, মহাত্মা যিশুখৃষ্টের জন্ম দুই সহস্র বৎসর, ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্ম সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর; কিন্তু সনাতন আর্য্যধর্ম্মের বয়স অদ্যাপি কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ পঞ্চ সহস্র, কেহবা অষ্ট-সহস্র, কেহ বা ততোধিকও বলিয়া থাকেন, সম্প্রতিক লণ্ডনস্থ কোন পণ্ডিত পৃথিবীর বয়স বহু লক্ষবৎসর বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বস্তুতঃ আর্য্য-ধর্ম্মের বয়স কেহই নিরূপণ করিতে পারেন নাই। আর্য্যধর্ম্মের প্রধান গ্রন্থ বেদ জগতে সভ্যজাতির আদি উৎকর্ষ, ইঁহার প্রাচীনতাসম্বন্ধে সকলেই একমত। সুতরাং যখন বেদই সেই পবিত্রভূমির নির্দ্দেশ করেন নাই, তখন আধুনিক গ্রন্থসকলে মানবের আদিজন্মভূমি কিংবা আর্য্যগণের আদিনিবাস স্পষ্ট উল্লেখ থাকার বিষয় নহে। বর্ত্তমানে যাঁহারা আর্য্যগণের ভারতাগমন বেদাদি শাস্ত্রদ্বারা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদের বিভিন্ন মতসকল পাঠকগণের অবগতিজন্য

সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম, ভালমন্দ বিচারভার পাঠকগণের প্রতিই ন্যস্ত রহিল।

"বিশ্বকোষ" প্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চল সরস্বতী নদীর উপকূলস্থ সারদা প্রদেশ হইতে আর্য্যগণ ভারতে আগমন করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করিয়া তৎসমর্থনে প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন জগতের আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদে মানবের আদি জন্মভূমির স্থান নির্দ্দেশ না থাকিলেও আর্য্যগণের প্রসঙ্গে যে সকল দেশ, নগর, নদী ও পর্ব্বতাদির উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানে যে তাঁহারা বাস করিতেন এমত স্বীকার করিতে হয়, কেননা আর্য্যঋষিগণ প্রীতি, সম্ভ্রম, ভয় ও ভক্তিভাবে যে যে দেশের উল্লেখ করিয়াছেন, তত্তৎস্থানে তাঁহাদের কিংবা তাঁহাদের পূর্ব্বপিতৃপুরুষগণের কোনরূপ সংশ্রব ছিল। হয় ত তাঁহারা সেই সব স্থানে কোনরূপ যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিংবা সেই স্থানহইতে কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্যই বেদে তত্তৎস্থানের নাম উক্ত হইয়াছে। প্রাচীন জাতি সকলে দৃষ্ট হয়, যাহাদ্বারা তাঁহারা কিছুমাত্র উপকার পাইতেন, যাহাকে দেখিলে ভয় হইত, যাহারা তাঁহাদের বিশেষ অনিষ্টকারী ছিলেন, তাঁহাদের তুষ্টিসম্পাদনার্থ দেবতা, গুরু প্রভৃতি জ্ঞানে সেই সেই বস্তু কি ব্যক্তিকে স্তুতি বা সম্বোধন করিতেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে সিন্ধু ও সরস্বতী নদীদ্বয়ের বারংবার উল্লেখ থাকায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন এই দুই নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকটই আর্য্যগণের আদিনিবাস ছিল।

ভূগোলবেত্তা পণ্ডিতবর টলেমি কাশ্মীর রাজ্যের উত্তরপশ্চিমে "সুয়াস্তিন" নামক একটি জনপদ ও নদীর উল্লেখ করিয়াছেন, এই নদী সিন্ধু ও গৌরীনামক নদীদ্বয় সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। বেদোক্ত কুভা ও সিন্ধুনদীকে আর্য্য ঋষিবৃন্দ অনেক স্তুতি করিয়াছেন, অথর্ব্ববেদ

ও মহাভারতে গৌরী নদীর নাম দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কৈলাসপর্ব্বতের উত্তরে গৌরীনামক একটি পর্ব্বতের উল্লেখ আছে, গৌরপর্ব্বতজাত নদী গৌরী হওয়া সম্ভবপর। গৌরীনদীর পূর্ব্বদিকে সুয়াস্তিন নামক নদী আছে, এই গৌরী ও সুয়াস্তিন নদীদ্বয় মিলিত হইয়া কাবুলের কুভা নদীতে মিশিয়াছে; বর্ত্তমান কাবুল বৈদিকযুগের গান্ধার দেশ। কাবুলে প্রবাহিত কুভা নদী পুনরায় সিন্ধুনদীতে মিলিত হওয়ায় টলিমি কথিত সুয়াস্তিন নদীকে কেহ কেহ সরস্বতী নদী বলিয়াই অনুমান করেন। পুরাতন নামগুলি অনেক স্থলেই বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সুয়াস্তিন নদী যদি সরস্বতী নদী হয়, তবে সারদাদেশ নিশ্চয়ই সুয়াস্তিন দেশ। কাশ্মীর প্রদেশে অদ্যাপি সারদানদীর নাম বিলুপ্ত হয় নাই সুতরাং সরস্বতীর উপকূলে কাশ্মীরপ্রদেশে যে একসময় আর্য্যগণের বাস ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

"পৃথিবীর ইতিহাস" প্রণেতা বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী ভারতবর্ষ নামক গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে বলিতেছেন, আর্য্যগণ ভিন্ন কোন স্থান হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। আর্য্যগণের আদিমনিবাসই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য যে যে দেশে আর্য্যগণের নানাবিধ কীর্ত্তিকলাপ ও বাস করার প্রমাণ পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইতেছে, তদুত্তরে তিনি আপন গ্রন্থে ইহাই সপ্রমাণ করিতে চান যে পুরাকালে আর্য্যগণ পারস্য, মিশর, গ্রীশ, রোমপ্রভৃতি দেশে গমন করিয়া আপনাদের অধিনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মধ্যএসিয়া বা ইরান দেশকেই আর্য্যগণের আদি বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা বলেন হিন্দুকুশ পর্ব্বত পার হইয়া আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতবাসীর মস্তকের করোটি সহ ককেশিয়ান্‌দিগের মস্তকের করোটির

সহিত এক বলিয়া তুলনা করিয়াছেন; এবং ভারতবাসিগণ যে ককেশিয়ান্ ও মঙ্গোলিয়ান জাতি, তাহা বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন। আর্য্যগণ যে ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন, ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠেই বলিয়া থাকেন।

মাননীয় বালগঙ্গাধরতিলক উত্তরকুরু (বর্ত্তমান সাইবেরিয়া), মানবের আদি জন্মভূমি, এই মতসমর্থনে এক বিস্তৃত গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় লিপি করিয়াছেন, এবং গণিতের প্রমাণদ্বারা ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে নৈসর্গিক নিয়মে শীতাধিক্যবশতঃ উহা মনুষ্যবাসের অযোগ্য হওয়ায় আদিম নিবাসিগণ পৃথিবীর নানাস্থানে গমন করিয়া দেশ ও কাল মতে বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছেন।

বেদাধ্যায়ী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্রবিদ্যারত্ন মহাশয় "মানবের আদিজন্মভূমি" নামকগ্রন্থে বেদাদি শাস্ত্রহইতে প্রমাণসংগ্রহ-পূর্ব্বক বলিতেছেন—স্বর্গরাজ্যে দেব ও অসুরগণের যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে দেবগণ পরাজিত হইয়া গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, যক্ষ, গুহ্যক, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, নাগ ও মনুষ্যগণ সহ ভারতে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। (২০) বৈবস্বত মনুপ্রভৃতি পিতৃলোকবাসিগণ দক্ষিণদিকে ভারতবর্ষে আসিবার সময় বামনবিষ্ণুর নেতৃত্বে অগ্নিদেব পথপ্রদর্শকের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রস্থানকালে তাঁহারা স্বস্তিবাচন করিয়া যে সকল সামগান করিয়াছিলেন, ভারতবাসিগণ অদ্যাপি শ্রাদ্ধকালে, স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সেই সকল সামবেদীয় মন্ত্র পাঠ করত পিতৃলোকের পুরাতন আবাস হইতে পিতা যাহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন,

---

(২০) গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা গুহ্যকাস্তু সরাক্ষসাঃ
সর্ব্বভূত পিশাচাশ্চ নাগাশ্চ সহ মানুষৈঃ
স্বর্লোকবাসিনঃ সর্ব্বে দেবা ভূবি নিবাসিনঃ। ২৮।৩৯অঃ বায়ুপুরাণ।

সেই পিতৃলোকসকলকে আহ্বান করিয়া থাকেন। (২১) ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ত্রিংশ স্থক্তের নবম মন্ত্রটিপাঠে ইহাই প্রমাণিত হয় যে আর্য্যগণ কোন দূরবর্ত্তী দেশহইতে আগমন করিয়াছিলেন। 'প্রত্নস্যোকসঃ' শব্দে পুরাতন আবাস বুঝায়। (২২) শাস্ত্রে পিতৃলোক বলিয়া একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। আর্য্যগণের শ্রাদ্ধকার্য্যে পিতৃলোকের তৃপ্ত্যার্থে পিণ্ড ও ভোজ্যাদি প্রদানের বিধান আছে, তাঁহাদিগকে স্বাগত আহ্বান করিবার মন্ত্রাদিও দৃষ্ট হয়; এই ঋঙ্‌মন্ত্রে পিতৃগণের পুরাতন আবাস হইতে আগমনের প্রার্থনাই করা হইয়াছে এবং ইহাও অনুমিত হয় যে আর্য্যগণ যেন একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিতেছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে 'মনুর উত্তরগিরির অবসর্পণনামকমন্ত্রে বৈবস্বত মনুর স্বর্গরাজ্যহইতে ভারতবর্ষে হিমালয়ের পথে আগমনবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। কশ্যপাত্মজ বিবস্বানের দুই পুত্র, এক যমরাজ, দ্বিতীয় বৈবস্বত

(২১) স্বস্তি ন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥
৬ ৮৯স্থ।১ মণ্ডল

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥
৬।৯০।১ ঋক

মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ ৭ ঐ
মধুমান্ নো বনস্পতির্মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥
৮।৯০।১ মণ্ডল

(২২) অনু প্রত্নস্যোকসো হুবে তুবিপ্রতিং নরং
যং তে পূর্ব্বং পিতা হুবে॥ ৯।৩০স্থ।১ম। ঋকবেদ।
কেষ্টা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য একএব আয়য়
পরমস্যা পরাবতঃ (১।৬১স্থ। ৫ম, ঋকবেদ)

মনু, যিনি ভারতবর্ষে সিন্ধু ও সরস্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে 'দেবদেশ' এবং অযোধ্যানামে "দেবপুরী" নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যানগরে সূর্য্যবংশের প্রথম রাজা ছিলেন।

দেবগণকে যে কেবল অগ্নিই পথপ্রদর্শন করিয়া ভারতবর্ষে আনিয়াছিলেন এমত নহে। বেদে ইন্দ্র ও পূষার সাহায্যে যে তাঁহারা ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহারও বহু মন্ত্র দৃষ্ট হয়, এবং তাঁহারা যে শতদ্রু ও বিপাশাপ্রভৃতি সিন্ধুর শাখা সকল নৌকাদ্বারা পার হইয়াছিলেন, তৎপ্রমাণ বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতবাসী ঋষিগণ আদিজন্মভূমিস্থিত দেবগণের জ্ঞাতিত্ব স্মরণে যে সকল ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তৎপ্রমাণার্থে কতিপয় ঋঙ্মন্ত্র ফুটনোটে লিপি করিয়া তাহার ভাবার্থ দেওয়া যাইতেছে। কোন ভারতীয় ঋষি বলিতেছেন—"যদিও আমরা এখন অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, তথাপি আমি এই সুদূর (ভারত) হইতে সেই মহান্ পিতৃভূমি জন্মভূমি স্বর্গের পুরাতন জ্ঞাতিত্ব স্মরণ করি। যে স্বর্গে দেবতারা নিয়ত সশস্ত্র হইয়া বিস্তীর্ণ নির্জ্জন দেবযান পথে স্তুতি করিয়া থাকেন।" (২৩) "হে দেবগণ! তোমরা পর বলিয়া হিংসা বা বিদ্বেষ করিও না, তোমরা আমাদের সজাতি ও বন্ধুব্যক্তি।" (২৪) "হে ইন্দ্র! হে বিষ্ণু! হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! হে মরুদ্গণ! আমরা তোমাদের সজাতি; তোমরা

(২৩) সনা পুরাণম্ অধি এমি আরাৎ মহঃ পিতুর্জনিতুর্যামি তন্নঃ।
দেবাসো যত্র পনিতার এবৈঃ উরৌ পথি ব্যুতে তস্থুরন্তঃ॥
৯ ৫৪ম সূ ৩ম, ঋগ্বেদে

(২৪) অস্তি হি বঃ সজাত্যং রিশাদসো দেবাসো অস্ত্যাপ্যম্॥ ১০ ২৭ ৮ম

আমাদের নিকট আগমন কর।" (২৫) "আমরা ও তোমরা এখন দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি বটে। তোমরা স্বর্গবাসী ও আমরা ভারতপ্রবাসী; কিন্তু তোমরা ও আমরা এক মাতা স্বর্গভূমির সন্তান। তোমাদের সহিত আমাদের নিকট ভ্রাতৃত্বই রহিয়াছে।" (২৬)

ভারতআগমনকারী দেব ও ঋষিগণ বলিতেছেন—"হে ইন্দ্র! কোন্ পথ ভাল, কোন্ পথ মন্দ, তাহা তুমি জান। তুমি সুগম ও দুর্গম উভয় পথেই আমাদিগের পুরোবর্ত্তী হও; এবং তোমার শ্রমসহিষ্ণু ভারবাহী বিশালদেহ পশুগণ আমাদের আহার্য্য দ্রব্য সকল বহন করুক।" (২৭) "হে ইন্দ্র! তুমি সকলই জান, আমরা তোমাকে কি বলিব? তুমি আমাদিগকে এমন এক জনপদে লইয়া যাও, যাহা বিস্তৃত ও নিরাপৎ এবং যে স্থানের সভ্যতা আমাদের পিতৃভূমি স্বর্গের ন্যায়।" (২৮) হে পূষন্ তুমি আমাদিগকে শত্রুর নিকট হইতে সুপথে অন্যত্র লইয়া যাও। আমাদিগকে পথে কি প্রকার রক্ষা করিতে হইবেক, সেই উপায় তুমি জান। (২৯) "হে পূষন্ তুমি আমাদিগকে উত্তম শস্যসম্পন্ন স্থানে লইয়া যাও, পথে যেন আমিদিগের আবার কোনও নূতন বিপদ্ না ঘটে। (৩০)

---

(২৫) অধি নঃ ইন্দ্র এষাং বিষ্ণো সজাত্যানাম্ ইতা মরুতো অশ্বিনা॥ ৭।৭২।৮

(২৬) প্রভ্রাতৃত্বং সুদানবোঽধ দ্বিতা সমান্যা মাতুর্গর্ভে ভরামহে॥ ৮ ঐ ঋক

(২৭) স নো বোধি পুর এতা সুগেষু উত দুর্গেষু পথিকৃৎ বিদানঃ।
যে অশ্রমাস উরবো বহিষ্ঠাঃ তেভির্ন ইন্দ্র অভিবক্ষি বাজম্॥
১২। ২১। ৬ম ঋক

(২৮) উরুং নো লোক মনুনেষি বিদ্বান্ সর্ব্বৎ জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি॥ ৮। ৪৮।৬ঋ

(২৯) অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু।
পূষন্ ইহ ক্রতুং বিদঃ॥ ৭। ৪২ সূ। ১ম

(৩০) অভি সুযবসং নয় ন নবজ্বারো অধ্বনে॥ ৮ ঐ ঋকবেদ

"আমরা এতক্ষণে অতি সুগম পথ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা অতি নিরাপদ্ বটে। আমরা এই পথে গমন করিলে ফলমূলাদি আহার্য্য বস্তু (ধন) সকল পাইতে পারিব, অথচ দস্যু তস্করাদি দুষ্ট লোকের হাতে পড়িয়াও উৎপীড়িত হইতে হইবে না। (৩১) "এই আমারা মাতৃসদৃশী সিন্ধু ও মাতৃসদৃশী বিপাশা নদীর তীরে উপনীত হইয়াছি। (৩২) "হে অগ্নে! তুমি আমাদিগের জন্য দৃঢ় ক্ষেপণী ও দৃঢ় হাইল যুক্ত এরূপ নৌকা আনিয়া দেও, যাহাতে আমাদের বীরগণ ও দেবরাজ ইন্দ্রের অনুচর সকল, এবং আমাদের রথ ও বস্ত্রগৃহ সকল নিরাপদে পার হইতে পারে। (৩৩)

উপরোক্ত প্রমাণ ব্যতীত ও আর্য্যগণের ভারতাগমনের বহুবিধ কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে আর্য্যগণ শ্বেতবর্ণ সুন্দর পুরুষ; হিমালয়ের উত্তরপ্রদেশই শ্বেতবর্ণ মনুষ্যের আবাসভূমি। ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম প্রধান দেশ বিধায় এখানে কৃষ্ণত্বচ্ লোকের বাস, বেদেও কৃষ্ণত্বচ্ অনার্য্যগণ সহ শ্বেতকায় আর্য্যগণের যুদ্ধাদি বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। বৈবস্বতমনুপ্রভৃতি আগন্তুকগণের বাসস্থানের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র ও কৃষ্ণত্বচ্দিগের সহিত যে ভীষণ যুদ্ধ হয়; তাহাতে পঞ্চাশসহস্র কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যদিগের বধবৃত্তান্ত স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে, শ্বেতকায় আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী হইলে এরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হইত না।

(৩১) অপি পন্থা মগন্নহি স্বস্তিগা মনেহসম্।
যেন বিশ্বাঃ পরিদ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বসু॥ ১৬। ৫২ সূ। ৬ম ঋক

(৩২) অচ্ছা সিন্ধুং মাতৃতমাম্ অয়াসম্
বিপাশমুর্বীং সুভগা মগন্ম॥ ৩। ৩৩ সূ। ৩ম ঋকবেদ।

(৩৩) রথায় নাব মুতনো গৃহায় নিত্যারিত্রাং পদ্বতীং রাসি অগ্নে।
অস্মাকং বীরান্ উত নো মঘোনো জনাংশ্চ যা পারয়াৎ শর্ম্ম যা চ॥
১২। ১৪০। ১ম

বেদে পিতৃলোকের দীর্ঘ দিবারাত্রির উল্লেখ আছে। স্বর্গরাজ্যবাসী পিতৃগণের এক দিবা ও রাত্রিতে ভারতবাসীর একবৎসর হয়। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হিসাবে দেব ও পিতৃগণের বৎসর। আর্য্যগণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে পিতৃগণকে আহ্বান করিয়া বৎসরে একবার ভোজ্য ও পিণ্ডাদি প্রদান করিয়া থাকেন। হিমালয়ের বহু উত্তরে বর্ত্তমান রুসরাজ্য সাইবেরিয়া দেশ, অদ্যাপি ছয়মাস দিবা ও ছয়মাস রাত্রি অর্থাৎ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হিসাবে তথায় দিনরাত্রি হইয়া থাকে। ইলাবৃতবর্ষ বা স্বর্গরাজ্য এবং উত্তরকুরুপ্রভৃতি দেব ও পিতৃলোক সকল যে বর্ত্তমান সাইবেরিয়া, তাহার ভৌমপ্রকরণে শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং ইহাও আর্য্যগণের ভারতাগমনের অন্যতর প্রমাণ। যাঁহারা অধিক জানিতে চাহেন, তাঁহারা 'মানবের আদিজন্মভূমি' পাঠ করিবেন।

আর্য্য ইতিহাস

আর্য্যাবর্ত্ত।

আর্য্যগণের বাসস্থানের নামই আর্য্যাবর্ত্ত। বৈবস্বতমনু-প্রমুখ দেবগণ ভারতবর্ষে সিন্ধুশাখা স্বরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যে যে জনপদ স্থাপন করেন, তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। ক্রমে আদিজন্মভূমি হইতে দেব ও মনুষ্যগণের আগমনে, ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধিনিবন্ধন, সেই অল্পপরিসর ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে স্থান সংকুলন না হওয়ায়, পূর্ব্বদিকে পরিসর বৃদ্ধি করিয়া, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল, শূরসেনপ্রভৃতি কয়েকটি জনপদসহ ব্রহ্মর্ষি নামে আর একটী দেশ অধিকারভুক্ত হইল। শ্বেত কৃষ্ণের দ্বন্দ্বে বুদ্ধি ও বলবীর্য্যশালী সুসভ্য আর্য্যগণের জয়লাভ হইতে লাগিল; আদিমনিবাসী দস্যু বা অনার্য্যগণ পরাজিত হইয়া দূরদূরান্তরে

গিরিগহ্বরে, দ্বীপদ্বীপান্তরে প্রস্থান করিল, কেহ কেহ বা দাসত্বস্বীকারে আর্য্যগণের অধীন হইল। এইরূপে আর্য্যগণ বিনশন দেশের পূর্ব্ব ও প্রয়াগের পশ্চিম ভূভাগকে মধ্যদেশ নামকরণে আপনাদের অধীন করিলেন। আর্য্যগণের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উত্তরখণ্ড সমস্ত অধিকৃত হইল, তাহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত হইল। মনু আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে সমুদ্র এইরূপে সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। (৩৪)

আর্য্যাবর্ত্তের সীমাবিস্তার।

মনুর শাসনসময়ে আর্য্যাবর্ত্তের যে সীমানির্দ্দেশ হয়, তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমপ্রান্তে সমুদ্র ছিল। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের পরিবর্ত্তে সুবিস্তীর্ণ বঙ্গভূমি এবং পশ্চিমদিকে সিন্ধুর পরপারে বেলুচিস্থান প্রভৃতি দেশসকল ঋগ্বেদে সিন্ধুসাগর নামে খ্যাত। সিন্ধুসাগর ক্রমে চড়া পরিয়া উভয়তটে অসংখ্য জনপদের সৃষ্টি করিয়া আপন দেহ শীর্ণ করতঃ নদী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বদিকে যে সমুদ্র ছিল, তাহা প্রবল স্রোতস্বতী, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের খর প্রবাহে

(৩৪) সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥ ১৭
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাঞ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ ॥ ১৯
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যে যৎ প্রাগ্ বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২১
আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২২।২ অঃ। মনুসংহিতা।

পর্ব্বতহইতে অবিরত আনীত বালুকাকণাসমূহে, আপন অঙ্গ ক্ষীণ করিয়া শত সহস্র গ্রাম ও নগরীর সৃষ্টি করতঃ, ক্রমশঃ বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমিকে দক্ষিণে দূর হইতে দূরদেশে লইয়া যাইতেছে।

মনুর নির্দ্ধারিত আর্য্যাবর্ত্তের সীমা পৌরাণিকযুগেই বহু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কূর্ম্ম, বামন, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাদিতে উল্লেখ আছে, আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমা কিরাতরাজা—বর্ত্তমান পর্ব্বতত্রিপুরা,—পশ্চিম সীমা যবনদেশ বা আরব, উত্তরে তুরুষ্ক, দক্ষিণ সীমা অঙ্গরাজ্য। পুরাণে সীমা বিস্তার এবং তন্মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের অধিনিবেশের কথাও বর্ণিত আছে। (৩৫) বৈদিকযুগের অবসানেই পৌরাণিকযুগ; এই সুদীর্ঘ সময়ে প্রকৃতির লীলা নিকেতন আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমপ্রান্তে গান্ধার, কাম্বোজ, অশ্বক, বাটধান, শিবি, পুরুষক, বাহ্লিক, শক, শৃঙ্গি, পারদ, তুষার, যবনপ্রভৃতি রাজ্যসকল এবং পূর্ব্বদিকে অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, সুহ্ম, প্রাক্‌জ্যোতিষ প্রভৃতি দেশসকল সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যের অধিষ্ঠান হইলে পুরাণকর্ত্তৃগণ এই সকল রাজ্যও আর্য্যাবর্ত্ত ভুক্ত করিয়াছিলেন।

আর্য্য-ইতিহাস।

পুরাকালে প্রবলপ্রতাপান্বিত সগর, মান্ধাতা, ভরত, নহুষ, যযাতি, যুধিষ্টিরপ্রভৃতি ভারতের রাজন্যবৃন্দ স্বীয় স্বীয় বাহুবলে ভারতের সীমা বহির্ভূত আশিয়াখণ্ডের যেসকল দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহার

(৩৫) পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ। বামন পুরাণ।
অন্ধ্রে। দক্ষিণতো বীর তুরুষ্কাস্ত্বপি চোত্তরে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
ইজ্যাযুদ্ধবাণিজ্যাভির্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

অধিবাসিগণকে নিজ আয়ত্তাধীনে আনিয়া, নিজ নিজ আচার ব্যবহারানুযায়ী করিয়া লইয়াছিলেন। তাহাতেই চীন, তুরুষ্ক, পারদ, গান্ধার, কাম্বোজ, শক, পহ্লব, হুণ, লঙ্কা ও ম্লেচ্ছপ্রভৃতি ভারতের বহির্ভূত দেশ সকলও আর্য্যশাসনাধীন বলিয়া কোন পুরাণে আর্য্যাবর্ত্ত, কোন পুরাণে ভারতবর্ষের সীমামধ্যে ভুক্ত করিয়াছেন। মানবধর্ম্মশাস্ত্র আবার সেই সকল দেশবাসী আর্য্যসন্তানকে আচারভ্রষ্ট দেখিয়া শূদ্র বা অনার্য্য বলিয়া গিয়াছেন।

বংশানু চরিত।

সৃষ্টিপ্রকরণে আমরা বেদাদি শাস্ত্রানুমোদিত সৃষ্টিরহস্য যথাযথ বিবৃত করিয়াছি। সায়ম্ভুব মনুহইতে মরীচির জন্ম, মরীচির পুত্র দেবাসুর পিতা প্রজাপতি মহর্ষি কশ্যপ। অদিতি গর্ভসম্ভূত কশ্যপ-নন্দন বিবস্বানের, বৈবস্বতমনু ও প্রেতপুরের রাজা যম নামে দুই পুত্র ছিল। বৈবস্বতমনু এবং অত্রিনন্দন চন্দ্রহইতেই ভারতের সূর্য্য ও চন্দ্রবংশনামে দুইটি বৃহৎ রাজবংশের উৎপত্তি হয়, যাহার বংশধরগণ অদ্যাপি ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া বিদ্যমান আছেন।

বৈবস্বতমনু আর্য্যাবর্ত্তমধ্যবর্ত্তী সরযূনদীতটে ধনধান্যাদিসম্পন্ন বহু জনাকীর্ণ বিশাল কোশল রাজ্য বা অযোধ্যানামে দেবনগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদ ও বাল্মীকিরামায়ণে অযোধ্যার সবিশেষ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। অযোধ্যানগর দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ। তিন যোজন বিস্তৃত, আটটি চক্র, নয়টি প্রধান দ্বার, বহুসংখ্যক রাজবর্ত্ম, অসংখ্য রথ্যা বা ক্ষুদ্র পথমালায় সুশোভিত ছিল। রাজমার্গ সকল নিয়ত সলিলধারাসংযোগে, ধূলিশূন্য ও পথিকগণের সুখাবহ ছিল। শ্রেণী

বদ্ধ কপাটসংযুক্ত তোরণ, স্থানে স্থানে জলযন্ত্র ও আয়ুধাগার বিচিত্র শোভায় বিভূষিত নানাবিধ পতাকাসমন্বিত সৌধাবলীপরিশোভিত নগরীর চতুর্দ্দিকে উচ্চপ্রাচীর, তদুপরি সহস্র সহস্র লৌহময়ী শতঘ্নী আগ্নেয়াস্ত্র সকল, শত্রুর দুরাক্রম্য পরিখামালা পরিবেষ্টিত সুদুর্গম মহাদুর্গ সকল সন্নিবেশিত ছিল।

বৈবস্বতমনুর বেন, ধৃষ্ণ্য, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারুষ, শর্য্যাতি, পৃষধ্র নামে অষ্টপুত্র, ইলানাম্নী এক কন্যা জন্মে। ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশ এবং ইলার সন্তান হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হয়। ইক্ষ্বাকুই অযোধ্যার প্রথম রাজা। তৎপর কুক্ষি, বাণ, অনরণ্য, পৃথু, ত্রিশঙ্কু, ধুন্ধুমার, যুবনাশ্ব, মান্ধাতা, সুসন্ধি, ধ্রুবসন্ধি, ভরত, আসিত, সগর, অসমঞ্জ, অংশুমান্, দিলীপ, ভগীরথ, কাকুৎস্থ, রঘু, কল্মাশপদ, শঙ্খন, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্রগ, মরু, প্রশুশ্রুক, অম্বরীষ, নহুষ, যযাতি, নাভাগ, অজ, দশরথ, শ্রীরামচন্দ্র, কুশপ্রভৃতি সূর্য্যবংশীয় রাজগণ অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, কেহ কোশল রাজ্য কেহ বা সমস্ত ভারত, কেহ বা ভারতবহির্ভূত দেশ সকল জয় করিয়া সম্রাট্, রাজচক্রবর্ত্তিরূপে রাজ্য শাসন করিয়াছেন। বাল্মীকিরামায়ণের বালকাণ্ড সপ্ততিতম সর্গে তদ্ বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত আছে।

সূর্য্যবংশীয় রাজগণ

মহর্ষি অত্রির পুত্র চন্দ্রদেবের বুধনামে এক পুত্র ছিল, তিনি বৈবস্বত-মনুর কন্যা ইলাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইলার গর্ভে মহাত্মা পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন; স্বর্গের অপ্সরা উর্ব্বশী-দেবীর গর্ভে পুরূরবার আয়ু নামে এক পুত্র জন্মে। আয়ুর পুত্র ত্রৈলোক্যাধিপতি নহুষ—যিনি স্বর্গের ইন্দ্রত্বপদ লাভ করিয়া পিতৃগণ, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস এবং

চন্দ্রবংশীয় রাজগণ

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রপ্রভৃতি মনুষ্যসকল হইতে করাদি গ্রহণ করতঃ, যথান্যায় প্রতিপালন করিতেন। নহুষ-তনয় যযাতি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী ও দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। মহারাজ যযাতির পত্নী দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু এবং শর্ম্মিষ্ঠাদেবীর গর্ভে দ্রুহ্য, অনু, পুরু এই পঞ্চপুত্র জন্মে; তন্মধ্যে যদু হইতেই সুপ্রসিদ্ধ যাদববংশের উদ্ভব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বসুদেবের পুত্রস্বরূপে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতভূমিকে পবিত্র করিয়াছেন। তুর্ব্বসু পশ্চিমদিকে আচারভ্রষ্ট ম্লেচ্ছদিগের রাজা হইয়াছিলেন; তাঁহার বংশ যবন নামে কথিত। বর্ত্তমান পেলেসটাইনই যবনরাজের অধিকার। জু শব্দ জবন শব্দের অপভ্রংশ, ইহাদের এক শাখা আরব ও অপর শাখা ইজিপ্তদেশে যাইয়া যবন বা মুসলেম রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। যবনগণ বলেন তাঁহারা নোয়াহইতে উৎপন্ন, এই নোয়া চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষেরই নামান্তর মাত্র। মহাভারতে উল্লেখ আছে যবনরাজসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হইয়াছিল, দুর্দান্ত শাল্বপ্রভৃতি রাজন্যবর্গের নিমন্ত্রণে তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যবনরাজধানী রোম এক সময়ে কেতুমাল বর্ষের প্রধান নগরী ছিল।

দ্রুহ্যু পূর্ব্বদিকে উড়ুপ বাহিত পার্ব্বত্য প্রদেশে রাজা হইয়াছিলেন, রাজমালামতে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজগণ এই দ্রুহ্যুবংশ হইতে জাত। যযাতির পুত্র পুরু সর্ব্বকনিষ্ঠ হইয়াও পিত্রাদেশে ভারতের সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন, পুরুর বংশকে পৌরববংশও বলিয়া থাকে। পুরুর পুত্র মনস্যু, তৎপুত্র রৌদ্রাশ্ব, যিনি মিশ্রকেশী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে দশপুত্র উৎপাদন করেন। ঋচেযু অনাধৃষ্টি নামে ভূমণ্ডলে একাধিপত্য করিয়াছিলেন তৎপুত্র তংসু, তংসুর পুত্র মহাযশা দুষ্মন্ত স্বর্গের অপ্সরা মেনকাদেবীর গর্ভজাত শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করেন; তৎগর্ভে প্রখ্যাতনামা ভরত

জন্মগ্রহণ করিয়া আপন নামে ভারতবর্ষের নামকরণ করেন। ভরতের পুত্র ভূমন্যু, তৎপুত্র সুহোত্র; সুহোত্র-নন্দন হস্তিকর্ত্তৃক হস্তিনাপুর স্থাপিত হয়, ইহাই চন্দ্রবংশীয় রাজগণের সুদীর্ঘকালের রাজধানী। হস্তীর পুত্র অজমীঢ়, তৎপুত্র সংবরণ বিবস্বত-দুহিতা তপতীকে বিবাহ করিয়া তদ্গর্ভে কুরু নামে পুত্র উৎপাদন করেন। কুরু নৃপতি অতীব ধাম্মিক ছিলেন, তিনি পবিত্র কুরুজাঙ্গল নামকস্থানে তপস্যা করায়, তাহাই কুরুক্ষেত্র নামে কথিত হয়। কুরুর পুত্র বিদূরথ, তৎপুত্র অনশ্বা, তৎপুত্র পরিক্ষিৎ; ভীমসেন নামে পরিক্ষিতের একপুত্র হয়, তাহার পুত্রই প্রতীপ। প্রতীপের দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক নামে তিন পুত্র জন্মে। শান্তনু রাজা হইয়া গঙ্গাদেবীর গর্ভে ভীষ্ম নামে এক অমিতবলশালী মহাধনুর্ধর পুত্র উৎপাদন করেন, তিনি পিতার সন্তোষসম্পাদনার্থে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক রাজত্বপরিত্যাগে আজীবন কৌমারাবস্থায় থাকিয়া, ধীবর-রাজকন্যা মৎসগন্ধা বা সত্যবতীকে আনিয়া পিতার পাটরাণী করিয়া দেন। সত্যবতীর গর্ভে বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে দুই পুত্র হয়, বিচিত্রবীর্য্য রাজা হইয়া অপুত্রকাবস্থায় পরলোক গমন করিলে, মহর্ষি ব্যাস নিয়োগধর্ম্মানুসারে বিচিত্রবীর্য্যের বিধবা পত্নী অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু নামে, ক্ষেত্রজপুত্র উৎপাদন করেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধবিধায় পাণ্ডু রাজত্ব প্রাপ্ত হন; পাণ্ডুরাজার পত্নী কুন্তীদেবীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল, সহদেব নামে পাঁচ পুত্র হয়। ধৃতরাষ্ট্র পত্নী গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধনপ্রভৃতি একশত পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন।

রাজত্ব লইয়া যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনমধ্যে ধম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ দিবসব্যাপী যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে ভারতের রাজন্যবর্গের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ধ্বংস হইলে যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে আরূঢ়

হয়েন। অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যুর পুত্র মহারাজ পরিক্ষিৎকে রাজ-সিংহাসনে স্থাপন করিয়া যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পঞ্চভ্রাতা রাজপত্নী দ্রৌপদীকে সহ মহাপ্রস্থান করেন এবং পদব্রজে গমন করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরিক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়, তৎপুত্র শতানীক, শতানীকের রাজত্বের পর চন্দ্রবংশীয় হস্তিনার রাজগণের বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

মগধের রাজা জরাসন্ধ মহাবল ভীমসেনকর্ত্তৃক নিহত হইলে, তৎপুত্র সহদেব মগধের রাজা হন, কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সহদেবের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বৃহদ্রথ মগধের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। বৃহদ্রথ মহারাজ পরিক্ষিতের সমসাময়িক রাজা, বিষ্ণু-পুরাণমতে বৃহদ্রথবংশ একসহস্র বৎসর মগধরাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভারতে আর্য্যগৌরব প্রকাশ করেন। এই বংশের শেষ রাজা রিপুঞ্জয় আপন মন্ত্রী শুনককর্ত্তৃক নিহত হইলে মন্ত্রিপুত্র প্রদ্যোম্ন মগধের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। এই শৌনকবংশ ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মগধে জরাসন্ধ বংশ

প্রবলপরাক্রান্ত নাগবংশদ্বারা ভারত অধিকৃত হইলে মগধের শৌনক বংশের বিলোপ হয়। নাগবংশের প্রধান রাজা শিশুনাগ মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া অতি নিপুণতার সহিত শাসনকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। এই নাগবংশীয় রাজন্যবৃন্দ পুরাণে দেবতাগণের সহিত সমান আসন প্রাপ্ত হইয়া নরলোকের পূজ্য হইয়াছিলেন। অদ্যাপি বঙ্গের নানাস্থানে নাগরাজের পূজা হইয়া থাকে। নাগবংশীয়গণ ৩৬২ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতের রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। নাগবংশের শেষ রাজা মহাপদ্ম ইসিহাসে নন্দনামে প্রসিদ্ধ। কৌটিল্য মন্ত্রী চাণক্যের কৌশলে নন্দবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং নন্দের

নাগবংশ

শূদ্রাণীগর্ভসম্ভূত পুত্র চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ভারতসম্রাট্ হইয়াছিলেন। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের মতে খৃঃ পূঃ ৩৭২ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত ভারতসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই বংশ মৌর্য্যবংশ নামে কথিত। এই বংশীয় সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মকে রাজধর্ম্ম করিয়াছিলেন। পুরাণে নন্দবংশধ্বংস হইতেই ভারতে আর্য্যাধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে, এমত উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণমতে কল্যাব্দের ২২৫০ বৎসর অতীতে আর্য্য-রাজত্ব শেষ হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব সময় গ্রীশিয় বিজেতা আলেক-জান্দর ভারত আক্রমণ করেন; তিনি সিন্ধু নদীর যাবনিক ভাষায় হিন্দ নাম হইতে ভারতবাসীকে হিন্দু এবং ভারতকে হিন্দুস্থান বলিয়া আখ্যাত করেন। ভারতবাসিগণও আপনাদের প্রাচীন পবিত্র আর্য্য নামটি পরিত্যাগ করিয়া, বিদেশী বিধর্ম্মিপ্রদত্ত হিন্দুনাম সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

সমাজনীতি

আর্য্যগণ ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে অধিনিবেশস্থাপনসময় সকলেই এক ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইতেন। ক্রমে রাজ্যশাসন ও কৃষিবাণিজ্যাদি জন্য গুণ ও কর্ম্মমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়েন; কিন্তু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ইহাঁদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না, কেহ কাহাকে উচ্চ নীচ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না, পরস্পর মধ্যে আহার, বিহার, বিবাহাদি প্রচলন ছিল। যুগভেদে তাঁহারা পৃথক হইলেও উচ্চবর্ণের পুরুষগণ নীচবর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। তখন সন্তান উৎপাদন করা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণ্য হইত এবং কিরূপে সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমি বহু জনাকীর্ণ হইবে তজ্জন্যই শাস্ত্রকারগণ বহুবিবাহ,

যৌবন-বিবাহ, বিধবাবিবাহ ইত্যাদির নিয়ম সংস্থাপন করতঃ, অষ্টপ্রকার বিবাহ এবং দ্বাদশপ্রকার পুত্রের সংজ্ঞা দিয়াছিলেন। (৩৬)

বিবাহব্যাপারটা বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ গুরুতর সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে, তৎপর্য্যালোচনায় আমরা বৈদিকযুগের শ্রুতি, স্মৃতির বিধানানুযায়ী উদাহরণ সকল পাঠক সমক্ষে প্রদর্শন করা স[illegible] মনে করিয়া, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

বিবাহ

আদিতে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না; রমণীগণ স্বাধীন ছিলেন, সন্তানেরা মাতৃনামে পরিচিত হইত। উদ্দালকনন্দন মহর্ষি শ্বেতকেতু বিবাহবন্ধন সংস্থাপিত করেন। মনুস্মৃতিতে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ, এই অষ্ট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে বর্ত্তমানে কেবল ব্রাহ্ম ও আসুরবিবাহ প্রচলিত আছে। সদাচার-সম্পন্ন বরকে আহ্বনাপূর্ব্বক, বর ও কন্যা[illegible] বস্ত্রালঙ্কারাদিদ্বারা সুশোভিত করতঃ, বরকে পূজা করিয়া য[illegible] কন্যা-দানের নাম ব্রাহ্মবিবাহ। শুল্ক বা কন্যাপণ গ্রহণ ক[illegible] কন্যাদান করাকে আসুর বিবাহ কহে। আসুর বিবাহে [illegible]বিক্রয়ের দোষদৃষ্টে ইহাকে পাপকার্য্য বলিয়া শাস্ত্রকারগণ [illegible]র্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানসময়ে

---

(৩৬) অষ্ট[illegible] বিবাহ—

ব্রাহ্মোদৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।

গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ২১।৩ অঃ মনু

দ্বাদশপ্রকার পুত্র—

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।

গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্॥ ১৫৯

কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভব স্তথা।

স্বয়ং দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ॥১৬০।৯ অঃ মনু।

শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজে কন্যাপণ রহিত হইয়া অশাস্ত্রমতে বরপণ ধার্য্য হইয়াছে, যাহা কন্যাবিক্রয়ের তুল্য পাপই বটে। দুঃখের বিষয় সমাজ শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া বরপণ যেরূপ উচ্চহারে বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে কন্যাবিসর্জ্জনরূপ কুপ্রথা পুনরায় দেখা দেওয়া ত বিচিত্র নহে !

মাতামহাদিবংশজাতা, পিতার সগোত্রা, পিতৃস্বস্রাদিসন্ততি-সম্ভূতা, গোমেষছাগাদি পশু বা ধনধান্যদ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন বংশজাতা, জাতকর্ম্মাদি-সংস্কারবিহীতা, কন্যামাত্রের জনককুলে জাতা, বহুল রোমযুক্ত, অর্শযক্ষ্ম অপস্মার, শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগাক্রান্তা বা তদ্‌রোগাক্রান্ত-কুলে জাতা, বিকলাঙ্গী, চিররোগিণী, পিঙ্গলাক্ষী, অজ্ঞাতকুলজাতা, পাত্রাপেক্ষা বয়োধিকা, নিষ্ঠুরভাষিণী ও ভীষণনামিকা কন্যাকে বিবাহ করিবে না। অসবর্ণাকন্যা নিন্দিতবিবাহ করিবে না; যেহেতুক উৎকৃষ্ট বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীতে উত্তম সন্তান, এবং নিকৃষ্ট বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীতে অধম সন্তান জন্মে, ইহাই মনুর মত।

বিবাহে নিষিদ্ধ কন্যা

বৈদিকযুগে আর্য্যবালকগণ উপনয়ন সংস্কারের পরহইতে ব্রহ্মচারী হইয়া বেদাধ্যয়ন করিতেন। উপনয়নের মুখ্যকাল ব্রাহ্মণের গর্ভহইতে অষ্টমবৎসর, ক্ষত্রিয়ের একাদশ; বৈশ্যের দ্বাদশবৎসর। ব্রহ্মচারিগণ গুরুগৃহে বেদত্রয়ের প্রত্যেক শাখা যথাবিধানে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া, গুরুর অনুমতি গ্রহণে সমাবর্ত্তনান্তর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক, সুলক্ষণাক্রান্ত সবর্ণাকন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। চতুর্ব্বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে কাহারও বিবাহ করিবার অধিকার জন্মিত না। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অথর্ব্ববেদের অঙ্গ, মহর্ষি সুশ্রুত স্ত্রীপুরুষের বিবাহপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—"জনক জননীর

বিবাহের বয়স

দেহ ও মন পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে সন্তান কখন সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। পঁচিশ বৎসর বয়সে পুরুষগণ ও ষোড়শবর্ষে নারীগণ পূর্ণ বীর্য্যত্বলাভ করে, তৎপূর্ব্বে অর্থাৎ পঁচিশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষ, ষোড়শ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীর গর্ভে যদি সন্তান উৎপাদন করে, তবে শিশু উদরমধ্যেই বিপদ্‌গ্রস্থ হয়; এবং জীবিতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইলেও অধিকদিন বাঁচে না, যদিবা বাঁচে তথাপি সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে না।" (৩৮) মহাভারতে ত্রিশবৎসরের পুরুষ ষোড়শবৎসরের কন্যাবিবাহ করিবার বিধান করিয়াছেন। (৩৯) পৌরাণিকযুগে ইহার কিছু ব্যতিক্রম যেন ঘটিয়াছিল; ব্রহ্মপুরাণ বলিতেছেন—"বত্রিশবৎসরের পুরুষ ষোড়শ বৎসরের এবং ত্রিশবৎসরের পুরুষ রূপগুণান্বিত দ্বাদশবর্ষীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। (৪০)

বৈদিকযুগে অরজস্কা কন্যার বিবাহ হইত না। অথর্ব্ববেদ, কাত্যায়ন,

(৩৮) পঞ্চবিংশে ততোবর্ষে পুমান্নারীতু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥
ঊনষোড়শবর্ষায়াম্ অপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতোবা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥
সুশ্রুত শারীরস্থান।

(৩৯) ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেতানগ্নিকাম্॥
শান্তিপর্ব্ব, মহাভারত।

(৪০) অথ তৎ দ্বাদশাহানি ত্রিংশদ্বর্ষেণ সর্ব্বদা।
যদি দ্বাদশবর্ষা স্যাৎ কন্যা রূপগুণান্বিতা।
দ্বাত্রিংশবর্ষপূর্ণেন যদি ষোড়শবার্ষিকী॥ ব্রহ্মপুরাণম্।

গোভিলগৃহ্যসূত্র, গোপথব্রাহ্মণ, মনু ও মেধাতিথির ভাষ্য হইতে আমরা ফুটনোটে কয়েকটি প্রমাণ অধ্যাহার করিলাম। তাহার মর্ম্ম এই যে— "কন্যাগণ ব্রহ্মচর্য্যসমাপনে যৌবনে পতি গ্রহণ করিবেক; রজোদর্শনের পূর্ব্বে পত্নী গ্রহণ করিবে না, স্ত্রীলক্ষণ সকল সম্যক্ প্রকাশ না পাইলে বিবাহ দিবে না, রজস্বলা কন্যা মরণপর্য্যন্ত গৃহে অদত্তাভাবে থাকুক, তথাপি গুণহীন মূর্খ বরকে কন্যাসম্প্রদান করিবে না, এবং রজস্বলা হওয়ার পর তিনবর্ষ পর্য্যন্ত পিতার অনুজ্ঞাতে অপেক্ষা করিয়া তৎপর সদৃশ পতি স্বয়ং বরণ করিবেক, ইহাতে কন্যার বা তৎপাত্রীর কোন দোষ হইবে না"। (৪১)

অরজস্কা কন্যার বিবাহনিষেধ

পুরাকালে সমাজে যে যৌবনবিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা অষ্টপ্রকার বিবাহের সংস্কার প্রতি দৃষ্টি করিলেই উপলব্ধি হয়। গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পিশাচ, প্রাজাপত্য বিবাহ যে বালকবালিকাদিগের মধ্যে সংঘটিত হইত না, তাহা ঐ সকল বিবাহের অবস্থাসন্দর্শনেই প্রতীত হয়। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, আসুর বিবাহও যে বাল্যবিবাহ নহে, তাহা যাহারা বিবাহের মন্ত্র সকল নিবিষ্টমনে পাঠ

যৌবন-বিবাহ।

---

(৪১) (ক) ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্। অথর্ব্ববেদ

(খ) প্রাগ্রজোদর্শনাৎ পত্নীং নেয়াৎ " কাত্যায়ন

(গ) নাজাতলোম্নোপহাসমিচ্ছেৎ " গোভিলগৃহ্যসূত্র

(ঘ) আসাং প্রথমে বয়সি রেতঃ সিক্তং ন সম্ভবতি। গোপথব্রাহ্মণ

(ঙ) কামং মা মরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥৮৯
ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিং ॥৯০

করিবেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তটি বিবাহবিষয়ক; ঐ সকল মন্ত্রে "ব্যক্তা" অর্থাৎ ব্যক্তনারী লক্ষণা কন্যার কথা; স্ত্রীর মনের সহিত স্বামীর মন মিলাইয়া দিবার কথা; প্রজাপতি দেবতার সমীপে উত্তমসন্তানপ্রাপ্তির প্রার্থনার কথা; "তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক; আমার অনুষ্ঠান সকল তোমার মনের মত হউক, তোমার মন আমার মনের অনুরূপ হউক; তুমি একমনে আমার বাক্য গ্রহণ কর, প্রজাপতি তোমাকে আমার সহিত মিলিত করুন" এবংবিধ বহু স্তুতি দৃষ্ট হয়। রাজকন্যাগণের স্বয়ংবরবিবাহপ্রথা কি যৌবনবিবাহের পরিচায়ক নহে? সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠা, কুন্তী, দ্রৌপদী, রুক্মিণী, সত্যভামা, ব্যাসজননী সত্যবতী, অম্বা, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, উলূপী, গান্ধারী প্রভৃতি রাজকন্যাগণের বিবাহদ্বারাই যুবতীবিবাহ সপ্রমাণ হইয়াছে।

বাল্যবিবাহের দোষ

বাল্যবিবাহ বর্ত্তমান সময়ের প্রধান আন্দোলনের বিষয়। এই পাপরূপ রাক্ষস কোন্ ভুলক্ষ্যসূত্র অবলম্বন করিয়া আর্য্যসমাজের রক্তশোষণ করিতেছে, তাহা নির্ণয় করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক পরিবারই বাল্যবিবাহরূপ মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন। বাল্যবিবাহে অপক্বশুক্রের ক্ষয় নিবন্ধন, দম্পতির নানাবিধ রোগে অকাল মৃত্যু ও সন্তানসন্ততি অল্পায়ু হইয়া থাকে। বাল্যবিবাহে বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত হয়, অকালে বীর্য্যক্ষয়হেতু

অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেৎ যদি স্বয়ং।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি নচ যং সাধি গচ্ছতি (৯১।৯অ, মনু।

(চ) প্রাগৃতোঃ কন্যায়া ন দানম্।
ঋতুদর্শনেপি ন দদ্যাৎ ন যাবৎ গুণবান্ বরো ন প্রাপ্তঃ॥ মেধাতিথি

স্নায়ুদৌর্ব্বল্য ও মস্তিষ্কতরল হইয়া ধারণাশক্তি হ্রাস পাইয়া থাকে। মাথাধরা, অজীর্ণ, উদরাময়, হাত পা জ্বালা, দৃষ্টিশক্তির হীনতা, মনের অশান্তি ও দুর্ব্বলতাজনিত নানাবিধ রোগ সকল দেখা দেয়। যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিমালায় বিভূষিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করতঃ, সন্তানসন্ততির পিতা হইয়া সংসারজ্বালায় অস্থির হইয়া পড়েন এবং অকালে দন্তক্ষয়, কেশপক্কতা, লোলচর্ম্ম হইয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েন। বেদ জলদগম্ভীরস্বরে বলিতেছেন—**শতবর্ষ জীবন লাভের এক মাত্র উপায়ই ব্রহ্মচর্য্য-পালন ও যৌবন-বিবাহ।** যাঁহারা মেডিকাল সায়ন্স্ ও পাশ্চাত্য ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বিরুদ্ধবাদিগণ স্বার্থ সাধনে যতই যুক্তিপ্রদর্শন করুন, একবার স্বাধীনভাবে আমাদের এই সংক্ষিপ্ত বিষয়টি আলোচনা করিয়া দেখুন।

বাল্যবিবাহের কারণ

আর্য্যাধিকার বিলুপ্ত হইলে বৌদ্ধগণ অন্যূন পঞ্চদশ শতবৎসর ভারতে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মও আর্য্যধর্ম্মের শাখা-বিশেষ, আর্য্যের সুমহতী নীতি সকল তাঁহারাও পালন করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অশোকের নীতিসকল উহার জাজ্বল্যপ্রমাণ। বৌদ্ধরাজত্বেও ব্রহ্মচর্য্য এবং যৌবনবিবাহের বিধিসকল বর্ত্তমান ছিল। বৌদ্ধের পরই ভারতে যবনাধিকার প্রবল হয়। মুসলমানরাজত্বে প্রত্যেক হিন্দুর ঘরেই পূর্ণবয়স্কা অবিবাহিতা রমণীর অভাব ছিল না। মুসলমানধর্ম্মপুস্তক "কোরাণে নিশা ৪র্থ সেপারায় উল্লেখ আছে, বিধর্ম্মীদিগের কন্যাগ্রহণে কোন প্রত্যবায় নাই" এই আদেশ বলে ছলে বলে হিন্দুর অদত্তা বয়ঃ-প্রাপ্তা কন্যাসকল মোসলমানের অঙ্কশোভা করিতে লাগিল, রাজধর্ম্মও ইহারই অনুকূল ছিল। ধার্ম্মিক সম্রাট্ আকবরের দিল্লিস্থিত মীনা

বাজারই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দুমহলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে ইহাই স্থির হইল যে কুমারীগণের বাল্যবিবাহই এই অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষার একমাত্র কারণ। কেননা "কোরাণে বিধি আছে বলপূর্ব্বক পরস্ত্রীগ্রহণ অবৈধ।" স্বামী পত্নীপরিত্যাগ না করিলে তাহাকে বিবাহ করিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হয়; সুতরাং এই বিধির অনুবলেই হিন্দুরমণীগণের সতীত্বরক্ষা হইতে লাগিল। এই শাস্ত্রবিগর্হিত এই দেশাচার সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকার পর, পঞ্চদশ শতাব্দীতে শাস্ত্রসংস্কারক স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নূতন বিধি করিলেন—"আটবৎসরের কন্যা গৌরী, নবমবৎসরের কন্যা রোহিণী, দশবৎসরবয়স্কা কন্যা নামে অভিহিত; এবং তদূর্দ্ধবয়স্কা কন্যা সকল রজস্বলাসংজ্ঞার বিষয়ীভূত। কন্যার বয়স দ্বাদশ উত্তীর্ণ হইলেও যদি পাত্রস্থ না করে, তবে পিতা, পিতামহ-প্রভৃতি সেই কন্যার মাসিক রজঃস্রাব পান করিবে; এবং সেই রজঃস্বলা কন্যার মাতা, পিতা, জেষ্ঠ্যভ্রাতা সকলে নরক গমন করিবে।" (৪২) নব্যস্মৃতির এই বিধান, দয়ানন্দসরস্বতীপ্রবর্ত্তিত আর্য্যসমাজ, নূতন এবং প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। যাহারা ইহা অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা যেন ব্রিটীশগবর্ণমেণ্টকৃত রিজলি সাহেবের সেনসাস্ রিপোর্ট পাঠ করিয়া দেখেন। উক্ত রিপোর্টে ভারতবাসী এক হইতে ছয়বৎসর বয়স্কা

---

(৪২) অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজঃস্বলা॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশেবর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসে মাসে রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥
মাতাচৈব পিতাচৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজঃস্বলাম্॥

হিন্দুবিধবা বালিকার সংখ্যা ১১৫৩৩২ জন গণনা হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য, ইহা ত, বৈদিক কিংবা নব্যস্মৃতির কোন বিধানেরই অন্তর্গত নহে। তবে এত বড় একটা ভারতব্যাপী বিরাট্ কাণ্ড অদ্যাপি কেন চলিতেছে। প্রাচীন লোকের নিকট শুনা যায় পূর্ব্বে "থালায় বসাইয়া অপোগণ্ড বালিকাদিগের বিবাহ হইত।" বোধ হয় দেশব্যাপী প্রচলিত আচার দৃষ্টেই এই সকল নব্যস্মৃতির বিধান উদ্ভূত হইয়া থাকিবেক।

বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গতমতে হইত

বৈদিকযুগে আর্য্যসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল। বেদ ও সংহিতা সকলে তদ্বৈধব্যসূচক ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান আছে। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য ঋগ্বেদ, মনু, পরাশর, ভৃগু, যাজ্ঞবল্ক্য, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, গৌতমস্মৃতি, মহানির্ব্বাণতন্ত্রপ্রভৃতিহইতে কতিপয় প্রমাণ ফুটনোটে উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গার্থ প্রদান করিলাম। বিধবার বিবাহ দ্বিজাতিবর্গের মধ্যে রহিত হইলেও বেহার, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও দাক্ষিণাত্যে নীচবর্ণের বিধবাগণ পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া থাকে, বঙ্গদেশেও নিম্নশ্রেণীতে পূর্ব্বে বিবাহ হইত। আর্য্যদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ ঋগ্বেদ বলিতেছেন—"এই সকল নারী বৈধব্যদুঃখ অনুভব না করিয়া মনোমত পতিলাভ করতঃ অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন।" (৪৩) মনু বলিতেছেন—"যদি কোন নারীকে তাহার স্বামী পরিত্যাগ করে, কিংবা যদি কাহারও স্বামী উপরত হয়, তাহাহইলে সেই পরিত্যক্তা নারী

(৪৩) ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাংজনেন সর্পিষা সংবিশংতু।
অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্না আরোহংতু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥
৭।১৮সূ।১০ম ঋগ্বেদ

বা গতভর্তৃকাবিধবা নিজে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাদের পুনরায় বিবাহ দিবেক। এবম্ভূতা নারীর নাম পুনর্ভূ ও তাঁহার সন্তানের নাম পৌনর্ভব।" (৪৪) এইরূপ সন্তানের ধনবিভাগেরও ব্যবস্থা আছে। মহামুনি পরাশর বলিতেছেন"কোন নারীর পতির মৃত্যু হইলে, প্রব্রজ্যা-গমন করিলে, নিরুদ্দেশ হইলে, ক্লীব বা পতিত হইলে, সেই নারী এবংবিধ আপদে পড়িয়া অন্যপতি গ্রহণ করিতে পারিবেন।" (৪৫) ভৃগু বলিতেছেন—"বিধবা যদি অক্ষতযোনি হয়েন, কিংবা পরিত্যক্তা নারী অন্যপতি গ্রহণের পর আবার তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পূর্ব্বস্বামীর নিকট আগমন করেন, তবে তাঁহাদের পুনরায় বিবাহসংস্কার হইতে পারিবে। (৪৬) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—"বিধবা রমণী ক্ষতযোনি হউক কিংবা অক্ষতযোনিই হইক, তাহার পুনঃ বিবাহ দিতে পারিবে, সেই পুনঃসংস্কৃতা নারীর নাম পুনর্ভূ।" (৪৭)

মহামুনি শাতাতপ বলিতেছেন—"যে কন্যার বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু

(৪৪) যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥ ১৭৫।৯অ। মনুসংহিতা
দেবরাৎ বা সপিণ্ডাৎ বা স্ত্রিয়া সম্যক্ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥ ৫৯।৯অঃ মনু
দ্বৌ তু যৌ বিবদেয়াতাং দ্বাভ্যাং জাতৌ স্ত্রীয়া ধনে।
তয়োর্যদ্ যস্য পিত্র্যাং স্যাত্তৎ স গৃহ্ণীত নেতরৎ॥ ১৯১।৯অঃ মনু

(৪৫) নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥ পরাশর সংহিতা

(৪৬) সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ গত প্রত্যাগতাঽপি বা।
পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ ভৃগুসংহিতা।

(৪৭) অক্ষতা বা ক্ষতা বাপি পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ। যাজ্ঞবল্ক্য

স্বামিসহবাস হয় নাই, সে বিধবা কার্য্যতঃ কুমারীর ন্যায়ই আছে, তাহার পুনরায় বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি আরো বলেন—সেইরূপ বালবিধবা যদি অক্ষতযোনি হয়, তবে তাহাকে কুলীন ও শীলবান্ দ্বিতীয় পাত্রে সমর্পণ করিবে।" (৪৮) মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিতেছেন—"বিবাহের মন্ত্র-পাঠের পর যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, তাহাহইলে তাদৃশ অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত।" (৪৯) মহর্ষি গৌতম বলিতেছেন—"স্বামীর মৃত্যুর পর অক্ষতযোনি বিধবারা যদি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কোনও বিচার না করিয়া তাহাদের বিবাহ দিবেক।" (৫০) তন্ত্রের সার মহানির্ব্বাণতন্ত্র বলিতেছেন—"যদি স্বামিসহবাসের পূর্ব্বেই কন্যা বিধবা হয়, তাহা হইলে পিতা তাহার পুনরায় বিবাহ দিবেন, ইহা শৈব-ধর্ম্মবিধি।" (৫১) দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন—অক্ষতা বিধবা রমণীর পুনসংস্কার হইলে তাহাকে পুনর্ভূ কহে। (৫২)

বৈদিকযুগে রমণীগণের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল, অবগুণ্ঠনপ্রথার

(৪৮) উদ্বাহিতা চ যা কন্যা ন সংপ্রাপ্তা চ মৈথুনম্।
ভর্ত্তারং পুনরভ্যেতি যথাকন্যা তথৈব সা॥ শাতাতপ সংহিতা
তথাহি—সমুদ্বহ্য তু তাং কন্যাং সা চেদক্ষতযোনিকা।
কুলশীলবতে দদ্যাৎ ইতি শাতাতপোঽব্রবীৎ।

(৪৯) পাণিগ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
সা চেৎ অক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ বশিষ্টসংহিতা

(৫০) মরণানন্তরং ভর্ত্তুর্যদনাহতযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বিবাহমিচ্ছন্তি নাত্র কার্য্যবিচারণা॥ গৌতম সংহিতা

(৫১) পরিণীতা ন রমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ।
সাপ্যুদ্বাহ্যা পুনঃ পিত্রা শিবধর্ম্মেষ্বয়ং বিধিঃ॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্র

(৫২) অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ॥ নারদ সংহিতা

প্রচলন ছিল না। রাজান্তঃপুরবাসিনী রমণীরাও পতির সহিত রথে চড়িয়া বেড়াইতেন। রমণীরা বিদুষী ছিলেন, শিক্ষার দিব্যজ্যোতি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, মনুসংহিতাতে কন্যাদিগকে যত্নপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা দিবার বিধান রহিয়াছে। খনা, লীলাবতীর গণিত ও জ্যোতিষগ্রন্থ এবং ঋষিপত্নী গার্গীর ধর্ম্মনীতিগ্রন্থ সকলই স্ত্রীশিক্ষার জাজ্বল্য উদাহরণ। স্ত্রীগণ দ্বিরাগমনের সময় পিত্রালয় হইতে নানাবিধ উপহার প্রাপ্ত হইতেন। পতির গৃহে পত্নীই সর্ব্বময় কর্ত্রী হইতেন; শ্বশুর, শাশুরী, ননদ, দেবরপ্রভৃতি সকলেই বধূর বশবর্ত্তী হইতেন। রমণীগণ অঙ্গশোভার্থে নানাবিধ স্বর্ণ ও মণিমুক্তাদি খচিত অলঙ্কার পরিধান করিতেন; নিষ্ক, অঞ্জি, বাঁশী, স্রক্, মণি একাবলী, অর্ঘাহার, বৈজয়ন্তী, কুণ্ডল, কেয়ূর, অঙ্গদ, বলয়, নূপুর, অঙ্গুরী, মেখলা প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কারের নাম ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে।

স্ত্রীস্বাধীনতা ও আচার ব্যবহার

বস্ত্রবয়নকার্য্য, রন্ধনকার্য্য ও গৃহস্থালি যাবতীয় কার্য্য রমণীগণই সম্পন্ন করিতেন। খাদ্যদ্রব্যমধ্যে ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মধু, পিষ্টক, শাক, মৃগয়ালব্ধমাংস, পক্কফল, ভৃষ্টযব, দধিমিশ্রিত শক্তু, ক্ষীরপক্ক অন্ন, ঘৃতসিক্তঅন্নপ্রভৃতি ভক্ষণ করিতে ভালবাসিতেন।

আর্য্যগণ পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্রপ্রভৃতি আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া একত্রে বাস করিতেন; আর্য্যদিগের মধ্যে যৌতপরিবারেরই সম্মান ছিল। পরিবারমধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কর্ত্তা বলিয়া গণ্য হইতেন, তাঁহার কথা উপেক্ষা করার সাধ্য ছিল না। উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিগণ দেশ বিদেশে থাকিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা কর্ত্তার হস্তে প্রদান করিতেন। আর্য্যেরা উর্ণা, মেষলোম, বৃক্ষের বল্কল, চর্ম্মনির্ম্মিত

আর্য্যগণের আচার ব্যবহার

বস্ত্রসকল পরিধান করিতেন। আর্য্যগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে গৃহস্থিত যজ্ঞকুণ্ডে হোম করিতেন, ধর্ম্মকার্য্য শেষ করিয়া অন্য কার্য্য করিতেন। আর্য্যগণ শীতপ্রধানদেশহইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়াই সুরাসেবী ছিলেন; সুরাকে সুধা, মধু, অমৃত, আসব ও সোমরস বলিত; সোমরস প্রস্তুত করা ধর্ম্মকর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইত। যজ্ঞে সোমরস পান করা হইত, সোমযজ্ঞাদিই তাহার নিদর্শন, স্বর্গের দেবগণ ভারতে আসিয়া যজ্ঞের সোম পান করিতেন। সোমের এতদূর সম্মান ছিল যে ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের একশত চতুর্দ্দশটি সূক্তই সোমস্তুতিপূর্ণ। পৌরাণিক যুগে সোমের অপকারিতা দৃষ্টে উহা দূষণীয় হইয়াছে। আর্য্যগণ নগর, গ্রাম ও পুর সকল নির্ম্মাণ করিয়া সুপ্রশস্থ ও সুন্দর পথ, প্রাকার, সরোবর, দীর্ঘিকা, কূপ খনন করিয়া অট্টালিকাদিতে বাস করিতেন। দুর্গম পার্ব্বত্য ও বন্ধুর স্থানে সুগম বর্ত্ম নির্ম্মাণ, পান্থশালা, অতিথিশালা, আতপতাপ নিবারণ জন্য পথিপার্শ্বে বৃক্ষাদিরোপণ, সেতুনির্ম্মাণপ্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইত। আর্য্যগণের বস্ত্রগৃহ (তাঁবু) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৌকা, অর্ণবপোতপ্রভৃতি নির্ম্মাণের কথা এবং ভাস্করকার্য্য, স্থপতিকার্য্যের উৎকর্ষপ্রভৃতির বিবরণ ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে।

রাজনীতি

আর্য্যাধিকারে রাজ্যশাসন কার্য্যটি ক্ষত্রিয়দিগের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যরক্ষা এবং মসীজীবী ক্ষত্রিয়গণ শাসন কার্য্য করিতেন। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বাহুবলসম্পন্ন ব্যক্তিই সম্মানিত ও ...দে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। ভারতবর্ষ বহুশত খণ্ডে বিভক্ত ছিল, ...ক একটি খণ্ড

এক এক দেশ বলিয়া কথিত ও এক রাজার অধীনে থাকিত। বলবান্ রাজা দিগ্বিজয় করিয়া তাহাদিগহইতে করস্বরূপ সামান্য উপঢৌকন গ্রহণ করতঃ, অশ্বমেধ, রাজসূয়প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইতেন। রাজার প্রধান মন্ত্রী ব্রাহ্মণ হইতেন, এতদ্ভিন্ন মন্ত্রিসভা থাকিত; প্রাড়্বিবাক, সভ্যগণ, শাস্ত্র, গণক, লেখক, স্বর্গ, অগ্নি, জল এই আটটি রাজার অঙ্গবিশেষ। রাজা প্রত্যূষে শয্যাহইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে দ্বিপ্রহরপর্য্যন্ত রাজকার্য্যাদি করিতেন, মধ্যাহ্নে আহারান্তে বিশ্রাম করতঃ, অপরাহ্নে নির্জ্জন স্থানে মন্ত্রিগণসহ মন্ত্রণা ও চরাদিদ্বারা গুপ্ত সংবাদ অবগত হইতেন। রাজা কামজ ও ক্রোধজ ব্যসনাদি পরিত্যাগে বয়োবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ, বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণামতে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড নীতির অনুসারে রাজদণ্ড ধারণ করিতেন।

বিচারবিধি

রাজা স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, আয়, ব্যয়, করাদিগ্রহণ, ভৃত্যাদির বেতনদান, মন্ত্রীদিগের কার্য্যানুধাবন, বিরুদ্ধকার্য্যানুষ্ঠাননিবারণ, মনুকথিত লেখ্য, সাক্ষ্য, ঋণ, ভূমি, স্ত্রীপ্রভৃতি অষ্টাদশ বিবাদ বিষয়ের সুবিচার করতঃ অপরাধীর দণ্ড বিধান করিতেন। শাস্ত্রকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণের একদেশদর্শিতার গুণে ব্রাহ্মণগণ গুরুতর অপরাধী হইলেও দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। বিবাদ সকলের শাস্ত্রসঙ্গত সাক্ষ্য ও লেখ্য বা দলিলানুসারে বিচার হইত। দ্বিজাতি ভিন্ন নীচবর্ণের সাক্ষ্য প্রমাণে গৃহীত হইত না, প্রতিবাদি অপরাধ অস্বীকার করিলে দুই কি তিন জন বিশিষ্ট সাক্ষীর প্রমাণ গ্রহণ করা হইত। সাক্ষীর প্রতি কূট প্রশ্ন করা হইত না; বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় কোন উকীল কি মোক্তারের প্রয়োজন ছিল না। অপরাধজন্য সামান্য অর্থদণ্ড, সর্ব্বস্বদণ্ড, নির্ব্বাসনদণ্ড এবং প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইবার বিধান ছিল। যেস্থলে রাজা স্বয়ং বিচারকার্য্যে অসমর্থ হইতেন, তথায় তিনজন

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদ্বারা বিচারকার্য্য সমাধা হইত। রাজার অধীনে পুরপতি, গ্রামপতি বা গ্রামণী, দশগ্রামপতি, শতগ্রামপতি প্রভৃতি নিযুক্ত থাকিয়া কর সংগ্রহ করিতেন। তৎকালে উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ, ষষ্ঠাংশ এবং পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত করস্বরূপ গৃহীত হইত। চৌর্য্যাদির দোষ ঘটিলে গ্রাম-পতিগণ আপনাদের উপরিস্থিত অধিপতিকে অবগত করাইয়া শাসন করিতেন। পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় কার্য্যসকল শাস্ত্রাভিজ্ঞ দূতদ্বারা সম্পাদিত হইত। গ্রামে গ্রামে পঞ্চাইত প্রথা প্রচলন ছিল, যাহার আদর্শ কথঞ্চিৎ পরিমাণে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দুর্গ ও রাজধানী

মানবধর্ম্মশাস্ত্রে ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ, অব্‌দুর্গ, বার্ক্ষদুর্গ, নৃদুর্গ, গিরিদুর্গ, প্রভৃতি ষড়্‌বিধ দুর্গের উল্লেখ আছে। রাজা এবংবিধ দুর্গমধ্যে পরিখা ও উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া রাজধানী স্থাপন করিতেন। বাসের জন্য সর্ব্বঋতুর ফলপুষ্পাদি শোভিত বৃক্ষসমন্বিত উদ্যানমধ্যে সুবিস্তীর্ণ মনোহর অট্টালিকা, দেবালয়, যজ্ঞশালা, কোষাগার, আয়ুধশালা, অন্তঃপুর, ধর্ম্মাধিকরণ, সৈন্যাবাস, অশ্বশালা, গোশালা, পণ্যবীথি, বাপী, কূপ, সুপ্রশস্ত ও ক্ষুদ্র পথ সকল, রাজাঙ্গের পরিপুষ্টিসাধক যাহা যাহা প্রয়োজন, শাস্ত্রানুসারে তাহা নির্ম্মাণ করিতেন। দুর্গাদিদ্বারা রাজধানীকে শত্রুর দুরাক্রম্য করিয়া রাখিতেন। রাজধানীর বাহিরে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, গ্রাম, পুর ও নগর সকল সন্নিবেশিত থাকিয়া রাজ্যের শোভা সম্পাদন করিত।

রাজগণ বাহুবলে বলীয়ান্ হইয়াও রাজ্যশাসনজন্য সৈন্যপোষণ করিতেন। যুদ্ধকার্য্যে পদাতিক, অশ্বারোহী, গজবাহী, ধানুকী ও রথি প্রভৃতি সৈন্য এবং অশ্ব, গজ, উষ্ট্র, বলীবর্দ প্রভৃতি পশু ব্যবহার করিতেন। সুশৃঙ্খলমতে সৈন্যসকল গণিত হইত। একটি হস্তী, একখানি রথ, তিনটি অশ্ব ও পাঁচজন পদাতি লইয়া এক পত্তি;

তিন পত্তিতে এক সেনামুখ ; তিন সেনামুখে এক গুল্ম ; তিন গুল্মে এক গণ ; তিন গণে এক বাহিনী ; তিন বাহিনীতে এক পৃতনা ; তিন পৃতনাতে এক চমূ ; তিন চমূতে এক অনীকিনী, এবং দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়। এইরূপে এক অক্ষৌহিণীতে ১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথসংখ্যক সেনা থাকে। (৫৩) রাজা যুদ্ধকালে কিংবা যুদ্ধগমনসময়ে ব্যূহরচনা-পূর্ব্বক গমন ও যুদ্ধ করিতেন। শাস্ত্রে দণ্ডব্যূহ, শকটব্যূহ, বরাহব্যূহ, মকরব্যূহ, গরুড়ব্যূহ, সূচীব্যূহ ও পদ্মব্যূহপ্রভৃতির উল্লেখ আছে। আর্য্যগণের যুদ্ধকার্য্যও ধর্ম্মের সহিত সংস্পৃষ্ট ছিল ; যুদ্ধে নৃশংসতাপূর্ব্বক নরহত্যা করা হইত না ; যুদ্ধের পূর্ব্বে ধর্ম্মনিয়ম সকল প্রচারিত হইত ; আরব্ধযুদ্ধ সমাপ্ত হইলে সকলেই সখ্যভাবে বিশ্রাম করিতে পারিতেন ; দৈনিকযুদ্ধের অবসানে রাত্রিতে শত্রুতা বিদূরীভূত হইত ; নিরস্ত্র হইলে, বর্ম্মরহিত হইলে, ভয়বিহ্বল হইলে বধ করা হইত না।

যুদ্ধবিগ্রহ

নৃপতিবৃন্দ নানাবিধ সুবর্ণ ও মণিরত্নাদিখচিত সজ্জাবিশিষ্ট গজ, অশ্ব ও রথাদিতে আরোহণ করিয়া, সুবর্ণময়কবচ, উষ্ণীষ ও বক্ষাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া যুদ্ধ করিতেন। যোদ্ধারা অবস্থাভেদে সুবর্ণ, তাম্র ও লৌহনির্ম্মিত চর্ম্ম ও তনুত্রাণ ধারণ করিতেন। পরস্পর দ্বৈরথযুদ্ধ হইত, পদাতিক পদাতিকের সহিত, ধানুকী ধানুকীর সহিত, রথী রথীর

(৫৩) একেভৈক রথা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা।
পত্ত্যঙ্গৈ স্ত্রিগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরম্।
সেনামুখং গুল্মোগণো বাহিণী পৃতনা চমূঃ।
অনীকিনী দশানীকিন্যোক্ষৌহিণ্যথ সম্পদি॥

সহিত, দিব্যাস্ত্রবেত্তা (আগ্নেয় অস্ত্রাদিবেত্তা) দিব্যাস্ত্রবেত্তার সহিত যুদ্ধ করিতেন। বহুজনে একজনের সহিত যুদ্ধকরা বীরসমাজে ঘৃণ্য ছিল। যুদ্ধকালে শঙ্খ, ভেরী, দামামা, পটহ, পণহ, করতাল, কাঁশী, বাঁশী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইত। সেনাপতিগণ সশস্ত্রসৈন্যসহ ব্যূহদ্বার সকল রক্ষাকরতঃ ন্যায়যুদ্ধ করিতেন। ক্ষত্রিয়গণই যুদ্ধ করিতেন, ব্রাহ্মণগণ যুদ্ধ করিলে সমাজে নিন্দার ভাজন হইতেন। সৎকুলোদ্ভব, জিতেন্দ্রিয়, সুন্দরাকৃতি যুদ্ধকার্য্যে বিশারদ, বলবান্ দুদ্ধর্ষ সৎপুরুষকে রাজা সৈন্যাধ্যক্ষ পদে বরণ করিতেন।

ধর্ম্মনীতি

অভিধান সকলে ধর্ম্মের নানা অর্থ করিয়াছেন, যথা—শ্রেয়, কর্ত্তব্য, সুকৃত, সৎকার্য্য, সদনুষ্ঠান, পুণ্য, স্বভাব ও পরলোকপ্রভৃতি অলৌকিক পদার্থে বিশ্বাস। দর্শনাশাস্ত্র সকল বলিতেছেন যাহা কিছু শ্রেয়স্কর, অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মকর্ত্তার ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল হয়, অথচ অন্যের দুঃখোৎপত্তি হয় না, তাহাই ধর্ম্ম। মানবাত্মার ধর্ম্ম ভগবদনুসরণ বা পরমাত্মার দিকে উন্মুখতা। যেসকল কার্য্যদ্বারা পরমাত্মার দিকে জীবাত্মার গতির সাহায্য হয়, তাহাকেই ধর্ম্মসংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে।

বেদপাঠে অবগত হওয়া যায় আদিতে মানবগণ আপনাদের চতুর্দ্দিকে যে সকল অত্যাশ্চর্য্যবস্তু দর্শন করিতেন, যাহাকে দেখিলে আনন্দ হইত, অথবা ভয়, বিস্ময়ে অভিভূত হইতেন, তাহাকেই স্তব-স্তুতি করিতেন। মহর্ষি অথর্ব্বা অরণীকাষ্ঠমন্থনপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিলে, অগ্নির হিমনিবারণতাশক্তি দৃষ্টে অগ্নিকেই প্রথম দেবতাজ্ঞানে স্তুতি

করিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ বায়ু, জল, মেঘ, সূর্য্য প্রভৃতি জড়ের গুণসমূহে আকৃষ্ট হইয়া মরুৎ, বরুণ, ইন্দ্র, সবিতা প্রভৃতি দেবতার কল্পনা ও স্তবস্তুতি করিতেন। এইরূপে প্রথমে তেত্রিশজন দেবতার সৃষ্টি হয়, এবং জ্যোতিষ্টোম, তাঁহাদের আরাধনার্থে পূজা, হোম, বলি ও যজ্ঞাদি হইতে লাগিল। দেবগণের তুষ্টি সম্পাদনার্থে ঋষিগণ আপনাদের আহার্য্য ফল, মূল, শস্যাদি বলিস্বরূপে প্রদান করিতেন এবং তাহাই দেবপ্রসাদ জ্ঞানে উপাসকসম্প্রদায়কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইত। সাধারণতঃ ভক্ষ্য, ভোজ্য, নৈবেদ্যাদিই বলিসংজ্ঞক, কালে পশু সকলও বধ হইতে লাগিল। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে অগ্নিষ্টোম, গোমেধ, অশ্বমেধ, দশরাত্রিহোম, দ্বাদশাহ হোম, দশপূর্ণমাসহোম, চাতুর্ম্মাস্যহোম, ইন্দ্রযজ্ঞ, সোমযজ্ঞ, রাজসূয়যজ্ঞ, পঞ্চাগ্নি, নবাগ্নি প্রভৃতি বহুবিধ যজ্ঞ ও হোমের বিধান দৃষ্ট হয়; এবং ঐ সকল যজ্ঞে ছাগ, মেষ, মহিষ, গো, অশ্ব, উষ্ট্র, নক্র, গোধা, মৃগ, প্রভৃতি গ্রাম্য ও আরণ্যক পশু, পক্ষী, জলচর ও স্থলচর জন্তুসকল বলিস্বরূপে প্রদত্ত হইত। শ্রুতিতে ১৮৪ রকমজীববধের উল্লেখ আছে, নরবলিও বাদ পড়ে নাই। যজ্ঞে প্রদত্ত পশুর মাংস ভক্ষ্যগণ্য হইয়া সকলেই ঘোর মাংসাসী হইয়াছিলেন, এমন কি অতিথি উপস্থিত হইলে মধুপর্কে গোবধ ও তন্মাংসভক্ষণপ্রথা সুদীর্ঘকালপর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

জড়োপাসনা, কর্ম্মকাণ্ড ও বলি

ঋষিগণ প্রকৃতির কার্য্যপরম্পরামধ্যে অনেক ঐক্যভাবদর্শনে যখন বুঝিতে পারিলেন, যাহাদিগকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা করি, তাহারা কোথাহইতে আসিল? তাঁহাদের জনয়িতা কে? একী তেজ পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, আকাশে সূর্য্যরূপে মেঘমণ্ডলে বিদ্যুদ্রূপে প্রাণিমধ্যে পঞ্চাগ্নিরূপে বিদ্যমান। এক তেজের বিভিন্ন ক্রিয়াশক্তিবলে বাষ্প, মেঘ ও বারি উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীতে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং কোন

এক অচিন্তনীয় শক্তি এইসকল মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মহর্ষি দীর্ঘতমা আদিত্যদেবের স্তুতি করিতে করিতে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিলেন; এবং সেই অব্যক্তঅনাদি ঈশ্বরহইতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম, সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে এই তত্ত্বের উন্মেষ হওয়ামাত্রই গাইলেন—তুমি অদিতি, তুমি আকাশ, তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি পুত্র, তুমি সর্ব্বদেব, স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সকলই তুমি। যে মুহূর্ত্তে এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিলেন, তখনই জ্ঞানযোগে পরব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাই বেদের জ্ঞানকাণ্ড। ক্রমে জ্ঞানতত্ত্বে যাগ, যজ্ঞ ও বাহ্য পূজা, বলি ইত্যাদি হ্রাস হইয়া, সেই অনাদি, নিত্য, সত্য, শুদ্ধ, নিরাকার, একেশ্বরবাদ প্রচার হইয়া উপনিষৎসকল রচিত হইতে লাগিল। জ্ঞান-কাণ্ডে জীবহত্যা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য হইয়াছিল।

বেদের জ্ঞানকাণ্ড

জ্ঞানতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে করিতে ঋষিগণের মনে সত্যের পূর্ণ আলোক উদ্ভাসিত হইল। স্মৃতির দশটি ধর্ম্মলক্ষণমধ্যে সত্যই প্রধান। এক সত্যের আরাধনাই জগদীশ্বরের উপাসনা। সত্যসাধন, সত্যপালনই ধর্ম্ম; যাহা সৎ, যাহার ধ্বংস নাই, তাহাই সত্য। যেমন অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি অভিন্ন, তদ্রূপ সত্য ও ঈশ্বর অভিন্ন—যাহা সত্য, তাহাই ঈশ্বর। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কিংবা মানবেন্দ্রিয়ের বহির্ভূত সমস্তই অসৎ, অর্থাৎ একদিন অবশ্যই ধ্বংস হইবেক। সৃষ্টপদার্থনামেই ধ্বংসশীল; কিন্তু সত্যের কভু বিনাশ নাই। এক সত্যই আদিতেছিল, এখনও বর্ত্তমান আছে, এবং ভবিষ্যতেও অবিনশ্বরভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। সত্যসাধনহইলে ভগবান্ দর্শন হয়। ঋষিগণ একমাত্র

সত্যই ধর্ম্মের সার

সত্যসাধনের পথপ্রদর্শনার্থে শত শত উপনিষদের সৃষ্টি। আমরা মানবতত্ত্বের দ্বিতীয়খণ্ডে ধর্ম্মতত্ত্বের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এই অধ্যায়ে বাহুল্যভয়ে অধিক লিখা হইল না। বিশেষতঃ বৈদিকযুগের অবসানে জৈন, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, বৈষ্ণবপ্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, তাহা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নহে।

কৃষিকার্য্য।

ঋগ্বেদে কৃষিকার্য্যের সবিস্তার উল্লেখ আছে। পুরাকালে কৃষিকার্য্য হেয় বলিয়া পরিগণিত হইত না। আর্য্যগণ কৃষিকার্য্য করিতেন, কৃষির জন্য নানাবিধ যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতেন। রাজর্ষি জনক, মহারাজকুরু, যাদবশ্রেষ্ঠ বলরামপ্রভৃতি সমাদরে ও সম্মানের সহিত কৃষিকার্য্য করিতেন। বৌদ্ধযুগে যখন "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" মন্ত্রে রাজগণ দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তখন লাঙ্গলের লৌহফলকায় ভূমিস্থিত তৃণজলৌকাদি প্রাণিবিনাশের আশঙ্কায় উহা দ্বিজাতির ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ ব্যবসা হইয়াছিল। মনুতে বৈশ্যবর্ণের জন্য কৃষিকার্য্য ব্যবস্থিত ছিল, আপদ্ধর্ম্মে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিধান ছিল। কৃষিকার্য্যের জন্য গো, মহিষ, অশ্ব, উষ্ট্র, মেষ ও ছাগ ইত্যাদি পোষণ করিতেন। গো ও অশ্বসাহায্যে যব চাষ করিতেন। কৃষিকার্য্যই অর্থাগমের অর্দ্ধেক উপায় এরূপ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। কি প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হইত তৎপ্রদর্শনার্থে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০১সূক্ত হইতে ভাবার্থ সহ তিনটি মন্ত্র পাঠকগণের দৃষ্টার্থে ফুটনোটে উদ্ধৃত করা হইল (৫৪)

(৫৪) যুনক্ত সীরা বিযুগা তনুধ্বং কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজম্।
গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয় ইৎ সৃণ্যঃ পক্বমেয়াৎ ॥ ৩

বাণিজ্য।

বণিজ্ শব্দ হইতে বাণিজ্যপদ সাধিত হইয়াছে। বণিগ্বৃত্তি—দেশ বিদেশ হইতে পণ্য দ্রব্যাদি আমদানি রপ্তানি করা। বণিক্ শব্দ বৈদিক পণিক্শব্দের অপভ্রংশ। বেদে পণিনামক এক পরাক্রান্তজাতি ভারতে বাণিজ্য বিস্তার করিবার উল্লেখ আছে। এই জাতি বাণিজ্যপ্রিয় ও কুসীদজীবী; পশুপালনপূর্ব্বক দধি, দুগ্ধ ও ঘৃতের ব্যবসা করিত। পাশ্চাত্যদেশে ফিণিক নামে এক জাতি আছে, তাহারা ভারতের পণি বা পণিকহইতে উৎপন্ন। পণিকগণ দেশ বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত, তাহাদের একশাখা ফিণিশিয়াদেশের আদি অধিবাসী। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে, ঋত্বিক্সমাজ গোধনলাভের জন্য পণি বা পণিকদিগের সহিত নিয়ত বিরোধ করিতেন, রাজর্ষিগণ যাজ্ঞিকগণের সাহায্যে

ভাবার্থ—লাঙ্গল যোজনা কর, যুগগুলি বিস্তার কর, এখানে যে ক্ষেত্র করা হইয়াছে তাহাতে বীজ বপন কর। স্বণিসকল নিকটবর্ত্তী পক্ব শস্যে নিপতিত হউক। আমাদের এই স্তবের সঙ্গে আমাদের অন্ন পূর্ণ হউক।

ইস্কৃতাহাবমবতং সুবরত্রং সুষেচনং। উদ্রিণং সিংচে অক্ষিতং। ৬

ভাবার্থ—পশুদিগের জলপানস্থান প্রস্তুত হইয়াছে, এই উদীর্ণ অক্ষয় জলপূর্ণ গর্ত্তে সুন্দর চর্ম্মরজ্জু বিদ্যমান আছে; অক্লেশে জলসেচন করা যায়, ইহা হইতে জলসেচন কর।

প্রীণীতাশ্বান্ হিতং জয়াথ স্বস্তিবাহং রথমিৎ কৃণুধ্বং।
দ্রোণাহাবমবতমশ্মচক্রমং অংসত্রকোষং সিংচতা নৃপাণং॥ ৭

ভাবার্থ—ঘোটকগুলিকে ঠাণ্ডা কর, ক্ষেত্রের ধান্য তুলিয়া লও, সুশৃঙ্খলে ধান্য বোঝাই হইতে পারে এমত রথ প্রস্তুত কর। পশুদিগের নিমিত্ত এই জলপূর্ণ জলাধার এক দ্রোণ পরিমাণ। ইহাতে প্রস্তরনির্ম্মিত চক্র আছে। এতদ্ব্যতীত মনুষ্যদিগের জন্য পানীয় জলাধার স্কন্ধপরিমাণ হইবে, তাহাও জলপূর্ণ কর।

সরস্বতীকূলে ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন, বহু পণি ধরাশায়ী হয়। কালপ্রভাবে পণিগণ বৈশ্যসমাজভুক্ত হইয়াছিলেন।

মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে বৈশ্যগণ মণি, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, তন্তুনির্ম্মিত দ্রব্য, গন্ধদ্রব্য, লৌহদ্রব্য, রসদ্রব্যপ্রভৃতির বিচার; ক্ষেত্রের দোষগুণ, কোথায় কিরূপ বীজবপন উচিত; বাণিজ্য পণ্যদ্রব্যাদির লাভালাভ, নানাপ্রকার মাপ, ওজন; গোমেষাদির বৃদ্ধির উপায় নিরূপণ করিতেন। বৈশ্যগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—এক কৃষক, দ্বিতীয় বণিক্। সর্ব্বভূতে অন্নদান ও বাণিজ্যদ্রব্যের বৃদ্ধি করাই বৈশ্য-গণের প্রধান ধর্ম্ম। বাণিজ্যে চুক্তিই বলবতী হইত, চুক্তিভঙ্গ ও মিথ্যাভাষণ ঘৃণার্হ বলিয়া গণ্য হইত।

মনুসংহিতায় বৈশ্যদিগের বাণিজ্যদ্রব্যের নাম এইরূপ উল্লেখ আছে —"সর্ব্বপ্রকার রস (গুড়, দাড়িম, আমলকী, হরীতকী) সিদ্ধান্ন (তণ্ডুলাদি) তিল, লবণ, পাষাণ, নানাবিধ পশু, মনুষ্য, তাঁতের কাপড়, রক্তবস্ত্র, শণের কাপড়, ক্ষৌমবস্ত্র, অজিন, মেষলোমবস্ত্র, ফল, মূল, ওষধি, জল, লৌহ, বিষ, সোমরস, ক্ষীর, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল, সুগন্ধিদ্রব্য, মধু, মোম, শস্ত্র, আসব, নীল, লাক্ষা ইত্যাদি"। কৃষিকার্য্যের জন্য বৈশ্যদিগকে রাজার নিকট কর দিতে হইত। গৌতম ধর্ম্মসূত্রে উল্লেখ আছে কৃষকেরা উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ, অষ্টমাংশ ও ষষ্ঠাংশ করস্বরূপ প্রদান করিত। (এই নিয়ম মোসলমান রাজত্বেও কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল; মোগলসম্রাট আকবরের রাজস্বসচীব মহারাজ টোডরমল্লকর্ত্তৃক শস্যের পরিবর্ত্তে রজতমুদ্রা গৃহীত হইত) গবাদি পশু ও সুবর্ণের উপর $\frac{১}{৫০}$ অংশ; পণ্যদ্রব্যের শুল্ক $\frac{১}{২০}$ অংশ; মধু, মাংস, ফল, মূল, ভেষজ। লতাগুল্মাদি, জ্বালানি কাষ্ঠ প্রতি $\frac{১}{৬০}$ অংশ কর ধার্য্য ছিল। শিল্পী ও কর্ম্মকারগণ

বাণিজ্য দ্রব্য ও শুল্ক

প্রতিমাসে একদিন হিসাবে রাজার কাজ করিত, যাহা তাহাদের কর স্বরূপ গণ্য হইত। (ইহাকেই বর্ত্তমান সময়ে "বেগার দেওয়া" বলে।)"

বাণিজ্যদ্রব্যাদি বহন করিয়া একস্থানহইতে স্থানান্তরে নিবার জন্য ভারবাহী পশু, শকট, নৌকা ও অর্ণবযানের কথা বৈদিক গ্রন্থে উল্লেখ আছে। পুরাণ সকলে চীন, পারদ (পারস্য) যবন (আরব) প্রভৃতি দেশ, সিংহল (লঙ্কা) যবদ্বীপ (যাবা) শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ (আফ্রিকা) শ্বেতদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপ সকলে ভারতবাসীর বাণিজ্যের বহু উপন্যাস বর্ত্তমান আছে। চন্দ্রসদাগর, শ্রীমন্ত সদাগরের গল্প বাঙ্গালীর অজ্ঞাত নহে। যাঁহারা সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া সভাসমিতিতে ঘোর আন্দোলন করিতেছেন, এবং যাহারা সমুদ্রযাত্রার বৈধতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কল্পনায় সমাজভয়ে ভীত হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য সমুদ্রগমনের বৈধতাসূচক কতিপয় বিধি ফুটনোটে প্রদান করিলাম। অর্থাগমের প্রধান উপায়ই বাণিজ্য। বাণিজ্যার্থে আর্য্যগণ যে পৃথিবীর নানাস্থানে গমনাগমন করিতেন, তাহা পাশ্চাত্য ইতিহাসেও উল্লেখ আছে। রোমীয় প্লিনির নেচারেল হিষ্টরিতে বর্ণিত আছে, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসীর একখানা বাণিজ্যপোত ইউরোপের উত্তর পশ্চিম সাগরে জলমগ্ন হইয়াছিল; জলমগ্নলোকসকলের মধ্যে কতিপয় ভারতবাসী যুবক রক্ষা পাইয়া জর্ম্মানদেশে অবতরণ করিয়া পশ্চাৎ রোমনগরে আসিয়াছিল"। শাকদ্বিপী ব্রাহ্মণ, জাপানে কালীমূর্ত্তির অবিষ্কার, আমেরিকায় রামসীতোয়া উৎসব এবং ভূগর্ভ হইতে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও ভারতবাসীর ব্যবহার্য্য ধাতুনির্ম্মিত তৈজসাদির উদ্ধার কি আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া আর্য্যদিগের গমনাগমনের নিদর্শন নহে ?

সমুদ্রযাত্রা

ঋগ্‌বেদের স্থানে স্থানে সমুদ্রগমনের উল্লেখ আছে। বৈদিক সময়ে

সমুদ্রগমন এতদূর প্রচলিত হইয়াছিল যে, মানবধর্ম্মশাস্ত্রে সমুদ্রগামী পোত-সমূহের জন্য ভাড়ার বিধান করিতে হইয়াছিল। মনু বলিতেছেন—"সমুদ্রযাত্রাকুশল, দেশকালার্থদর্শী ব্যক্তিগণ সুদের যে হার ব্যবস্থা করেন, তাহাই সমুদ্রযাত্রাবিষয়ে প্রদেয় সুদের হার"। (৫৫) যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতানুযায়ী যে মিতাক্ষরা ভারতবাসী হিন্দুসমাজ শাসন করিতেছে, সেই যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—"যাহারা বাণিজ্যার্থ কান্তারে গমন করে, তাহারা শতকরা শতভাগের দশভাগ এবং সমুদ্রগামীরা শতভাগের বিংশতিভাগ সুদ দিবে।" (৫৬) কলিযুগমান্য পরাশরসংহিতা বলিতেছেন "এই সমস্তস্থানে (নিজপাপ) কীর্ত্তন করিয়া পবিত্র সাগরে গমন করিয়া দশ যোজন প্রশস্ত ও শতযোজন দীর্ঘ, শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে নলের পরিশ্রমদ্বারা প্রস্তুত সমুদ্রের সেতু দর্শন করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।" (৫৭) মহামান্য ঋগ্বেদ বলিতেছেন ধনার্থী বণিকেরা যেরূপ সকলদিকে সঞ্চরণ করিয়া সমুদ্র ব্যাপিয়া থাকে, হব্যবাহী স্তোতৃগণ সেইরূপ সেই ইন্দ্রকে সকল দিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে।" (৫৮) স্থানান্তরে

(৫৫) সমুদ্রযানকুশলাঃ দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি ॥৮-১৫৭ মনু

(৫৬) কান্তারগাস্তু দশকং সামুদ্রা বিংশকং শতম্।
দদ্যুর্বা স্বকৃতাং বৃদ্ধিং সর্ব্বে সর্ব্বাসু জাতিষু ॥২ অঃ ৩৯ শ্লোক। যাজ্ঞঃবল্ক্য

(৫৭) এতেষু খ্যাপয়েন্নরঃ পুণ্যং গত্বাতু সাগরম্।
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্ ॥৬২
রামচন্দ্রসমাদিষ্টং নলসঞ্চয়সঞ্চিতম্।
সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রস্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥৬৩।১২ অঃ। পরাশরসংহিতা

(৫৮) তং গূর্ত্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ ২।৫৬।১ম মণ্ডল ঋক।

বশিষ্ঠঋষি বলিতেছেন—"যখন আমি ও বরুণ উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ নৌকারূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।" (৫৯) যাঁহারা নব্যস্মৃতির বিধানমতে সমুদ্রগমনের পরিপন্থী, তাঁহারা যেন ব্যাসসংহিতাপ্রোক্ত ফুটনোটের বিধানের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেন, ব্যবস্থাটির বাঙ্গলা অর্থ এই— "যখন বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বচনের বিরোধ দৃষ্ট হয়, তখন বেদই প্রমাণ; কিন্তু স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধস্থলে স্মৃতিই বলবতী হইবে।" শাস্ত্রে সমুদ্রগমনের বৈধত্ব সূচক বিধি বহু বর্ত্তমান আছে, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

শিল্প ও বিজ্ঞান।

সুবর্ণপ্রসূ পবিত্র ভারতভূমির বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশির প্রবলাকর্ষণে গ্রীশ, তুরুষ্ক, পারস্য, তাতার, অফগানিস্থানপ্রভৃতি বৈদেশিক অর্থগৃধ্নু নরপতিগণ আর্য্যগৌরবরবি অন্তর্ধানের পরই বারংবার ভারতলুণ্ঠনকার্য্যে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। আলেকজেণ্ডর, দেরায়ুস, নাদিরসাহ, সুলতানমামুদ, সেকেন্দরআলি, কুতবুদ্দিন, মহম্মদঘোরি, আমেদসাহাদুরাণি, আরেঙ্গজিব প্রভৃতি ভারতের অতুল বৈভবরাশি হস্তগত করিবার মানসে এবং ধর্ম্মদ্বেষিতা চরিতার্থ করিবার জন্য দেবমন্দির সকল ধ্বংস, ধনভাণ্ডার সকল লুণ্ঠন, প্রাচীনকীর্ত্তি সকল বিলুপ্ত, আর্য্যের প্রাণাধিক ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ

(৫৯) আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎসমুদ্রমীরয়াব মধ্যম্।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্র প্রেংখ ঈংখয়াবহৈ শুভে কম্ ॥৭।৮৮।৩
ঋগ্বেদ

ভস্মীভূত করিতে; এবং শতসহস্র নরহত্যাকে অতীব তুচ্ছ ও সামান্য কার্য্য বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন। এইরূপ পুনঃপুনঃ বিলুণ্ঠিত ও বিদ্ধস্ত হইয়া ভারতের পূর্ব্বগৌরব একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াগিয়াছে। আবার বৈদিক, তান্ত্রিক, পৌরাণিক, জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবাদি ধর্ম্মের সংঘর্ষণ-জনিত কত ভীষণ অত্যাচার, নির্য্যাতন এবং ধর্ম্মবিপ্লব, সমাজবিপ্লব, রাষ্ট্র-বিপ্লব, আত্মকলহদ্বারা ভারতমাতা দীনা, ক্ষীণা, নিরাভরণা, সৌন্দর্য্য-বিহীনা ও ছিন্না ভিন্না হইয়া, দুঃখসন্তাপিতা মলিনা বিধবার ন্যায় পরিলক্ষিতা হইতেছেন।

ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিগণ ভগবদনুসরণ মানবের প্রকৃষ্টধর্ম্ম, এবং তৎসাধনজন্য জ্ঞানবিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, যে সকল অমূল্যতত্ত্ব ধর্ম্মের আবরণে নানাবিধ ছন্দঃ, বন্ধ, অলঙ্কারসমন্বিত বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্যপ্রভৃতি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, কালের কুটিল-প্রবাহে সেই সমুদয় অমূল্য গ্রন্থরাজি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জীর্ণ, শীর্ণ, কীটদষ্ট যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উত্থানপতনে এবং বারংবার সংস্কার ও প্রতিষ্ঠায় নিরন্তর বর্দ্ধিতায়ন ও ক্রমপরিবর্ত্তনদ্বারা "তিন নকলে আসল খাস্ত" হইয়াগিয়াছে। আবার সুদীর্ঘকাল যাবৎ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা রাহিত্য, এবং বেদপাঠ নিষিদ্ধ হওয়ায় উহা অপাঠ্য মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে, সুতরাং শিক্ষিত যুবকবৃন্দ পাশ্চাত্যবিদ্যায় নানাবিধ উপাধিমালায় ভূষিত হইয়াও বলিয়া থাকেন—ভারতে শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি কিছুই ছিলনা! এমনকি ভাষাপ্রকাশার্থে বর্ণমালা পর্য্যন্ত বিদেশহইতে সমাগত হইয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে আর্য্যগণের শিল্প, বিজ্ঞানের, পুরাতন নিদর্শনের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আর্য্যধর্ম্মগ্রন্থ সকলে অর্ণবপোত জলযান, বৃহৎ নৌকা ও ডিঙ্গা

ইত্যাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সমুদ্রযাত্রাপ্রবন্ধে আমরা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে সমুদ্রগমনের বিধান, ও সমুদ্রগামী বণিক্‌দিগের শুল্কের ভাগদিবার প্রমাণসকল ফুটনোটে উদ্ধৃত করিয়াছি, মহাভারত ও পুরাণসকলে ইহার সবিস্তার উল্লেখ আছে। জতুগৃহদাহঅধ্যায়ে পলায়মান পাণ্ডবগণের ভাগীরথী পার হইবার জন্য মহামনা বিদুর প্রেরিত, "মনোমারুত-গামিনী, সর্ব্ববাতসহা, যন্ত্রপরিচালিত, নানাবিধ পতাকাশোভিত জলযানের কথা উল্লেখ আছে। (৬০)

অর্ণবপোত বা জাহাজ

ঋগ্‌বেদে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সিন্ধুসাগর পারহইবার জন্য ভারবাহী বৃহৎ নৌকার কথা, পুরাণে চন্দ্রসদাগর, শ্রীমন্তসদাগরদিগের দ্বীপ-দ্বীপান্তরে বাণিজ্যসম্ভারসহ গমনাগমনজন্য অর্ণবপোত ও ডিঙ্গাসকলের কথা, যবদ্বীপ শাকদ্বীপ, সিংহল, ও মালয়প্রভৃতি দ্বীপ সকলে ভারতবাসীর গমনাগমন ও উপনিবেশস্থাপনের কথা, পুরাণবর্ণিত পাতালরাজ্যে (আমেরিকায়) আর্য্যজাতির প্রাচীনকীর্ত্তি সকলের নিদর্শন উদ্ধারের কথা, রোমীয় প্লিনির নেচারেলহিষ্টরিলিখিত উত্তরমহাসাগরে ভারতবাসীর একখানা অর্ণবপোত জলনিমগ্ন হইবার কথা, কি আর্য্যজাতির অর্ণবপোত সকলের প্রমাণপরিচায়ক নহে? অতীত কীর্ত্তির লুপ্তচিহ্নের ছায়াস্বরূপ চট্টগ্রামবাসীর নির্ম্মিত "সামযান", "শ্লুপ" প্রভৃতি সমুদ্রগামী জলযানসমূহ অদ্যাপি, বঙ্গ ও ভারতসাগরের

(৬০) ততঃ স প্রেষিতো বিদ্বান্ বিদুরেণ নরস্তদা।
পার্থানাং দর্শয়ামাস মনোমারুতগামিনীং॥ ৪
সর্ব্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈ র্বিস্রম্ভিভিঃ কৃতাম্॥৫।১৫ ১ম।
আদিপর্ব্ব মহাভারত

অকূল পথে, বিমানচারী বিহঙ্গের ন্যায় অসংখ্য পালভরে নির্ভয়ে গমন করিয়া ষ্টিমার সকলকেও পশ্চাৎ ফেলিয়া যায়। চট্টগ্রামের শত শত শ্লুপনামক অর্ণবপোত সকল পূর্ব্ব উপদ্বীপ, যাবা, মান্দ্রাজ ও ফ্রান্সপ্রভৃতি দেশে বাণিজ্যদ্রব্যসহ গমনাগমন করিয়া থাকে। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭১ সূক্তে লৌহময়ী নৌকা, লৌহময় অরিত্র বা দাঁড় ও হালের কথা বর্ণিত আছে।

বর্ত্তমান সময়ের বাইসিকেল, ট্রাইসিকেল, প্রভৃতি যানসকল বৈদিকযুগেও ছিল, এমত বেদে উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের চতুর্থমণ্ডলে সূর্য্যদেবের দ্বিচক্রবিশিষ্ট রথের কথা, এবং দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক উক্ত-রথের একটি চক্র ছিন্ন হইলেও সূর্য্যদেব একচক্র যানে ভ্রমণ করিতে পারিতেন, এমত উল্লেখ আছে। পাঠকগণ ইহা পুরাণবর্ণিত গগনবিহারী জড়সূর্য্যের রথের কথা নহে। ইনি অদিতিগর্ভসম্ভূত সবিতা বা সূর্য্যদেব, যিনি স্বর্গরাজ্যে বাস করিয়া দৈত্যগণ সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন, ব্রহ্মার আদেশে যিনি সামবেদের সমাহার করিয়াছেন। যাঁহার পুত্র শনিঠাকুর ও মহারথী কর্ণ। আমরা ঋগ্বেদের তিনটি মাত্র মন্ত্র ফুটনোটে অধ্যাহার করিয়া বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম যাহাদ্বারা আর্য্যদিগের বাইসিকেল, ট্রাইসিকেলের সবিশেষ প্রমাণ হইবেক।

একচক্র, দ্বিচক্র ও ত্রিচক্ররথ

"তোমাদের ত্রিবন্ধুর, ত্রিবৃত, ত্রিচক্র ও শোভনীয়-গতিরথে আমাদিগের অভিমুখে আইস। (৬১)

"হে মরুদ্গণ! তোমাদিগের রথে অশ্ব নাই, সারথি নাই, অশ্ব বা আরোহীর খাদ্যও লাগে না। কেননা অতি দ্রুত গন্তব্যস্থানে যাইয়া থাকে, চাবুক লাগেনা, অথচ একলোকহইতে অন্য লোকে দ্রুত চলিয়া

(৬১), ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতারথেন ত্রিচক্রেণ সুবৃতায়াতমর্ব্বাক্। ২।১১৮। ১ম

যায়। তোমাদের সেই সকল রথ পৃথিবী বা ভারতবর্ষহইতে অন্তরীক্ষ-মধ্যস্থ পথদিয়া দ্যো বা আদি স্বর্গে গমন করে। (৬২)

ঋক্ ও অথর্ব্ববেদে "হিরণ্যবর্ত্ম, হিরণ্যয়পন্থা, লৌহবর্ত্ম", সারথি ও অশ্ববিহীন ভীষণশব্দকারী লৌহশকটের কথা স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে, যাহারা আর্য্যদিগের রেলগাড়ীর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে।

লৌহশকট বা রেলগাড়ী

আমরা পাঠকদিগের অবগতির জন্য কয়েকটি বেদমন্ত্র নিম্নে অধ্যাহার করিয়া বঙ্গানুবাদ এখানে প্রদান করিলাম, যাঁহারা সবিশেষ জানিতে চান, তাঁহারা যেন শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নমহাশয়ের প্রকৃতার্থ বাহিনী টীকাপাঠ করিয়া সংশয় দূর করেন। এস্থলে একটিমাত্র আপত্তি হইতে পারে যে বেদমন্ত্রমধ্যে হিরণ্যশব্দ উল্লেখ থাকায় উহা সুবর্ণ অর্থের অববোধক, কিন্তু বেদের অভিধান নিঘণ্টু, হেম, অয়ঃ, হিরণ্য, লৌহ, কনক, অমৃত ইত্যাদি পঞ্চদশ হিরণ্যনামানি" বলাতে হিরণ্য ও লৌহকে একি পর্য্যায়ে পাওয়া যায়, সুতরাং বেদের হিরণ্যশকট, হিরণ্য অরিত্র, হিরণ্যনাব প্রভৃতি শব্দে লৌহগাড়ী, লোহার দাঁড়, ও লৌহময় নৌকাই বুঝা যাইতেছে।

"হে মরুদ্গণ! যখন তোমাদিগের রথসকল বাষ্পভরে চলিতে থাকে, তখন রথ হইতে জলকণাসকল বিক্ষিপ্ত হয় এবং রথগতিতে যেন পর্ব্বত কাঁপিতে থাকে।" (৬৩)

"হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের রথ লৌহপত্রবিনির্ম্মিত, অতিসুন্দরবর্ণ,

(৬২) অনেনো বো মরুতো যামো অস্তু অনশ্বশ্চিৎ যমজতি অরথীঃ।
অনবসো অনভীশূ রজস্তূঃ বি-রোদসী পথ্যা যাতি সাধন্॥ ৭।৬৬সূ। ৬ম

(৬৩) বপন্তি মরুতো মিহং প্রবেপয়ন্তি পর্ব্বতান্।
যৎ যামং যান্তি বায়ুভিঃ॥ ৪।৭সূ। ৮ম ঋগ্বেদ

উহাদের গাত্রহইতে তুষারবিন্দুসকল ক্ষরিত হইতেছে, উহারা মন ও বায়ুর ন্যায় তীব্রগামী, উহারা অন্নবহন করিয়া আমাদের নিকট আসিল, তোমরা এই রথে অতি সুদুর্গম পথসকল অতিক্রম করিয়া থাক।" (৬৪)

"সেই অরুণবর্ণ বিচিত্ররূপ মরুদ্‌গণ বাষ্পীয় শকটারোহণে ভূলোকের উপরদিয়া তুষারসিক্ত হইয়া উত্তরদিকে গমন করিয়াছেন।" (৬৫)

"পথসকল লৌহময়, নৌকাসকল লৌহময়ী, নৌকার চক্রসকল (অরিত্র-হাল ও দাঁড়) লৌহময়, এই নৌকায় বিষনাশক কুড়সকল বাহিত হয়।" (৬৬)

বেদে "বিদ্যুৎ জন্মাইয়াছিলেন" এবং "অদিতিনন্দন মিত্র তাড়িত-বার্ত্তাবহদ্বারা ভারতবর্ষহইতে দেবলোকের শেষসীমাপর্য্যন্ত পরিমাণ করিয়াছিলেন" এরূপ অর্থবোধক মন্ত্রসকল দেখিতে পাওয়াযায় (৬৭) ঋগ্‌বেদের ৮ মণ্ডলের একটি সূক্তের অর্থদ্বারা জানা যায় "সূর্য্যদেব বাষ্পীয় শকট বা লোকদিগের গমনের জন্য পথসমূহের পার্শ্বে তাড়িতবার্ত্তাবহ যোজনা করিয়াছিলেন। ঐসকল পথ বৈদ্যুতিক আলোকমালায় বিভূষিত থাকিত।" (৬৮) ইহাদ্বারা অনুমান হয় পুরাকালে আর্য্যগণের নিকট বৈদ্যুতিক

তাড়িত বার্ত্তাবহ

(৬৪) হিরণ্যত্বক্ মধুবর্ণো ঘৃতস্নুঃ পৃক্ষো বহন্নারথো বর্ত্ততে বাম্।
মনোজবা অশ্বিনা বাতরংহাঃ যেনাতিযাথোদুরিতানি বিশ্বা॥
৩।৭৭সূ। ৫ম

(৬৫) উদু ত্যে অরুণপ্সবশ্চিত্রা যামেভিরীরতে বাশ্রাঅধিষ্ণুনাদিবঃ॥
৭।৭সূ। ৮ম ঋক

(৬৬) হিরণ্যয়াঃ পন্থান আসন্ অরিত্রাণি হিরণ্যয়া।
নাবো হিরণ্যয়ীরাসন্ যাভিঃ কুষ্ঠং নিরাবহন্॥ ৫ অথর্ব্ববেদ।

(৬৭) বিদ্যুতং অজনয়ন্। ৫৩ পৃষ্ঠা কৃষ্ণযজুঃ
পরি যো রশ্মিনা দিবো অন্তান্ মমে।

(৬৮) সৃজন্তি রশ্মি মোজসা পন্থাং সূর্য্যায় যাতবে।
তে ভানুভির্বিতস্থিরে॥৮।৭ সূ। ৮ম ঋগ্‌বেদ

ক্রিয়াসকলও যেন অজ্ঞাত ছিলনা। রামায়ণে উল্লেখ আছে বায়ুদেবতা রাবণরাজের আজ্ঞাকারী ছিলেন, ইঁহার আজ্ঞা মাত্রই সুবাতাস বহিত। ইহা কি বর্ত্তমান কালের ইলেক্‌ট্রিক্ ফেন সহিত তুলনা করা যায় না? পুরাণাদিতে দেখা যায় দেবর্ষি, রাজর্ষি ও দেবগণ স্মরণমাত্র ব্যক্তিবিশেষের নিকট আগমন করিতেন। মহাভারতে কাম্যকবনে দ্রৌপদী দেবীর স্মরণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুদূরহইতে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়াছিলেন এ সমস্ত ঘটনা বৈদ্যুতিক ক্রিয়ারই নিদর্শন।

গগনবিহারী যান সকল বা এরোপ্লেন ইত্যাদি

বৈদিকযুগে পৃথিবীর এক প্রান্তহইতে অপর প্রান্ত গমনাগমনজন্য যে সকল মনোমারুতগামী রথ বিমান, ব্যোমযান, কামগম, মনোজব প্রভৃতি আকাশগামী যান সকলের নাম শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ আছে, তাহাই বর্ত্তমান সময়ের "এরোপ্লেন, জিউপ্লেন, ও ব্যোমযান সকল"। দেবগণ সকলেই বিমানে চড়িয়া বেড়াইতেন। বায়ুপুরাণের ৩৪ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে "সেই মেরুপর্ব্বতের উর্দ্ধতলে মহাদেব শিবের সহস্র সূর্য্যসঙ্কাশ মহাবিমান আপনার মহিমাদ্বারা সমুদ্ভাসিত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার ৪১ অঃ উল্লেখ আছে "সেই কৈলাসধামে যক্ষরাজ কুবেরের প্রখ্যাতনামা পুষ্পকরথ বিরাজমান। উহা মনের ন্যায় তীব্রগামী, কামগামী এবং উহার বাতায়ন সকল সুবর্ণখচিত।" রামায়ণে দেখা যায় এই পুষ্পক বিমান লঙ্কাধিপ রাবণ কুবেরহইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বারণবধের পর শ্রীরামচন্দ্র পুষ্পক রথে আরোহণ করত অযোধ্যায় আগমন করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মাতলিপরিচালিত রথে, ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়ধ্বজ বা গরুড় চিহ্নযুক্ত বিমানে, ব্রহ্মা হংসযুক্ত যানে স্বর্গহইতে ভারতে ও নানাস্থানে গমনাগমন করিতেন। মহাভারতের খাণ্ডবদাহনে অর্জ্জুনসঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য

দেবতা সঙ্গে বিমানে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের আজ্ঞায় মহাবীর অর্জ্জুন শূন্যপথে পাতাল রাজ্য বা আমেরিকায় গমন করিয়া নিবাত কবচাদি অসুর সকলকে বধ করিয়াছিলেন। শাল্বরাজের সৌভ-নগরীনামক শত শত বিমানছিল। নৈষধকাব্যে ঋতুপর্ণ রাজার ছদ্ম-বেশী সারথী নলপরিচালিত শূন্যরথের কথা পাঠকগণ পাঠ করিয়াছেন মহাভারতে ঐ উপাখ্যান বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে, উহার গতি এত দ্রুত ছিল যে নিমিষে যোজন পার হইত। দেবর্ষি নারদের শূন্যগামী ঢেঁকীযানের কথা শুনিয়া পাঠক পাঠিকাগণ হাস্য সংবরণ করিতে পারেন না, কিন্তু গড়ের মাঠে যাহারা ফরাসিবিজ্ঞানবিৎপরিচালিত এরোপ্লেন দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কি অস্বীকার করিতে পারেন আকৃতিতে ও দৈর্ঘ্যে ঢেঁকির সহিত ইহার অনেকটা সৌসাদৃশ্য নাই? পূর্ব্বে যে সকল শিক্ষিত যুবকবৃন্দ আর্য্যের বিমানবিদ্যার কথা শুনিলে কর্ণে স্থান না দিয়া উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দিতেন, বর্ত্তমান যুদ্ধঘটিত ব্যাপারে তাঁহাদের অনেকের মুখেই আর্য্যগৌরব ধ্বনিত হইতেছে।

টেমস্‌নদীর নিম্নস্থ সুড়ঙ্গপথ পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য বস্তুর অন্যতম। এতৎভিন্ন পর্ব্বতের মধ্যদিয়া গমন জন্য বহু টেনেল বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সুড়ঙ্গপথ

পুরাকালে আর্য্যগণও এবংবিধ কৌশল অবগত ছিলেন। মহাভারত আদিপর্ব্ব জতুগৃহদাহ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে, গৃহদাহে পোড়াইয়া মারিবার জন্য বারণাবতনগরে সুপ্রশস্ত পরিখা ও প্রাকারবেষ্টিত দুষ্ট পুরোচন রক্ষিত দুর্গমধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন; মহাত্মা বিদুর এই কুমন্ত্রণা অবগত হইয়া সুনিপুণ খনকদ্বারা পাণ্ডবগণের বাসগৃহহইতে পরিখার নীচ দিয়া দূরবর্ত্তী বনমধ্যে এক বৃহৎ সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন

পাণ্ডবগণ গৃহে স্বয়ং অগ্নিদিয়া মাতৃসমভিব্যাহারে সুড়ঙ্গপথে অক্লেশে পলায়ন করিয়াছিলেন।

আর্য্যগণের ঋগাদি চারিবেদ ভিন্ন ধনুর্ব্বেদ, আয়ূর্ব্বেদ ও গান্ধর্ব্ববেদ নামক আর ও তিনখানি বেদ ছিল। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভারতের মহাবিক্রমশালী ক্ষত্রিয় বীরগণ চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলে, আর্য্য গৌরবরবি ক্রমশঃ অস্তমিত হইয়াছে; সুতরাং যুদ্ধকার্য্যাদিবিষয়ক ধনুর্ব্বেদ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। আর্য্য রথিগণের কত প্রকার অস্ত্র ও শস্ত্র ছিল, কিপ্রকার তাঁহারা ধনু, বাণ ও দিব্য অস্ত্রাদিদ্বারা আপনাদের পুর, দুর্গ ও রাজ্যাদি রক্ষা করিতেন, তাহা ধনুর্ব্বেদে সবিস্তার বর্ণিত ছিল। আমরা মানবতত্ত্বের তৃতীয়খণ্ড শাস্ত্রতত্ত্বে এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছি। যাহাঁরা আর্য্যগণের তীর, ধনু, গদা, শেল ভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না, এমত বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদন জন্য উমানাথকৃত নীতিসার ও মহাভারতহইতে বিজ্ঞানসম্মত আগ্নেয়াস্ত্রের কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম।

যে আয়ুধের নলের দৈর্ঘ্য পাঁচ বিঘত, যাহার নিম্নে ছিদ্র আছে, নিম্ন হইতে উপরদিক পর্য্যন্ত অভ্যন্তর ছিদ্রযুক্ত, লক্ষ্যঠিক করিবার নিমিত্ত যে নলের অগ্রভাগ ও গোড়ায় দুইটি বিন্দু বা মাছি থাকে, যে নলের উপাঙ্গ কাষ্ঠনির্ম্মিত নলের ছিদ্রমধ্যামাঙ্গুলি পরিমিত, যাহাতে লৌহময় কর্ণ ও আঘাতে অগ্নি নিঃসৃত হয়, তাহার নাম ক্ষুদ্রনালিক, যাহা পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যগণের ব্যবহার্য্য। (৬৯)

ক্ষুদ্রনালিক বা বন্দুক

(৬৯) তির্য্যগূর্দ্ধছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্।
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি তিলবিন্দুযুতং সদা॥ ১৯৬

যে নালিকাস্ত্রের মূলে একটি কীলক বা খিল থাকে, যাহা ঘোরাইয়া দিলে লক্ষ্যে গোলকপাত হয়, যাহার কাষ্ঠের বাঁট নাই। যাহার নাল বড় এবং যাহা মনুষ্য বা শকটাদিদ্বারা একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়, তাহার নাম বৃহন্নালিক বা কামান; ইহার যুদ্ধ শ্রেষ্ঠ এর জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। (৭০)

বৃহন্নালিক বা কামান

বৃহন্নালিকাস্ত্রের অধোভাগে কর্ণসংযুক্ত থাকে বলিয়া মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রে ইহাকে কর্ণী বা কর্ণকাবতী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বেদ ইহাকে সূর্ম্মী বা বজ্র অস্ত্র বলিয়াছেন। "এই যে সূর্ম্মী ইহা কর্ণ বিশিষ্ট। দেবতারা ইহাদ্বারা অসুরদিগের শত শত যোদ্ধাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।" স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে "ইন্দ্র দুই হস্তে লৌহনির্ম্মিত বজ্র ধারণ করিয়া থাকেন।" (৭১)

মহাভারতে উল্লেখ আছে মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থে স্বর্গরাজ্যে

যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃৎ গ্রাবখণ্ডধৃৎ কর্ণমূলকম্।
সুকাষ্ঠোপাঙ্গবুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলবিলান্তরম্॥ ১৯৭
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণসন্ধাতৃশলাকাসংযুতং দৃঢ়ম্।
লঘুনালিকমপ্যেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ॥ ১৯৮

উশনাসংহিতা।

(৭০) মূলকীলভ্রমাৎ লক্ষ্যসমসন্ধানভাজি যৎ।
বৃহন্নালিকসংজ্ঞং তৎ কাষ্ঠবুধ্নবিবর্জ্জিতং।
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুদ্ধং বিজয়প্রদম্॥ ২০০ ঐ

(৭১) এষাবৈ সূর্ম্মী কর্ণকাবতী এতয়া হবৈ স্ম দেবা
অসুরাণাং শততর্হান, তৃংহন্তি। ৩৯ কৃষ্ণ যজু
দধে হস্তয়োর্বজ্রমায়সম্। ৪। ৮১ সূ। ১ম ঋগ্বেদ

গমনকরতঃ মহাদেবের স্তুতি করত বলিতেছেন—"হে ভগবন্ বৃষভধ্বজ। যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন এবং বর প্রদান অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে আপনার সেই ব্রহ্মশিরোনামক ভীমপরাক্রম দিব্য পাশুপত অস্ত্র প্রদান করুন। যাহা যুগান্ত সময়ে জগৎ সংহার করিয়া থাকে। * * * * যে অস্ত্র মন্ত্রপূত করিলে "সহস্র শূল, উগ্রদর্শন গদা ও রাশি রাশি আশীবিষবদন শরনিকর সমুদ্ভূত হইয়া শত্রু বিনাশ করে।" প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদ (১২)

পাশুপত বা ভীষণ শেল

বশিষ্ঠকৃত ধনুর্ব্বেদে শতঘ্নীনামক আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ আছে, যাহার গোলার আঘাতে শতশত লোক মরিয়া যায়। "রাজা আপনার সিংহাসন রক্ষার্থে দুর্গোপরি শতঘ্নী স্থাপন করিবেন এবং বুদ্ধিমান্‌গণ তথায় বারুদাদি রাখিবেন।" (১৩) যজু ও অথর্ব্ববেদে শতঘ্নীনামক আগ্নেয়াস্ত্রের বহু উল্লেখ আছে। রামায়ণ—মহাভারতেও শতঘ্নী বা কামানের কথা রহিয়াছে অগ্নিবাণের কথা সমস্ত পুরাণেই দেখিতে পাওয়া যায়। অর্জ্জুনের সন্মোহন বাণটি বর্ত্তমান সময়ের গ্যাসপূরিত শেল কিংবা টেঙ্কসঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

শতঘ্নী বা কামান

(১২) অস্ত্র ব্রহ্মশিরোনাম রৌদ্রং ভীমপরাক্রমম্।
যুগান্তে দারুণে প্রাপ্তে কৃৎস্নং সংহরতে জগৎ॥ ৯
যস্মিন্ শূলসহস্রাণি গদাশ্চোগ্র প্রদর্শনাঃ।
শরাশ্চাশীবিষাকারাঃ সম্ভবন্ত্যনুমন্ত্রিতে॥ ১২। ৩০ অ

(১৩) সিংহাসনস্য রক্ষার্থং শতঘ্নীং স্থাপয়েৎ গড়ে।
রঞ্জকং বহুলং তত্র স্থাপ্যতে বহুধীমতা॥ ১৫। ২১ পৃষ্ঠা
উচ্চাট্টালধ্বজতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাং। বশিষ্ঠ ধনুর্ব্বেদ।

ভাষাতত্ত্ব।

মনুষ্যহইতে ইতর জন্তু পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গপ্রভৃতি সকলেই আপনাপন মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাকেই ভাষা বলা যাইতে পারে। ইতর প্রাণী সকল প্রকৃতির সীমাবদ্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া উহা প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং সেই অব্যক্ত ধ্বনি মানবের অবোধ্য হইলেও তাহাদের সজাতির সুবোধ্য বটে। একমাত্র মনুষ্যগণই পূর্ণাঙ্গ বাগ্‌যন্ত্রপ্রভাবে আপনাদের বুদ্ধিবলে ভাষার সৃষ্টি করিয়া মনোগত ভাব সকল ব্যক্ত করিয়া থাকে। ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখাযায় পূর্ব্বে যেন সকল মনুষ্যেরই ভাষা ও উচ্চারণ একিরূপ ছিল। এই সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ ও বাইবেলে পরস্পর সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাষা একমাত্র মনুষ্যরচিত, ইহা প্রকৃতিপ্রদত্ত বা ভগবৎপ্রসাদ নহে। বেদ বলিতে-ছেন ভাষাদেবগণ হইতে সমাগত অর্থাৎ দেবগণই ভাষার আদি স্রষ্টা, দেবগণ যে মানুষ তাহা স্থানান্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাষার মৌলিক শব্দসমূহ আচার্য্যগণ স্বয়ং প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ব্যাকরণ ছিলনা, যে সকল শব্দ প্রয়োগ হইত, তাহাতে বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ কিংবা কালের কোনরূপ বিশেষত্ব ছিলনা। যজ্ঞকার্য্যের জন্য বেদমন্ত্রাদি, ছন্দ, কবিতার সৃষ্টি হয়, একথা পুরুষসূক্তে উল্লেখ আছে। দেবগুরু বৃহস্পতিই ভাষার প্রথম স্রষ্টা। (৭৪) দেবরাজ ইন্দ্র প্রথমে ভাষাহইতে ব্যাকরণ রচনা করিলে লোক সকল ব্যাকরণশুদ্ধ ভাষা বলিতে আরম্ভ করেন। সেই ব্যাকরণ

দুর্গগম্ভীর পরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্॥ ঐ

(৭৪) বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং ১। ৭১ সূ। ১০ ম ঋগ্‌বেদ।

এখন লুপ্ত হইয়াছে। আদিতে লিপিকৌশল জ্ঞাত ছিলনা, বেদমন্ত্র সকল মুখে মুখে অধীত হইত বিধায় শ্রুতি নামে কথিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন আর্য্যদিগের অক্ষর ছিলনা, ফিনিসীয়াদেশহইতে ভারতে অক্ষর বা বর্ণমালা আনীত হয়, এই ভ্রান্ত মতটি পরিহারজন্য আমরা শ্রুতির একটি মাত্র মন্ত্র নিম্নে অধ্যাহার করিয়া দেখাইব বর্ণমালা সকল স্বর, উষ্ম ও স্পর্শাদি যথাক্রমে ইন্দ্র, প্রজাপতি ও মহেশ্বরকৃত। বেদ-বাক্য অতি প্রাচীন, সুতরাং শিক্ষিত যুবকগণ যেন এবংবিধ ভ্রান্তিতে বিচলিত না হন (৭৫)

(৭৫) স্বর্ব্বে স্বরা ইন্দ্রস্য আত্মানঃ।
সর্ব্বে উষ্মাণঃ প্রজাপতেরাত্মানঃ।
সর্ব্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মানঃ॥ ছান্দোগ্যোপনিষৎ

মানব-তত্ত্ব।

পঞ্চম অধ্যায়—বর্ণচতুষ্টয়।

আমরা এই অধ্যায়ে আর্য্যগণের বর্ণবিভাগসম্বন্ধে আলোচনা করিব। আর্য্যদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ ঋগ্‌বেদ; ইহাতে সৃষ্টিহইতে আদিম সভ্যতার সমস্ত বিবরণই উল্লেখ আছে; কিন্তু উক্ত গ্রন্থের ১০ মণ্ডলের পুরুষসূক্তের দ্বাদশ ঋক্‌ ভিন্ন অন্যত্র বর্ণচতুষ্টয়ের কোন প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। আমরা স্থানান্তরে তদ্বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ঋগ্‌বেদে আর্য্য ও অনার্য্য এই দুইটি মাত্র বর্ণবিভাগের কথা আছে। পূর্ব্বে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৃহদারণ্যকশ্রুতি জলদগম্ভীরস্বরে বলিতেছেন—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব।
তদেকং সৎ ন ব্যভবৎ

বঙ্গার্থ—পূর্ব্বে মনুষ্য সকল কেবল এক ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইতেন। তখন এতৎব্যতীত অন্য কোন বর্ণ ছিল না।"

"তচ্ছ্রেয়ো রূপমত্যসৃজত ক্ষত্রম্ তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরোনাস্তি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদ্‌যশো দধাতি সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যৎ ব্রহ্ম।

অর্থাৎ—সেই ব্রাহ্মণগণহইতে কতকগুলি বাহুবলসম্পন্ন লোককে বাছিয়া একটি সম্প্রদায় গঠিত হইল, তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেন। তাঁহারা

সকলহইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হইলেন; কেননা ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের অধীনে থাকিয়া উপাসনা করিতেন। রাজসূয়যজ্ঞে ক্ষত্রিয়গণই যশোভাগী হইতেন। ব্রাহ্মণগণই ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তিস্থান।"

"স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত,
স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত।

অর্থাৎ—ঐ ব্রাহ্মণবর্ণহইতে কতক বিশ্ বা বৈশ্যসম্প্রদায় হইল, এবং সেই ব্রাহ্মণবর্ণের কতক লোক লইয়া শূদ্রবর্ণ সৃষ্ট হইল।"

যজুর্ব্বেদীয় বাজসেনেয়সংহিতা (৬৪।৪৮), তৈত্তিরীয় (৫।১।১০।৩) অথর্ব্ববেদ (৫।১৭।৯), ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ (৭।১৯) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সকলে এক ব্রাহ্মণ হইতেই "গুণ ও কর্ম্মভেদে" বর্ণবিভাগের বিষয় উল্লেখ আছে। পঞ্চমবেদ মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়ে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বর্ণন করিতেছেন—

"একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়াবিশেষণ চাতুর্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥

বঙ্গার্থ—হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে এই বিশ্বজগতে একটি মাত্র বর্ণ ছিল, জাতিগত কোন ভেদ ছিলনা; কর্ম্ম ও ক্রিয়াদির বিশেষে পরে চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।"

"ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥ ১০

বঙ্গার্থ—বর্ণ সকলের কোন বিশেষ নাই, ব্রহ্মহইতে উৎপন্ন হইয়া এই জগৎ আদিতে ব্রাহ্মণময় ছিল; সকলেই ব্রহ্মের সন্তান ব্রাহ্মণ, পরে কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণ হইয়াছে।"

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥১১

বঙ্গার্থ—যে সকল ব্রাহ্মণ কামভোগপ্রিয়, উগ্র, ক্রোধবিশিষ্ট সাহসী এবং স্বধর্ম্মত্যাগবশতঃ লোহিতাঙ্গ হইয়াছিলেন; তাঁহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।"

"গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ ॥১২

বঙ্গার্থ--গোপালন, গোদুগ্ধাদিবিক্রয় ও কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী দ্বিজগণ, যাঁহারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন না, তাঁহারাই বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

"হিংসানৃতাপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বধর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥১৩
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজাঃ বর্ণান্তরং গতাঃ ॥

১৪।১৮৮ শান্তিপর্ব্ব

বঙ্গার্থ—যে সকল দ্বিজ সর্ব্বদা হিংসা করিতেন, অসত্যপ্রিয় ছিলেন, লোভী ও শুদ্ধাচারপরিভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বকর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন ও যাঁহাদের শরীর কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহারাই শূদ্র হইলেন। সেই একমাত্র ব্রাহ্মণগণই বিভিন্ন কর্ম্মদ্বারা বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহাভারতের উদ্ধৃত শ্লোকাবলীদ্বারা বর্ণবিভাগ বিষয়টি উৎকৃষ্টরূপেই মীমাংসিত হইয়াছে। পাঠকগণ ইহাদ্বারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, যে শ্রেণী-বিভাগটি সমাজে কিপ্রকারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ-চতুষ্টয় একসময়ে সকলই দ্বিজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু বেদ-বর্ণিত অনার্য্য দস্যু বা দাসগণ দ্বিজাতীয় শূদ্র নহে; কর্ম্মবশে ঐপ্রকার অনার্য্যত্ব ভাবালম্বনহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং যে সমস্ত অনার্য্যগণ পরাভূত হইয়া আর্য্যদিগের পদানত অবস্থায় ছিল, তাহারাও এই শেষোক্ত শ্রেণীর সহিত সংমিশ্রিত হওয়ায় উভয় শ্রেণী একই শূদ্রত্বে মিশিয়া গিয়াছে। মহাভারতোক্ত শ্রেণীবিভাগ বিষয়টি যেসকল পুরাণকর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে, পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার প্রমাণার্থে কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া স্বষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

১৩।৪অঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

বঙ্গার্থ—আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগদ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের স্বৃষ্টি করিয়াছি।

"এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।

দেবো নারায়ণোনান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্বে একমাত্র বেদ ছিল, (ঋক্, যজু, সাম কিংবা অথর্ব্ব নামে কোন বেদ ছিল না) সকল বাক্যের প্রাণস্বরূপ প্রণব বা ওঁকার মাত্র ছিল। উপাস্য দেবতা একমাত্র নারায়ণ ছিলেন। অগ্নি ও বর্ণ এক ভিন্ন দুই ছিল না।"

"বর্ণানাং প্রবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।

সংহিতাশ্চ ততো মন্ত্রা ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈস্তু তে॥

৬০।৫৭ বায়ুপুরাণ।

বঙ্গার্থ—ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ঋষিগণকর্ত্তৃক চাতুর্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠা ও বেদের মন্ত্রসকল সমাহৃত হইয়া সংহিতা সকল গ্রন্থাকারে পরিণত ও মন্ত্র সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছিল।"

"মনুর্ম্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুজর্ষভ ॥

২৯।১৪ অরণ্যকাণ্ড, রামায়ণ।

বঙ্গার্থ—হে মানবেন্দ্র রামচন্দ্র! কশ্যপ ঋষির ঔরসে তৎপত্নী মনুর গর্ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-প্রভৃতি বর্ণ সকল জন্মিয়াছিল। মাতা মনুর সন্তানগণই "মানবাখ্য।"

ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সৃষ্টি।

"অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি আয়োর্বংশং মহাত্মনঃ ॥
এতে পুত্রা মহাত্মানঃ পঞ্চৈবাসন্ মহাবলাঃ।
স্বর্ভানুতনয়ায়াং বৈ প্রভায়াং জজ্ঞিরে নৃপ ॥ ১
নহুষঃ প্রথমস্তেষাং ক্ষত্রবৃদ্ধস্ততঃ স্মৃতঃ।
ক্ষত্রবৃদ্ধাত্মজশ্চৈব সুনহোত্রো মহাযশাঃ ॥ ২
সুনহোত্রস্য দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
কাশঃ শলশ্চ দ্বাবেতৌ তথা গৃৎসমদঃ প্রভুঃ ॥ ৩
পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ ॥
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ ॥

৪।৩০ অঃ বায়ুপুরাণ।

"বঙ্গার্থ—হে নৃপ! অতঃপর আমি মহাত্মা আয়ুর বংশ বর্ণন করিব। স্বর্ভানুতনয়া মহাদেবী প্রভার গর্ভে আয়ুরাজার ঔরসে নহুষ ও ক্ষত্রবৃদ্ধাদি নামে পাঁচটি মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্রের নাম মহাযশা সুনহোত্র; সুনহোত্রের কাশ, শল ও গৃৎসমদ নামে পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র জন্মে। গৃৎসমদের পুত্রের নাম শুনক, শুনকের পুত্র শৌনক। এই শৌনকের পুত্রগণ কর্ম্ম ও গুণগতপার্থক্যবশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণচতুষ্টয়ে পরিণত হইয়াছিলেন।"

বিষ্ণুপুরাণ (১।৮।৪র্থ অংশে) উপরোক্ত বিষয়টি সমর্থন করিতেছেন যথা—

"পুরূরবসো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোযআয়ুনামা স বাহো-র্দুহিতরমুপযেমে। তস্যাং পুত্রান্ জনয়ামাসো নহুষ-ক্ষত্রবৃদ্ধরম্ভরজিসংজ্ঞাঃ তথৈবানেসঃ পঞ্চমঃ পুত্রোঽভবৎ। ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ সুনহোত্রঃ পুত্রোঽভূৎ কাশলেশগৃৎসমদাঃ। তস্য পুত্রাস্ত্রয়োঽভবন্ গৃৎসমদস্য শৌনকঃ চাতুর্বর্ণ্য প্রবর্ত্তকোঽভূৎ ॥

বঙ্গার্থ—পুরূরবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম আয়ু; তিনি বাহুর কন্যা বিবাহ করিলে তাহাতে নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, ও অনেনা নামক পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্রের নাম সুনহোত্র; সুনহোত্রের কাশ, লেশ, গৃৎসমদ নামে তিন পুত্র হয়। গৃৎসমদের পুত্রের নাম শৌনক, এই শৌনকের পুত্রগণই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের প্রবর্ত্তক।" মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ত্রিংশত্তম অধ্যায়ে, শৌনক-বংশহইতে ব্রাহ্মণ হইবার কথা বর্ণিত আছে। তথাহিঃ—

"বিতথস্য ভবন্মন্যুঃ পুত্রোঽভূৎ। বৃহৎক্ষত্র মহাবীর্য্যনরগর্গ্যাখ্যা ভবন্মন্যুপুত্রাঃ। নরস্য সংকৃতিঃ সঙ্কৃতে রুচিরধীরন্তিদেবৌ গর্গাৎ শিনিঃ ততঃ গার্গ্যাঃ শৈন্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ।

(৯।১৯।৪র্থ অংশ বিষ্ণু)।

বঙ্গার্থ—মহারাজ বিতথের পুত্র ভবন্মন্যু; ভবন্মন্যুর পুত্র বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য্য, নর, গর্গ প্রভৃতি। নরের পুত্র সংকৃতি; সংকৃতির পুত্র রুচিরধী ও রন্তিদেব। গর্গের পুত্র শিনি। এই গর্গ ও শিনির পুত্রগণই গার্গ্য ও শৈন্যনামক ব্রাহ্মণবংশ বলিয়া কথিত।" তথাহিঃ—

"ঋতয়ো রন্তিনারঃ পুত্রোঽভূৎ। তংসুং অপ্রতিরথং ধ্রুবঞ্চ রন্তিনারঃ পুত্রান্ অবাপ। অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ। তস্যাপি মেধাতিথিঃ যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ। তংসোরনিলঃ তত দুষ্মন্তাদ্যাঃ চত্বারঃ পুত্রাঃ বভূবুঃ। দুষ্মন্তাৎ চক্রবর্ত্তী ভরতঃ অভবৎ।

২।১৯।৪অংশ বিষ্ণুপুরাণ।

বঙ্গার্থ—ঋতয় নামক ক্ষত্রিয়রাজ হইতে রন্তিনারনামক পুত্র জন্মিয়াছিল। রন্তিনারের তংসু, অপ্রতিরথ, ধ্রুব নামক তিন পুত্র হইয়াছিল। অপ্রতিরথ হইতে কণ্ব জন্মগ্রহণ করেন। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি, কণ্ব হইতে কাণ্বায়ন দ্বিজবংশ উদ্ভূত হয়। তংসুর পুত্র অনিল, তাঁহার দুষ্মন্তাদি চারি পুত্র জন্মে। দুষ্মন্তের পুত্রই রাজচক্রবর্ত্তী ভরত।"

"অলর্কস্য তু বিভুঃ পুত্রঃ সুকুমার স্ততোঽভবৎ।
পুত্রস্তু সুকুমারস্য সত্যকেতু র্মহারথঃ॥ ৩৮

ততোঽভবৎ মহাতেজা বৎসঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
বৎসস্য বৎসভূমিস্তু বৎসভূমেস্তু ভার্গবঃ॥ ৩৯
এতেত্বাঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ জাতাবংশেঽথ ভার্গবঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ॥

৪০।৩২অঃ। হরিবংশ।

বঙ্গার্থ—বিভুর পুত্রের নাম অলর্ক, তাঁহার সুকুমার নামে পুত্র জন্মিয়াছিল; সুকুমারের পুত্রের নাম মহারথ সত্যকেতু। সত্যকেতু হইতে পরম ধার্ম্মিক মহাতেজাঃ বৎস জন্মগ্রহণ করেন, বৎসের পুত্রের নাম বৎসভূমি, তাঁহার পুত্রই ভার্গব। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভৃগুবংশীয় অঙ্গিরার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিল।" তথাহিঃ—

"মৃদ্‌গলস্য তু দায়াদো মৌদ্‌গল্যঃ সুমহাযশঃ। ৬৭
এতে সর্ব্বে মহাত্মানঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পক্ষং সংশ্রিতা কাণ্বমৌদ্‌গল্যঃ॥

৬৮।৩২ অঃ হরিবংশ।

বঙ্গার্থ—মুদ্‌গলের পুত্র মৌদ্‌গল্য। এই মুদগল ও মৌদ্‌গল্যপ্রভৃতি সকলেই ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইহারা আঙ্গিরস বংশ, সংপ্রতি কাণ্ব মৌদ্‌গল্য ব্রাহ্মণ বটেন।"

"কিংলক্ষণেন ধর্ম্মেণ তপসা বা শ্রুতেন বা।
ব্রাহ্মণ্যং সমনু প্রাপ্তং বিশ্বামিত্রাদিভির্নৃপৈঃ॥
যেন যেনাভিধানেন ব্রাহ্মণ্যং ক্ষত্রিয়া গতাঃ।
বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তপসা দানতস্তথা॥

শ্রূয়ন্তে হি তপঃসিদ্ধাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।
বিশ্বামিত্রো নরপতির্মান্ধাতা সংকৃতিঃ কপিঃ॥
কপেশ্চ পুরুকুৎসশ্চ সত্যানুহবান্ ঋতুঃ।
আর্ষ্টিষেণোঽজমীঢ়শ্চ ভগোঽন্যোন্যে তথৈব চ॥
কক্ষীবান্ চৈব শিজয়স্তথান্যে চ মহারথাঃ।
ক্ষত্রোপেতাঃ স্মৃতাহ্যেতে তপসা ঋষিতাং গতাঃ॥

৩৯ অঃ বায়ুপুরাণ।

বঙ্গার্থ—হে মহর্ষি কোন লক্ষণ, কোন ধর্ম্ম, কি তপস্যা কোন শ্রৌত জ্ঞানবলে বিশ্বামিত্রাদি ক্ষত্রিয়বৃন্দ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি তাহাই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমি শুনিয়াছি যে ক্ষত্রিয়বংশজাত বিশ্বামিত্র, সঙ্কৃতি, কপি, পুরুকুৎস, সত্য, অনুহবান, ঋতু, আর্ষ্টিষেণ অজমীঢ়, ভগ ও অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় কক্ষীবান্ এবং শিজয়ও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।"

এপর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ জন্মগ্রহণ করিবার প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্যান্য বর্ণ হইতেও যে ব্রাহ্মণগণের জন্ম হইয়াছিল, এবং গুণ ও কর্ম্মই যে একমাত্র বর্ণলাভের উপায়, নিকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীর গর্ভেও যে মুনিঋষিদিগের জন্ম হইয়াছিল; অতঃপর তাহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

"নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।

১১৯ অঃ হরিবংশ।

অর্থাৎ—নাভাগাদিষ্ট নামক কোন বৈশ্যের দুইটি পুত্র, বিদ্যা ও তপোবলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন।"

"জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্তাৎ শ্বপাকাচ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদাখ্যঃ তথোলূক্যাঃ সূতোঽভবৎ॥ ২২
মৃগীজ ঋষ্যশৃঙ্গোপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্য মুচ্যতে॥ ২৩
মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মণ্ডূকীগর্ভসম্ভবঃ।
বহবোঽন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্রবৎ দ্বিজাঃ॥"

৪২ অঃ। ব্রাহ্মপর্ব্ব। ভবিষ্য পুরাণ।

"অর্থাৎ—বিখ্যাত মহর্ষি ব্যাসদেব কৈবর্ত্তকন্যাহইতে জন্ম গ্রহণ করেন; মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর স্বপাক বা চণ্ডাল কন্যার গর্ভে, মায়াত্যাগী শুকদেব শুকী নাম্নী হীনবংশ্যা রমণীর গর্ভে, মহর্ষি কণাদ উলূকীহইতে, ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি মৃগী নাম্নী রমণীর গর্ভে, বশিষ্ঠদেব স্বর্গবেশ্যা উর্ব্বশী হইতে, মন্দপাল মুনি নাবিককন্যাহইতে, মুনিরাজ মাণ্ডব্য মণ্ডূকী নাম্নী নারীর গর্ভহইতে, এবং আরও বহু শূদ্রাদি হীনবংশ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, গুণগরিমায় ও তপোবলে ব্রাহ্মণ্য ও মহর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" মহর্ষি আপস্তম্ব বলিতেছেন—

"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বপূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে
জাতিপরিবৃত্তৌ।
অধর্ম্মাচর্য্যয়া পূর্ব্বোবর্ণঃ জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে
জাতিপরিবৃত্তৌ॥

অর্থাৎ—হীনবর্ণের লোক সকল ধর্ম্মাচরণদ্বারা উৎকৃষ্টবর্ণত্ব, এবং উৎকৃষ্ট বর্ণের লোক সকল নিকৃষ্ট কার্য্য আচরণদ্বারা নিকৃষ্টবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" মহর্ষি পরাশর বলিতেছেন—

"শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণোঽভবৎ।
ব্রাহ্মণোপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরোভবৎ ॥

বঙ্গার্থ—শূদ্রও সদাচারসম্পন্ন এবং গুণবান্ হইলে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে; এবং ব্রাহ্মণ যদি ক্রিয়াহীন হয়েন, তবে তিনি শূদ্র হইতেও অপকৃষ্ট হইয়া থাকেন।" দৃষ্টান্ত—ঋষি কবষ ও কক্ষীবান্। ইহাঁরা শূদ্রকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শূদ্র সত্যকামও ঋষি হইয়াছিলেন।" মনুও বলিতেছেন—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ হীনকর্ম্মান্বিত হইলে, তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন; এবং শূদ্রও যদি গুণসম্পন্ন হয়েন, তবে তিনিও ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।" ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশূদ্রৌ বা ব্রাহ্মণত্বমবাপ্নুয়ুঃ।

১৬।৫৩ ব্রহ্মপর্ব।

অর্থাৎ—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই গুণ ও কর্ম্মমাহাত্ম্যে বাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" শিবপুরাণে বর্ণিত আছে—

"এতৈশ্চকর্ম্মভির্দেবি ব্রহ্মণোযাত্যধোগতিম্।
শূদ্রশ্চ বিপ্রতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈব শূদ্রতাম্ ॥

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—হে দেবি! এই সকল হীন কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গুণোৎকর্ষে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, এবং গুণাপকর্ষে ব্রাহ্মণও শূদ্র হইয়া থাকেন।" মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্ ॥

বঙ্গার্থ—নিকৃষ্টবংশসম্ভূতা অক্ষমালা বশিষ্ঠ সহিত, এবং শারঙ্গী মন্দপালের সহিত সংযুক্ত হইয়াই পূজনীয়া হইয়াছিলেন।"

সত্যকামজাবাল মুনির কথা সকলেই জ্ঞাত আছেন; তিনি একজন ব্যভিচারিণী ঋষিকন্যার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। বেদপাঠকালে আচার্য্য পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অজ্ঞতাপ্রযুক্ত পিতৃনাম বলিতে অক্ষম হইয়া, মাতাকে পিতার নাম বলিতে প্রশ্ন করিলে জাবালা বলিয়াছিলেন—"যৌবনে আমি বহু লোকের সঙ্গে সংসর্গ করিয়াছি, কোন্ ব্যক্তিকর্ত্তৃক তোমার জন্ম হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না"। সত্যবাদী সত্যকাম অবিকল তাহাই আচার্য্যসমীপে জ্ঞাপন করিলে, সত্যবাদিতার মহিমায় তিনি ব্রাহ্মণসমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। মহর্ষি গৌতম বলিতেছেন—

"ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

২১ অঃ গৌতমসংহিতা।

বঙ্গার্থ—হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডাল বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।"

রামায়ণবর্ণিত মহারাজদশরথকর্ত্তৃক শব্দভেদিবাণনিহত অন্ধমুনির পুত্র বৈশ্যবর্ণ ছিলেন। কুরুগুরুকৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্যের পত্নী ক্ষত্রিয় বীর্য্যসম্ভূত। শূদ্রবংশোদ্ভব মহাত্মা বিদুর শীলসম্পন্ন হইয়া ক্ষত্রিয়োচিত পূজ্য হইয়াছিলেন। বেদের সূক্তরচয়িতা ঋষি কক্ষীবান্ শূদ্রাগর্ভ সম্ভূত। ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্যাসাদি শ্রেষ্ঠ ঋষিবৃন্দ সকলেই হীনবংশীয় নারীগর্ভহইতে জাত। নিকৃষ্ট বর্ণহইতে উৎকৃষ্ট বর্ণ দ্বিজাতিগণের জন্মবৃত্তান্ত পুরাণে সবিস্তার বর্ণিত আছে। গুণ ও কর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগের প্রমাণ শাস্ত্রে অপ্রচুর নহে।

আমরা যে সকল শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তদ্দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হইতেছে, আদিতে আর্য্য ও অনার্য্য, দাস বা দস্যু নামে দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায় মাত্র ভারতে বর্ত্তমান ছিল। ঈশ্বরানুরাগী ও যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠায়ী আর্য্যগণ-সহ অনার্য্যদিগের সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ হইত। উন্নতশীল সুসভ্য আর্য্যগণের প্রবল আক্রমণে ভারতের প্রাচীন জাতিগুলি তিষ্ঠিতে না পারিয়া, অনেকেরই চিরতরে অন্তর্ধান হইয়াছিল; যাহারা জীবিত ছিল, তন্মধ্যে স্বাধীনতাপ্রিয়গণ গিরি কন্দরে, দ্বীপ দ্বীপান্তরে, আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অদ্যাপি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাহারা ভীরু ও পরাজিত হইয়া প্রাণলোভে আর্য্যগণের বশ্যতাপন্ন হইয়াছিল, তাহারাই পূর্ব্বোক্ত শূদ্রশ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে সিন্ধুশাখা সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে আর্য্য অনার্য্যে যে ভীষণ সংঘর্ষণ হইয়াছিল, তাহাতে পঞ্চাশ সহস্র অনার্য্য বা দস্যুবধের বৃত্তান্ত বেদে উল্লেখ আছে। * বংশবৃদ্ধিসহকারে আর্য্যগণ যখন কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল, শূরসেনপ্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনও অনার্য্যদিগের সহিত বিরোধের বিরতি হয় নাই। আর্য্যগণ যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্যে বৃত আকিতেন, অনার্য্যগণ অদৃশ্য স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া আর্য্যগণকে আঘাত করিত, কখনও বা কুক্কুরাদির ন্যায় জঘন্য শব্দ করিয়া মারিতে আসিত। † আর্য্যগণ প্রাতঃ, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি সর্ব্বদা অনার্য্যদিগের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া আপনাদিগের দেশরক্ষার জন্য, আহারাদি যোগাইবার জন্য ও সেবার জন্য গুণ ও কর্ম্মানুসারে সামাজিক শ্রেণীবিভাগের আবশ্যকতা অনুভব

বর্ণবিভাগের কারণ

* ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল, ১৬ সূক্ত, ১৩ মন্ত্র দেখ।

† ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৮২ সূক্ত, ৪র্থ ঋঙ্মন্ত্র ও ২য় মণ্ডল, ৩০ সূ, ৯ ঋক্ দেখ।

করিয়া যে চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিলেন, তাহাই মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন, যাহা পুরাণাদিতেও নানাপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া সমাজের শীর্ষস্থানে অধিরূঢ় রহিলেন। ক্ষত্রিয়বর্গ শৌর্য্য, বীর্য্য, দক্ষতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, দান ও ঐশ্বর্য্যভাবে রাজ্যশাসন, রাজ্য-পালনাদি কর্ম্ম করিয়া সমাজের দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত হইলেন। বৈশ্যগণ কৃষিকার্য্য, গবাদি পশুপালন, বাণিজ্য ও কুসীদাদিগ্রহণে সমাজের তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেন। শূদ্রগণ উপরোক্ত দ্বিজাতিত্রয়ের পরিচর্য্যা ও শিল্পাদি কার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন বিধায় সমাজের নিম্নস্থান পাইলেন। এই নিয়ম পরম্পরা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও গুণ ও কর্ম্মদ্বারা নিম্নশ্রেণীহইতে উচ্চ শ্রেণী, এবং উৎকৃষ্টবর্ণহইতে নিকৃষ্ট বর্ণে পরিণত হইবার বহু প্রমাণ শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধানানুযায়ী স্ত্রীপুরুষসহযোগে মানবজাতির উৎপত্তি এবং গুণ ও কর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগের অনুকূলে শ্রুতি, স্মৃতিকথিত বহু প্রমাণ মানবতত্ত্বের প্রথম ও পঞ্চম অধ্যায়ে অব্যাহার করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গহইতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি ও বর্ণ সকলের নিত্যতা সম্বন্ধীয় কথা ও কোন কোন শাস্ত্রগ্রন্থে যে দেখিতে না পাওয়া যায় এমত নহে। এরূপ বিরুদ্ধমতের অবতারণা কি হেতুতে কোন সময়ে হইয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশ করা মাদৃশ জনের পক্ষে দুরূহ; তবুও প্রাচীন গ্রন্থ সকল আলোচনায় যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাই সুধী-সমাজে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব, সত্যাসত্য বিচারভার পাঠকগণের প্রতিই ন্যস্ত রহিল।

বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের দ্বাদশ মন্ত্রের

সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যের অর্থব্যতিক্রমেই, ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গহইতে চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টির কথা কোন কোন পুরাণে উল্লেখিত হইয়াছে। মহাত্মা সায়ণাচার্য্য অষ্টম শতাব্দীতে বেদের ভাষ্য করিয়াছিলেন। অধিকাংশ পুরাণই তৎপরবর্ত্তী কালে রচিত। * সুতরাং সায়ণভাষ্যের অনুসরণে যে সকল পুরাণ রচিত হইয়াছে, তাহাতে তদ্রূপ উক্তি থাকাই সম্ভবপর। অধিকন্তু প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ সকলে যে তদনুযায়ী বহু শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাও আমরা দেখাইব। পুরুষ সূক্তের দ্বাদশ মন্ত্র, সায়ণাচার্য্যকৃত তদ্‌ভাষ্য ও ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ তদর্থে উদ্ধৃত করা হইল।

পুরুষসূক্তের ভাষ্যার্থের ব্যতিক্রম

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখ মাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ"॥

১২।৯০ সূ। ১০ম ঋকবেদ।

"তত্র সায়ণভাষ্যম্—অস্য প্রজাপতেঃ ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণত্ব জাতিবিশিষ্টঃ পুরুষো মুখমাসীৎ, মুখাৎ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ। যোঽয়ং রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ত্বজাতিমান্ পুরুষঃ স বাহুকৃতঃ বাহুত্বেন নিষ্পাদিতঃ বাহুভ্যামুৎপাদিত ইত্যর্থঃ। তৎ তদানীমস্য প্রজাপতেঃ যদ্দৌ উরূ তদ্রূপো বৈশ্যঃ সম্পন্ন

* মানবতত্ত্বের তৃতীয় খণ্ড শাস্ত্রতত্ত্বে পুরাণসকলের রচয়িতা ও সময়ের আলোচনা করা হইয়াছে। পুরাণসকল মহাভারতের পরে বিরচিত এবং অধিকাংশই আধুনিক।

উরুভ্যামুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তথাস্য পদ্ভ্যাং পাদ্ভ্যাং শূদ্রঃ শূদ্রত্বজাতিমান্ পুরুষঃ অজায়ত।” ১২।

“বঙ্গার্থ—ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা তাঁহার উরু ছিল, তাহাই বৈশ্য হইল, পদদ্বয়হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল।”

পুরুষ স্থক্তের একাদশ মন্ত্রে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, যজ্ঞে পুরুষকে কত খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছিল? সেই পুরুষের মুখ, বাহু ও উরু কি ছিল? পাদদ্বয়ই বা কি বলিয়া উক্ত হইয়াছিল? উক্ত ঋঙ্‌মন্ত্রের অর্থদ্বারা ইহাই উপলব্ধি হয় যে, ঋষিগণের এরূপ প্রশ্ন ছিল না যে মুখ, বাহু, উরু ও পদদ্বয়হইতে কি জন্মিয়াছিল? প্রশ্নে অপাদান কারকের কোন চিহ্নই নাই, বোধ হয় পদ্ভ্যাং পদটিকে পঞ্চমী করিয়া মুখ, বাহু, উরু শব্দের প্রকৃত বিভক্তির ব্যতিক্রমে “মুখাৎ, বাহুভ্যাম্, উরুভ্যাম্ উৎপন্নঃ ইত্যর্থ” অর্থাৎ মুখহইতে, বাহুহইতে, উরুহইতে উৎপন্ন, এরূপ অর্থ করিয়াছেন। ফলতঃ পদ্ভ্যাং পদটি আর্ষ প্রয়োগ বলিয়াই মনে করিতে হয়, নচেৎ এস্থলে “বহুল প্রয়োগ” দোষ বর্ত্তিয়া যায়। উপলক্ষণে তৃতীয়াও হইতে পারে। প্রশ্ন ও উত্তরের প্রতি স্থধী পাঠকগণ স্বাধীনভাবে বিচার করিলেই ভাষ্যের প্রকৃতার্থ নিরূপণ করিতে পারিবেন। আমরা প্রশ্ন ও উত্তর উদ্ধৃত করিলাম।

প্রশ্ন	উত্তর
১। মুখং কিমস্য ? (ইহার মুখ কি ছিল ?)	১। ব্রাহ্মণোঽস্যমুখমাসীৎ। (ব্রাহ্মণ ইহার মুখ ছিলেন।)
২। কৌ বাহূ ? (বাহুদ্বয় কি ?)	২। বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। (ক্ষত্রিয় ইহার বাহুদ্বয় ;)

৩। কৌ উরূ ?	৩। উরুতদস্য যদ্ বৈশ্যঃ।
(উরূদ্বয় কি ?)	(বৈশ্যই উহার উরুদ্বয়।)
৪। কৌ পাদৌ উচ্যেতে ?	৪। পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ।
(পাদদ্বয় কি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ?)	(পদ হইতে শূদ্র হইল।)

চতুর্থ প্রশ্নের অর্থাৎ "কৌ পাদৌ উচ্যেতে" উত্তরে পূর্ব্বোক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর সামঞ্জস্যে পদ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে, এমত উত্তর কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। প্রশ্ন হইল উহার পাদদ্বয় কি বলিয়া উক্ত হইত ? এই প্রশ্নের ন্যায়তঃ উত্তর দিতে হইলে অবশ্য বলিতে হইবে "শূদ্র বলিয়া"। সুতরাং পদহইতে শূদ্র জন্মিবার ও তদনুযায়ী মুখ, বাহু, উরু হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের উৎপত্তির কথা সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যে লিপির নিগূঢ় কারণ বর্ণসকলের পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করাই অনুমিত হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা বা মনুর পিতা বিরাট্ সৃষ্টজীব; সুতরাং সৃষ্ট পদার্থের অঙ্গপ্রত্যঙ্গহইতে শ্রেষ্ঠজাতি মানবের উৎপত্তির কথা বেদ বিরুদ্ধই বটে। মনু বেদের অর্থানুসারে আপন সংহিতা রচনা করিয়া ব্রহ্মা বা বিরাট্ হইতে মনুর জন্ম, এবং মনুহইতে মরীচি ও তৎপুত্র কশ্যপহইতে প্রজা সকলের সৃষ্টির বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান্ বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিয়া সর্ব্বসাধারণের বোধের জন্য পঞ্চমবেদ মহাভারত, সায়ণাচার্য্যের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচনা করিয়াছেন। মহাভারত অনুসরণে সায়ণাচার্য্য উপরোক্ত ঋঙ্মন্ত্রের ভাষ্য করিলে এবংবিধ গুরুতর ভ্রান্তির কারণ সংঘটিত হইত না। যেহেতু সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যের অনুযায়ী আধুনিক পুরাণ সকলে ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গহইতে মানবজাতির উৎপত্তির বিষয় লিখিত হইয়াছে। মহাভারতকথিত গুণ ও কর্ম্মদ্বারা বর্ণবিভাগের বহু প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষসহযোগে মানব-জাতির জন্মসম্বন্ধীয় শ্রুতি, স্মৃতির বহু প্রমাণ প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত

হইয়াছে। সত্যযুগে এক বেদ এবং মানব সকল একবর্ণ ছিলেন, ত্রেতাতে বর্ণবিভাগ ও বেদবিভাগের প্রমাণও পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি; সুতরাং ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গহইতে মানবজাতির সৃষ্টি কথাটি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক, তাহা বোধ হয় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

পুরুষসূক্তসম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য ও দেশীয় পণ্ডিতবর্গের অভিমত, বঙ্গানুবাদ ও সংস্কৃত টীকা সহ মূল সূক্তটি সুধীজনসমক্ষে উপস্থাপিত করা হইল।

১। অনন্তরূপী ত্রিকালস্বরূপ জগদ্‌ব্যাপী পুরুষ হইতে চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, মেঘ, স্বর্গ, অন্তরিক্ষ, ভূ প্রভৃতি লোক সকল; গ্রীষ্ম, শরৎ, বসন্ত নামক ঋতুত্রয়; আদিপুরুষ বিরাট্, বিরাট্ হইতে মনু, মনুর পুত্র দেবতা, সাধ্য, ঋষিগণ; যজ্ঞার্থে দধি, ঘৃত, অশ্ব, গো, ছাগ প্রভৃতি দন্ত-বিশিষ্ট গ্রাম্য, আরণ্য পশু ও পক্ষিগণ; ঋক্, সাম, যজু বেদত্রয়, ও ছন্দ সকলের উৎপত্তির কথা যজ্ঞের রূপকস্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণ যজ্ঞে ঘৃত, কাষ্ঠ, হবি ও অগ্নির প্রয়োজন, এখানে তাহা নাই, অথচ তৎপরিবর্ত্তে ঋতু সকলের কল্পনা করা হইয়াছে। যজ্ঞকুণ্ডস্থিত প্রজ্বলিত লেলিহমান অগ্নি হইতে নানাবিধ ছন্দাদিগ্রথিত বেদমন্ত্র সকলের উৎপত্তি কি সম্ভবপর ?

২। শাস্ত্র বলিতেছেন, আদিতে অর্থাৎ সত্য যুগে বেদ ও বর্ণ এক ছিল, ত্রেতাযুগে উহা বিভিন্ন হইয়াছে। কিন্তু পুরুষসূক্তে ঋক্, সাম, যজু বেদত্রয়ের একত্রে উৎপত্তির কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদবিভাগ করিয়াই বেদব্যাস উপাধি প্রাপ্তির কারণ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নই শেষ বেদব্যাস উপাধিধারী, সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, যৎকালে বেদবিভাগ হইয়া ঋক্, সাম যজু রূপে প্রকাশ হইয়াছিল, তখন এই সূক্তটি রচিত হইয়া থাকিবেক, নচেৎ বেদ ও বর্ণবিভাগের

কথা উত্থাপিত হইতে পারে না। তৎকাল পর্য্যন্ত চতুর্থ বেদ অথর্ব্ব, রচিত না হওয়ায় পুরুষসূক্তে উহার উল্লেখ নাই।

৩। ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতগণের মতে, পুরুষ সূক্তের ভাষা, ঋগ্বেদের অন্যান্য মন্ত্রের ন্যায় দুর্ব্বোধ্য নহে; উহা সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত প্রাঞ্জল ভাষা, সুতরাং বৈদিক ভাষার সহিত তুলনায়, উহা পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে।

৪। পুরুষ সূক্তের ৫ম ঋকে বিরাটের উৎপত্তি এবং তাহাহইতে মনু, দেবতা, সাধ্য ও ঋষিগণের জন্ম কথা ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং সৃষ্ট জীব সকল পুরুষ হইতেই উৎপন্ন বটেন, এমতাবস্থায় বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পুরুষকে কিরূপে তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ, যজ্ঞীয় পশুরূপে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছিলেন?

৫। পণ্ডিতগণ বলেন পুরুষ সূক্তের বিরাট্ ও যজ্ঞ শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা ভাষ্যকার করেন নাই। বেদাধ্যায়ী দয়ানন্দ সরস্বতী ও পরমহংস শিবনারায়ণস্বামিপ্রভৃতি পণ্ডিতগণ সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যের অনেক ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। ঋগ্বেদের প্রাদুর্ভাব সময়ে জাতিভেদ প্রথা প্রচলন ছিল না, তৎকালে আর্য্য ও অনার্য্য এই দুইটি বর্ণ ভিন্ন ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বণ্য ছিল না, ঋগ্বেদের অন্যত্র কোথাও জাতিবিভাগের কথা নাই, পরবর্ত্তী কালে এই প্রথা উৎপন্ন হওয়া পুরুষসূক্তোল্লিখিত ভাব প্রতিপোষক।

পুরুষ সূক্তটি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গূঢ়রহস্যবিজড়িত। ইহাই সমগ্র জগৎ ও তাহাতে পূর্ণব্রহ্ম বিকাশ বিবরণ বলিয়া অনুমিত হয়। সেই অনন্তব্যাপী সর্ব্বময় অব্যয় পুরুষ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়াই আত্মারূপে দেহমধ্যে বিরাজমান আছেন; এবং দেহও উহাই। এই জগতে যাহা কিছু তৎসমস্তই সেই পুরুষে অধিষ্ঠিত। তিনিই সত্য, তপ, জন, মহ,

স্বর্গ, ভুব ও ভূলোকে বর্ত্তমান। তিনিই এই পৃথিবীর দেবতা, ঋষি, পিতৃ, সাধ্য, মানব, পশু, পক্ষী সমস্ত প্রাণী; চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্রাদি, বেদ, ছন্দ, ভাষা, শব্দ সমস্তই ঐ সকলে একমাত্র পুরুষ। তিনিই সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ইত্যাদি নানাবিধ শ্রেণীরূপে বিরাজমান। সুতরাং যখন "আমি করি" ঐভাবে অবস্থিত, তখনই গুণ কর্ম্ম বিভাগানুযায়ী শ্রেণী বিভাগের বিকাশ। উহা একমাত্র সর্ব্বব্যাপী "আমির" এই ভাবের দূরত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনিই জ্ঞানপার্থক্যে উৎপন্নাধিক্য-বোধবশতঃ বিরাট্ বলিয়া কথিত। তিনিই যোগভেদে গুণ কর্ম্মাদিদ্বারা সমাজকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাৎকালিক সমাজকেই ঋষি পুরুষের শরীরের সহিত উপমা দিয়া বলিয়াছেন;—দেহের মধ্যে যেমন মুখ শ্রেষ্ঠ, বর্ণের মধ্যেও ব্রাহ্মণগণ তেম্নি শ্রেষ্ঠ। যেরূপ বাহুবলে দেশ রক্ষিত হয়, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়বর্ণ দেশ ও সমাজকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করিতেন বলিয়া ঋষি তাঁহাদিগকে বিরাট্ পুরুষের বাহুর সহিত তুলনা করিয়াছেন। মানুষ যেমন উরুতে ভর দিয়া দাঁড়ায়, সমাজের লোকেরা তদ্রূপ কৃষি-বাণিজ্যকারী বৈশ্যদিগের সাহায্যে চলিতেন, সেইজন্য বৈশ্যগণ বিরাট্ সমাজের উরুস্থানীয় কল্পিত হইয়াছেন। শরীরের মধ্যে পদ নিকৃষ্টাঙ্গ, শূদ্রগণও নিকৃষ্ট কর্ম্মাদিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া জঘন্য হইয়াছিলেন বিধায় ঋষি তাঁহাদিগকে বিরাট্ পুরুষের পদ বলিয়া তুলনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সূক্তটি রূপক ও উপমাদি অলঙ্কারপূর্ণ। ১৩।১৪শ ঋঙ্‌মন্ত্রের অর্থের প্রতি বিশেষ অনুশীলন করিলেই পরিলক্ষিত হইবেক।

পুরুষ সূক্ত।

নারায়ণঃ ॥ পুরুষঃ ॥ ১—১৪ অনুষ্টুপ্। ৯০ সূক্ত ১০ মণ্ডল ঋগ্বেদ।

সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাংগুলম্ ॥১॥

অস্যার্থ—পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ সহস্রশীর্ষা সহস্রমস্তকঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রচক্ষুঃ সহস্রপাৎ সহস্রপদঃ স পরমেশ্বরঃ ভূমিং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলং বিশ্বতঃ সর্ব্বতো বৃত্বা পরিবেষ্ট্য দশাঙ্গুলং দশাঙ্গুল-পরিমাণং অত্যতিষ্ঠৎ অতিক্রম্য অবস্থিতঃ ব্রহ্মাণ্ডং অতিক্রম্য দশাঙ্গুলেন অতিরিক্তো বভূব।

বঙ্গার্থ—পরমেশ্বরের যেন একসহস্র মস্তক, একসহস্র চক্ষু, একসহস্র পদ, তাঁহার দেহ এত বৃহৎ যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া আরো দশাঙ্গুল অধিক হয়। অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যতীত যদি আরও কিছু থাকিয়া থাকে, তাহাতেও তিনি আছেন। কেহ নাভির উর্দ্ধে হৃদয় প্রকোষ্ঠকে দশাঙ্গুলের ব্যাখা করিয়াছেন কিন্তু বর্ত্তমানে সুধীগণের মত তাহা নহে।

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥২॥

অস্যার্থ—ইদং পরিদৃশ্যমানং সর্ব্বং বস্তু, যচ্চ ভূতং অতীতং যচ্চ বস্তুমাত্রং ভব্যং উৎপদ্যমানং তদপি সর্ব্বং স পুরুষঃ এব। উত অপিচ স পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ অমৃতস্য জীবনস্য ঈশানঃ প্রভুঃ তৎপ্রভাবেনৈব সর্ব্বে জীবা জীবন্তি। যৎ অমৃতত্বং জীবনং অন্নেন ভোজ্যদ্রব্যেণ অতি-রোহতি উৎপদ্যতে জায়তে। অন্নং বিনা ন কোপি জীবনধারণে সমর্থো ভবতি।

বঙ্গার্থ—যাহা আমরা দেখিতেছি, যাহা জন্মিয়া বিনষ্ট হইয়াছে এবং যাহা যাহা জন্মিবে, সেই পরমেশ্বরই তৎসমুদায়। অপিচ জগতের সকল

লোক যে বাঁচিয়া থাকে, ইহারও নিয়ন্তা সেই ভগবান্। যে প্রাণন ব্যাপার অন্নদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩॥

অন্বয়ার্থ—অস্য পুরুষস্য এতাবান্ ইত্থং অত্যধিকো মহিমা মাহাত্ম্যং যৎ স সর্ব্বজগদাত্মকঃ তথাপি স পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ অতঃ অস্মাৎ মহিম্নোঽপি জ্যায়ান্ অধিকতরঃ। বিশ্বা বিশ্বানি ভূতানি সর্ব্বে প্রাণিনঃ মনুষ্যপশুপক্ষিপতঙ্গাদয়ঃ অস্য ভগবতঃ পাদঃ চতুর্থাংশ এব তৎসমীপে সর্ব্বং প্রাণিজাতং অতি ক্ষুদ্রমিতি ভাবঃ। অস্য পরমেশ্বরস্য ত্রিপাৎ অবশিষ্টং অংশ-ত্রিতয়ং দিবি স্বর্গলোকে অমৃতং বিনাশরহিতং। সর্ব্বং প্রাণিজাতং বিনষ্টং স্যাৎ পরন্তু তস্য বিনাশো নাস্ত্যেব ইতি ভাবঃ।

বঙ্গার্থ—সেই পরমেশ্বরের এতদূর মহিমা যে জগতের সকলই তিনি, কিন্তু তিনি বা তাঁহার মহিমা ইহা হইতেও অধিকতর। জগতের সকল প্রাণী ও স্থাবরাদি তাঁহার এক চতুর্থাংশ মাত্র, অর্থাৎ তাঁহার নিকট সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একত্র করিলেও অতি ক্ষুদ্র, তাঁহার বিনাশরহিত তিন-চতুর্থাংশ স্বর্গে অবস্থিত।

ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহা ভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥৪॥

অন্বয়ার্থ—স ত্রিপাৎ পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ ঊর্দ্ধঃ ঊর্দ্ধং উদৈৎ অগচ্ছৎ পুনঃ অস্য শিষ্টঃ পাদঃ চতুর্থাংশঃ ইহ অস্মিন্ জগতি অভবৎ শিষ্টেন চতুর্থাংশেন সর্ব্বং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডং বিরচিত মভূৎ। ততঃ তদনন্তরং স পুরুষঃ বিষ্বঙ্ সর্ব্বং দেবতির্য্যগাদিরূপং সাশনানশনে ভোজনাদিব্যাপারোপেতং চেতনং প্রাণিজাতং অনশনং ভোজনরহিতং অচেতনং স্থাবরাদিকং চ

ব্যক্রামৎ আক্রান্তবান্ সর্ব্বং ব্যাপ্তবান্। তথাহি শ্রুতিঃ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।

বঙ্গার্থ—যেন পরমেশ্বর আপনার তিন অংশ লইয়া উপরে উঠিলেন—তাঁহার চতুর্থ অংশই এই জগৎ, ইহা এখানে রহিল। অনন্তর তিনি ভোজনকারী জীবজন্তু ও ভোজনরহিত স্থাবরবস্তুতে ব্যাপ্ত রহিলেন। অর্থাৎ জগতের সকল বস্তুই ব্রহ্মময়, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই।

তস্মাদ্বিরাড় জায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমি মথোপুরঃ ॥৫॥

অন্বয়ার্থ—তস্মাৎ পুরুষাৎ পরমেশ্বরাৎ বিরাট্ আদিমানবঃ লোক-পিতামহঃ ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভঃ অজায়ত উদপদ্যত। বিরাজঃ বিরাট্ পুরুষাৎ অধিপূরুষঃ স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ অজায়ত উৎপন্নঃ। বৈরাজস্তু মনুঃ স্মৃতঃ ইতি বায়ুপুরাণং। স বিরাট্ আদি মানবঃ জাতঃ সন্ ভূমিং ভূমণ্ডলং পশ্চাৎ অথো পুরঃ অগ্রে চ অত্যরিচ্যত অতিচক্রাম তস্য বিরাট্পুরুষস্য সন্তানসন্ততিভিঃ সর্ব্বং জগৎ পরিপূর্ণম্ অভূৎ ইতি ভাবঃ।

বঙ্গার্থ। সেই পরমেশ্বরহইতে আদি মানব বিরাট্পুরুষের জন্ম হইল। বিরাট্ হইতে আবার অধিপুরুষ স্বায়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হইলেন। সেই বিরাট্ পুরুষ জন্মিয়া পৃথিবীকে পশ্চাতের দিকে ও অগ্রভাগে অতিক্রম করিলেন। অর্থাৎ তাঁহার সন্তানসন্ততিদ্বারা পৃথিবী পূর্ণ হইল। বিরাট্ পুরুষের নামই হিরণ্যগর্ভ, বা লোকপিতামহ ব্রহ্মা।

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞ মতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ার্থ। যৎ যদা দেবা সাধ্যাদয়ঃ পুরুষেণ হবিষা নররূপ হবির্দ্বারেণ নরবলিপ্রদানপূর্ব্বকং যজ্ঞং যজ্ঞানুষ্ঠানং অতন্বত অপ্রবর্ত্তয়ৎ, তদা বসন্তঃ

বসন্ত ঋতুঃ আজ্যং ঘৃতম্ অভবৎ ঘৃতাভাবাৎ ঘৃতং বিনৈব যজ্ঞঃ সম্পাদিতঃ স্যাৎ। গ্রীষ্মঃ গ্রীষ্মঋতুঃ ইধ্মঃ ইন্ধনকাষ্ঠম্ অভবৎ ইন্ধনকাষ্ঠাভাবাৎ ইন্ধনং বিনৈব যজ্ঞঃ সম্পাদিতঃ স্যাৎ। তথা শরৎ শরদৃতুঃ হবিঃ পুরোডাশ আসীৎ।

বঙ্গার্থ। যখন সাধ্যাদি দেবগণ নরবলিদ্বারা যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করেন, তখন ঘৃত ছিল না; যজ্ঞের ইন্ধন কাষ্ঠ কিংবা হবি ছিল না। বসন্তঋতু ঘৃত স্থানীয়, গ্রীষ্ম ঋতু যজ্ঞের ইন্ধনকাষ্ঠস্বরূপ ও শরৎঋতু পুরোডাশ রূপে কল্পিত হইত।

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাত মগ্রতঃ।
তেন দেবা অয়জংত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থ। তদা যে সাধ্যা দেবাঃ সাধ্যাগর্ভপ্রভবা ধর্ম্মপুত্রা আসন্ তে তথা অন্যে ঋষয়ঃ তেন পুরুষেণ যজ্ঞং অযজন্ত যজ্ঞং সম্পাদিতবন্তঃ কেন প্রকারেণ? ইত্যাহ। অগ্রতঃ পূর্ব্বং জাতং তং পুরুষং বর্হিষি কুশোপরি প্রৌক্ষন্ প্রোক্ষিতবন্তঃ জলেন স্নাতং কুর্ব্বন্তঃ অযজন্ত।

বঙ্গার্থ। সাধ্যদেবগণ ও ঋষিগণ সেই অগ্রজাত পুরুষকে কুশোপরি স্থাপন করিয়া স্নান করাইয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন।

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূন্ তান্ চক্রে বায়ব্যান্ আরণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥৮॥

অন্বয়ার্থ। সর্বহুতঃ সর্বহুতাৎ (বিভক্তিব্যত্যয়ঃ) সর্ব্বজনৈঃ পূজ্যাৎ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহুতায় তস্মৈ যজ্ঞায় সর্বজনপূজনীয়যজ্ঞসম্পাদনার্থং পৃষৎ দধি আজ্যং ঘৃতঞ্চ সংভৃতং দেবৈঃ সমাহৃতং ন খলু যজ্ঞাৎ যজ্ঞকুণ্ডাৎ বা ঘৃতাদিকং উৎপদ্যতে যজ্ঞ সাধনীয় এব দেবা দুগ্ধাৎ দধি তথা দধ্নঃ ঘৃতমুৎপাদিতবন্ত ইতি ভাবঃ। উক্তঞ্চ—

সূক্তবাকং প্রথমমাদিদগ্নি
মাদিৎ হবি রজনয়ন্ত দেবাঃ।

৮।৮৮ সূ। ১০ম ঋগ্‌বেদ।

তথা দেবা স্তস্মৈ যজ্ঞায় যে চ গ্রাম্যাঃ পশবঃ গবাশ্বাদয়ঃ যে চ আরণ্যান্ আরণ্যাঃ (বিভক্তিব্যত্যয়ঃ) পশবঃ গবয়হরিণাদয়ঃ যে চ বায়ব্যান্ বায়ব্যাঃ পশবঃ বায়ুদেশভবা জন্তবঃ তান্ পশূন্ বলিযোগ্যান্ চক্রে কৃতবন্তঃ।

বঙ্গার্থ। দেবতাগণ সর্ব্বজনপূজনীয় সেই যজ্ঞের জন্য দুগ্ধহইতে দধি ও দধিহইতে ঘৃত প্রস্তত করিলেন। এবং গ্রাম্য ও আরণ্য পশু ও বায়ুদেবের দেশজাত পশুসকল বলির জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছংদাসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। সর্বহুতঃ সর্বহুতায় সর্বজনপূজ্যায় তস্মাৎ যজ্ঞাৎ তস্মৈ যজ্ঞায় তদ্‌যজ্ঞসাধনায় ঋচঃ ঋগ্‌বেদমন্ত্রাঃ সামানি সামবেদমন্ত্রাজজ্ঞিরে উৎপন্নাঃ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ তস্মৈ যজ্ঞায় ছন্দাংসি গায়ত্রাদীনি জজ্ঞিরে উৎপন্নানি, তস্মাৎ তস্মৈ যজ্ঞায় যজুঃ যজুর্বেদমন্ত্রঃ অজায়ত উদপদ্যত। যজ্ঞে মন্ত্রপাঠার্থং ছন্দাংসি উদ্ভাবিতানি তৈঃ ছন্দোভিশ্চ দেবাঃ ঋগ্‌বেদ মন্ত্রান্ সামবেদমন্ত্রান্ যজুর্বেদমন্ত্রাংশ্চ বিরচিতবন্তঃ ইতি ভাবঃ।

বঙ্গার্থ। দেবতারা যজ্ঞে মন্ত্রপাঠ করিবার জন্য ছন্দের উদ্ভাবন করিয়া সেই ছন্দে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের মন্ত্র সকল রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই ঋক, যজু ও সামবেদের মন্ত্র সকলের উৎপত্তি হইয়াছিল।

তস্মাৎ অশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়তোদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাৎ জাতা অজাবয়ঃ ॥১০॥

অস্যার্থঃ। তস্মাৎ তস্মৈ যজ্ঞায় অশ্বাঃ তথা যে কে চ উভয়তোদতঃ দন্তপংক্তিদ্বয়যুক্তা গর্দ্দভাশ্বতরপ্রভৃতয়ঃ পশবঃ অজায়ন্ত তথা তস্মাৎ তস্মৈ যজ্ঞায় গাবঃ গোসমূহা জজ্ঞিরে উৎপন্নাঃ তথা তস্মাৎ তস্মৈ যজ্ঞায় অজাবয়ঃ অজাশ্চ ছাগাশ্চ অবয়শ্চ মেষাশ্চ তে অজাবয়ঃ ছাগমেষাশ্চ জাতা উৎপন্নাঃ।

অগ্নিময়াৎ যজ্ঞাৎ বেদাঃ পশবশ্চ ন উৎপদ্যন্তে জায়ন্তে বা। দেবাঃ যজ্ঞে বলিদানার্থং অশ্বান্ গর্দ্দভান্ অশ্বতরান্ গোসমূহান্ অজান্ মেষান্ চ পশুরূপেণ স্থিরীকৃতবন্ত ইতি ভাবঃ।

বঙ্গার্থ। সেই যজ্ঞের জন্য দেবতারা অশ্ব, দুই পংক্তিদন্তবিশিষ্ট গর্দ্দভ, অশ্বতর, গো, গবয়, ছাগ ও মেষসকল বলির যোগ্য পশু বলিয়া স্থির করিলেন। অর্থাৎ যজ্ঞে অশ্বগবাদি পশু সকল নিহত হইত।

প্রশ্নঃ—যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধাঃ ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কৌ উরূ পাদাবুচ্যেতে ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ। দেবাঃ যৎ যদা পুরুষং বিবাড়্রূপং ব্যদধুঃ খণ্ডখণ্ডং কৃতবন্তঃ তদা কতিধা ব্যকল্পয়ন্ কতি প্রকারান্ খণ্ডান্ চক্রুঃ। অস্য বিরাট্ পুরুষস্য মুখং কিং স্যাৎ, বাহূ কৌ স্যাতাং? উরূ কৌ স্যাতাং। পাদৌ চ কৌ উচ্যেতে কথ্যেতে?

বঙ্গার্থ। দেবতারা যে বিরাট্ পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করিলেন, কয় খণ্ড করিয়াছিলেন? উহার মুখ কি হইল? বাহুদ্বয় কি হইল? উরুদ্বয় কি হইল? পদদ্বয়ই বা কি বলিয়া উক্ত হইয়াছিল?

উত্তরং—ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ ॥
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥১২॥

অস্যার্থঃ—অস্য বিরাট্পুরুষস্য মুখমেব ব্রাহ্মণ আসীৎ বাহূ বাহুদ্বয়মেব

রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ঃ কৃতঃ কল্পিতঃ যৎ যো বৈশ্যঃ স এব অস্য উরূ উরুদ্বয়ং, অস্য পদ্ভ্যাং পাদৌ (বিভক্তিব্যত্যয়ঃ) এব শূদ্রঃ অজায়ত অভবৎ। সর্বে বর্ণা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাঃ বিরাট্‌পুরুষস্য সন্তানাঃ তেষু এব ব্রাহ্মণ এব সর্বশ্রেষ্ঠঃ অতএব তেন সহ বিরাট্‌পুরুষস্য উত্তমাঙ্গস্য মুখস্য তুলনা প্রদত্তা। যথা সর্বে বাহুবলেন সর্বং রক্ষন্তি তথা ক্ষত্রিয়া বাহুবলেন সর্বান্ অরক্ষন্ তেন বাহুভ্যাং সহ ক্ষত্রিয়স্য তুলনা। সর্বে উরূপরি নির্ভরং কৃত্বা তিষ্ঠন্তি তদ্বৎ বৈশ্যাঃ পশুপালনকৃষিবাণিজ্যকর্ম্মভিঃ সর্বেষাং জিবিকানাং নির্ভরস্থানং, অতঃ উরুভ্যাং সহ বৈশ্যস্য তুলনা; পাদৌ সর্বনিকৃষ্টাঙ্গে শূদ্রোঽপি সমাজে সর্ব্বনিকৃষ্টঃ, তেন পাদাভ্যাং সহ শূদ্রস্য তুলনা। ন খলু পরমার্থতঃ কস্যাপি ব্রহ্মণঃ মুখ্যাদিভাঃ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারৈঃ ব্রাহ্মণাদয়ঃ সম্ভূতা ইতি।

বঙ্গার্থ—সেই বিরাট্‌ পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ ছিলেন, ক্ষত্রিয় ইহাঁর বাহুদ্বয়, বৈশ্যই উহাঁর উরুদ্বয়, শূদ্রই উহাঁর পদদ্বয়। এখানে সমাজের বর্ণচতুষ্টয়কে বিরাট্‌ পুরুষের শরীর সঙ্গে উপমা দিয়া বলা হইতেছে; শরীরের মধ্যে মুখ যেমন শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ বর্ণ-সমাজের ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ, শরীরের মধ্যে যেমন বাহুদ্বারা বলের কার্য্য করা যায়, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়গণও দেশ রক্ষাদি ব্যাপারে বল প্রয়োগ করেন বিধায় ঋষি তাঁহাদিগকে বাহুর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, লোক সকল যেমন উরুর উপর ভর রাখিয়া দাঁড়ায় তদ্রূপ সমাজের লোকেরা একমাত্র কৃষিবাণিজ্যকারী বৈশ্যদিগের সাহায্যে চলিতেন বা প্রাণ ধারণ করিতেন, সেইজন্য বৈশ্যগণ বিরাট্‌ পুরুষের উরুস্থানীয় কল্পিত হইয়াছেন। শরীরের মধ্যে পদই নিকৃষ্টাঙ্গ, শূদ্রগণও হীনকর্ম্মাদিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া জঘন্য হইয়াছিলেন, তজ্জন্য ঋষি তাহাদিগকে বিরাট্‌ পুরুষের পদ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ মানবসমাজের ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণ ই সেই আদি পুরুষ বিরাটের সন্তানসন্ততি।

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিংদ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ—তস্য পরমেশ্বরস্য মনসঃ চন্দ্রমা চন্দ্রো জাত উৎপন্নঃ চক্ষোঃ চক্ষুষঃ সূর্য্যঃ অজায়ত উৎপন্নঃ। তস্য মুখাৎ ইন্দ্রঃ অগ্নিশ্চ তথা প্রাণাৎ বায়ুরজায়ত উৎপন্নঃ।

বঙ্গার্থ—সেই পরমেশ্বরের মনহইতে চন্দ্র, চক্ষুহইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণহইতে বায়ু উৎপন্ন হইল।

নাভ্যা আসীদংতরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকান্ অকল্পয়ন্ ॥১৪॥

অন্বয়ার্থঃ—তস্য পরমেশ্বরস্য নাভ্যাঃ নাভিপ্রদেশাৎ অন্তরিক্ষং ভুবর্লোকঃ, শীর্ষ্ণঃ মস্তকাৎ দ্যৌঃ আদিস্বর্গঃ সমুৎপন্না। পদ্ভ্যাং ভূমিং পৃথিবীং দিশঃ দিক্‌সমূহান্ শ্রোত্রাৎ কর্ণাৎ তথা শ্রোত্রাৎ লোকান্ অন্যান্ লোকসমূহাংশ্চ অকল্পয়ৎ উৎপাদিতবান্।

বঙ্গার্থ—সেই পরমেশ্বরের নাভিহইতে অন্তরীক্ষ লোক, মস্তক হইতে স্বর্গ-রাজ্য, পদহইতে পৃথিবী, কর্ণহইতে দিক্ সকল ও অন্যান্য লোক সকল উৎপন্ন করিলেন।

মানব-তত্ত্ব।

ষষ্ঠ অধ্যায়—বর্ণসকলের কর্ম্মবিভাগ।

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই জাতিভেদপ্রথা কোন না কোন প্রকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে সুসভ্যজাতিমধ্যে আচার, ব্যবহারে সবিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত না হইলেও আহারের সভায় ও বিবাহের সময় উচ্চনীচের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। গুণগত প্রভেদ প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, নানাকারণে ভারতীয় বর্ণবিভাগ বংশানুগত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা প্রমাণ করিয়াছি আদিতে কোন বর্ণভেদ ছিল না, এক ব্রাহ্মণহইতেই গুণ ও কর্ম্মানুসারে চাতুর্বর্ণ্যের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। অতঃপর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের বর্ণগত কর্ম্মবিভাগ; এবং তাঁহাদের পরস্পর সংমিশ্রণে অর্থাৎ অনুলোম ও প্রতিলোমজাত মিশ্রবর্ণ সকলের নাম ও কর্ম্ম সকলের আলোচনা করিব।

১। ব্রাহ্মণবর্ণ।

(ক) "ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ।"

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে—পরমাত্মাকে—জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

(খ) "যোগস্তপো দমোদানং ব্রতশৌচং দয়া ঘৃণা
বিদ্যাবিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতৎ ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥"

অর্থাৎ যোগ, তপ, দম, দান, ব্রত, শৌচ, দয়া, ঘৃণা, ব্রহ্মবিদ্যা, বিজ্ঞান; আস্তিকতা এ সমস্ত ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

(গ) "অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনন্তথা
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ।"

৮৮।১অঃ মনু।

অর্থাৎ অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, এই কয়েকটি কর্ম্মই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

(ঘ) "জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
✓ বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ ॥"

১৪০ অত্রিসংহিতা।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হইলেই ব্রাহ্মণ, উপনয়ন সংস্কার হইলে দ্বিজ, বেদবিদ্যা লাভ করিলে বিপ্র এবং উক্ত জন্মসংস্কার ও বিদ্যা এই ত্রিগুণ দ্বারা শ্রোত্রিয় হন।

(ঙ) "শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানবিজ্ঞান মাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥"

৪২।১৮অঃ গীতা।

অর্থাৎ শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মে বিশ্বাস, এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাবজ ধর্ম্ম।

(চ) "ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ন সুখায় কদাচন।
তপঃক্লেশায় ধর্ম্মায় প্রেত্য মোক্ষায় সর্ব্বদা ॥"

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

অর্থাৎ সত্য, শান্তি, ক্ষমা, অহিংসা, দয়া, দান, সৌজন্য, বিনয়, যজন, যাজন, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পরিমিত আহার, নিরামিষ ভোজন, উপবাসাদি ব্রত, আরাধনা, পরোপকার, অগ্নি, গো, গুরুসেবাদি

ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ম্ম; সুতরাং ব্রাহ্মণের দেহধারণ কেবল সুখ বা ভোগবিলাসের জন্য নহে।

(ছ) "ব্রাহ্মণস্য তু বক্ষ্যামি শৃণু কর্ম্ম বসুন্ধরে।
যানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত মম ভক্তিপরায়ণঃ॥
ষট্‌কর্ম্মনিরতোভূত্বা অহঙ্কারবিবর্জ্জিতঃ।
লাভালাভং পরিত্যজ্য ভিক্ষাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
মম কর্ম্মসমাযুক্তঃ পৈশুন্যেন বিবর্জ্জিতঃ॥
শাস্ত্রানুসারী মধ্যস্থো ন বৃদ্ধঃ শিশুচেতসঃ॥
এতদ্ বৈ ব্রাহ্মণকর্ম্ম একচিত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তঞ্চ কুরুতে স মামেতি বসুন্ধরে॥"

ইতি গারুড়ে ৪৯ অধ্যায়।

ভাবার্থ—হে বসুন্ধরে! আমার ভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ সকলের যে যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করণীয় আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহারা ষট্‌কর্ম্ম-নিরত হইয়া, অহঙ্কার পরিবর্জ্জন লাভালাভ পরিত্যাগ, জিতেন্দ্রিয়, ভিক্ষাদ্বারা জীবনোপায় পৈশুন্য ত্যাগে শাস্ত্রানুসারে একচিত্তে ইষ্ট পূর্ত্তকার্য্য সকল করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন।

(জ) "জাত্যা কুলেন বৃত্তেন স্বাধ্যায়েন শ্রুতেন চ।
এভির্যুক্তোহি যস্তিষ্ঠেন্নিত্যং স দ্বিজ উচ্যতে॥"

বহ্নিপুরাণম্।

ভাবার্থ—জাতি, কুল, বৃত্তি, স্বাধ্যায় এবং বেদপাঠাদি কার্য্যে তৎপর ব্যক্তিই দ্বিজ বলিয়া কথিত হন।

(ঝ) "কর্ম্মণা ব্রাহ্মণো জাতঃ করোতি ব্রহ্মভাবনম্।
স্বধর্ম্মনিরতঃ শুদ্ধ স্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥"

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণেশখণ্ডে ৩৫অঃ।

বঙ্গার্থ—কর্ম্মদ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভাবনাই করিয়া থাকেন; তিনি স্বধর্ম্মনিরত ও শুদ্ধাত্মা, সেইজন্যই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত।

(ঞ) "ন ক্রুধ্যেন্ন প্রহৃষ্যেচ্চ মানিতোঽমানিতশ্চ যঃ।
সর্ব্বভূতেষ্বভয়দস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

মহাভারত মোক্ষধর্ম্মঃ।

ভাবার্থ—যিনি ক্রুদ্ধ হন না, হর্ষ হয়েন না, মান ও অপমানে সমজ্ঞান, সর্ব্বভূতের অভয়দ, দেবগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন॥

(ট) "সত্যং দানমথোঽদ্রোহ আনৃশংস্যং কৃপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত গণেশখণ্ড।

বঙ্গার্থ—সত্য, দান, অদ্রোহ, অনিষ্ঠুরতা, দয়া, ঘৃণা, তপস্যা ইত্যাদি সদ্‌গুণ যাঁহাতে বর্ত্তমান আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ॥

(ঠ) নিত্যং স্বাধ্যায়শীলঃ স্যান্নিত্যং যজ্ঞোপবীতিমান্।
সত্যবাদী জিতক্রোধো ব্রহ্মভূয়ায় কল্প্যতে॥
বীতরাগোভয়ক্রোধো লোভমোহবিবর্জ্জিতঃ।
সাবিত্রীজপে নিরতঃ শ্রদ্ধাবানুচ্যতে গৃহী॥

বঙ্গার্থ—সদা বেদাধ্যায়ী, সদা যজ্ঞোপবীতধারী, সত্যবাদী, জিতক্রোধ, বীতরাগ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহবর্জ্জিত, সর্ব্বদা সাবিত্রীজপে তৎপর, শ্রদ্ধাবান্ গৃহী ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত।

(ড) "ব্রাহ্মণে দারুণং নাস্তি মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
আচার্য্যঃ সর্ব্বভূতানাং শাস্তা কিং প্রহরিষ্যতি ॥"

১২।২৭অঃ অনুশাসন পর্ব্ব।

বঙ্গার্থ—ব্রাহ্মণ কখনও নিষ্ঠুর স্বভাবাপন্ন হয়েন না, ব্রাহ্মণ জগতের মিত্র সর্ব্বভূতের আচার্য্য ও উপদেষ্টা, তিনি কেন প্রহার করিবেন ?

প্রতাপচন্দ্র রায় কৃত বঙ্গানুবাদ।

(ঢ) "বিপ্রৈকো লিপিকর্ত্তাচ ভক্ষ্যদাতুর্ধনং হরেৎ।
তমঃকুণ্ডে বর্ষশতং স্থিত্বা স্বর্ণবণিক্ ভবেৎ ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ লিপিকর্ত্তা (লেখকবৃত্তি অবলম্বন করিলে) কিংবা অন্নদাতার ধন হরণ করিলে একশতবর্ষ অন্ধকার নরককুণ্ডে বাস করতঃ তৎপর সুবর্ণবণিক্ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেক।

(ণ) "বিকর্ম্ম জীবনঞ্চ ॥"

বিষ্ণুসংহিতা ১১।৩৭অঃ।

অর্থাৎ অনুচিতকর্ম্ম, যেমন ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়াদির কর্ম্ম অবলম্বনে জীবিকানির্ব্বাহকরা, উপপাতকমধ্যে পরিগণিত। এবংবিধ পাপকার্য্যাশ্রিত ব্রাহ্মণের পক্ষে স্মৃতি চন্দ্রায়ণ, পরাক, ও গোমেধ যজ্ঞ ব্যবস্থা করিয়াছেন। **সুতরাং এই বিধানদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে মসীজীবী ক্ষত্রিয়ের ব্যবসা নিষেধ করা হইয়াছে।**

(ত) "যে ত্যক্তারঃ স্বধর্ম্মস্য পরধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ।
তেষাং শাস্তিকরো রাজা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥"

১৭ অত্রিসংহিতা।

অর্থাৎ বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বোক্ত নিজ নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ অন্যধর্ম্ম বা পরের বৃত্তি অবলম্বন করে, নরপতি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়া স্বর্গভাগী হয়েন।"

(থ) "অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদং বধৈঃ॥"

২২ অত্রিসংহিতা।

বঙ্গার্থ—ব্রত ও অধ্যয়নশূন্য ব্রাহ্মণ যে গ্রামে ভিক্ষা লাভ করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে, রাজা সেই চৌরপালক গ্রামবাসিগণকে বধদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।

(দ) "পঙ্ক্তিপাবনাঃ দ্বিজাঃ"

অর্থাৎ শ্রাদ্ধকালে যে সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে কর্ম্মকর্ত্তার পুণ্য ও পিতৃগণের স্বর্গবাস হয়, তাঁহাদিগকে পঙ্ক্তিপাবন কহে। যথা—

ইমে তু ভরতশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্ক্তিপাবনাঃ।
যে অতস্তান্ প্রবক্ষ্যামি পরীক্ষস্বেহতান্ দ্বিজান্॥ ২৫
বিদ্যাবেদব্রতস্নাতা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বএব হি।
সদাচারপরাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াঃ সর্ব্বপাবনাঃ॥ ২৬
পাঙ্‌ক্তেয়াংস্তু প্রবক্ষ্যামি জ্ঞেয়াস্তে পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
ত্রিণাচিকেতঃপঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ॥ ২৭
ব্রহ্মদেয়ানুসন্তানশ্ছন্দোগো জ্যেষ্ঠসামগঃ।
মাতাপিত্রোর্যশ্চ বশ্যঃ শ্রোত্রিয়ো দশপুরুষঃ॥ ২৮

ঋতুকালাভিগামী চ ধর্ম্মপত্নীষু যঃ সদা।
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতো বিপ্রঃ পঙ্‌ক্তিং পুনাত্যুত ॥ ২৯
অথর্ব্বশিরসোঽধ্যেতা ব্রহ্মচারী যতব্রতঃ।
সত্যবাদী ধর্ম্মশীলঃ স্বকর্ম্মনিরতশ্চ যঃ ॥ ৩০
যেচ পুণ্যেষু তীর্থেষু অভিষেককৃতশ্রমাঃ।
মখেষুচ সমন্ত্রেষু ভবন্ত্যবভৃতপ্লুতাঃ ॥ ৩১
অক্রোধনা হ্যচপলাঃ ক্ষান্তাদান্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
সর্ব্বভূতহিতা যে চ শ্রাদ্ধেষ্বেতান্নিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৩২
এতেষু দত্তমক্ষয্যমেতে বৈ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
ইমেঽপরে মহাভাগা বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ॥

৯০ অধ্যায়, মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব।

বঙ্গার্থ—হে ভারতশ্রেষ্ঠ (মহারাজ যুধিষ্ঠির) এক্ষণে আমি পংক্তি-পাবন ব্রাহ্মণদিগের বিষয় যত্নপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাঁহাদিগের লক্ষণসকল জ্ঞাত হও। শ্রবণ কর। বেদব্রতপরায়ণ সদাচারসম্পন্ন, সর্ব্বপাবন ব্রাহ্মণগণ অখিল পবিত্র করেন। যাঁহারা পংক্তি পবিত্র করেন, তাঁহাদিগকে পংক্তিপাবন বলে, আমি তাঁহাদিগের লক্ষণ বলিতেছি। যাঁহারা তৃণাচিতকেত মন্ত্রবিশারদ পঞ্চাগ্নিযুক্ত, ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রবেত্তা, ষড়ঙ্গবিদ্, বেদাধ্যায়ীর বংশোদ্ভব, সামবেদবিশারদ, সামগাতা, পিতামাতার বশীভূত, অথর্ব্ববেদ-পাঠক, ব্রহ্মচারী, যতব্রত, সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মশীল ও স্বকর্ম্মনিরত; যাঁহাদিগের ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ শ্রোত্রিয়, যাঁহারা ধর্ম্মপত্নীতেই গমন করেন, যাঁহারা বিধি অনুসারে পবিত্র তীর্থসকলে স্নান করেন, যাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক যজ্ঞান্ত স্নানে আপনাদিগের বিশুদ্ধি

সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং যাঁহারা ক্রোধবিহীন, গম্ভীরস্বভাব, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতহিতৈষী, শ্রাদ্ধকালে সেই সমুদয় ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য, ইহাঁরাই পংক্তিপাবন। তাঁহাদিগকে যে সকল বস্তু প্রদান করা যায়, তৎসমস্তই অক্ষয় ফল উৎপাদন করে।

(ধ) "ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥"

২১ অধ্যায় গৌতমসংহিতা।

অর্থাৎ ক্ষমাবান্, দাতা, জিতক্রোধ, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে; এতদ্ভিন্ন আর সকলই শূদ্র।

(ন) সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যন্তপো ঘৃণা।
"দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতিঃ॥ ২১
শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রোভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥"

২৫।১৮০অঃ। বনপর্ব্ব, মহাভারত।

বঙ্গার্থ—যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে নাগেন্দ্র! যাহাতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, আনৃশংস্য, তপ ও ঘৃণা, এই সকল সদ্গুণ লক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ। যে শূদ্রে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমুদয় বিদ্যমান আছে এবং যে ব্রাহ্মণে তাহা নাই, সে শূদ্র কখনও শূদ্র নহে, (ব্রাহ্মণ) এবং সেই ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহে অর্থাৎ শূদ্রবৎ জানিবে।

(প) "ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু।
দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রায়ঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ॥১২

যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততী স্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেৎ দ্বিজঃ॥"

১৩।২১৫ অং বনপর্ব্ব, মহাভারত।

বঙ্গার্থ—যেহেতু, যে ব্রাহ্মণ পাতিত্যজনক, কুক্রিয়াশক্ত, দাম্ভিক ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত, তিনি প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রের তুল্য; আর যে শূদ্র দম, সত্য ও ধর্ম্মে সর্ব্বদা অনুরক্ত, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি।

(ফ) যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

মনুসংহিতা।

বঙ্গার্থ—যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া শাস্ত্রান্তর অধ্যয়ন করেন, তিনি জীবদ্দশাতেই অতি শীঘ্র সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

(ব) ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদোহি বৃষউচ্যতে।
তস্য বিপ্রস্য তেনালং সবৈ বৃষল উচ্যতে॥

যমসংহিতা।

বঙ্গার্থ—যম বলিতেছেন—শূদ্রকে বৃষল বলা যায় না, বেদই বৃষ বলিয়া অভিহিত। যে বিপ্র সেই বেদ বা বৃষহীন হন, তিনিই বৃষল নামে খ্যাত।

সেকালের ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণসম্বন্ধে ভুরি ভুরি গ্রন্থ তাঁহাদের কর্ত্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সমধিক আলোচনা না করিয়া কতিপয় প্রমাণ অধ্যাহারপূর্ব্বক, ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, যাঁহারা সর্ব্বদা ক্রোধহিংসাদিবিবর্জ্জিত হইয়া

সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষমা, দান ও পরোপকাররূপ কার্য্যকেই জীবনের সার বলিয়া জানিতেন; ভ্রমেও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পরের অনিষ্ট চিন্তা না করিতেন; এবং বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও ব্রহ্মভাবনা করিতেন; তাঁহারাই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। গুণ ও কর্ম্মদ্বারাই ব্রাহ্মণ নির্ব্বাচিত হইতেন। ব্রাহ্মণগণ যদি স্বকর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত বড়ই কঠোর; এই কঠোরতা-নিবন্ধনই ব্রাহ্মণশ্রেণীহইতে বহু বর্ণ-সঙ্করের উৎপত্তি। বেদাধ্যয়ন বিহীন ব্রাহ্মণ বৃষল বা শূদ্র বলিয়া গণ্য।

পুরাকালে গুণ ও কর্ম্মই যে একমাত্র ব্রাহ্মণ্যলাভের উপায় ছিল, এবং ব্রাহ্মণেতর বর্ণ সকল হইতে মৌদ্গল্য, কাণ্ব, ভার্গবপ্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রদর্শন করিয়াছি। ব্রাহ্মণগণ যে সাক্ষাৎ ক্ষমার জীবন্তমূর্ত্তি, এখানে তাহারই একটী উদাহরণ বিবৃত করিলাম। পুরাণে উল্লেখ আছে, গাধিরাজতনয় মহারাজ বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের তপোবলদৃষ্টে ঈর্ষান্বিত হইয়া শাস্ত্রবিধানানুসারে ঘোরতর তপস্যাদ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ত্রিভুবনে সকলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু মহর্ষি বশিষ্ঠদেব তাঁহার ক্রোধ ও হিংসা দৃষ্টে ব্রাহ্মণত্ব অস্বীকার করায়, বিশ্বামিত্র জাতক্রোধ হইয়া বশিষ্ঠদেবের সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট সম্পাদন করিতে লাগিলেন; তবুও বশিষ্ঠদেবকে কোন প্রকারই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে বিচলিত করিতে না পারিয়া, বশিষ্ঠবধনামক এক যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবংবিধ যজ্ঞে ঋত্বিক্ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, তিনি স্বয়ং বশিষ্ঠদেবকেই যজ্ঞের ঋত্বিক্ কার্য্যে বৃত করিলেন। বশিষ্ঠদেব এই যজ্ঞে আত্মবধ কৃতনিশ্চয় জানিয়াও ব্রাহ্মণধর্ম্মানুসারে যজ্ঞারম্ভ করিলেন এবং যজ্ঞান্তে যখন সম্মুখস্থ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিবার জন্য স্রুক্ হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন,

তখন বিশ্বামিত্রের হৃদয় হইতে ক্রোধ ও হিংসা একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল; এবং তিনি তৎক্ষণাৎ বশিষ্ঠের চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া স্বকীয় কৃত কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে হিংসাদিবিবর্জ্জিত দৃষ্টে সহাস্যে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন, "ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র! এতদিনে তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াছ।"

শাস্ত্র বলিতেছেন ব্রাহ্মণ দর্শন, স্পর্শন ও সেবাদ্বারা মনের মলিনতা দূর হইয়া শান্তি আনয়ন করে; এবং তজ্জন্য পংক্তিপ্লাবন ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক নানাবিধ ভোজ্য ও দ্রব্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা। আর্য্যগণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে সত্যবাদী, যতব্রত, ধর্ম্মশীল, বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া অক্ষয়ফল লাভ করিতেন। হায়! কালের কুটিল প্রবাহে সে ভাব কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। পাঠকগণের সম্মুখে আমরা "একালের ব্রাহ্মণ" নামে তাহার কিঞ্চিৎ উদাহরণ প্রদান করিলাম।

"একালের ব্রাহ্মণ।"

"বিষ্ণুমন্ত্রবিহীনশ্চ ত্রিসন্ধ্যারহিতো দ্বিজঃ।
একাদশীবিহীনশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ॥
হরের্নৈবেদ্যভোগী চ ধাবকো বৃষবাহকঃ।
শূদ্রান্নভোজী বিপ্রশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ॥
শবদাহী চ শূদ্রাণাং যো বিপ্রো বৃষলীপতিঃ।
শূদ্রাণাং সূপকারী চ শূদ্রযাজী চ যো দ্বিজঃ।
অসীজীবী মসীজীবী বিষহীনো যথোরগঃ॥

যো কন্যাবিক্রয়ী বিপ্রো যো হরের্নামবিক্রয়ী।
যো বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ॥
সূর্য্যোদয়ে চ দ্বির্ভোজী মৎস্যভোজী চ যো দ্বিজঃ।
শিলাপূজাদিরহিতো বিষহীনো যথোরগঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে ২১ অধ্যায়॥

বঙ্গার্থ—বিষ্ণুমন্ত্রবিহীন, ত্রিসন্ধ্যারহিত, একাদশীবিহীন, হরির নৈবেদ্য-ভোজী, ধাবক, বৃষবাহক, শূদ্রান্নভোজী, শূদ্রের শবদাহী, শূদ্রের পাচক, শূদ্রযাজী, অসীজীবী, মসীজীবী, কন্যাবিক্রয়ী, হরিনামবিক্রয়ী, বিদ্যাবিক্রয়ী, দিবসে দ্বিভোজী, মৎস্যভোজী, শালগ্রামপূজাদিরহিত ব্রাহ্মণ, বিষহীন সর্পের ন্যায় নামে মাত্র ব্রাহ্মণ।

"কিতবো ভ্রূণহা যক্ষ্মী পশুপালো নিরাকৃতিঃ।
গ্রামপ্রেষ্যো বার্দ্ধুষিকো গায়নঃ সর্ব্ববিক্রয়ী॥ ৬
আগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
সামুদ্রিকো রাজদূতস্তৈলিকঃ কূটকারকঃ॥ ৭
পিত্রা বিবদমানশ্চ যস্য চোপপতির্গৃহে।
অভিশপ্তস্তথা স্তেনঃ শিল্পং যশ্চোপজীবতি॥ ৮
পর্ব্বকারশ্চ সূচী চ মিত্রধুক্ পারদারিকঃ।
অব্রতানামুপাধ্যায়ঃ কাণ্ডপৃষ্টস্তথৈবচ॥ ৯
শ্বভিশ্চ যঃ পরিক্রামেদ্ যঃ শুনাদষ্ট এব চ।
পরিবিত্তিশ্চ যশ্চ স্যাদ্দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ॥ ১০
কুশীলবো দেবলকো নক্ষত্রৈর্যশ্চ জীবতি॥ ১১

ঈদৃশৈর্ব্রাহ্মণৈর্ভুক্তমপাঙ্ক্তেয়ৈর্যুধিষ্ঠির।
রক্ষাংসি গচ্ছতে হব্যমিত্যাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ১২
শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা ত্বধীয়ীত বৃষলীতল্পগশ্চ যঃ।
পুরীষে তস্য তে মাসং পিতরস্তস্য শেরতে॥ ১৩
সোমবিক্রয়িণে বিষ্ঠা ভিষজে পূয়শোণিতং।
নষ্টং দেবলোকে দত্তমপ্রতিষ্ঠঞ্চ বার্দ্ধুষে॥ ১৪
জ্ঞানপূর্ব্বন্তু যে তেভ্যঃ প্রযচ্ছন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ।
পুরীষং ভুঞ্জতে তস্য পিতরঃ প্রেত্যনিশ্চয়ঃ॥ ১৭

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব ৯০ অধ্যায়॥

বঙ্গার্থ—প্রতারক, ভ্রূণহত্যাকারী, যক্ষ্মারোগগ্রস্থ, পশুপালক, অধ্যয়নাদিশূন্য, শূদ্রকিঙ্কর, বৃদ্ধিজীবী, নায়ক, সর্ব্ববিক্রয়ী, গৃহদাহ-কর্ত্তা, বিষদাতা, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রেতা, সামুদ্রিকবেত্তা, রাজদূত, তৈলকর্ত্তা, কূটকর্ত্তা, পিতৃদ্বেষ্টা, পুংশ্চলীপতি, অভিশাপদাতা, চৌর্য্যশালী, শিল্পজীবী, বহুরূপী, খলস্বভাব, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক, শূদ্রের উপাধ্যায়, শাস্ত্রজীবী, মৃগয়াশক্ত, কুক্কুরদষ্ট, জ্যেষ্ঠের অনূঢ়াবস্থায় দারপরিগ্রহকারী, অনাবৃতমেঢ্র, গুরুপত্নীহর্ত্তা, নট, দেবল, ও গণক ব্রাহ্মণগণ, পংক্তিদূষক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা কহিয়া থাকেন, ঐরূপ ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রীয় দ্রব্য ভোজন করিলে উহা রাক্ষসের ভুক্ত হয়। যে ব্যক্তি যে দিনে শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া শূদ্রাগমন করে, তাহার পিতৃগণকে সেইদিন অবধি একমাস তাহারই পুরীষে শয়ান থাকিতে হয়। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সোমবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে বিষ্ঠারূপে পরিণত, চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে পূয় ও শোণিতরূপে পরিগণিত, দেবলকে প্রদত্ত

হইলে নিষ্ফল, কুসীদজীবীকে প্রদান করিলে পিতৃগণের অপ্রাপ্ত, বাণিজ্য-কারীকে প্রদত্ত হইলে উভয় লোক নিষ্ফল হয়। যাঁহারা জ্ঞানপূর্ব্বক ঐপ্রকার ব্রাহ্মণকে হব্যকব্য প্রদান করেন, তাঁহাদের পিতৃগণের নিশ্চয়ই পুরীষ ভোজন করিতে হয়।

প্রতাপচন্দ্ররায়কৃত বঙ্গানুবাদ।

"সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেন চ শূদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ॥

২১ অত্রিসংহিতা।

বঙ্গার্থ—ব্রাহ্মণ মাংস, লাক্ষা ও লবণ বিক্রয় করিলে সদ্য এবং দুগ্ধ বিক্রয় করিলে তিন দিনে শূদ্রবৎ হয়।

পাঠক! ব্রাহ্মণের জন্য যজনযাজন অধ্যয়নাদি কার্য্যই শাস্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন; উদ্ধৃত কতিপয় প্রমাণদ্বারা পর্য্যালোচনা করিলে সেকালের ও একালের ব্রাহ্মণের অবস্থা সহজেই উপলব্ধি হইবে। ধর্ম্মবিশ্বাসে যাঁহারা শ্রাদ্ধাদি সৎকার্য্যে ভূরি ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া তৃপ্তিলাভ করেন, তাঁহারা পংক্তি-দূষক ব্রাহ্মণগণের উদ্ধৃত বচনের প্রতি দৃষ্টি করিবেন।

শাস্ত্র বলিতেছেন ব্রাহ্মণ দ্বিবিধ। এক ব্রাহ্মণ ব্রুবঃ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বর্ণমাত্র উপজীবী ব্রহ্মপুত্রগণ। দ্বিতীয়—আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ। শ্রুতি বলিতেছেন—

"নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্ যেন স্যাৎ।
তেন দৃশ এবাতোঽন্যদার্ত্তং ততোহ কহোল
কৌষীতকেয় উপররাম"।

বাজসনেয়ী আঃ ৩।৫।১

ভাবার্থ—"আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎ করাই ব্রাহ্মণত্ব লাভের একমাত্র উপায়। উহার সাধন নাই। তবে সর্ব্ববিধ কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মার ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি স্বপ্রকাশ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। আত্মা ভিন্ন সকলই বিনশ্বর। এইকথা শুনিয়া কৌষীতকের কহোল বিরত হইলেন"।

ব্রাহ্মণব্রুব সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

"বিপ্রঃ সংস্কারযুক্তো ন নিত্যং সন্ধ্যাদিকর্ম্ম যঃ।
নৈমিত্তিকন্তু নো কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণব্রুব উচ্যতে॥

ভাবার্থ—উপনয়ন-সংস্কারযুক্ত বিপ্র যিনি নিত্য-নৈমিত্তিক সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য না করেন, তিনিই ব্রাহ্মণব্রুব অর্থাৎ নামমাত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয়েন।

২। ক্ষত্রিয়বর্ণ।

(১) কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

বঙ্গার্থ—যে সকল ব্রাহ্মণ কামভোগপ্রিয়, উগ্র, ক্রোধবিশিষ্ট, সাহসী, স্বধর্ম্মত্যাগবশতঃ লোহিতাঙ্গ হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

(২) প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন মেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
৮৯।১ মনু

বঙ্গার্থ—প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ভোগশক্তির পরিবর্জন এই কয়েকটী কর্ম্ম মনু সংক্ষেপত ক্ষত্রিয়বর্ণের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

(৩) ক্ষত্রিয়স্যাপি যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
শস্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষণঞ্চেতি বৃত্তয়ে॥

১৪ অত্রি সংহিতা।

বঙ্গার্থ—যজন, দান, অধ্যয়ন, তপশ্চরণ, শস্ত্রোপজীবিকা, প্রজাপালন ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের অবশ্য করণীয় বৃত্তি।

(৪) শৌর্য্যং তোজাধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥

৪৩।১৮ গীতা।

বঙ্গার্থ—শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, দান, ঈশ্বরভাব, এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

(৫) ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ।
ধনদানরতির্যস্তু সবৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

বঙ্গার্থ—যাঁহারা বেদাধ্যায়ন, যুদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণগণকে ধনদান ও প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিতেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন।

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রমাণ করিয়াছি সত্যযুগে সকলেই ব্রাহ্মণ নামে কথিত হইতেন; ত্রেতাযুগে গুণ ও কর্ম্মানুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি হয়। যাঁহারা বলবীর্য্যশালী, সাহসী, কামভোগপ্রিয়, যুদ্ধকার্য্য বিশারদ হইয়া পুর, নগর ও দেশ সকলকে দস্যু তস্করাদির হস্ত হইতে

রক্ষা করিতেন, তাঁহারাই—"ক্ষতাৎ ত্রায়তইতি ক্ষত্রিয়ঃ" বলিয়া পরিচিত হইতেন। রাজ্যশাসনসম্পর্কে যাবতীয় কার্য্যই ক্ষত্রিয়গণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ক্ষত্রিয়গণমধ্যে যিনি সর্ব্বগুণযুক্ত ও বাহুবলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতেন, তিনিই রাজপদে বরিত হইয়া রাজ্যশাসন করিতেন। শাস্ত্রোক্ত উদ্ধৃত বচনাবলী ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতেছেন। রাজ্যরক্ষার্থে রাজনৈতিকক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ শাসনবিভাগ। এই বিভাগ অবলম্বন করিয়াই মন্ত্রণাবিভাগ, রাজস্ববিভাগ ও সমরবিভাগপ্রভৃতি ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। মন্ত্রণা, রাজস্ব ও যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্যের মধ্যে শেষোক্ত কার্য্যটি শত্রু-কবল হইতে দেশরক্ষার্থে নিয়োজিত হইত; এবং তজ্জন্যই ক্ষত্রিয়কে শস্ত্রোপজীবী বলিয়া অত্রিসংহিতায় উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজ্যশাসনসম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্য মুখে নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব বিধায় ক্ষত্রিয়গণ একদিকে অসীসাহায্যে যেমন দেশ রক্ষা করিতেন, অন্য দিকে **লিপি দ্বারা কার্য্যটী সুশৃঙ্খলিত রাখিতেন**। এই সমগ্র শাসনকার্য্য একমাত্র ক্ষত্রিয়শ্রেণীদ্বারাই যথাযথভাবে সম্পাদিত হইত। ক্ষত্রিয়গণ এইরূপে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। যাহা বেদেও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

(৬) "যে পথাং পথি রক্ষয় ঐলবৃদা আয়ুর্যুধঃ।

যজুর্ব্বেদ ৬০।১৬ অধ্যায়।

অর্থাৎ ঐলবৃৎ (মসীজীবী) ক্ষত্রিয় রক্ষকস্বরূপ পথে বিরাজিত আছেন।" তথাহি—

(৭) অসিনা রক্ষণং রাজ্যং মস্যাদিস্থাপানায় চ।
উভৌ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মৌ চ ভূমৌ খ্যাতৌ ময়া কিল॥

যজুর্ব্বেদসংহিতা।

অর্থাৎ অসিদ্বারা রাজ্য রক্ষিত এবং লিপিদ্বারা স্থাপিত হয়, এতদুভয়ই একমাত্র ক্ষত্রিয়ের করণীয় কার্য্য। এই দুইটী পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বলিয়া খ্যাত। অপরঞ্চ—

"বাহোশ্চ ক্ষত্রিয়াজাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।

আপস্তম্বশাখা।

লিপিকার্য্য অর্থাৎ ক্লারিকেল্ বিজ্নেস্ যে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকর্ত্তৃক পরিচালিত হইত, তাহাদেরও পর্য্যায় ছিল। মহাভারতে রাজকার্য্যে লেখক ও গণক নিযুক্তের কথা আছে। রাজনৈতিকক্ষেত্রে অষ্টাঙ্গে যে লেখকশ্রেণী নিয়োজিত হইতেন, তাঁহারা মেধাবী, ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, ভাষাভিজ্ঞ, জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী, শ্রুতিজ্ঞানসম্পন্ন না হইলে লেখকশ্রেণীর যোগ্যতা আহৃত হইত না, বিশেষতঃ হস্তলিপিটীও সুন্দর হওয়া লেখকশ্রেণীর একটী বিশেষ অঙ্গ ছিল। রাজস্ববিভাগ, আয়ব্যয় কার্য্যের হিসাব নিকাশ (বজেট) রাজ্যসংক্রান্ত একটী বিশেষ অঙ্গ, এবং অতীব জটীল ও দায়িত্ব বিধায়, তৎকার্য্যোপযোগী ব্যক্তিগণ নিজেদের মধ্যেই নির্ব্বাচিত হইতেন। বর্ত্তমান সময়েও রাজকার্য্যের উচ্চাঙ্গের পদসকল ভিন্নবর্ণের লোকের প্রতি ন্যস্ত না হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে ব্রাহ্মণগণ লিপিকর্ত্তার ব্যবসা করিলে পতিত হইতেন; বৈশ্যগণ কৃষিবাণিজ্যাদি ভিন্ন অন্য কার্য্য করিলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন; শূদ্রগণের লেখাপড়া করা ত দূরের কথা, বৈদিকমন্ত্রাদি কর্ণে শ্রবণ করিলেই কর্ণে উষ্ণ তৈল ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। তৎকালে চারিবর্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ ছিল না, সুতরাং লেখকের কার্য্যটি যে একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই করায়ত্ত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শাসন বিভাগের সৌকর্য্যার্থে "লেখাপড়ার কার্য্যটি" অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ এবং

বিশেষ আবশ্যক জ্ঞানে, তৎপ্রতি প্রখরদৃষ্টি ছিল বলিয়া অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়গণ, রাজনৈতিক, রাজস্ব ও সৈনিকপ্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগেই লেখকের কার্য্যে নিয়োজিত হইতেন। নীতি-শাস্ত্রাদিতে তত্তদ্‌বিভাগে লেখকের নিযুক্তি, গুণবত্তা, প্রয়োজন এমন কি বসিবার স্থান পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য কতিপয় প্রমাণ অধ্যাহার করিলাম।

(৮) "রাজা সৎপুরুষঃ সভ্যাঃ শাস্ত্রং গণকলেখকৌ।
হিরণ্যমগ্নিরুদকমষ্টাঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ॥

১।৩৫ নারদ সংহিতা।

অর্থাৎ প্রাড়বিবাক্, সভ্যগণ, শাস্ত্র, গণক, লেখক, স্বর্ণ, অগ্নি ও জল, এই আটটী রাজার অঙ্গ।

(৯) কেচিচ্চায়ব্যয়ে যুক্তা—সর্ব্বগণকলেখকাঃ।
অনুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বাহ্নে নিত্যমায়ব্যয়ং তব॥

৫।৭২ সভাপর্ব্ব।

ভাবার্থ—সভাপর্ব্বে মহর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আয় ও ব্যয়ের নিরূপণকারী গণক ও লেখকগণ পূর্ব্বাহ্নে আয়ব্যয়সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ আপনার গোচর করিয়া থাকে ত?

(১০) লেখকঃ প্রাড়্‌বিবাকশ্চ সভ্যাশ্চৈবানু পূর্ব্বকাঃ।
নৃপে পশ্যতি তৎকার্য্যং সাক্ষিণঃ সমুদাহৃতাঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবহার মিতাক্ষরা।

অর্থাৎ—বিচারকর্ত্তা, লেখক, সভা-প্রভৃতি বাদিপ্রতিবাদিগণের

কার্য্য নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহ করে কিনা, রাজা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন বিধায় উহারা রাজসাক্ষী বলিয়া অভিহিত॥

(১১) স্ফুটলেখ্যং নিযুঞ্জীত শাব্দলাক্ষণিকং শুচিং।
স্ফুটাক্ষরং জিতক্রোধ মলুব্ধং সত্যবাদিনম্॥
ত্রিস্কন্ধং জ্যোতিষাভিজ্ঞং স্ফুটপ্রত্যয়কারকম্।
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েৎ নৃপঃ॥

বৈজয়ন্তীধৃত ব্যাসবচন।

বঙ্গার্থ—শুদ্ধস্বভাব, শাব্দলাক্ষণিক বিশুদ্ধ ভাষাভিজ্ঞ, সুন্দর হস্তাক্ষর-বিশিষ্ট, জিতক্রোধ, সত্যবাদী, স্কন্দত্রয়যুক্ত জ্যোতিষাভিজ্ঞ, প্রত্যয়কারক-বিশিষ্ট, ব্যাকরণব্যুৎপন্ন, শ্রুতি-অধ্যয়নসম্পন্ন গণককে রাজা নিযুক্ত করিবেন।

(১২) গণকো গণয়েদর্থং লিখেন্ন্যায়ঞ্চ লেখকঃ।
শব্দাভিধানতত্ত্বজ্ঞৌ গণনাকুশলৌ শুচী॥
নানালিপিজ্ঞৌ কর্ত্তব্যৌ রাজ্ঞা গণকলেখকৌ॥

শুক্রনীতি ৪র্থ অধ্যায়।

বঙ্গার্থ—গণক অর্থ গণনা করিবেক এবং লেখক ন্যায্য লিখিবেক। রাজার গণক ও লেখক শব্দাভিধানতত্ত্বজ্ঞ, গণনাকুশল শুচি ও নানা লিপিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক।

(১৩) গণনাকুশলোযস্তু দেশভাষাপ্রভেদবিৎ।
অসন্দিগ্ধঞ্চ গূঢ়ার্থং বিলিখেৎ সচ লেখকঃ॥

শুক্রনীতি ১৭৩ শ্লোক।

বঙ্গার্থ—যিনি গণনাকুশল, দেশভাষাপ্রভেদজ্ঞ, অসন্দিগ্ধ এবং গূঢ় অর্থসংযুক্ত লিখিতে পারেন, তাঁহাকেই লেখক বলিয়া থাকে।

(১৪) সশস্ত্রা দশ হস্তন্তু যথাদিষ্টং নৃপপ্রিয়াঃ।
পঞ্চহস্তং বসেয়ুর্ব্বৈ মন্ত্রিণো লেখকাঃ সদাঃ॥

শুক্রনীতি ২৭৬

বঙ্গার্থ—রাজার বিশ্বাসী শস্ত্রধারিগণ দশহাত দূরে থাকিবেক এবং মন্ত্রী ও লেখকগণ রাজার পাঁচ হাত দূরে বসিবেন। অপরঞ্চ—

(১৫) রাজ্ঞা তু স্বয়মাদিষ্টঃ সন্ধিবিগ্রহলেখকঃ।
তাম্রপট্টে পটে বাপি প্রলিখেদ্রাজশাসনম্॥

যাজ্ঞবল্ক্যে ব্যাসবচন।

অর্থাৎ—সন্ধিবিগ্রহকারক লেখকশ্রেণীভুক্ত কায়স্থ—রাজার আদেশানুযায়ী তামার পাতে অথবা পট্টে রাজশাসন স্বয়ং লিখিবেন। এই শ্লোকের অর্থ দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে রাজ্যশাসনব্যাপারে কতদূর গুরুতর কার্য্যে লেখক কায়স্থগণ নিয়োজিত হইতেন।

বেদ যাঁহাদিগকে মসীজীবী বলিয়াছেন, মহাভারত ও নীতিশাস্ত্রাদিতে তাঁহারাই লেখক ও গণক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মসীজীবী ক্ষত্রিয়গণই যে কায়স্থ নামে অভিহিত, তৎপ্রমাণার্থে আমরা স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য ও শিলালিপিহইতে যথাযথ বিবরণ লিপি করিলাম, সুধী পাঠকগণ তৎপাঠে **কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়গণ যে একি বর্ণ তাহাই দেখিতে পাইবেন**। কায়স্থের দ্বিজত্ব যে শাস্ত্রসম্মত ইহাই প্রমাণে বিদিত হইবেক।

(ক) স্মৃতির প্রমাণে কায়স্থ।

(১৬) অথ লেখ্যং ত্রিবিধং ॥ ১

রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিক মসাক্ষিকঞ্চ ॥ ২

রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত কায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষ

করচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্ ॥ ৩।

বিষ্ণুসংহিতা ৭ম অধ্যায়।

বঙ্গার্থ—লেখ্য অর্থাৎ দলিল তিন প্রকার। যথা, রাজসাক্ষিক সসাক্ষিক এবং অসাক্ষিক। রাজার বিচারালয়ে রাজনিযুক্ত কায়স্থ লিখিত, বিচারালয়ের অধ্যক্ষের অঙ্গুলি কিংবা পাঞ্জা ইত্যাদিদ্বারা চিহ্নিত লেখ্যই রাজসাক্ষিক।

(১৭) কায়স্থাঃ—নীতিশাস্ত্রকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।

দেব ব্রাহ্মণ ভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথা ॥

হারিতসংহিতা।

বঙ্গার্থ—কায়স্থগণ (লেখকগণ) নীতিশাস্ত্রকুশল, সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ, ইঁহারা দেবতা ও ব্রাহ্মণের ভক্ত এবং পিতৃকার্য্যে তৎপর বটেন।

(১৮) শুচীন্ প্রাজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।

লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃতো হিতৈষিণঃ ॥

বৃহৎপরাশর ১০।

ভাবার্থ—শুচী, প্রজ্ঞাবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, মুদ্রাকরান্বিত বিপ্রকে এবং সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী দলিললেখক কায়স্থকে নিযুক্ত করিবেন ইত্যাদি।

(১৯) "প্রত্যহং দেশ দৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ।
অষ্টাদশসু মার্গেষু নিবদ্ধানি পৃথক পৃথক॥

৩।৮ মনুসংহিতা।

অত্র মেধাতিথি ভাষ্যম্—"রাজাগ্রহারশাসনান্যেব **কায়স্থ হস্ত-লিখিতান্যেব** প্রমাণীভবন্তি॥

অর্থাৎ—অষ্টাদশ প্রকার বিবাদমূলক সেই ব্যবহারকার্য্যসকল প্রত্যহ দেশ, জাতি, কুলাচারহেতু এবং শাস্ত্রীয় সাক্ষী লেখ্যাদি প্রমাণদ্বারা পৃথক করিয়া বিচার করিবেন। এই শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি লেখককে কায়স্থ বলিয়া পরিচিহ্নিতপূর্ব্বক বলিতেছেন—"রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদির শাসন যাহা কায়স্থহস্তলিখিত, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য।

(২০) গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থা লেখকাস্তথা।
শুল্কগ্রাহীতু বৈশ্যোহি প্রাতিহারশ্চ পাদজঃ॥

৪২৮ শুক্রনীতি।

বঙ্গার্থ—গ্রামপতি ব্রাহ্মণ, লেখক কায়স্থ, শুল্কগ্রহণকারী বৈশ্য এবং প্রতিহারীর কার্য্যে শূদ্র নিযুক্ত হইবেক। এখানে চারিবর্ণের কর্ম্মনির্দ্দেশ-স্থলে, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের উল্লেখ করিয়া ঋষি ক্ষত্রিয়কেই কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(খ) পুরাণের প্রমাণে কায়স্থ।

(২১) "উপায়বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
বহ্বর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তম॥

১১৫অঃ মৎস্যপুরাণ।

বঙ্গার্থ—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যিনি উপায়বাক্যকুশল সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, যিনি অল্পকথায় বহু অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ, তিনিই লেখকপদের উপযুক্ত।

(২২) মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ ॥

১১২ অঃ গরুড় পুরাণ।

বঙ্গার্থ—যিনি মেধাবী, বাক্‌পটু, জ্ঞানবান্, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তদ্রূপ সাধুব্যক্তিই লেখক হইবার যোগ্য।

(২৩) অনেকব্যবহারস্থা ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্র বৈ।
তেষামুত্তমতাং যায়াৎ **কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ** ॥

পদ্মপুরাণ।

বঙ্গার্থ—নানাপ্রকার ব্যবহারসম্পন্ন ক্ষত্রিয় আছেন, তন্মধ্যে লেখক বা অক্ষরজীবী কায়স্থ অন্যতম।

(২৪) সুভগা বীটভীতেব রাজবল্লভ তস্করৈঃ।
ভক্ষ্যমাণাঃ প্রজা রক্ষ্যাঃ **কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ** ॥

২২৩ অগ্নিপুরাণ।

বঙ্গার্থ—রাজবল্লভ ও তস্কর, বিশেষতঃ কায়স্থগণদ্বারা উৎপীড়িত প্রজাসকলকে রাজা লম্পটভীতা সতী রমণীর ন্যায় রক্ষা করিবেন।

(২৫) "ক্ষত্রিয়ঃ সর্ব্বভূতানাং **কায়স্থো বর্ম্মসংজ্ঞকঃ**।
✓ গায়ত্র্যশ্চ ত্রিপাদোপি অধিকারী পুনঃ পুনঃ ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণ।

বঙ্গার্থ—সর্ব্বভূতের মধ্যে বর্ম্মসংজ্ঞক কায়স্থই ক্ষত্রিয়, এবং তাঁহারা গায়ত্রীর অধিকারী। দত্তাত্রেয় উবাচ—

(২৬) ত্রিকালজ্ঞং মহাপ্রাজ্ঞং পুলস্ত্যং মুনিপুঙ্গবম্ ।
উপসঙ্গম্য পপ্রচ্ছ ভীষ্মঃ শস্ত্রভৃতাংবরঃ ॥
চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং তথৈব চ ।
সম্ভবঃ সঙ্করাদীনাং শ্রুতো বিস্তরতো ময়া ॥
কায়স্থ ইতি যে লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে ।
ভুয় এব মহাবাহো ! শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥
বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ দেবপিতৃপরায়ণাঃ ।
সুধিয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ ॥

ভবিষ্যপুরাণ।

বঙ্গার্থ—দত্তাত্রেয় কহিলেন—সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ মহানুভব ভীষ্ম মহাপ্রাজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্রাহ্মণ আমি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি ও আশ্রমচতুষ্টয়ের এবং সঙ্করবর্ণসকলের উৎপত্তি বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি। হে মুনে! লোকমধ্যে কায়স্থদিগের উৎপত্তি কথা বিশেষ বিখ্যাত। তাঁহারা বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ, দানশীল, পিতৃযজ্ঞ পরায়ণ ও সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কাব্যালঙ্কারজ্ঞ।

(২৭) "মিত্রোনাম পুরাদেবি ! ধর্ম্মাত্মাভূৎ ধরাতলে ॥২
কায়স্থঃ সর্ব্বভূতানাং নিত্যং প্রিয়হিতে রতঃ ॥৩
পুনঃ পরমতেজস্বী চিত্রো নাম বরাণনে ।
তথা চিত্রাঽভবৎ কন্যা রূপাঢ্যা শীলমণ্ডনা ॥৪

ততঃ সর্ব্বজ্ঞতাং প্রাপ্তশ্চিত্রো মিত্রকুলোদ্ভবঃ ॥৩৪
স চিত্রগুপ্তনামাভূৎ বিশ্বচরিত্রলেখকঃ ॥

১২৩ অধ্যায়, স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্বকালে এই অবনিমণ্ডলে সর্ব্বপ্রাণীর প্রিয় ও হিতকর মিত্রনামে একজন ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন। তাহার চিত্র নামে এক পরম তেজস্বী পুত্র এবং চিত্রা নাম্নী একটী অতি রূপবতী এবং গুণসম্পন্না কন্যা ছিল। অনন্তর মিত্রকুলোদ্ভব চিত্র সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া বিশ্বচরিত্র লেখক চিত্রগুপ্ত নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। অপরঞ্চ—

"প্রার্থিতঞ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থং গর্ভমুত্তমম্।
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা ॥৩৪
কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ।
রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষাত্রধর্ম্মাদ্ বহিষ্কৃতঃ ॥৪৪
দত্তঃ কায়স্থধর্ম্মোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ।
প্রাপ্তঃ কায়স্থনামত্বাল্লেখ্যবৃত্তিশ্চ ভূভৃতাম্ ॥৪৫

৪৭ অঃ।

বঙ্গার্থ—হে বিপ্র! আপনাকর্ত্তৃক কায়স্থিত উত্তমগর্ভ প্রার্থিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই গর্ভস্থ শিশু কায়স্থসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। এই কায়স্থ ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইল। পরশুরামের আজ্ঞানুসারে দালভ্যমুনি উক্ত শিশুকে ক্ষত্রধর্ম্মহইতে বিচ্যুত করিলেন। তাহাকে চিত্রগুপ্তদেবের কায়স্থধর্ম্ম দেওয়া হইল, তিনি কায়স্থ হইয়া রাজন্যবর্গের লেখ্যবৃত্তিপ্রাপ্ত হইলেন।"

প্রাচীনগ্রন্থে কায়স্থ।

(২৮) কায়স্থাঃ গণকা লেখকাশ্চ।
তৈঃ পীড্যমানা বিশেষতো রক্ষেৎ।
তেষাং রাজবল্লভতয়াতি মায়াবিত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বাৎ॥
মিতাক্ষরা।

বঙ্গার্থ—কায়স্থ অর্থাৎ গণক ও লেখক। যাহাদিগদ্বারা উৎপীড়িত প্রজাগণকে রাজা বিশেষরূপে রক্ষা করিবেন; যেহেতুক তাহারা (কায়স্থেরা) রাজার অতি প্রিয়পাত্র এবং মায়াবী, এই জন্য তাহারা দুর্নিবার।

শূলপাণি মিতাক্ষরার উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন—

"কায়স্থৈ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ।"

অর্থাৎ কায়স্থ রাজসম্বন্ধপ্রযুক্ত—রাজার কুটুম্ব, অথবা রাজার উচ্চ কার্য্যাদিতে সর্ব্বদা নিকটে নিযুক্ত থাকায়, রাজার অতীব প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়াই অতীব প্রভাবশালী। অপরাদিত্যটীকায় উল্লেখ আছে **কায়স্থাঃকরাধিকৃতা** কায়স্থগণ রাজকরের হিসাবরক্ষক।

(২৯) কায়স্থোহি করোত্যেকো ব্যাপারং ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ।
লিখিত্যুৎপুংসয়তি চ ক্ষণাদ্বিশ্বং করস্থিতম্॥
কথাসরিৎসাগর।

ভাবার্থ—কায়স্থলেখনিপ্রসূত একাধারে ব্রহ্মনীতি ও রুদ্রনীতি বর্ত্তমান ছিল। অর্থাৎ তিনি লেখনিপ্রভাবে ব্রহ্মার কার্য্য সৃষ্টি এবং রুদ্রের কার্য্য সংহার উভয় করিতে সমর্থ। তথাহি—

(৩০) সন্ধিবিগ্রহকায়স্থেনাহৃতেনার্থসঞ্চয়ৈঃ।
উপাংশু কাব্যালঙ্কারা ব্যস্থজল্লেখহারকম্॥

ভাবার্থ—প্রচুরঅর্থপ্রয়োগপ্রভাবে কৃতগুপ্ত সন্ধিবিগ্রহব্যাপারে অভ্যস্তকাব্যালঙ্কারভাবাভিজ্ঞ কায়স্থকর্ত্তৃক দৌত্যকার্য্য সম্পন্ন করাইবে।

(৩১) "শাসনং রাজদণ্ডং স্যাৎ সন্ধিবিগ্রহলেখকৈঃ।

সংগ্রহকারক।

অর্থাৎ সন্ধিবিগ্রহলেখকদ্বারা শাসন ও রাজদণ্ড পরিচালিত হইবে।

(৩২) "স্বলিপ্য নৃপশব্দোক্ত সম্পূর্ণাবয়বাক্ষরম্।
শাসনং রাজদণ্ডং স্যাৎ সন্ধিবিগ্রহ লেখকৈঃ॥

বীরমিত্রোদয়।

অর্থাৎ—নৃপোক্ত পূর্ণাবয়ব অক্ষর সমন্বিত সন্ধিবিগ্রহ লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত রাজদণ্ডই শাসন হইবেক।

(৩৩) "ঈশস্তামবদন্নৃপসেবী চিত্রকর্ম্মাকর্ণয় দেবী।
স্মৃতিপাঠকশ্চ শ্রুতিলেখিতা
সকলপুরাণশাস্ত্রবেদিতা॥

লেখকমুক্তামণি।

বঙ্গার্থ—নৃপসেবী লেখক স্মৃতিপাঠক, শ্রুতিলেখক এবং সকল পুরাণ শাস্ত্রবেত্তা হইবেন।

(৩৪) "হেত্বুং স্বরূপতামাত্রং কৃত্বা জামাতরং নৃপঃ।
অশ্বঘোষকায়স্থঞ্চ চক্রে দুর্লভবর্দ্ধনম্॥
প্রজ্ঞয়া দ্যোৎমানং তং প্রজ্ঞাদিত্য ইতিপ্রথাম্॥

অঃ ৩। রাজতরঙ্গিণী।

বঙ্গার্থ—গোনন্দবংশের ক্ষত্রিয় রাজা বলাদিত্য সুরূপতাহেতু কায়স্থ দুর্লভ বর্দ্ধনকে স্বীয় একমাত্র কন্যা (অনঙ্গলেখাকে) সম্প্রদান করেন। দুর্লভবর্দ্ধন জ্ঞানে দীপ্তিমান্ বলিয়া প্রজ্ঞাদিত্য নামে খ্যাত হয়েন।

(৩৫) "ততঃ প্রবিশতি শ্রেষ্ঠিকায়স্থাদি
পরিবৃতোঽধিকরণিকঃ।

মৃচ্ছকটিক নবমাঙ্ক।

অর্থাৎ—অধিকরণিক বিচারপতি তাঁহার সভ্য শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থসহ প্রবেশ করিলেন।

(৩৬) "দৃগ্‌গোচরোঽভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈর্গুণ
এতদীয়ঃ।
ঊর্দ্ধং তু পত্রস্য মসীদএকো মসের্দধচ্চোপরি
পত্রমন্যঃ॥

১৪সর্গ উত্তর নৈষধচরিত।

বঙ্গার্থ—অনন্তর চিত্রগুপ্ত দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন। তিনি উচ্চগুণযুক্ত কায়স্থ। একমাত্র চিত্রগুপ্তই ঊর্দ্ধে কপালরূপ পত্রের মসীদাতা। তিনি মসীর উপর জয়পত্র দিয়াছেন।

(৩৭) "দানেন নশ্যতি বণিক্ নশ্যতি সত্যেন সর্ব্বথা বেশ্যা।
নশ্যতি বিনয়েন গুরুর্নশ্যন্তি কৃপয়া চ কায়স্থাঃ॥

কাশ্মীর দেশীয়কবি ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্রবিরচিত সময়মাতৃকা।

বঙ্গার্থ—বণিক্ দান করিলে, বেশ্যা সত্যবাদিনী হইলে, গুরু বিনয়ী হইলে এবং কায়স্থ দয়াপরবশ হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।"

শিলালিপিতে কায়স্থ।

(৩৮) "গুরুপ্রস্পর্দ্ধি-মন্ত্রাগ্রণীঃ কায়স্থোঽসমশাস্ত্রসার
সুমতিঃ শ্রীমান্ স গৌড়ান্বয়ে"।

বঙ্গার্থ—"গুরুর প্রতিদ্বন্দ্বী, মন্ত্রণাবিষয়ে অগ্রণী ও অসমশাস্ত্রাভিজ্ঞ সেই শ্রীমান্ কায়স্থগৌড়বংশীয়কে" ইত্যাদি মধ্যপ্রদেশস্থ রত্নপুর হইতে আবিষ্কৃত ৮৬৬ সংবতে উৎকীর্ণ হৈহয়বংশীয় চেদিরাজ জাজল্ল দেবের শিলালিপি হইতে উদ্ধৃত। কায়স্থের বর্ণনির্ণয়—

(৩৯) "সুগত প্রতিমকৃপয়া গুণনিধিরভবজ্জিতেন্দ্রিয়ো
বিদ্বান্।
বিপ্রিয়বাদে বিমুখঃ কায়স্থো নাগদত্ত ইতি ॥ ২০
সচিবস্য তেন রচিতা লক্ষণযুক্তা সুবর্ণকৃতশোভা।

বঙ্গার্থ—নাগদত্ত নামে জনৈক কায়স্থ ছিলেন। তিনি দয়ায় বুদ্ধতুল্য, গুণশালী, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্ ও প্রিয়ভাষী। তিনি মন্ত্রীর জন্য লক্ষণযুক্ত, সুবর্ণশোভিত, সদ্বৃত্ত ও ললিতপদান্বিত এই প্রশস্তি পরমভক্তিসহকারে রচনা করিয়াছেন।" ইত্যাদি গোরক্ষপুর হইতে আবিষ্কৃত ১০ম শতাব্দে উৎকীর্ণ জয়াতিদিত্যের তাম্রফলক হইতে উদ্ধৃত। ঐ

(৪০) "শ্রীমদম্বার্য্যপৌত্রেণ যোগমার্য্যসুতেন চ।
কায়স্থবুমদাঙ্গিনা লিখিতং পুণ্যার্য্যনাম্না ॥"

৮৯৪শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্ষের তাম্রশাসনে লিখিত।

(৪১) "কায়স্থাখিলবিদ্যেন কায়স্থকুমুদেন্দুনা।
পৃথ্বীধরেণ লিখিতং শাসনং নৃপশাসনাৎ ॥

বঙ্গার্থ—অখিলবিদ্যাবিৎ কায়স্থকুমুদচন্দ্র পৃথ্বীধর নামক কায়স্থকর্ত্তৃক রাজাদেশে এই শাসন লিখিত। চন্দেল্লরাজ পরমর্দ্দীদেবের ১২২৮ সংবতে উৎকীর্ণ শাসনে লিখিত।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্তনরেন্দ্রনাথবসুসিদ্ধান্তবারিধিপ্রণীত কায়স্থের বর্ণনির্ণয় পুস্তকে, ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে সংগৃহীত বহু শিলালিপিতে লিখক কায়স্থবর্ণের অশেষ গুণ-গরীমার প্রমাণসূচক কবিতাবলি উদ্ধৃত হইয়াছে; বাহুল্যভয়ে অধ্যাহার করা হইল না।

(৪২) "লিখিতমিদং ত্রিফলীতাম্র শাসনং মহাসন্ধিবিগ্রহী।
রাণক শ্রীমল্লদত্ত প্রবিশুদ্ধ কায়স্থ শ্রীমাহ্লকেন।"

কোশলাধিপতি মহাভবগুপ্তের তাম্রশাসনের শেষভাগে উপরোক্ত বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়।

ইতিহাসে কায়স্থ।

রাজতরঙ্গিণী—কাশ্মীর ইতিহাস।

(৪৩) "কিং দিগ্‌জয়াদিভিঃ ক্লেশৈঃ স্বদেশাদর্জ্যতাং ধনম্।
ইত্যর্থমানঃ কায়স্থৈঃ স্বমণ্ডলমদণ্ডয়ৎ॥
কাশ্মীরকাণামুৎপন্নং নিজাজ্ঞাব্যবধায়কম্।
কায়স্থবক্তৃপ্রেক্ষিত্বং ততঃ প্রভৃতি ভূভূতাম্॥"

৪।৬২১।২৩। রাজতরঙ্গিণী।

অর্থাৎ—পিতার মৃত্যুর পর জয়াপীড় যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন দিগ্‌বিজয়াদি ক্লেশে প্রয়োজন কি? নিজের দেশহইতেই ধন উপার্জ্জন করুন। কায়স্থকর্ম্মচারিগণকর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া

রাজা স্বীয় মণ্ডলই দণ্ডিত করিতে লাগিলেন এবং সেই অবধিই কাশ্মীরাধিপতিগণের স্বীয় আজ্ঞার আর গৌরব রহিল না। তাঁহারা কেবল কায়স্থদিগের মুখপ্রেক্ষী হইলেন।"

(৪৪) "তত্র কায়স্থপুত্রোঽপি স্যামস্থানীকনায়কঃ।
সংরম্ভং নাগভট্টাখ্যঃ সেহে তস্য চিরং যুধি॥
৮।৬৬৪ ঐ

অর্থাৎ—নাগভট্টনামক কায়স্থপুত্র একজন প্রধান সেনাপতি ও যোদ্ধা ছিলেন।"

(৪৫) "অথ রাজা নিবাস্যাগ্র্যান্ সহীলাদীন্ মহত্তমান্।
সর্ব্বাধিকারে বিদধে কায়স্থং গৌরকাভিধম্॥
৮।৫৬২। ঐ

অর্থাৎ—গৌরকনামক জনৈক কায়স্থ সর্ব্বাধিকারের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার উপর কাশ্মীরের রক্ষাভার অর্পিত হয়।"

কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়, কায়স্থপুঙ্গব দুর্লভবর্দ্ধন কাশ্মীররাজ বলাদিত্যের কন্যা অনঙ্গলেখাকে বিবাহ করিয়া কাশ্মীরের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুর্ল্লভবর্দ্ধন ৫২৭ শকে সিংহাসনে আরোহণ করেন। দুর্ল্লভবর্দ্ধনের বংশ ২৬০ বৎসর কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

(৪৬) আইন-ই—আকবরীতে কায়স্থ।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুলফজলপ্রণীত মোগলইতিহাসপাঠে জানা যায়, ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী গৌড়প্রভৃতি দেশ মোসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে সহস্রাধিক বৎসর পর্য্যন্ত ভোজ, দেব, শূর, পাল ও সেনবংশীয়

কায়স্থনৃপতিবৃন্দের শাসনাধীন ছিল। দেববর্ম্মা ও ভোজ-বংশীয় কায়স্থ নরপতিগণ কতিপয়শতাব্দী ; অষ্টমশতাব্দীতে শূরবংশীয়গণ ; কায়স্থ কুলোদ্ভব বৌদ্ধ পালবংশীয় নরপালগণ নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্য্যন্ত সার্দ্ধত্রিশতবৎসর এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনবংশীয় কায়স্থরাজগণ বেহার ও বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদঘোরির সেনাপতি বখতিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণসেনদেবকে পরাভব করিয়া নবদ্বীপ অধিকার করিলেও পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থনরপতিগণ স্বাধীনভাবে ও মোসলমান সম্রাট্দিগের অধীনে অন্যূন পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গের নানাস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অধীনে অধুনা যে সকল জমিদারী আছে, তাহার অধিকাংশই কায়স্থ রাজা ও জমিদারগণের হস্তচ্যুত হইয়া, বিভিন্ন বর্ণের জমিদারগণের শাসনাধীনে আসিয়াছে।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমানের প্রবল সংঘর্ষণসময়ে সুদূর দিল্লীনগরীতে বসিয়া মুসলমান ঐতিহাসিক আবুল ফজল বঙ্গে কায়স্থশক্তির যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় তৎকালে সুবা বাঙ্গলা ২৪টি সরকারে ও ৭৮৭টি মহালে বিভক্ত ছিল। ইহার রাজস্ব ৫৬৮৪৫০৩১৯ দাম মুদ্রা বা ১৪৯৬১৪৮৩ টাকা। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল বাদশাহগণের অধীন বঙ্গের বারভুঞার মধ্যে, যশোহরে মহারাজ প্রতাপাদিত্য, চন্দ্রদ্বীপে রাজা কন্দর্পনারায়ণ, ভূষণায় রাজা মুকুন্দরাম রায়, বিক্রমপুরে রাজা চাঁদরায় ও রাজা কেদাররায়, ভুলুয়ায় লক্ষ্মণমাণিক্য, ও দিনাজপুরে রাজা গণেশরায় কায়স্থ ছিলেন। এই সকল রাজন্যবর্গের মধ্যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য মোগলসেনাকে বহুবার পরাজিত করিয়া, স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়াছিলেন। এই সকল রাজগণের যুদ্ধকার্য্যের জন্য পদাতি সৈন্য ৮০১১৫০, অশ্বারোহী সৈন্য

২৩৩৩০, হস্তী ১১৭০, কামান ৪২৬০, এবং নৌকা ৪২৬০ সংখ্যার উল্লেখ আছে।

(৪৭) মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে কায়স্থ।

বিচারপতি রাণাডে কৃত মহারাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থান প্রাপ্ত ডফ্‌সাহেব বিরচিত 'মহারাষ্ট্রজাতীয় ইতিহাস' বিষ্ণুদাসনামনীকৃত "কৌস্তভ-চিন্তামণি" এবং "বিশ্বাখ্যান" প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে, পুরাণবর্ণিত চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ, চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ এবং অশ্বপতি ও কামপতি সন্তানগণ পত্তনপ্রভু নামে বিখ্যাত ছিলেন; এই সমস্ত কায়স্থগণ প্রভু কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ।

ইতিহাসে কায়স্থ।

গোদাবরীতটে পৈঠনে পত্তনপ্রভুগণ বাস করিতেন। ১২১০ শকে পৈঠনে রামরাজ রাজত্ব করিতেছিলেন, আহাম্মদ শাহের আক্রমণে রামরাজের পুত্র বিম্বদেব সার্দ্ধ ত্রিসহস্র প্রভুপরিবারসহ কোঙ্কণে আসিয়া নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বিম্বদেবের সহিত সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় যে সকল পত্তনপ্রভু আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের ১৫টী ধারা কোঙ্কণে ছিল। পত্তনপ্রভুদিগের সন্তানগণ রাজসরকারে সান্ধিবিগ্রহিক, দেশমুখ, দেশপাণ্ডে, চিটনীস্ প্রভৃতি সম্মানসূচক উচ্চপদ লাভ করিয়া স্বয়ং রাজ্যাদিও শাসন করিতেন। হিন্দুকুলগৌরব শিবাজীর নাম মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। শিবাজীর অনুসঙ্গী কায়স্থপুঙ্গব মুরারবাজী, বাজীপ্রভু, বালাজি আবাজীর নাম, উল্লেখযোগ্য। দেশপাণ্ডে মুরার-বাজীর বলবত্তায় বিমুগ্ধ হইয়া শিবাজী পুরন্দরদুর্গরক্ষার্থে ইহাকে নিযুক্ত করিলে তিনি আরঙ্গজেবের সেনাপতি দিলের খাঁর সঙ্গে দুর্গরক্ষার্থে

অসামান্য বীরত্বপ্রদর্শনপূর্ব্বক নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। মহাবীর বাজীপ্রভু শিবাজীর অধীনে বহু সহস্র সৈন্যের নায়ক ছিলেন, তাঁহার বীরপ্রকৃতি ও প্রভুভক্তি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। শিবাজী যখন পন্‌হালা দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক আসিতেছিলেন, তখন দুর্দ্ধর্ষ বিজাপুরসৈন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, মহাবীর বাজীপ্রভু সহস্র মাত্র সৈন্যসহ একটি সংকীর্ণ গিরিপথে বিজাপুরের অগণিত সৈন্যের গতিরোধ করিয়াছিলেন এবং শিবাজীর নিরাপদে রঙ্গনাদুর্গে পহুছার তোপধ্বনি শ্রবণ করিয়া শক্রপ্রহরণদষ্ট ক্ষতযন্ত্রণায় অচেতন হইয়া প্রভুশক্তির শেষ নিদর্শন প্রদান করিয়াছিলেন।

কোঙ্কণবাসী কায়স্থপ্রভুগণ আপনাদিগের সংস্কারাদি কার্য্য ক্ষাত্রবিধি অনুসারেই সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু মোসলমান রাজাদিগের ধর্ম্মাধিকরণ না থাকায় এবং রাজসরকারে পত্তনপ্রভু কায়স্থদিগের প্রভূত ক্ষমতাদৃষ্টে ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সঙ্গে ঘোর দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ কায়স্থদিগের উপনয়নাদি সংস্কারের বিরোধী হইলেন এবং প্রভুকায়স্থ-গণকে শূদ্র বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। শিবাজীর প্রধান চিট্‌নিস্ বা সেক্রেটরী কায়স্থপ্রবর বালাজি আবাজী পুত্রের দ্বাদশবর্ষে উপনয়ন-কালে প্রধানমন্ত্রী মোরলীপন্থ কুটীল নীতির অনুসরণে, ব্রাহ্মণগণের সহায়তায় প্রচার করিলেন, কলিযুগে ক্ষত্রিয় নাই ; সুতরাং কায়স্থপ্রভু-গণের দ্বিজোচিত সংস্কার হইতে পারে না। দীর্ঘকাল যাবৎ প্রভুগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার হইয়াছিল ; শৃঙ্গারিমঠের শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্য স্বামীর পেশ বা দরবারে পত্র প্রেরণ, বারাণসীপ্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত-গণের ব্যবস্থা এবং সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী গাগাভট্টের অখণ্ড যুক্তিপ্রমাণে কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইলে, বালাজীর পুত্র আবাজীবাবার উপনয়ন সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। তখন মহারাষ্ট্রকেশরী

শিবাজী সপুত্র সংস্কার সম্পন্ন হইয়া, পত্তনপ্রভু, চিত্রগুপ্তজ ও চান্দ্রসেনী প্রভৃতি কায়স্থগণের ক্ষত্রোচিত সংস্কার প্রচলন করিলেন। অদ্যাপি মহারাষ্ট্র প্রদেশে গাগাভট্টকৃত কায়স্থপদ্ধতি অনুসারে ক্ষত্রজ কায়স্থগণের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কুলগ্রন্থে কায়স্থ।

ধ্রুবানন্দমিশ্রকৃত মহাবংশাবলী।

(৪৮) "যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ তথা কায়স্থপঞ্চকাঃ।
ভূপালেন সমানীতা দেশাৎ কোলাঞ্চসংজ্ঞকাৎ॥

অর্থাৎ যজ্ঞকার্য্যসম্পাদনার্থে মহারাজ (আদিশূর) কোলাঞ্চনামক দেশহইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আনয়ন করিয়াছিলেন।"

(৪৯) "চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোঽম্বষ্ঠ নামকঃ।
অভবত্তস্য বংশে চ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ॥

অর্থাৎ কায়স্থ চিত্রগুপ্তবংশে অম্বষ্ঠকুলে নৃপেশ্বর আদিশূর জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।"

(৫০) "ঘোষবসুগুহমিত্রা দত্তশ্চ আদিকুলীনাঃ।
নবগুণৈস্তু সংযুক্তাঃ রাজবংশসমুদ্ভবাঃ॥
একোনবিংশতি গৌড়াঃ নাগনাথোঽথদাসকঃ।
সপ্তগুণৈস্তু সংযুক্তা রাজন্যাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ॥

অর্থাৎ রাজবংশসমুদ্ভূত নবগুণযুক্ত ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এবং দত্ত বংশীয়গণ আদি কুলীন। ক্ষত্রিয়কুলে জাত সপ্তগুণযুক্ত নাগ, নাথ, দাস প্রভৃতি ঊনিশটি কায়স্থবংশ তাঁহাদিগ হইতে ন্যূন।"

কুলদীপিকা।

(৫১) "সুকৃতালি কৃতাম্বর এষকৃতী
ক্ষিতি-দেব-পদাম্বুজ-চারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতি
দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভব-ভট্টগতিঃ॥
স চ ঘোষকুলাম্বুজ ভানুরয়ং
প্রথিতেন্দুযশঃ সুরলোকবশঃ।
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ
শরদিন্দুপয়োঽম্বুধিকুন্দযশাঃ॥
স সৌকালীন গোত্রজঃ শৈবএষ
তদ্গোত্রে দেবতা কালিকা দেবী পূজ্যা।
শ্রীভট্টস্য শিষ্যো মহা তান্ত্রিকাগ্র্য
সূর্য্যধ্বজধরোঽপি শূরাগ্রগণ্যঃ॥

অর্থাৎ সুকৃতিরূপ অলিই যাহার বসনস্বরূপ, ব্রাহ্মণের পাদপদ্মে যাহার মতি, সেই বৈদিকধর্ম্মনিরত সংযতাত্মা, প্রতিভান্বিত, দ্বিজাতিবৃন্দের বন্দনীয় কুল সঞ্জাত ইনিই মকরন্দ। ইনিই সেই ঘোষকুল-পদ্মবঁধু, সূর্য্যের ন্যায়। প্রথিতনামা চন্দ্রের যে যশে দেবলোক বশীভূত হইয়াছিল, এই সুমতিমান্ সেই পৈত্র যশের দ্বারা সর্ব্বদা সুখী। ইঁহার যশ শরচ্চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল; ইনি সৌকালীনগোত্রসম্ভূত, শৈব, শ্রেষ্ঠ পূজনীয়া কালিকাদেবী ইঁহার গোত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা। মহাত্মা ভট্টনারায়ণের শিষ্য ইনি তান্ত্রিকগণের অগ্রগণ্য এবং বীরশ্রেষ্ঠ সূয্যধ্বজের বংশধর।"

(৫২) "বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তিনো
বসুতুল্যবসোঃ কুলোদ্ভবাঃ।
বসুধা বিদিতা গুণৈ র্নযেঃ
নিয়তং জয়িনো ভবন্তু নঃ॥

দশরথবিদিতো জগতীতলে
দশরথপ্রথিতঃ প্রথমকুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী
বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে॥
স চ চৈদ্যকুলাম্বুজ সোম সমঃ
গৌতমো গোত্রতো দক্ষশিষ্যো মহাত্মা।
সুধীরো ধার্ম্মিকো মতি নির্ম্মলা চ
মহাতান্ত্রিকো বীরাগ্রণ্যাভিমানী॥

অর্থাৎ—ইনি সুপ্রসিদ্ধা একচ্ছত্রী সম্রাট্ বসুর বংশধর। যাঁহার ইন্দ্রাদি অষ্টবসু সদৃশ তেজস্বিতা ও গুণসমূহ সর্ব্বদা পৃথিবীতে বিদিত রহিয়াছে। জগদ্‌বিদিত, সেই সম্রাট্ বসুর বংশেই এই দশরথ, যে দশরথ হইতে কুলের প্রসিদ্ধি হইয়াছে। ইনি দশদিগ্ জয়ীকে ও যশে জয়ীকে ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রাণরূপ অগাধ বিজ্ঞানবিভবদ্বারা জয় করিয়াছেন। সেই দশরথচন্দ্রের ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান্ চৈদ্যদেশীয় বসুবংশের পদ্মস্বরূপ গৌতমগোত্র, দক্ষের শিষ্য, মহাত্মা, সুধীর, ধার্ম্মিক, নির্ম্মলমতি, তান্ত্রিক, গরীয়ান্ বীরগণেরও অগ্রগণ্য ও অভিমানী।"

(৫৩) অয়মগ্নিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্
কুলাম্বুজমধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ।
বিরাট্ পুরুষঃ সমঃ বিরাটাভিধানো গরীয়ান্।
সুতাপসো মহাবাহুঃ কাশ্যপগোত্রসম্ভূতকঃ॥
শ্রীহর্ষশিষ্যঃ কালিকায়াশ্চভক্তঃ বিদ্বৎসু
বিপ্রেষু সদাচানুরক্তঃ।
সদাচারযুক্তঃ সুহৃদাংশরণ্যঃ দ্বিজালি
পালকো ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যঃ॥

অর্থাৎ—ইনি বহুবিধ পুণ্যসমূহে মণ্ডিত অগ্নিকুলসম্ভূত গুহাখ্য-মহৎ-কুল-পদ্মের ভ্রমরের ন্যায়। এই মহাবাহু, গরীয়ান্, অত্যন্ত তাপস, বিরাট্ নামে বিখ্যাত মহাত্মা বিরাট্পুরুষসদৃশ, কাশ্যপগোত্র। ইনি শ্রীহর্ষের শিষ্য কালিকাদেবীর ভক্ত, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বদা অনুরক্ত, সদাচারযুক্ত, অনুগত সুহৃদ্ ও সমগ্রদ্বিজাতির রক্ষক ও ধার্ম্মিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।”

(৫৪) “যশস্বিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্ব্বসাদরঃ
প্রমত্ত সত্ত্বমত্তহঃ শরৎসুধাংশুবদ্‌যশঃ।
প্রতাপ তাপনোত্তপদ্বিষালি যোষিদালিকো
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধু কালিদাস চন্দ্রকঃ॥
দ্বিজালি পালনার্থকোঽপ্যসৌচ মন্ত্রকোবিদঃ
কুলাম্বুজ প্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ।

স বৈষ্ণব প্রধানকো রথিবরোহ্যয়ং রথে
স ছান্দড়স্য শিষ্যকো বিশ্বামিত্রস্য গোত্রজ ॥

অর্থাৎ—ইনি মিত্রবংশরূপ সিন্ধুর কালিদাসরূপ সমুজ্জ্বলচন্দ্র, সকলের আদরের পাত্র, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল যশে শোভিত, সমগ্র যশস্বীদিগের যশোধারণকারী এবং এমন বীর যে স্বীয় বলে প্রমত্ত দন্তীর মত্ততাও হনন করিয়া থাকেন। ইঁহার প্রতাপানলে বৈরি বনিতাসকল অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে, অথচ অপৌরুষেয় বেদে সুপণ্ডিত। ইনি কেবল দয়া করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দস্যুসঙ্কুল পথে রক্ষা করিবার জন্যই আসিয়াছেন। ইনি অন্ধকার অপসারক সূর্য্যের ন্যায় কুল-পদ্মের প্রকাশক। ইনি বৈষ্ণবদিগের প্রধান, রথীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠরথী; ছান্দড়ের শিষ্য, এবং বিশ্বামিত্র গোত্র সঞ্জাত।”

(৫৫) “অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ অগ্নিদত্তকুলোদ্ভবঃ
সুদত্তবংশদীপকঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
মহাকৃতি র্মহামানী কুলভৃদগ্রণ্যকঃ
স আগত বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ ॥
স চ শৈশপ্রজাপালঃ শৈববরঃ
রথিনাঞ্চ রথী মৌদ্‌গল্যগোত্রঃ।
শস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞো ভাস্বরাস্ত্রবলী
পিণাকপাণিঃ কুলদেবতা চঃ ॥”

অর্থাৎ—ইনি অগ্নিদত্তের কুলোদ্ভব সুদত্তের বংশদীপক সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ পুরুষোত্তম। ইনি মহাকৃতি মহামানী এবং কুলভৃদ্‌গণের

অগ্রগণ্য, তাঁহার আগমন সকলের রক্ষণের নিমিত্ত। ইনি শৈখ নামা ব্রাত্যব্রাহ্মণ প্রজার অধীশ্বর ও শৈবশ্রেষ্ঠ। রথিদিগের মধ্যে প্রধান রথী; মৌদ্‌গল্য গোত্র, শস্ত্র, শাস্ত্রজ্ঞ, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী। ইহাঁর পিণাকপাণি শম্ভুকুল দেবতা।”

বটুভট্টকৃত দেববংশম্।

ময়মনসিং জিলায় কিশোরগঞ্জ সবডিবিসনের অধীন পূড়ড়া বা পুড্ডাগ্রাম নিবাসী হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু গোবিন্দচন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের বাটিতে রক্ষিত, বটুভট্টকৃত চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এক-খানা পুরাতন গ্রন্থ দৃষ্টে লিখিত কুলগ্রন্থখানি, বংশ পরম্পরায় শ্রাদ্ধ-বাসরে পঠিত হইয়া থাকে। উক্ত কুলগ্রন্থে “ক্ষত্রিয় কুলসম্ভবাঃ ক্ষত্রপ কায়স্থাঃ” পদটি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বজ্ঞাপক। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্তনিখিল নাথ রায় “শাশ্বতী” পত্রিকায় দেববংশসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায়, বন্দ্যঘট্য দেবকুল কর্ণ্যসেন্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, শাণ্ডিল্যগোত্রজ। হরিদ্বারহইতে এই বংশ মগধে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা দ্বিজ ও ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত ক্ষত্রপ কায়স্থ। তাঁহারা দেবভূমি ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করিতেন, রাজা কর্ণসেন-কর্ণ স্বর্ণরাজ্য স্থাপন করিয়া ভাগীরথীর সন্ধিস্থলে কর্ণপুরনগর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারা শাণ্ডিল্য, মৌদ্‌গল্য, বাৎস্য, পরাশর, ভরদ্বাজ, ঘৃতকৌশিক, আলিম্যান এই কয়টি গোত্রে বিভক্ত হন; শাণ্ডিল্যদেবগণ গোত্রপতি বলিয়া গণ্য হন। এই দেববংশ অঙ্গ ও বঙ্গরাজ্যে রাজ্য স্থাপন করেন। শাণ্ডিল্যগণ কণ্টকদ্বীপ বা কাটোয়াতে রাজত্ব করিতেন। এই বংশের সুরদেবের ক্ষাত্রতেজে বৌদ্ধধর্ম্ম বিদূরিত এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই বংশের মহেন্দ্রদেব যবনদিগকে দূরীভূত করিয়া নিজ নামে মুদ্রা

প্রচলন করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়ানগরে মহেন্দ্রদেবের নামাঙ্কিত যে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা মহেন্দ্রদেবের রাজত্বকাল চতুর্দ্দশ শতাব্দী বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। কণ্টকদ্বীপের অধিপতি ক্ষিতীন্দ্রদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র সুবুদ্ধি খাঁ গুরুপুরোহিতসহ ব্রহ্মপুত্রের নিকটস্থ সমুদ্রোপকূলে পুরুস্থা বর্ত্তমান পুড্ডাগ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহাদের পুরোহিত কাঞ্জিলালবংশ অদ্যাপি গচিহাটানামক গ্রামে বর্ত্তমান আছেন। আবশ্যক বোধে দেববংশের কুলগ্রন্থহইতে নিম্নে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

"কর্ণসেন্য এতে দেবখ্যাতিবন্তোমহীতলে।
শাণ্ডিল্যগোত্রমেতেষাং জগতীপরিবিদিতম্ ॥৩
হরিদ্বারাদাগতাস্তে স্থিতিবন্তো মগধেষু।
ক্ষত্রপকায়স্থাঃ দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয় কুল সম্ভবাঃ ॥৪"

৩। বৈশ্যবর্ণ।

(১) "গোভ্যোবৃত্তিংসমাস্থায় পীতা কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥
১৮৮ অঃ শান্তিপর্ব্ব মহাভারত।

বঙ্গার্থ—গোপালন ও গোদুগ্ধাদিবিক্রয় এবং কৃষিকার্য্যাদিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী দ্বিজগণ, যাহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া পীতবর্ণ হইয়াছিলেন, তাহারাই বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

(২) "কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।
৪৪।১৮অঃ গীতা।

বঙ্গার্থ—কৃষিকার্য্য গবাদি পশুপালন ও বাণিজ্যই বৈশ্যদিগের স্বভাবতঃ অর্থাৎ বর্ণোচিত কর্ম্ম।

(৩) "পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন মেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষি মেব চ॥

৯০।১অঃ মনু সংহিতা।

বঙ্গার্থ—পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, সুদগ্রহণ ও কৃষি-কর্ম্মই বৈশ্যদিগের ধর্ম্ম। তথাহি—

(৪) "বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্।
বার্ত্তাকর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মসু॥

৮০।১০ অঃ মনু।

বঙ্গার্থ—ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন, বৈশ্যের বাণিজ্য ও কারুকার্য্যাদি স্বকীয় বিশেষ ধর্ম্ম। ইহাকেই দ্বিজাতি-গণের স্বধর্ম্ম কহে।

(৫) গোরক্ষাং কৃষিবাণিজ্যং কুর্য্যাদ্বৈশ্যো যথাবিধি।
দানং দেয়ং যথা শক্ত্যা ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্॥

২।৬ হারীত।

বঙ্গার্থ—বৈশ্য নিজ প্রধান ধর্ম্ম গোরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য ব্যতীত যথাশক্তি দান করিবে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে।

(৬) "বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
তৌ হি চ্যুতৌ স্বকর্ম্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ॥

৪১৮।৮ মনু।

বঙ্গার্থ—রাজা যত্ন সহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত

রাখিবেন, যেহেতুক উভয়ে স্বকার্য্যহইতে চ্যুত হইলে জগতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবেক।

(৭) "শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্॥

৩২।২ মনু

বঙ্গার্থ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নামের শেষে যেমন শর্ম্মা বর্ম্মা নাম রাখিতে হয়, বৈশ্যের নামের শেষে সেইরূপ পুষ্টিসংযুক্ত নাম রাখিবে। মনুর ভাষ্যকার এই স্থলে বিষ্ণুপুরাণের রচনানুসারে বৈশ্যের নামের অন্তে ভূতি, দত্ত, গুপ্ত উপাধি রাখিতে বলেন।

ঋগ্‌বেদে উল্লেখ আছে, অতি প্রাচীনকালে পণিনামক এক প্রবলপরাক্রান্ত জাতি, বাণিজ্য, গো-পালন ও দধি-দুগ্ধাদির ব্যবসা করিয়া সরস্বতী নদীকূলে, গঙ্গাতটে, সিন্ধুসৌবীর প্রদেশে ও কীকট বা মগধে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। গোধন লইয়া যাজ্ঞিক সম্প্রদায় সহিত সর্ব্বদা বিরোধ হইত। পণিগণ অঙ্গিরা ঋষির সন্তানগণের গোধন হরণ করিয়া পর্ব্বত-গহ্বরে গোপনে রাখিয়াছিল, ইন্দ্রদূতী সরমাদেবী তাহার সন্ধান করেন। সরস্বতীতটে ঋত্বিক্‌দিগের সহিত যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে রাজন্যবর্গও যোগ দিয়াছেন। এই যুদ্ধে পণিগণ পরাস্ত হইয়া স্থানান্তরে গমন করেন এবং কেহ বা আর্য্যগণের অধীন হইয়া ঋত্বিক্ সমাজে ভুক্ত হইয়াছিলেন।

বেদের নিরুক্তিতে যাস্ক পণিক শব্দের অর্থ বণিক্ করিয়াছেন, পাণিনি-ব্যাকরণেও পণ ধাতু হইতে বণিক্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য-দেশে এই পণিগণই ফিনিকা বা ফেণিক নামে পরিচিত। ফেণিকগণই আদি বণিক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পণিগণের প্রতিষ্ঠিত সিরিয়া দেশস্থ

জনপদ ফিণিসীয়া বা ফিণিকদেশ বলিয়া কথিত। ফিনিসীয়দিগের ইতিহাসে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে পূর্ব্বসমুদ্রে প্রাচীন ভূভাগ হইতে আসিয়াছিলেন, এমত উল্লেখ আছে। এই পণিগণদ্বারাই এসিয়ামাইনর প্রভৃতি দেশে ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা এ দেবদেবীর অনুকরণে পৌত্ত-লিকতার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ইহারাই বাবিলন, ট্রয়, মিশরপ্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যসংশ্রব করিয়াছিলেন। ইহাঁরা সমুদ্রে অর্ণবপোত পরিচালনে অতিশয় দক্ষ ছিলেন; বর্ণলিপি-প্রচার, কাচ-নির্ম্মাণ, পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া মন্দিরাদিনির্ম্মাণকার্য্যে ইহারা সর্ব্বাগ্র-গণ্য। ইহাদের যত্নে তিনসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের বাণিজ্য-সম্ভার সুদূর ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইত। পণিগণের নাম ভারতহইতে বিলুপ্ত হইলেও তাহাঁদের আবিষ্কৃত দুগ্ধসার 'পণির' নামটি অদ্যাপি হিন্দুস্থানবাসিগণ ভুলিতে পারেন নাই। প্রাচীন পণি-সম্প্রদায় ভারতের বর্ণবিভাগসময়ে বৈশ্যসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে বিধায় বৈশ্যবর্ণের সবিশেষ আলোচনার পূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম।

পুরাকালে বণিক্ বলিলেই ধনবান্ বৈশ্যজাতিকে বুঝাইত, 'বণিক্ বা পণিক্ বৈশ্য শব্দের পর্য্যায়'। বেদের ব্রাহ্মণভাগে ইহাঁরা বেদপাঠের ও যজ্ঞের অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ হইলেও পরবর্ত্তী সময়ে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে ইহাঁরা নিরক্ষর কৃষি ও বাণিজ্যব্যবসায়ী করপ্রদাতা, পরাধীনতা ও তির-স্কারভাগিতা গুণসকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজগণের নিকট শ্রেষ্ঠী বা ধনী বণিকগণ মহাসম্মানে কাটাইয়া গিয়াছেন; ইহাঁরাই রাজন্য-বর্গের বেঙ্কার ছিলেন।

বৈশ্যসমাজ ধন ও জনবলে একসময়ে ভারতের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। যে সময় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সমাজে প্রবল বিদ্বেষা-নল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগণ প্রাণপণে ক্ষত্রিয়প্রভাব ধ্বংস

করিবার জন্য চেষ্টিত; তখন অদ্বিতীয় ধনশালী ও শক্তিশালী বৈশ্য সমাজকে আশ্রয় করিয়াই গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শকবংশীয়গণের উচ্ছেদসাধন হইলে গুপ্তবংশের আদিপুরুষ চন্দ্রগুপ্ত মহাশক্তিশালী ক্ষত্রিয়বংশকে পরাস্ত করিয়া সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার অসাধারণ বিক্রম দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাকে বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার অভিষেক হইতে গুপ্তসংবৎ প্রচলিত হইয়াছিল (২৪১ শকাব্দে ৩১৯ খৃষ্টাব্দে) এই বংশের সমুদ্রগুপ্তের নাম জগদ্‌বিখ্যাত, ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। গুপ্তবংশের পর বৈশ্য বর্দ্ধনবংশ পুনরায় ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, এই বংশের শ্রীহর্ষবর্দ্ধন অতি প্রবলপরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। হর্ষ-বর্দ্ধনের মৃত্যুর পরই বৈশ্যশক্তি মোসলমান নরপতিগণের হস্তে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন, শিলা-লিপি, ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও আখ্যায়িকায় অবগত হওয়া যায় বৈশ্য-রাজগণ মধ্যে যাঁহারা একদিন দাক্ষিণাত্যের সম্রাট্‌পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে চালুক্য বংশই সর্ব্বপ্রধান। এই বংশের বহু শাখা ছিল। আমরা প্রয়োজনবোধে কতিপয় নাম উল্লেখ করিতেছি। যথা—

শুলুক, শুল্ক, শুল্কিক, শৌলুক, শৌলুক্য, চৌলুক্য, চালুক্য, সেলাংকী ইত্যাদি—

শুল্কগ্রাহী বৈশ্যসমাজ বা শৌল্কিকগণ 'সুলু' নামক গঙ্গাপ্রবাহিত স্থানে বাসকরাহেতু, তাঁহাদের সুলুকা বা 'শৌলুক' নাম হয়। প্রামা-ণিক বংশের কুলগ্রন্থে লিখিত আছে "দনুজগুরুর অভিশাপে সুলুকোদ্ভব সৌলুক্য বা শুক্কজাতি 'সাহা' নামে পরিচিত। শুদ্ধাচার, কর্ম্মনিষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠমার্গ আশ্রয় করায় 'সাধু' নামেও অভিহিত হইয়াছেন। যথা—

"দনুজগুরুশাপান্তে রাষ্টিকঃ কৃষকঃ শুচিঃ।
সৌলুক্যঃ সুলুকোদ্ভবঃ শুল্কঃ সাহা বভূব হ॥"

সাহাকুল পরিচয় গ্রন্থে আছে—

"শূরসেন প্রদেশেতে সুলোক গেরাম।
তথায় আছিল সাধু আছে তার নাম॥
বৈশ্যবংশে জন্ম তার অতি সদাচার।
ব্রাহ্মণের সেবাভক্তি করে অনিবার॥"

শূরসেনের বর্ত্তমান নাম মথুরা, চৌলুক্যগণের আদি বাসস্থান সুলোক গ্রাম তদধীন বটে, রাজপুতনার শুল্ক শব্দ প্রাকৃতভাষায় সুলুক এবং তাহা হইতেই সুলোক গ্রামের সৃষ্টি ও তদধিবাসিগণ সৌলুক বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন।

পদ্মপুরাণবর্ণিত বৈশ্যপ্রধান চন্দ্রসদাগর এবং তাঁহার জামাতা লক্ষ্মীন্দর সাহু বা সাহানামে অভিহিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশে সাহাজি বা সাজি উপাধিধারী কায়স্থ আছেন, ইহারা গন্ধবণিকের ব্যবসা করিয়া 'সাজি' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহাহউক উত্তর-পশ্চিমদেশ হইতে সৌলুকগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে বঙ্গদেশে আসিয়া যে সাহা উপাধি পাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ 'সাহাকুল পরিচয় গ্রন্থে' সবিস্তার উল্লেখ আছে। যথা—

"শূরসেন প্রদেশেতে সুলোক গেরাম।
তথায় আছিল সাধু সাহু তার নাম॥
বৈশ্যবংশে জন্ম তার অতি সদাচার।
ব্রাহ্মণের সেবা ভক্তি করে অনিবার॥
স্বদেশে বিদেশে সাহু বাণিজ্য করয়।
কৃষিকার্য্যে লভ্য তার দ্বিগুণিত হয়॥

অতএব পুনরপি হইল মনন।
পূরব বঙ্গের মাল আনিব এখন ॥
সাজাইল সদাগর সাত খান তরি।
সঙ্গেতে লইল আর সজ্জন বেচারি ॥
বহিয়া যমুনা গঙ্গা তরঙ্গ ভেদিয়া।
উপস্থিত হৈল তরী পদ্মায় আসিয়া ॥
পদ্মার দক্ষিণ তীর সাগর বন্দর।
উপনীত হইল তরী কিছুদিন পর ॥
নানারূপে যত পণ্য বিক্রয় করিল।
লাভে মূলে অর্থ তার ত্রিগুণ হইল ॥
সাহু সাধু থাকিলেন বাঙ্গাল দেশেতে।
সাগর বন্দর ঘাটে নিজ পানসিতে ॥
বঙ্গের উর্ব্বরা ভূমি শস্য সুপ্রচুর।
এমন সোণার বঙ্গ ছাড়ে কোন মূঢ় ॥

*　　*　　*　　*　　*

তবে ত সুবাহু সাধু সাহুর আদেশে।
শুভক্ষণে যাত্রা করি চলিল উল্লাসে ॥
যাইয়া সে রাজধানী গৌউর নগর।
প্রণাম করিয়া কহে নৃপতি-গোচর ॥
সাহু সদাগর আছে সাগর বন্দরে।
আমারে পাঠাল হেতা তোমার গোচরে
মমপ্রতি নরপতি হইয়া সদয়।
ব্যবসার যোগ্যভূমি দিতে আজ্ঞা হয় ॥

নগরের মধ্যে গিয়া জমি দেখাইল।
সুবাহু বেপারি তাহা মনন করিল॥
তবে ত মজুরগণ গৃহ আরম্ভিল।
তিন সপ্তদিনে গৃহ নির্ম্মাণ হইল॥
তবে ত সুবাহু শুভদিন দেখিয়া।
বসিলেন গদিপরে দোকান খুলিয়া॥
এইমত সদাগর স্থাপিয়া দোকান।
অচিরে হইল সাধু বহু ধনবান্॥"

বাহুল্যভয়ে আমরা কুলগ্রন্থের এতাধিক উদ্ধৃত না করিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি যে শূরসেনপ্রদেশস্থিত সৌলুকগণ প্রথমে তাম্রলিপ্তে সমুদ্রবন্দরে, তৎপর গৌড়ের রাজধানীতে রাজার অনুমতিগ্রহণে বাস করিয়া বাণিজ্যব্যবসায়ে, সোণার-বাঙ্গালার প্রভূত শস্যের বিনিময়ে, ধন মানে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। টাকা কর্জ্জ দিয়া কুসীদ-ব্যবসা করিতেন বলিয়া ইহারা সাহু আখ্যা প্রাপ্ত হন। পাটলিপুত্র বা পাটনা এবং গৌড়-রাজসভায় সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। রাজ-সরকারে টাকা ধার দিয়া বেঙ্কারের কাজ করিতেন, এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইহারা গৌড়বঙ্গের অধিবাসী হইয়া পড়েন। অগরবাল ও সৌলুকগণ উভয়েই একবংশসম্ভূত। শ্রীহট্টে অগুরু কাষ্ঠ বহুপরিমাণ উৎপন্ন হয়, তাহার ব্যবসা করিয়াই বৈশ্যগণ অগরবাল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পশ্চিমে ইহাঁদের সংখ্যা সমধিক। উক্তগ্রন্থে উল্লেখ আছে বঙ্গদেশে সাহুর বংশবিস্তার হইলে গোত্রপতি সাহুর নামানুসারে তাঁহারা সাহা উপাধি গ্রহণ করেন, এবং ঢাকা, শ্রীহট্ট, গৌড়, তাম্রলিপ্তপ্রভৃতি স্থানে সাহুর আনীত বৈশ্যসম্প্রদায় সকলেই 'সাহা' শব্দটি আপনাদের জাতিবাচক চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা, যমুনা,

মেঘনা, বুড়ীগঙ্গা, ইচ্ছামতী, মহানন্দা, ধলেশ্বরী ও চন্দানপ্রভৃতি নদীতটে আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তৎকালে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল শাসনে সকলেই বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছিলেন—বাণিজ্য ব্যবসায়ী সাহাবৈশ্যগণও আপনাদের যজ্ঞসূত্রাদি রহিতে দ্বিজত্ব ভুলিয়া গেলেন।

জৈন ইতিহাসে বর্ণিত আছে বৈশ্যগণ ভারতের রাজত্ব লাভ করিয়া সকলেই বৌদ্ধ হইয়াছিলেন; তৎকালে সকলকে সমভাবে শাসন করায় ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে বিরোধ হয়, এবং সেই সূত্রে বৈশ্যরাজত্ব লোপ হইয়া তাহাদের একেবারে অধঃপতন হয়। ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে সকলে কঠোর শাসননীতিসকল প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যদ্ধেতু বৈশ্যগণ একেবারে শূদ্রাচারসম্পন্ন হইয়া পড়িলেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করিলাম।

"বৈশ্য ও শূদ্রগণ বেদোচ্চারণ বা বেদপাঠ ত করিবেই না, এমনকি শুনিতেও নিষেধ। যদি বৈশ্য বা শূদ্রের মধ্যে কেহ বেদপাঠ করে এবং তাহার বিরুদ্ধে উহা প্রমাণিত হয়, তাহাহইলে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে বিচারকের নিকট ধরিয়া লইয়া যাইবেন এবং বিচারক তাহার জিহ্বাচ্ছেদনরূপ দণ্ডবিধান করিবেন। এবং কৃষিকর্ম্ম, গবাদি পশুপালন ও ব্রাহ্মণগণের অভাব মোচনই বৈশ্যের ধর্ম্ম বলিয়া সংজ্ঞিত হইবে।" উপরে উদ্ধৃত মনুর বচন মতে রাজা সর্ব্বদা বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণকে তাহাদের স্বীয় কর্ম্ম দ্বিজসেবা দাসত্বাদি কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন, নতুবা জগতে বিশৃঙ্খলাদি উপস্থিত হইবে।"

সেনরাজাদের রাজত্বকালে সাহোপাধিক বৈশ্যগণ রাজসরকারের বেঙ্কার বা ধনাধ্যক্ষ কুঠীয়ালের কাজ করিতেন; অমিতব্যয়ী মহারাজ বল্লালের নিকট ইঁহাদের কোটি কোটি মুদ্রা প্রাপ্য ছিল, রাজাদেশে টাকা ধার

না দেওয়ায় সাহাগণ সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন, এরূপ জনপ্রবাদ আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সৌলুকবণিগ্‌গণ ব্যবসা-উপলক্ষে কামরূপ, শ্রীহট্ট অঞ্চলে বাস করিতেন; স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের নব্যস্মৃতি তথায় আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারায়, তত্রত্য সাউ বা সাহাগণের সামাজিক অবস্থা অনেকটা উন্নত। কায়স্থের সঙ্গে তাহাদের অনেকটা মিলমিস আছে, এমন কি সাহাসমাজ কুলমর্য্যাদাবোধে—কায়স্থের কন্যা, বহুপণদ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদ্‌ভিন্ন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজে কোন কোন স্থলে এক পুরোহিতবংশই কায়স্থ ও সৌলুকদিগের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। অবশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে বঙ্গীয় সমাজের শিল্প ও কারুকার্য্যব্যবসায়ী কোন কোন সম্প্রদায় ব্রাহ্মণশাসনে বৈশ্যত্ব হারাইয়া শূদ্রশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে বৈশ্যোপাধিক একশ্রেণীর লোক আছেন, সাধারণভাবে ইহাদিগকে ভাট্ বলিয়া থাকে; ইহাঁরা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া থাকেন, এবং গন্ধবণিক্ নামে আর এক-শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা মসল্লাদি পসারি দোকান করিয়া থাকে; তাহারাও আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া প্রচার করে কিন্তু দ্বিজোচিত কোন সংস্কার নাই, সকলেই শূদ্রধর্ম্মা।

৪। শূদ্রবর্ণ।

(১) "হিংসানৃতাপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজা শূদ্রতাং গতাঃ॥

১৮৮ অঃ শান্তিপর্ব্ব, মহাভারত।

বঙ্গার্থ—হিংসাকারী, মিথ্যা ও অপ্রিয়বাদী, লোভী, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, কৃষ্ণবর্ণ, শৌচপরিভ্রষ্ট দ্বিজগণ শূদ্রবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(২) "একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥

৯১। ১ অঃ মনুসংহিতা।

বঙ্গার্থ—প্রভু ভগবান্ ব্রহ্মা, শূদ্রবর্ণের জন্য অসূয়াবিহীন হইয়া দ্বিজাতি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা করিবার কর্ম্মের ভার সমর্পণ করিলেন।

(৩) "শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥ ৪১৩
ন স্বামিনা নিসৃষ্টোহপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তৎতস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি॥

৪১৪। ৮ অঃ মনু।

বঙ্গার্থ—শূদ্র ক্রীত হউক বা অক্রীত হউক, তদ্দ্বারা দাস্যকার্য্য করাইবেন; বিধাতা দাস্যকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। শূদ্র স্বামিকর্ত্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্বহইতে মুক্ত পাইতে পারে না, দাসত্বকার্য্য তাহার স্বভাবজ; সুতরাং কে, তাহাকে দাসত্বহইতে মুক্ত করিতে পারে?

(৪) "বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
যদতোহন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্॥

১২৩।১০অঃ মনু।

বঙ্গার্থ—বিপ্রসেবাই শূদ্রের পক্ষে বিশিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া কথিত আছে, এতৎভিন্ন শূদ্র যাহা কিছু করিবে, তাহার পক্ষে সে সমস্তই নিষ্ফল।

(৫) "পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

৪৪।১৮অঃ গীতা।

বঙ্গার্থ—পরিচর্য্যাদিকার্য্য অর্থাৎ সেবা-শুশ্রূষাদিকার্য্য শূদ্রদিগের স্বভাবজ ধর্ম্ম।

(৬) "ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্ত্রিমৌ।
পৈত্রিকো দণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ॥

৪১৫।৮অঃ মনু।

বঙ্গার্থ—ধ্বজাহৃত অর্থাৎ যুদ্ধে জয় করিয়া যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্তদাস অর্থাৎ ভাতের জন্য যে দাস্যবৃত্তি করে, গৃহজ অর্থাৎ গৃহস্থিত দাসীর গর্ভসম্ভূত পুত্র, ক্রীত অর্থাৎ মূল্যদ্বারা যাহাকে আনয়ন করা হইয়াছে, দত্ত্রিম অর্থাৎ অন্যকর্তৃক দত্ত, পৈত্রিক, এবং দণ্ডদাস অর্থাৎ রাজকৃত দণ্ডশুদ্ধির জন্য দাস্যবৃত্তিকারী, মনু এই সাতপ্রকার দাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৭) "একজাতির্দ্বিজাতীস্তুং বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্যপ্রভবোহি সঃ॥

২০৭।৮অঃ মনু।

বঙ্গার্থ—একজাতি অর্থাৎ শূদ্রগণ যদি দ্বিজাতিদিগের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদরূপ দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে। যেহেতুক ইহার জন্ম জঘন্যস্থান হইতে হইয়াছে।"

(৮) "নামজাতিগ্রহন্ত্বেষামভিদ্রোহেণ কুর্ব্বতঃ।
নিক্ষেপ্যোঽয়োময়ঃশঙ্কুর্জ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ॥

২৭১।৮।মনু।

বঙ্গার্থ—শূদ্র যদি ব্রাহ্মণগণের নাম ও জাতি উচ্চারণে আক্রোশ প্রকাশ করে, তাহাহইলে লৌহময় জ্বলন্ত দশাঙ্গুল শঙ্কু উহার মুখে নিক্ষেপ করিবে।

(৯) "ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলং বক্তে্র শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ॥

২৭২।৮ মনু।

বঙ্গার্থ—যদি শূদ্র দম্ভপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ততৈল নিক্ষেপ করিবেন।

(১০) "সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥

২৮১।৮ মনু।

বঙ্গার্থ—শূদ্র যদি দ্বিজাতিগণের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে রাজা উহার কটিদেশ লৌহময় তপ্ত শলাকায় অঙ্কিত করিয়া তাহাকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবেন; অথবা যাহাতে মৃত্যু না হয় এমত-ভাবে নিতম্ব কাটিয়া দিবেন।

(১১) "অবনিষ্ঠীবতো দর্পাদ্দ্বাবোষ্ঠৌ ছেদয়েন্নৃপঃ।
অবমূত্রয়তো মেঢ্রমবশর্দ্ধয়তো গুদম্॥

২৮২।৮ অঃ মনু।

বঙ্গার্থ—শূদ্র যদি দর্প করিয়া দ্বিজাতিগাত্রে নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু নিক্ষেপ করে, তাহাহইলে রাজা তাহার ওষ্ঠাধর ছেদন করিবেন। প্রস্রাব করিলে লিঙ্গচ্ছেদ এবং অধোবায়ু পরিত্যাগ করিলে গুহ্যদেশ ছেদন করিয়া দিবেন।

(১২) "কেশেষু গৃহ্নতো হস্তৌ ছেদয়েদবিচারয়ন্।
পাদয়োর্দাঢ়িকায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ॥

২৮৩।৮ মনু।

বঙ্গার্থ—শূদ্র হস্তদ্বারা ব্রাহ্মণের কেশগ্রহণ করিলে কিংবা হিংসা করিবার জন্য তাহার পদদ্বয়, গ্রীবা, দাড়ি বা অণ্ডকোশ ধারণ করিলে, রাজা বিচার না করিয়া উহার হস্তদ্বয় ছেদন করিবেন।

(১৩) "যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেচ্ছ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্॥

২৭৯।৮ মনু।

বঙ্গার্থ—অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্র যে কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠবর্ণকে প্রহার করিবে, রাজা তাহার তত্তৎ অঙ্গসকল ছেদন করিবেন, ইহাই মনুর অনুশাসন।

(১৪) "ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্॥

১২৬।১০অঃ মনু।

বঙ্গার্থ—শূদ্র কোনপ্রকার সংস্কারযোগ্য নহে, তাহার কোনপ্রকার ধর্ম্মেই অধিকার নাই, ধর্ম্মকার্য্যাদি না করিলেও কোন পাপ নাই।

(১৫) "উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানিচ।
পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ॥

১২৫।১০অঃ মনু।

বঙ্গার্থ—শূদ্রের আহারজন্য উচ্ছিষ্ট অন্ন, পরিধানজন্য জীর্ণবস্ত্র, শয়নার্থে জীর্ণশয্যা এবং ধান্যের পুলকাদি প্রদান করিবেক।

(১৬) "নিষেকাদিশ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতোবিধিঃ।
তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়োনান্যস্য কস্যচিৎ॥

১৬।২। মনু।

বঙ্গার্থ—যাহাদের গর্ভাধানহইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াপর্য্যন্ত ক্রিয়াকলাপ মন্ত্রের দ্বারা কথিত হয়, তাহাদেরই শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করিবার অধিকার আছে। অর্থাৎ দ্বিজাতি ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের শাস্ত্রপাঠে অধিকার নাই।

(১৭) "শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনম্।
শূদ্রাৎ জ্ঞানাগমঃ কশ্চিৎ জলন্তমপি পাতয়েৎ॥

মনু।

বঙ্গার্থ—শূদ্রের অন্ন অর্থাৎ তণ্ডুল, শূদ্রের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক, শূদ্রের সঙ্গে একাসনে উপবেশন, এবং শূদ্রের নিকটহইতে কোনরূপ জ্ঞানলাভ, ইত্যাদি কার্য্যদ্বারা তেজস্বী দ্বিজগণও পতিত হন।

(১৮) "শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যোধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রোহি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে॥

১২৯।১০ মনু।

বঙ্গার্থ—শূদ্র ধনোপার্জ্জনে সমর্থ হইলেও ধনসঞ্চয়ের কার্য্য করিবে না, যেহেতুক শূদ্র ধনী হইলে শুশ্রূষাদিকার্য্য পরিত্যাগে ধনমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করিতে পারে।

(১৯) ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা বর্ণাস্ত্বাদ্যাস্ত্রয়োদ্বিজাঃ।
নিষেকাদিশ্মশানান্তা স্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়াঃ॥

১০।১অঃ যাজ্ঞবল্ক্য।

বঙ্গার্থ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারিবর্ণের প্রথম তিনবর্ণ দ্বিজশব্দবাচ্য। দ্বিজগণের গর্ভাধানহইতে শ্রাদ্ধপর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কার মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক নিষ্পন্ন হইবার বিধান। (সুতরাং চতুর্থবর্ণ শূদ্রের কোন সংস্কার কি মন্ত্রোচ্চারণ করার যে বিধি হয় নাই, তাহাই এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে)।

(২০) "শরভোষ্ট্রহয়ান্নাগান্ সিংহশার্দ্দুলগর্দ্দভান্।
হত্বা চ শূদ্রহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥
২১২ অত্রিসংহিতা।

বঙ্গার্থ—শরভ—ষট্‌পদী প্রাণিবিশেষ—উষ্ট্র, ঘোটক, সর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র, গর্দ্দভপ্রভৃতি জন্তু হত্যা করিলে শূদ্রবধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

(২১) "বধ্যো রাজ্ঞা স বৈ শূদ্রো জপহোমপরায়ণঃ।
ততোরাষ্ট্রস্য হন্তাসৌ যথা বহ্নেশ্চ বৈ জলম্॥
১৯ অত্রি।

বঙ্গার্থ—জপ, হোমপ্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যরত শূদ্রকে রাজা বধ করিতে পারেন। জলধারাবর্ষণে যেমন অগ্নিনির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ জপহোম-নিরত শূদ্র সমস্ত রাজ্যকে বিনষ্ট করে।

(২২) "উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥
৪১ যমসংহিতা।

বঙ্গার্থ—উচ্ছিষ্টহস্তে কুকুর কিংবা শূদ্রকে স্পর্শ করিলে, একরাত্রি উপবাসপূর্ব্বক পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবেন।

(২৩) "তস্মাৎ তানি ন শূদ্রাণাং স্প্রষ্টব্যানি যুধিষ্ঠির।
সর্ব্বং তচ্ছূদ্রসংস্পৃষ্টং অপবিত্রং ন সংশয়ঃ॥
৪১ যমসংহিতা।

বঙ্গার্থ—হে যুধিষ্ঠির! শূদ্রগণকে স্পর্শকরা উচিত নহে, কারণ শূদ্রগণকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে যে অপবিত্র হইবে তাহার সংশয় নাই। হে পাণ্ডব! কুকুর, শূদ্র, চণ্ডাল, এই তিনটি অপবিত্র।

(২৪) "ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেৎ ॥

৬৪।৭১ অঃ। বিষ্ণুসংহিতা।

বঙ্গার্থ—শূদ্ররাজার রাজ্যে ব্রাহ্মণ বাস করিবে না।

(২৫) "অযাজ্যযাজকাঃ শূদ্রশিষ্যাঃ ॥

৭।৮ মৈত্রীউপনিষদ্।

বঙ্গার্থ—যে ব্রাহ্মণের শূদ্রশিষ্য, তিনি অযাজ্যযাজী বলিয়া কথিত।

(২৬) "অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃস্মৃতম্।
বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং ধ্রুবম্ ॥

অঙ্গিরঃসংহিতা।

বঙ্গার্থ—ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃতস্বরূপ, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধতুল্য, বৈশ্যের অন্নই অন্ন বলিয়া কথিত এবং শূদ্রের অন্ন রুধিরের সমান।

(২৭) "অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রজাতিষু।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥

অত্রিসংহিতা।

বঙ্গার্থ—ব্রাহ্মণ যদি না জানিয়া শূদ্রজাতির জলপান করেন, তাহা হইলে দিবারাত্রি উপবাসপূর্ব্বক স্নানান্তে পঞ্চগব্যদ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবেন।

(২৮) "অনুচ্ছিষ্টেন শূদ্রেণ স্পর্শে স্নানং বিধীয়তে।
উচ্ছিষ্টেন চ সংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥

পরাশরসংহিতা।

বঙ্গার্থ—অনুচ্ছিষ্ট শূদ্রের স্পর্শে ব্রাহ্মণের স্নানের বিধান হইয়াছে এবং উচ্ছিষ্ট শূদ্রের সংস্পর্শে প্রাজাপত্যব্রত আচরণ করিতে হইবে।

(২৯) "শূদ্রার্য্যৌ চর্ম্মণি পরিমণ্ডলে ব্যায়চ্ছতে ॥

১৩।৩।৭ কাত্যায়নশ্রৌত।

অর্থাৎ—কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রমতে শূদ্র ও আর্য্যজাতি পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্নবর্ণ।

(৩০) "শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণঃ আর্য্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ ॥

কর্করাষ্য।

বঙ্গার্থ—তিনবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর্য্য এবং শূদ্র চতুর্থবর্ণ আর্য্যেতর বা অনার্য্য দাস।

(৩১) "ন শূদ্রে পূজিতং দেবং স্থাপিতঞ্চ তথৈব চ।
আলোকনং নমস্যং বা নরকে পরিপচ্যতে ॥

তন্ত্রশাস্ত্র।

বঙ্গার্থ—শূদ্রপূজিত বা শূদ্রপ্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি দর্শন করিলে কিংবা নমস্কার করিলে দ্বিজাতিকে নরকে পচিতে হইবে।

(৩২) "গায়ত্রী পরমং ব্রহ্ম সততং শূদ্রবর্জ্জিতম্।

২য় পটল।

"ন জপে অধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাং কদাচন ॥

৩য় পটল।

"গায়ত্র্যাঃ পরমেশানি সদর্থং ব্রহ্মসম্মিতম্।
শ্রবণে নাধিকারোঽস্তি শূদ্রাণাঞ্চ কদাচন ॥

৫ম পটল।

বঙ্গার্থ—গায়ত্রীই পরমব্রহ্ম কিন্তু তদ্‌জপে শূদ্রের অধিকার নাই।

হে পরমেশ্বরি! গায়ত্রীর প্রতিপাদক অর্থই ব্রহ্ম। শূদ্রবর্ণের ইহা শ্রবণেরও অধিকার নাই।

(৩৩) অতো ন শূদ্রস্য বৈদিক পৌরাণমন্ত্রপাঠঃ ॥

"ন মন্ত্রে চাধিকারোঽস্তি শূদ্রাণামিতি নিশ্চয়ঃ ॥

"স্ত্রীণাঞ্চৈব তু শূদ্রাণাং পতিতানাং তথৈব চ।

বিশ্বেশ্বরকৃত।

পঞ্চগব্যং ন দাতব্যং মন্ত্রবিৰ্জ্জতম্ ॥

শূদ্রধর্ম্মনিরূপণ।

বঙ্গার্থ—শূদ্রের বৈদিক কিংবা পৌরাণিকমন্ত্রপাঠের অধিকার নিশ্চয়ই নাই এবং মন্ত্রেরও অধিকার বর্জ্জিত। শূদ্র পতিতব্যক্তি ও স্ত্রীদিগকে পঞ্চগব্য দিবে না; যদি দিতে হয় তবে অমন্ত্রক পঞ্চগব্য প্রদান করিবে।

(৩৪) "শূদ্রান্নেনোদরস্থেন যঃ কশ্চিৎ ম্রিয়তে দ্বিজঃ।

স ভবেৎ শূকরো গ্রাম্যোমৃতঃ শ্বা বাথ জায়তে ॥

১১।৮ আপস্তম্ব।

বঙ্গার্থ—শূদ্রান্ন উদরস্থসত্ত্বে অর্থাৎ জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত যে ব্রাহ্মণ দেহত্যাগ করেন, তিনি জন্মান্তরে গ্রাম্য শূকর, অথবা কুকুর হইয়া থাকেন। তথাহি—

(৩৫) "শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি।

যস্যান্নং তস্য তে পুত্রাঃ অন্নাচ্ছুক্রস্য সম্ভবঃ ॥

১০।৮ অঃ।

বঙ্গার্থ—শূদ্রান্নভোজন করিয়া স্ত্রীসহবাস করতঃ পুত্র জন্মাইলে, সেই

পুত্র অন্নদাতারই হইবে, যেহেতুক অন্নহইতে শুক্রের উৎপত্তি, ইহা শ্রুতিবাক্য।

(৩৬) "শূদ্রান্নরসপুষ্টাঙ্গোহ্যধীয়ানোপি নিত্যশঃ।
জুহ্বিত্বাপি যজিত্বাপি গতিমূর্দ্ধাং ন বিন্দতি॥ ঐ।

বঙ্গার্থ—যাহার শরীর শূদ্রের অন্নরসে পরিপুষ্ট, তিনি নিত্য অধ্যয়নশীল, নিত্য যাগহোমনিরত হইলেও উর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারেন না।

(৩৭) "জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনম্।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্রপতনানি ষট্॥

১৩৫ অত্রি।

বঙ্গার্থ—জপ, তপস্থা, তীর্থগমন, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন ও দেবতার আরাধনা, এই ছয়টি কার্য্যের অনুষ্ঠান যদি স্ত্রীলোক এবং শূদ্রগণ করে, তবে তাহারা পতিত হইবে।

(৩৮) "দক্ষিণার্থং তু যো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেৎ শূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণোভবেৎ॥

৩৫।১২ পরাশর সং।

বঙ্গার্থ—যদি কোন ব্রাহ্মণ দক্ষিণাগ্রহণে শূদ্রের জন্ত হোম করেন, তাহা হইলে হোমকারী বিপ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন এবং শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবেন।"

(৩৯) "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মম্ ন ব্রতম্॥

১৭ অঃ বিষ্ণুসংহিতা।

বঙ্গার্থ—শূদ্রকে বিদ্যাদান করিবে না এবং তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ

দিবে না, ব্রতাদি করিতে দিবে না।” এই শ্লোকের টীকায় রামচন্দ্র বলিয়াছেন—“শূদ্রায় নীতিশাস্ত্রাদিবিষয়াং বুদ্ধিং ন দদ্যাৎ।”

(৪০) “শূদ্রস্য শাস্ত্রনিরূপিতধর্ম্মঃ জীবিকা চ
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশুশ্রূষা।

বঙ্গার্থ—শ্রীমদ্ভাগবতমতে শূদ্রের শাস্ত্রনিরূপিত ধর্ম্ম এবং জীবিকাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের শুশ্রূষা করা।

(৪১) “শুশ্রূষৈব দ্বিজাতীনাং শূদ্রাণাং ধর্ম্মসাধনম্।
কারুকর্ম্ম তথাজীবঃ পাকযজ্ঞোঽপি ধর্ম্মতঃ॥
ইতি গারুড়ে ৪৯অঃ।

বঙ্গার্থ—দ্বিজাতিবর্গের শুশ্রূষাই শূদ্রদিগের ধর্ম্মসাধন এবং কারুকার্য্য পাচককার্য্য, তাহার জীবনোপায়।

(৪২) “ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ কৃশরং পায়সং দধি।
নোচ্ছিষ্টং বা মধু ঘৃতং ন চ কৃষ্ণাজিনং হবিঃ।
ন চৈবাস্মৈ ব্রতং ব্রূয়াৎ ন চ ধর্ম্মান্ বদেদ্বুধঃ॥
ইতি কৌর্ম্মে ১৫ অধ্যায়।

বঙ্গার্থ—শূদ্রদিগকে ভোজনার্থে পায়সান্ন, পিষ্টক, দধি, মধু, ঘৃত ও হবি প্রদান করিবে না; ব্যবহারার্থে কৃষ্ণাজিন দিবেক না। এবং পণ্ডিতগণ শূদ্রকে ধর্ম্ম, ব্রত ও জ্ঞানসম্বন্ধে কোন কথা কি উপদেশ দিবেন না।

(৪৩) “ত্রয়োবর্ণা মহাভাগ যজ্ঞসামান্যভাগিনঃ।
শূদ্রা বেদপবিত্রেভ্যো ব্রাহ্মণৈস্তু বহিষ্কৃতাঃ॥
ইতি বরাহে।

বঙ্গার্থ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই বর্ণত্রয় যজ্ঞাদি কার্য্যের অধিকারী কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক পবিত্র বেদকার্য্য হইতে বহিস্কৃত অর্থাৎ ধর্ম্ম-কর্ম্মাদির অনধিকারী।

মহামান্য বেদ বলিতেছেন—

(৪৪) "যো দাসং বর্ণ মধরং গুহাঽকঃ ॥

২।১২।৪ মন্ত্র ঋগ্বেদ।

অত্র সায়ণভাষ্য—

"যস্য দাসং বর্ণং শূদ্রাদিকং যদ্বা দাসমুপক্ষপয়িতার মধরং নিকৃষ্ট মধরং গুহা গুহায়াং গূঢ়স্থানে নরকে বা অকঃ অকার্ষীৎ করোতে (লুঙিমন্ত্রে ঘসেত্যাদিনা)

বঙ্গার্থ—যিনি শূদ্রবর্ণকে অথবা উপক্ষপয়িতা দস্যুদিগকে সকলের নিকৃষ্ট বা পর্ব্বতগুহাবাসী করিয়াছেন।

আমরা উপরে যে সকল প্রমাণ অধ্যাহার করিয়াছি, তাহা শাস্ত্রকথিত সমাজবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া, মহর্ষিগণ যে সকল বিধি, ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রসঙ্গত বিধির মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনজন্যই আমাদের প্রয়াস। শাস্ত্রে মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ ঋষিকে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। যথা—

(৪৫) "মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরো।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নো বৃহস্পতিঃ ॥

পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ॥”

বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনসময়ে নব্যস্মৃতিকথিত শূদ্রগণ কোন বর্ণের অন্তর্গত, এবং তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্মই বা কি, তৎপ্রদর্শনার্থে আমরা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাই চূড়ান্ত নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে অন্ত্যজ শূদ্র-বর্ণের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জীবনোপায়সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণপ্রয়োগ আছে, তাহা অধ্যাহার করিলে একটী বৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে, বাহুল্যভয়ে এতাধিক লিপি করা গেল না। পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আদিতে সকলই একবর্ণ ছিলেন, কোনরূপ সমাজবন্ধন ছিল না, প্রকৃতিলব্ধ স্বচ্ছন্দজাত ফলমূলদ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ হইত। প্রয়োজনানুসারে শ্রমবিভাগের সৃষ্টি হইলে—জ্ঞানালোচনা ও শাসন-কার্য্যাদি উৎকৃষ্টতর কার্য্যাবলী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণমধ্যে নিবদ্ধ রহিল; কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদি লোকপোষণের কার্য্যগুলিতে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের লোক সকল নিযুক্ত হইয়া বৈশ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই তিন বর্ণের সকলেই উপনয়নাদি সংস্কারসম্পন্ন, এবং দ্বিজশব্দবাচ্য। যাহারা হিংসা, দ্বেষ, লোভ, মোহের বশীভূত হইয়া দ্বিজোচিত কার্য্যের বহির্ভূত নিকৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহারাই অন্ত্যজ শূদ্রাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া, দ্বিজগণের শুশ্রূষাজন্য দাসশ্রেণীভুক্ত হইল। অধিনিবাসস্থাপনজন্য সিন্ধু-সরস্বতী-তটপ্রান্তবর্ত্তী আদিম নিবাসিগণ সহিত ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, শৌর্য্য, বীর্য্য, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যাদিতে হীন প্রাচীন অধিবাসিগণ আর্য্যদিগের সঙ্গে কোনপ্রকারেই আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারিয়া কেহ গিরিগহ্বরে, কেহ

দ্বীপদ্বীপান্তরে আশ্রয় লইল। পরাজিতগণ অনার্য্য দস্যু বা দাস সংজ্ঞায় আর্য্যগণের সেবাজন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া চিরতরে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। ক্রমে ইহারা শূদ্রাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সংখ্যাবৃদ্ধি করিল।

বৈদিকযুগে ঋষিপ্রণীত সংহিতাদির বিধিব্যবস্থাদিদ্বারাই রাজ্য সকল এবং সমাজ শাসিত হইত। আর্য্যরাজত্ব বিলুপ্ত হইলে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজগণকর্ত্তৃক ভারতশাসনসময়েও সমগ্র হিন্দুসমাজ অদ্য পর্য্যন্ত অবনতমস্তকে মহর্ষিগণের বিধিসকল শিরোধার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষের যে স্থানে যাওয়া যায়, তথায়ই হিন্দুসমাজে মন্বাদি ঋষিবৃন্দপ্রণীত শাস্ত্রের একাধিপত্য বিরাজমান। তাই আমরা উপরে যে পঞ্চচত্বারিংশৎটী বিধি অধ্যাহার করিয়াছি, সুধী পাঠকগণের তাহা দেখিবার ও বুঝিবার বিষয়।

বেদাদিশাস্ত্রপাঠবর্জ্জিত, নিরক্ষর, সর্ব্বপ্রকার সংস্কারবিহীন, অস্পৃশ্য কুক্কুরাদি নিকৃষ্ট পশু সমতুল্য, অনার্য্য, চিরদাস (নিগ্রো হইতেও অধম) সেবামাত্রোপজীবী ;—যাহার অন্নগ্রহণ, দানগ্রহণ, উপদেশগ্রহণ, জলগ্রহণ, কোনপ্রকার সম্পর্ক রাখা বিধিবিগর্হিত,—যাহার সহিত একাসনে বসিলে, অন্ন গৃহে আনিলে, অন্নসেবনে মৃত্যু হইলে, ব্রাহ্মণত্বের লোপ হইয়া পরজন্মে কুকুর, গর্দ্দভ, শূকর ইত্যাদি পশুজন্মের পর শূদ্র হইবার বিধান ; যাহার বধজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত, সর্পাদি হিংস্র জন্তু ও সামান্য গর্দ্দভাদিবধের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সমতুল্য ;—যাহার রাজার রাজ্যে বাস করিলে, স্থাপিত দেবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে, প্রণাম করিলে, পৌরোহিত্য কার্য্য করিলে ব্রাহ্মণকে নরকগামী হইতে হইত ; যাহার দ্বিজাতি সঙ্গে একাসনে বসিলে কটিচ্ছেদ ; হস্তদ্বারা কেশাকর্ষণ করিলে হস্তচ্ছেদ ; নামজাতি উচ্চারণে, রূঢ়বাক্য প্রয়োগে জিহ্বাচ্ছেদ ; যাহার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলে মুখগহ্বরে জ্বলন্ত লৌহশঙ্কু প্রদান, কর্ণে উষ্ণ তৈল প্রক্ষেপ-

রূপ গুরুদণ্ডের বিধান ;—যাহার জগদীশ্বরের পবিত্র নাম ও প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করিলে বা তদুদ্দেশ্যে জপ, তপ, হোমসাধনের প্রয়াসী হইলে, একমাত্র মৃত্যুদণ্ডই প্রায়শ্চিত্ত ছিল ;—যাহার অর্থোপার্জ্জনের সক্ষম হইলেও ধনসঞ্চয়ের অধিকারে বঞ্চিত ছিল ;—যাহার অসূয়াপরিশূন্য হইয়া দ্বিজাতিগণের সেবাই একমাত্র ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত ;—যাহার ভক্ষণার্থে পর্য্যুসিত অন্ন, পরিধানার্থে জীর্ণ পরিত্যক্ত বসন, শয্যার জন্য ছিন্ন কন্থাই একমাত্র সম্বল ;—তাহারাই মন্বাদি শাস্ত্রোক্ত দাসাখ্য শূদ্র। সুধী পাঠক এই অন্ত্যজ শূদ্রগণের সঙ্গে একবার বঙ্গীয় কায়স্থের তুলনা করুন।

—কুল, শীল, ধন, মান, বিদ্যাগৌরবে গৌরবান্বিত ;—যাহারা যুগ-যুগান্ত ব্যাপিয়া রাজন্যবর্গের দক্ষিণহস্তস্বরূপ রাজ্যাঙ্গের পরিপোষক,—রাজ্যশাসনের বিধিব্যবস্থা সকল একমাত্র যাহাদের লেখনীপ্রসূত ; কোষাগারে, রাজশাসনে, করগ্রহণে, ধর্ম্মাধিকরণে, রাজ্যসুশৃঙ্খলা ব্যাপারে, দৌত্য ও সন্ধিবিগ্রহাদিকার্য্য, তাম্রপট্টাদিলেখ্যে যাহাদের শ্রুতি, স্মৃতি, কাব্যালঙ্কারাদির জ্ঞান-গরীমা ও কৃতিত্ব সতত প্রকাশ পাইত ;—যাহারা সুদীর্ঘকাল মগধ, গৌড়, বঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া অমিত পরাক্রমে, ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে সুদুর কাশ্মীর পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন ;—যাঁহারা মোসলমান অধিকারে পূর্ব্বগৌরবচ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে করদ ও মিত্ররূপে অধিরূঢ় ছিলেন ;—যাঁহাদের বংশধরগণ বঙ্গের বিভিন্নস্থানে অদ্যাপি দিবা-প্রদীপের ন্যায় স্তিমিতভাবে বর্ত্তমান ;—যাঁহাদের প্রদত্ত ধনরত্ন, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ভূমি সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অধস্তন পুরুষগণ এখনও ভোগ করিয়া ব্রাহ্মণত্বরক্ষণে সক্ষম এবং সমাজে গণ্যমান্য ;—যাঁহাদের যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোম, শান্তি, সংস্কার-কার্য্যাদিনিরত ব্রাহ্মণমণ্ডলী সমাজের

শীর্ষস্থানীয় ;—যাঁহাদের দানগ্রহণে, পৃষ্ঠপোষণে সমাজ, দেশ, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক এই দুর্দ্দিনেও শাসিত হইতেছে।

হায়। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, সেই পরাক্রান্ত, ধনবন্ত, বিদ্যাবন্ত, দান্ত ক্ষত্রপকায়স্থগণ ব্রাহ্মণের কোপে পড়িয়া দাসাখ্য শূদ্রবর্ণে পরিণত। যে কারণে বঙ্গের কায়স্থগণ শূদ্রশ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছেন, তদ্বিস্তারিত বিবরণ স্থানান্তরে লিপি হইল। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ চিরকালই আপনাদের প্রাধান্য বলবৎ রাখিতে ক্ষত্রিয়গণ সঙ্গে বিরোধ করিতেন, মহাধনুর্দ্ধর পরশুরামই তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। শ্রুতি বলিতেছেন "ক্ষত্রাৎ পরোনাস্তি'—ক্ষত্রিয় হইতে আর শ্রেষ্ঠ নাই। ক্ষত্রিয় হইতে মৌদ্‌গল্য, বিশ্বামিত্র, গার্গ্য, শৈণ্য, কাণ্বায়ন, ভার্গব, প্রভৃতি গোত্রের ব্রাহ্মণগণের জন্ম। ক্ষত্রিয় রাজসূয়যজ্ঞে যশোভাগী হইতেন, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের অধীন থাকিয়া সর্ব্বদা উপাসনা করিতেন, সেই ক্ষত্রিয়গণের এত দুর্দ্দশা ও অধঃপতন ঘটিয়াছে!

মানব-তত্ত্ব।

সপ্তম অধ্যায়—সঙ্কর বা মিশ্রবর্ণ।

শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ বর্ণের পুরুষকর্ত্তৃক হীনবর্ণের রমণীগর্ভজাত সন্তানকে অনুলোম; এবং নিকৃষ্টবর্ণের পুরুষকর্ত্তৃক উচ্চবর্ণের রমণীগর্ভজাত সন্তানকে প্রতিলোম সংজ্ঞা দিয়াছেন। এইরূপে বর্ণচতুষ্টয়ের অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ দ্বাদশ সন্তান, প্রত্যেক সবর্ণা ও মূল চারিবর্ণের রমণীগর্ভে যে ষষ্টিসংখ্যক পুত্র উৎপাদন করিয়াছে, তাহারাই বর্ণসঙ্কর নামে কথিত। মহারাজ বেণের রাজত্বসময় প্রজাবৃদ্ধির জন্য রাজাজ্ঞায় বর্ণবিচাররাহিত্যে সুস্থকায় ও সবল স্ত্রীপুরুষ সহযোগে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহারাও সঙ্করবর্ণে পরিগণিত। সঙ্করবর্ণমধ্যে দ্বিজাতিত্রয়ের জাত অনুলোমজ ছয় সন্তান শ্রেষ্ঠ। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, মহাভারত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে পাঠকগণের অবগতি জন্য কতিপয় সঙ্করবর্ণের নাম ও উৎপত্তি বিবরণ লিপি করিলাম।

অনুলোম ও প্রতিলোম বর্ণসঙ্কর

মূর্দ্ধাবসিক্ত—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত
অম্বষ্ঠ—ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাগর্ভে
পারশব—ব্রাহ্মণ ও শূদ্রা গর্ভে
মাহিষ্য—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাগর্ভে
উগ্র আগুরি—ক্ষত্রিয় ও শূদ্রাগর্ভে
করণ—বৈশ্য ও শূদ্রাগর্ভে
সূত—ক্ষত্রিয় ও বিপ্রকন্যাগর্ভে
বৈদেহ—বৈশ্য ও বিপ্রাঙ্গনা গর্ভে
মাগধ—বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়াগর্ভে
আয়োগব বা সূত্রধর } শূদ্র ও বৈশ্যাগর্ভে
ক্ষত্তা—শূদ্র ও ক্ষত্রিয়াগর্ভে
চণ্ডাল—শূদ্র ও ব্রাহ্মণীগর্ভে
আভীর—ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠকন্যাগর্ভে

ধিগ্বন—ব্রাহ্মণ ও আয়োগবীগর্ভে
নাপিত—ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাস্ত্রীগর্ভে
রাজপুত— ক্ষত্রিয় ও করণকন্যাগর্ভে

ভূর্জকণ্টক, আবন্ত্য বাটধান, পুষ্পধ, শৈখ	ব্রাত্য ব্রাহ্মণের সবর্ণাস্ত্রী গর্ভজাত (১)
ঝল্ল, মল্ল, নট, নিচ্ছিবি, করণ, খশ, দ্রাবিড়	ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সবর্ণাস্ত্রী গর্ভজাত দেশভেদে বিভিন্নবর্ণ
সুধন্বা, আচার্য্য কারূষ, বিজন্মা মৈত্র, সাত্বত	ব্রাত্য বৈশ্যের সবর্ণাস্ত্রী গর্ভজাত

ব্যাধ—ক্ষত্রিয় ও সবর্ণা নারীগর্ভে
বাগ্দী—ক্ষত্রিয় ও অস্পৃশ্যা ঋতুমতী বৈশ্যার গর্ভে
ম্লেচ্ছ—ক্ষত্রিয় ও অস্পৃশ্যা ঋতুমতী শূদ্রাগর্ভে
বৈতালিক ও বন্দী — বৈশ্যকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীগর্ভে
সৈরিন্ধ্র—দস্যুকর্ত্তৃক আযোগবীগর্ভে
ভাট বা ভট্ট—সূতকর্ত্তৃক বৈশ্যাগর্ভে
বৈদ্য—অশ্বিনীকুমারকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীগর্ভে
পৌণ্ড্রক বা পোদ—বৈশ্য ও শুণ্ডীস্ত্রী-গর্ভে

মৎস্যজীবী নিষাদ—শূদ্র ও ক্ষত্রিয়া গর্ভে
তাম্বূলিক—বৈশ্য ও শূদ্রাকন্যাগর্ভে
মার্গবদাশ মৎস্যজীবী কৈবর্ত্ত — পারশব ও আযোগবী গর্ভে
বেন—বৈদেহ ও অম্বষ্ঠকন্যাগর্ভে
মায়াজীবী—বৈদেহ ও আয়োগবীগর্ভে
মালাকার—মাহিষ্য ও পারশবী গর্ভে
কুশীলব—অম্বষ্ঠ ও বৈদেহীগর্ভে
কুন্তলা নাপিত—মাগধ ও উগ্রাস্ত্রীগর্ভে
শ্বপাক—চণ্ডাল ও সৈরিন্ধ্রীগর্ভে
সোপাক জল্লাদ—চণ্ডাল ও পুক্কশীগর্ভে
গন্ধবণিক্—ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাগর্ভে
বণিক্—শূদ্র ও বৈশ্যাগর্ভে
স্বাদুকর—মৈরেয়ক ও সৈরিন্ধ্রীগর্ভে
ধীবর—নিষাদ ও আয়োগবীগর্ভে
শৌণ্ডিক শুঁড়ি—বেণ ও আভীরস্ত্রীগর্ভে
জালুক, ঝাল মৎসজীবী — শূদ্র ও ক্ষত্রিয়াগর্ভে
চর্ম্মকার—নিষাদ ও ধিগ্বনীগর্ভে
মাল, মদ্র, ভড়, কোল, কলন্দর — লেট ও তিয়রকন্যাগর্ভে
পতিত তৈলকারকুলু—কুণ্ডকার ও কোটকিনীগর্ভে
অট্টালিকাকার—চিত্রকর ও কুলটাগর্ভে

(১) উপনয়নবিহীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সবর্ণাস্ত্রীগর্ভে যে সন্তান জন্মায় তাহাদিগকে ব্রাত্য কহে। মনু ২০।১০ অধ্যায় দেখ।

কোটকগৃহকার—অট্টালিকাকার ও কুম্ভকারপত্নীগর্ভে

রজক—ধীবর ও তীবরীগর্ভে

জোলা—ম্লেচ্ছ ও কুবিন্দসহ

ব্যালগ্রাহী সাপুড়িয়া—বৈদ্য ও শূদ্রাগর্ভে

কর্ম্মকার, কুম্ভকার, শঙ্খকার, স্বর্ণকার, চিত্রকর, তন্তুবায় } বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে শূদ্রারমণী গর্ভে কোন মতে (২) ঘৃতাচী অপ্সরা গর্ভে

অগ্রদানী—শূদ্রের দানগ্রাহী পতিতব্রাহ্মণ

গণক, লগ্নাচার্য্য—জ্যোতিষী অর্থগ্রাহী পতিত ব্রাহ্মণ

করণ-জাতি।

সঙ্কর বা মিশ্রবর্ণ সকলের মধ্যে প্রয়োজনবোধে 'করণ' ও 'অম্বষ্ঠ বৈদ্য' সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা যাইতেছে। করণজাতিসম্বন্ধে শাস্ত্রগ্রন্থে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। মানবধর্ম্মমতে উপনয়ন সংস্কারবিহীন দ্বিজাতিত্রয়ের সবর্ণা স্ত্রীগর্ভজাত সন্তান ব্রাত্য। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সবর্ণা ভার্য্যাতে উৎপন্ন সন্তানগণ দেশভেদে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খশ ও দ্রবিড়সংজ্ঞক। (৩) নিচ্ছিবিবংশ মণিপুর ও নেপালে ক্ষত্রিয় পরিচয়ে রাজত্ব করিয়াছেন। বৈশ্যসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত নিচ্ছিবিক্রয়ে-নেপালরাজ দুহিতা কুমার দেবীর গর্ভসম্ভূত বলিয়া আত্মগৌরব করিতেন। ঝল্ল, মল্লগণ রাজপুতনায় ঝালোয়ার, মালোয়ার প্রদেশে ক্ষত্রিয় নামে

(২) পুরাকালে এক ব্রাহ্মণেইসকল ব্যবসা করিতেন, বর্ণবিভাগ হইলে এ সমস্ত কর্ম্ম বৈশ্যগণ করিতেন। ঋগ্বেদ ৫।৬ মণ্ডল দেখ।

(৩) দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥ ২০।১০ অঃ।মনু
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥ ২২।১০ অঃ। মনু

পরিচিত। যাহারা বঙ্গের মৎস্যজীবী ঝাল, মালদিগকে এই শ্রেণীভুক্ত করিতে আগ্রহবান্, তাহারা ব্রহ্মপুরাণোক্ত মৎস্যজীবী জালুক ও মাল-দিগের জন্মবিবরণ প্রতি লক্ষ্য করিবেন।

মনুতে উপনয়নসংস্কারবিহীন 'ব্রাত্য করণ' ভিন্ন অন্য 'করণের' উল্লেখ নাই। আশ্বলায়ন শ্রৌতগ্রন্থে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তানকে 'করণ' বলিয়া ব্রাত্য সংজ্ঞা করিয়াছেন। (৪) বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণমতে ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে বর্ণসঙ্কর করণের উৎপত্তি। (৫) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, শূদ্রাবৈশ্যপ্রভব সন্তানই 'করণ'। (৬) সুতরাং শাস্ত্র চারিপ্রকার করণ জাতির উল্লেখ করিতেছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান যুযুৎসু করণ নামে প্রসিদ্ধ। মনুর বিধানমতে বৈশ্যের শূদ্রাস্ত্রীগর্ভ জাত সন্তান অনন্তর অর্থাৎ সন্নিকট বর্ণবিধায় মাতৃদোষে পিতার সবর্ণ

করণ—চারি প্রকার

(৪) ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যকন্যায়াং করণমিতি।
শূদ্রায়াং বিশউৎপন্নঃ সমুদ্রোনাম জায়তে॥ আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্র।
২১ অধ্যায়।

(৫) শূদ্রায়াং বৈ সুতা জজ্ঞে করণো বর্ণসঙ্করঃ।
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠো গান্ধিকোবণিক্॥ ৩৪
বৈশ্যাত্তু শূদ্রকন্যায়াং জাতস্তাম্বুলিকস্তথা॥
৩৯। ৯ অঃ, বৃহর্দ্ধর্ম্ম পুরাণ উত্তর খণ্ড

(৬) বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াং।
জাতোঽম্বষ্ঠস্তু শূদ্রায়াং নিষাদঃ পার্শবোঽপি বা॥ ৯১
বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৯২॥১ অঃ যাজ্ঞবল্ক্য।

না হইয়া, 'পিতৃসদৃশান্' মাতার বর্ণ হইতে উৎকৃষ্ট হইবে। (৭) ইত্যাদি প্রমাণে করণ জাতি নিকৃষ্ট শূদ্র নহে। মনুব্রাত্যকরণ ভিন্ন অন্য (বৈশ্য শূদ্রাগর্ভজ) উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং মনুর বিপরীত অর্থ সংযুক্ত অন্যান্য গ্রন্থের মত বলবৎ নহে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের বিধান মতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস বৈশ্যের সবর্ণা ও অনন্তর বর্ণা শূদ্রা পত্নী গর্ভজাত সন্তানদ্বয়কে বৈশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুর ভাষ্যকার কুল্লুকভট্ট প্রভৃতি করণকে শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উৎকলের করণ-সংজ্ঞক কায়স্থগণ বিশুদ্ধ কায়স্থ বলিয়াই উক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের দ্বিজোচিত সমস্ত সংস্কার বর্ত্তমান আছে। মহারাষ্ট্রের করণিক, শ্রীকরণ, শ্রীকরণিক, করণিকঠক্কুর প্রভৃতি উপাধিধারিগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রপ কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ। যাঁহারা বঙ্গের কায়স্থগণকে শূদ্রকরণ বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহারা শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত "করণঃ কায়স্থঃ। ইতিমেদেনী" এই অর্থ দৃষ্টে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বঙ্গের কায়স্থগণ 'করণ' এই ভ্রান্তিমত খণ্ডন জন্যই এ সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। বঙ্গে 'করণী' নামে পতিত এক জাতি সূত্রধরের ব্যবসা করিয়া থাকে।

বঙ্গের কায়স্থ গণ করণ নহেন।

(৭) স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্ম্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥ ৬। ১০ অঃ, মনুসংহিতা

অত্র কুল্লূকভট্টকৃত টীকা।

"আনুলোম্যেনাব্যবহিত বর্ণজাতীয়াসু ভার্য্যাসু দ্বিজাতিভির্ব উৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ। যথা ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রায়াং তান্ মাতৃহীন—জাতীয়ত্ব দোষেণ গর্হিতান্ পিতৃসদৃশান্ নতু পিতৃসজাতীয়ান্ মন্বাদয় আহুঃ।

অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতি।

অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতিসম্বন্ধে পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যগণ একজাতি কিনা তাহা আলোচ্যের বিষয়। কুল, শীল, বিদ্যা, বিভব ও রাজসম্মানে সম্মানিত বঙ্গের উন্নত বৈদ্যসমাজ পুরাণোক্ত বৈদ্য, কি অম্বষ্ঠ, তাহার বিচারভার পাঠকগণের প্রতি ন্যস্ত করিয়া আমরা কতিপয় প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শন করিলাম।

মনু বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণহইতে বৈশ্যকন্যার গর্ভসম্ভূত সন্তানকে অম্বষ্ঠ ও শূদ্রকন্যার গর্ভজাত সন্তানকে পারশব বলে। (৮) মহর্ষি উশনা বলিতেছেন—"বিপ্র হইতে বিধিপূর্ব্বক বৈশ্যাতে জাত সন্তানকে অম্বষ্ঠ বলে। ইহাঁরা কৃষিকার্য্যোপজীবী, চিকিৎসাশাস্ত্রোপজীবী, ধ্বজিনী-জীবী (সৈনিকবৃত্তি) এবং আগ্নেয় বৃত্তিক। (৯)

উপরোক্ত শাস্ত্রীয়বচনে বৈশ্যাব্রাহ্মণপ্রভব সন্তান অম্বষ্ঠ, ইহাই প্রমাণ; এবং ইহাঁদের উপজীবিকা চিকিৎসা, কৃষি, ধ্বজধারী সৈনিকবৃত্তি ও আগ্নেয়বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিতেছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলিতেছেন— "স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রীগর্ভে উৎপন্ন সন্তানই বৈদ্য। ঐ বৈদ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে মন্ত্রৌষধিপরায়ণ ব্যালগ্রাহী বা সাপুড়িয়াজাতির উদ্ভব।" (১০) কোষকার অমর লিখিত

(৮) ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠোনাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥ ৮।১০ অঃ মনু।

(৯) বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতোঽম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেৎ সোঽপি তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ।
ধ্বজিনীজীবিকশ্চৈব চিকিৎসাজীবিকোঽপ্যসৌ॥ উশনাসংহিতা।

(১০) বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ॥

অম্বষ্ঠসহ বাঙ্গলার বৈদ্যজাতির সামঞ্জস্য হইতেছে না; মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে চিকিৎসাবৃত্তিক নিতান্ত হেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (১১) বঙ্গের স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য শুদ্ধিতত্ত্বে অম্বষ্ঠগণকে শূদ্র বলিয়াছেন। (১২) সুতরাং শাস্ত্রোক্ত অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যজাতি যেন পৃথক্ হইয়া পড়িতেছেন।

বেদবিদ্ পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় জাতিতত্ত্ব-বারিধি গ্রন্থে বলিতেছেন—"অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হয়েন; যথা—রোগহর, শল্যহর, বিষহর ও কৃত্যাহর। সাধারণ কবিরাজগণ রোগহর বৈদ্য; অস্ত্রচিকিৎসকগণ শল্যহর; বাঁদিয়া, মালবৈদ্য প্রভৃতি যাহারা বিষের চিকিৎসা করে, তাহারা বিষহর; যাঁহারা মন্ত্রোচ্চারণদ্বারা ভূত ছাড়াইতেন, তাঁহারা কৃত্যাহর-বৈদ্য,—ইহারা যে কোন জাতি হইতে পারিতেন। অম্বষ্ঠগণ অস্ত্রচিকিৎসার ভার নাপিতগণের হস্তে প্রদান করেন। তাই পশ্চিম, মহারাষ্ট্র ও সিন্ধুদেশের লোকেরা অস্ত্রচিৎসক নাপিতকে অম্বষ্ঠ বলিয়া থাকে।" তিনি আরও বলেন "অম্বষ্ঠ দেশ হইতে সমাগত বিধায় বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এবং "বৈদ্যনামে কোন জাতি নাই, পুরাণোক্ত বৈদ্যগণ বাদিয়া বা সাপুড়িয়া।"

মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রাজধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে বলিতেছেন—"বৈদ্যগণ রোগহর, বিষহর, শল্যহর ও কৃত্যাহর এই চারিশ্রেণীতে

তে চ গ্রামগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধি পরায়ণাঃ।
তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং তে ব্যালগ্রাহিনোভুবি॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ডে।

(১১) পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্ত্বন্নমিন্দ্রিয়ং।
বিষ্ঠা বার্দ্ধুষিকস্যান্নং শস্ত্রবিক্রয়িণোমলং॥ ২২০।৪ অঃ মনু।

(১২) ইদানীন্তনানাম্ অম্বষ্ঠাদীনামপি শূদ্রত্বমাহমনুঃ। ইতি বাচস্পতি মিশ্র।
শুদ্ধিতত্ত্ব।

বিভক্ত।" এবং চিকিৎসকের অন্নভক্ষণ বিষ্ঠাতুল্য।" (১৩) মহাভারতোক্ত চতুর্ব্বিধ বৈদ্যগণের তিনশ্রেণী বৈদ্যকেই জাতিতত্ত্ববারিধি বঙ্গীয় বৈদ্য-সমাজ হইতে স্পষ্ট বাদ দিয়াছেন।

বৈশ্যমাতৃক অম্বষ্ঠগণ পঞ্চদশদিবস অশৌচধারণ ও নামান্তে গুপ্তশব্দ ব্যবহার করেন। স্বর্গগত সার রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাসে লিখিত আছে "বৈশ্য অর্থাৎ সাধারণ লোক নানা ব্যবসা করিত, কেহ বৈদ্য, কেহ বণিক্, কেহ কৃষক, কেহ মেষপালক ছিল; কিন্তু এইরূপে বিভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিয়াও বৈশ্যগণ এক জাতিভুক্ত ছিল।" আমরা বৈশ্যবর্ণের আলোচনায় শাস্ত্রোক্ত প্রমাণদ্বারাই দেখাইয়াছি কৃষি, গোপালন, বাণিজ্য ইত্যাদিই বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম্ম। মনু বলিতেছেন—"রাজা সর্ব্বদা যত্ন-সহকারে বৈশ্য ও শূদ্রগণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন। যেহেতুক উভয়ে স্বকার্য্যচ্যুত হইলে জগতে নানা বিশৃঙ্খলা হইবে।" ইহাদ্বারা বৈশ্যগণ যে সাধারণ কৃষকের ন্যায় মূর্খ হইয়াছিল তাহাই উপলব্ধি হয়।

এ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে বঙ্গীয় বৈদ্যগণ—যাঁহারা কুল, শীল, ধন, মান, বিদ্যা ও রাজসম্মানে সম্মানিত,—যাঁহারা রাজ্যাঙ্গের পুষ্টিসাধনে সতত ব্রাহ্মণগণসহ স্পর্দ্ধা করিতেছেন—যাঁহাদের অসংখ্য প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ ও বিদ্যাবত্তার স্মৃতিচিহ্নসকল অদ্যাপি বর্ত্তমান,—যাঁহাদের মুষ্টিমেয় সংখ্যা বঙ্গের বাহিরে অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না,—তাঁহারা যে শাস্ত্রাধিকারবর্জ্জিত কৃষক বা পশুপালক বৈশ্যমাতৃক, অথবা অমর কথিত অম্বষ্ঠ, কিংবা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত হীন বৈদ্যজাতিসহ একপর্য্যায়-ভুক্ত, তাহা মনে করিতেও যেন লজ্জাবোধ হয়।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অথর্ব্ববেদের অঙ্গ, দ্বিজাতিগণের পাঠ্য। ইহা প্রথমে

(১৩) বৈদ্যঃ চতুর্ব্বিধঃ। রোগহরঃ বিষহরঃ শল্যহরঃ কৃত্যাহবঃ॥
ভুঙ্‌ক্তে তু চিকিৎসকস্যান্নং তদন্নন্তু পুরীষবৎ॥ } মহাভারত।

দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার নিকট অধ্যয়ন করিয়া ভরদ্বাজপ্রভৃতি মুনিগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় কাশীরাজ ধন্বন্তরি দিবোদাস ও ব্রাহ্মণাদি বহু শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ইন্দ্র ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া কথিত; ভাবপ্রকাশে ধন্বন্তরি দিবোদাস ক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণও চিকিৎসাশাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে, হুগলীর বসুবংশীয় বৈদ্য তিলকরায়, রামচন্দ্রপুরের কায়স্থ বৈদ্য জগমোহন দত্ত, চট্টগ্রামের পটিয়া থানার কায়স্থ মজুমদার বংশীয় ৺ষষ্ঠীচরণ রায় সপ্তপুরুষাবধি কবিরাজী করার কথা উল্লেখ আছে। বর্ত্তমানসময়েও কায়স্থ কবিরাজ যে না আছে এমত নহে; প্রবাদ সেন রাজাদিগের সময়ও কায়স্থ চিকিৎসক ছিলেন। বৈদ্য-বৃত্তিটি কোন জাতিবাচক নহে—ব্যবসার অববোধক। পুরাকালে এক ব্রাহ্মণই যেমন গুণ ও কর্ম্মমতে চাতুর্ব্বর্ণ্যে পরিণত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে যাঁহারা চিকিৎসাকার্য্যে বৈদ্য বলিয়া কথিত হইতেন, পরবর্ত্তীকালে তাঁহারাই যে মসীজীবী ক্ষত্রিয়গণ হইতে ভিন্ন সমাজে পরিণত না হইয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? বঙ্গীয় বৈদ্য ও কায়স্থগণ মূলে এক সূত্রে গ্রথিত কি না, তদর্থে নিম্নে আরও কতিপয় প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

প্রথমতঃ—উভয় সমাজের বংশনাম বা পদ্ধতির সমতা। বৈদ্যকুল শিরোমণি মহাত্মা ভরতমল্লিককৃত 'চন্দ্রপ্রভা' গ্রন্থে ও প্রাচীন কুলপঞ্জিকাধৃত ব্যাসবচনে উল্লেখ আছে, "সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, নন্দি, কুণ্ড, চন্দ্র, রক্ষিত প্রভৃতি পদ্ধতিই বৈদ্যসমাজে প্রচলিত। এই সমস্ত বংশ পরিচয়াত্মক পদ্ধতিসকল কায়স্থসমাজে বর্ত্তমান থাকিয়া উভয় সম্প্রদায়ের একত্ব প্রতিপাদন করে নাকি? (১৪)।

(১৪) "সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তঃ দেবো করোধরঃ
রাজ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ ॥

দ্বিতীয়তঃ—বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজের গোত্রের অভিন্নতা। ধন্বন্তরি গোত্রভিন্ন কায়স্থের সমস্ত গোত্রই বৈদ্যসমাজে দৃষ্ট হয়। ধন্বন্তরির ক্ষত্রিয় কাশীরাজকুলে জন্মিবার কথা আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থসকলে বর্ণিত আছে।

বৈদ্যের গোত্র ও পদ্ধতি

যাঁহারা সমুদ্রমন্থনে ধন্বন্তরিদেবের ও কুশ হইতে মহাপুরুষ অমৃতাচার্য্যের জন্মকথা, এই শিক্ষার আলোকের দিনেও বিশ্বাস করিতে চাহেন, তাঁহারা মানবতত্ত্বের প্রথম অধ্যায়ে বেদবিহিত মৈথুনসম্ভব আদিমানব বিরাট্ পুরুষের জন্মবিবরণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। ধন্বন্তরি ও নাগশ্রেষ্ঠ বাসুকীরাজ যে ক্ষত্রিয়বংশে জন্মিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈদ্যসমাজের বাসুকী ও ধন্বন্তরি গোত্রদ্বয় ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক। গোত্রের সমতা প্রদর্শনার্থে এবং পূর্ব্ববঙ্গে বৈদ্যসমাজে, যাঁহারা ঘটক ও কুলগ্রন্থাদির অভাবে গোত্র ও পদ্ধতি ভুলিয়া গিয়াছেন, অপিচ বৈদ্যকুলগ্রন্থ সকলের বিরুদ্ধ গোত্র ও পদ্ধতি ধারণ করিয়া, আপনাদিগের বৈদ্যত্বের ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য বৈদ্যের গোত্রসকল ফুটনোটে উদ্ধৃত করা গেল। (১৫)

সন্তানা বহুবশ্চৈষাং বভূবশ্চচিকিৎসকাঃ।
কুলানুরূপশ্চৈষাং জাতাঃ পদ্ধতয়োঽপ্যমুঃ॥
তেষাং প্রশংসা নিন্দা চ বভূব স্বেন কর্ম্মণা।
উত্তমৌ সেনদাসৌ চ গুপ্তদত্তৌ তথৈব চ॥
দেবঃ করশ্চ মধ্যস্থৌ রাজসোমৌ কুলাধমৌ।
নন্দি প্রভৃতয়ো নিন্দালুপ্ত পদ্ধতয়োঽপি চ॥

প্রাচীন কুলপঞ্জিকাধৃত ব্যাস বচনানি।

(১৫) "অথ বৈদ্যানাং গোত্রাণি।
অষ্টাবিংশদমী গোত্রাঃ সর্ব্বেষাং ভিষজামপি।
প্রত্যেকং তে বিলিখ্যন্তে সেনদাসাদিতঃ ক্রমাৎ॥

তৃতীয়তঃ—কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজের বিবাহ প্রচলন থাকা; এবং একমাস অশৌচধারণ প্রথা যেন উভয় সম্প্রদায়ের একত্ব প্রমাণের

ধন্বন্তরিশ্চ শক্তিশ্চ তথা বৈশ্বানরাদ্যকৌ।
মৌদ্গল্য কৌশিকৌ কৃষ্ণাত্রেয় আঙ্গিরসোঽপি চ॥
অষ্টৌ গোত্রাণি সেনানাং দাসানাং তদনন্তরম্।
মৌদ্গাল্যোঽথ ভরদ্বাজঃ শালঙ্কায়ন এব চ॥
শাণ্ডিল্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ বাৎস্যশ্চ ষড়মী মতাঃ।
গুপ্তাণাং ত্রীণি গোত্রাণি কাশ্যপো গৌতমস্তথা॥
সাবর্ণিরপি দত্তানাং চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কৌশিকঃ কাশ্যপশ্চৈব শাণ্ডিল্যশ্চাপিতৎপরঃ॥
মৌদ্গাল্য ইতি বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো দেবসম্ভবাঃ।
আত্রেয় কৃষ্ণাত্রেয়ৌ চ শাণ্ডিল্য আমলকঃ॥
ধরস্য কাশ্যপঃ প্রোক্তো ভরদ্বাজশ্চ কুণ্ডজঃ।
কাশ্যপো রক্ষিতস্যৈকো গোত্রো এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
দত্তানামাদ্য গোত্রাণাং দেশভেদেঽস্তি সন্ততিঃ।
এবমাত্রেয় গোত্রোঽপি দত্তো দেশান্তরে শ্রুতঃ॥
দত্তাঃ কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রা দৃশ্যন্তে বহবস্তথা।
করাণাং কাশ্যপো গোত্রো বাৎস্যমৌদ্গাল্যকাবপি॥
দেশভেদে হি বিদ্যন্তে তৎকরঃ সপ্তগোত্রকঃ।
রাজ কাশ্যপগোত্রোঽপ্যস্তি তদ্রাজস্ত্রিগোত্রকঃ॥
শ্রূয়ন্তে চ জামদগ্ন্য গোত্রা দেশান্তরে ধরাঃ।
বহবোঽপি ভরদ্বাজ গোত্রজাঃ সন্তি রক্ষিতাঃ॥
ইন্দ্রাদিত্যৌ পরৌ যৌ দ্বৌ বৈদ্যৌ গোত্রান্তয়োরিমে।
ইন্দ্রস্য কাশ্যপো গোত্র এক এব প্রকীর্ত্তিতঃ॥
আদিত্যানামিমৌ গোত্রাবাদিত্য কৌশিকৌ স্মৃতৌ।
পঞ্চাশদেতে বিখ্যাতো তস্মাদ্গোত্রা ভিষককুলে॥

ইতি গৌরাঙ্গমল্লিকাত্মজ ভরতসেনকৃত বৈদ্যকুলতত্ত্বম্॥

পরিচায়ক। ভরতমল্লিক ও দুর্জ্জয় দাসের কুলপঞ্জিকায় উভয় সমাজে আদান প্রদানের উল্লেখ আছে। (১৬) বর্ত্তমান সময়ে শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি জিলায় কায়স্থ ও বৈদ্যগণ-মধ্যে অবাধে বিবাহ, ও সামাজিক আচার ব্যবহার সকল পূর্ব্ববৎ একিভাবে চলিতেছে। মোসলমান রাজত্ব সময়ে নবাবের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ বহুলক্ষ মুদ্রাব্যয়ে, পণ্ডিতগণের ব্যবস্থামূলে, নব্যস্মৃতির নাগপাশরূপ-বন্ধন হইতে অম্বষ্ঠ-বৈদ্যগণের শূদ্রত্ব ঘোচাইয়াছেন। তদবধি বৈদ্যসমাজে উপনয়নসংস্কার প্রবর্ত্তন ও পক্ষাশৌচগ্রহণের বিধান হইয়াছে; তবুও বৈদ্যসমাজে নিরুপবীতী মাসাশৌচধারী বৈদ্যসন্তানের সংখ্যার অভাব ঘটে নাই।

চতুর্থতঃ—উশনাসংহিতা বৈশ্যার গর্ভে বিধিপূর্ব্বক (বিবাহে) জাত অম্বষ্ঠসন্তানকে ধ্বজিনীজীবী ও আগ্নেয়বৃত্তিক বলিয়াছেন। অমর-প্রভৃতি কোষকারগণ ধ্বজিনী (ধ্বজ+ইন্+ইপ্) শব্দের অর্থ পতাকাধারী সেনা বলিয়াছেন। (১৭) সুতরাং অম্বষ্ঠগণের যে যুদ্ধব্যবসা ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্মৃতিতে ব্যবস্থা আছে রাজা স্ব স্ব বর্ণের ব্যবসায় প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন, যেন কেহই স্বকর্ম্মচ্যুত না হইতে পারে। পুরাকালে একমাত্র ক্ষত্রিয়গণের ব্যবসাই যুদ্ধবৃত্তি

(১৬) বামনঃ শিবদাসশ্চ পন্থবংশে কুলাবুভৌ।
ডুমনঃ পালজামাতা বৈদ্য পাল ন বিদ্যতে॥
বংশ্যো ডোমনঃ দাসস্য বামনঃ বামন্ কুলবান্ কথং।
ইতি তর্কো ন কর্ত্তব্যো বামনেবহবো গুণাঃ॥ চন্দ্রপ্রভা, ভরতমল্লিক।

অপরঞ্চ—অয়ঞ্চ শোভাকর নাগকন্যা ধন্বন্তরি দৈর্ব্ববশাৎ ব্যুবাহ।
দোষোঽয়মস্মিন্ কুলজে ন লেখ্যঃ চন্দ্রে সুধাধামিন যথা কলঙ্কঃ॥
দুর্জ্জয়দাস।

(১৭) ধ্বজিনী বাহিনী সেনা পৃতনানীকীণি চমূঃ বরূথিনী বলং সৈন্যং চক্রঞ্চাঽণীকম স্ত্রিয়াম্। ইত্যমরঃ॥

বলিয়া কথিত; সুতরাং অম্বষ্ঠগণও যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়শ্রেণীতে পরিগণিত হইতেছেন। অম্বষ্ঠদেশ হইতে ক্ষত্রপকায়স্থগণ বঙ্গে সমাগত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের একশ্রেণীকে অম্বষ্ঠকায়স্থ বলিয়া থাকে। জাতিতত্ত্ব বারিধিগ্রন্থেও অম্বষ্ঠদেশাগত বলিয়া বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠনামে খ্যাত এইরূপ বলিতেছেন। সুতরাং একি দেশাগত ক্ষত্রিয়গণ বিভিন্ন কর্ম্মদ্বারায়, সুদূর বঙ্গদেশে দীর্ঘকালপরে কি ভিন্নসম্প্রদায়ে পরিণত হইতে পারেন না? আগ্নেয়বৃত্তিক শব্দে অগ্নিসম্বন্ধীয়বৃত্তি বা জীবনোপায়ই যাহার, —তাহাই বুঝাইতেছে। বৈদ্যগ্রন্থে তৈল পাককরা এমত অর্থকরা হইয়াছে; কেহ পাচকের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গের বৈদ্যসমাজ মৈথিলব্রাহ্মণের ন্যায় বেতনগ্রহণে পাককরার কথা ত কখন শুনা যায় নাই। রহস্য করিয়া কেহ আগ্নেয়বৃত্তিকে কামার, কুমার, বাজীকরের বৃত্তি বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা বলি, আগ্নেয়বৃত্তিকশব্দে গোলন্দাজসেনা অর্থ করিতে বাধা কি? পুরাকালে আর্য্যরাজগণের কি আগ্নেয়াস্ত্রের অভাব ছিল? বশিষ্ঠকৃত ধনুর্ব্বেদ ত আগ্নেয় অস্ত্রাদির বিবরণেই পূর্ণ। (১৮) বর্ত্তমান নৃপতিবৃন্দের যেমন পতাকাধারী পদাতিকসৈন্য, গোলন্দাজসৈন্য প্রভৃতি সেনাবিভাগ রহিয়াছে, পুরাকালে আর্য্যরাজন্যবৃন্দের কি তদ্রূপ ছিল না? উশণাপ্রোক্তবৃত্তির শব্দার্থে, উভয়সম্প্রদায়ের একপদ্ধতি ও গোত্রের সমতায়, পরস্পরের বৈবাহিকবন্ধনে ও আচার-ব্যবহারে; ইত্যাদি প্রমাণ উভয় সম্প্রদায়ের একত্বসূচক কিনা তাহা সুধী পাঠকগণের আলোচ্য।

(১৮) মানবতত্ত্বের চতুর্থ অধ্যায় আর্য্য ইতিহাস দেখ।

মানবতত্ত্ব।

অষ্টম অধ্যায়—বঙ্গের ভৌগলিকতত্ত্ব ও পুরাতনকাহিনী।

ভৌগলিক তত্ত্ব

সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা সোণার বাঙ্গলার উত্তরে তুষারবিমণ্ডিত গগনস্পর্শী ধবলহিমগিরি; পূর্ব্বে ব্রহ্মহইতে ভোটানের সীমান্ত বিস্তৃত নানাবিধ ফলপুষ্পসমন্বিত বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী, হিমাদ্রিসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক দুর্গপ্রাকারের সৃষ্টি করিয়াছে; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের সুনীল ফেণীল অম্বুরাশি সুগভীরগর্জ্জনে বেলাভূমিতে প্রতিহত হইয়া দুর্লঙ্ঘ্য পরিখাকারে বঙ্গভূমিকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিতেছে; পশ্চিমে ভারতের মেরুদণ্ডস্বরূপ বিন্ধ্যগিরির প্রান্তবর্ত্তী পর্ব্বতসঙ্কুল বন্ধুর উচ্চনীচ ভূমিসকল মগধকে নানারূপ নৈসর্গিক উপায়ে বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণভূভাগের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

যে সময় আর্য্যগণের বেদধ্বনিতে পঞ্চনদপ্রদেশ মুখরিত হইত, তখন এই বঙ্গের অস্তিত্বই ছিল না। মনুকথিত আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমা সমুদ্র। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন, একসময় সমুদ্রবারি নগাধিরাজ হিমালয়ের পদপ্রান্ত বিধৌত করিত। যাঁহারা তীর্থযাত্রাভিন্ন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও সৌরাষ্ট্রদেশেগমনকে মনুর দোহাই দিয়া সংস্কারযোগ্য

বলিয়া থাকেন; তাঁহারা দেখিবেন, মনুস্মৃতিতে এবম্বিধ বচনই নাই। বঙ্গ মনুর সময় অতল জলধিবক্ষে নিমজ্জিত। (১)

পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখাযায় প্রবলস্রোতস্বতী ভাগীরথী ইলাবৃতবর্ষস্থিত হেমকূটপর্ব্বত হইতে বিনির্গত হইয়া হিমালয়ের শৃঙ্গভেদ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের সমতলভূমি ভাসাইয়া পূর্ব্বাভিমুখে সাগরসঙ্গমলালসায় প্রধাবিত। আবার ব্রহ্মপুত্রনদ ব্রহ্মকুণ্ড হইতে নির্গত হইয়া তিব্বতে সেংপুনদীসহ মিলিত হইয়া খরতরবেগে হিমালয়ের পূর্ব্বদিকে ভোটানের প্রান্ত বহিয়া উন্মত্তবৎ গঙ্গারসঙ্গে মিলিত। এই নদ ও নদীর প্রবলস্রোতপ্রবাহে পর্ব্বত হইতে অনবরত আনীত বালিকণাসমূহে সাগরগর্ভে দ্বীপসকলের সৃষ্টি করিয়া দক্ষিণসাগরের বেলাভূমিকে ক্রমশঃ দূর হইতে দূরান্তে লইয়া যাইতেছে। সমুদ্রতটপ্রান্তবর্ত্তী স্থানসমূহ স্বভাবতঃ নিম্ন, জোয়ারে ডুবিয়া যায়, ভাঁটায় জাগিয়া উঠে। এবম্বিধ জলপ্লাবিত ভূমি পলিমাটি সহযোগে ক্রমশঃ উচ্চ হয়, বনজঙ্গল জন্মিয়া দ্বীপসকলের সৃষ্টি করে, চতুর্দ্দিকে বিল, ঝিল, আওয়র, খাদ, নদী, নালা ইত্যাদির চিহ্ন রাখিয়া সাগরবারি সরিয়া যায়। এইরূপে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বীপসকলের পার্শ্ববর্ত্তী নদী ইত্যাদি শুষ্ক হইয়া বহুজনাকীর্ণ জনপদসকলের সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা মেঘনা, যমুনা, পদ্মা ও সুন্দরবনের চরসকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন। পুরাকালে এইরূপেই সমুদ্রগর্ভে বঙ্গপ্রভৃতি দেশের সৃষ্টি হইয়াছে।

বঙ্গদেশের উৎপত্তি

বঙ্গ অতীব প্রাচীনদেশ; রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে ইহার নাম

(১) "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনাগচ্ছন্ পুনঃ সংস্কার মর্হতি॥ পণ্ডিত-বচন।

পাওয়া যায়। পুরাকালে গঙ্গা ও সরযূনদী সঙ্গমে বলিনামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে ঐস্থান বালেয় নামে কথিত, বোধ হয় ইহাই বর্ত্তমান বালিয়া জিলা। বলিরাজার রাণী সুদেষ্ণাগর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, যাহাদের নামানুসারে এই পঞ্চরাজ্যের নামকরণ হয়। মহারাজ এই সকলরাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বর্ণসকল স্থাপিত করিয়া শান্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। (২) মহাভারতও ইহার সমর্থন করিয়াছেন। (৩)

বঙ্গে আর্য্য-নিবাস

ভারতে আর্য্যনিবাস স্থাপনজন্য অনার্য্যগণ সঙ্গে যে ভীষণযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে পরাজিত অনার্য্যগণ পর্ব্বত ও দ্বীপাদিতে আশ্রয় লইয়াছিল, মহাভারতে দ্বীপবাসী ম্লেচ্ছ, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি অনার্য্যজাতির উল্লেখ আছে। অনার্য্যসেবিত দ্বীপসকল রাজন্যবর্গের দৃষ্টিআকর্ষণ করিলে, দিগ্বিজয় উপলক্ষে ক্ষত্রিয়গণ আসিয়া রাজ্যাধিকার ও নবরাজ্য-প্রতিষ্ঠা করেন; এবং বাণিজ্যার্থে ও খাদ্যাদি যোগাইবার জন্য বৈশ্যগণের

---

(২) "সতুর্বলির্বভূব নৃপতি পুরা।
পুত্রানোৎপাদয়ামাস পঞ্চবংশাকরান্‌ভুবি।
অঙ্গপ্রথমতো যজ্ঞে বঙ্গাঃ সূহ্মস্তথৈব চ ;
পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চ তথাবালেয়ক্ষত্রমুচ্যতে।
তেষাং জনপদাঃ পঞ্চ অঙ্গ বঙ্গঃ সূহ্মস্তথা।
কলিঙ্গ পুণ্ড্রকাশ্চৈব প্রজাস্ত্বঙ্গস্য মে শৃনু।
চতুরো নিয়তান্‌ বর্ণান্‌ তত্রস্থাপয়িত্বাভুবি।
ইত্যুক্তা বিভুনা রাজা বলিঃ শান্তিং পরং ব্রজেৎ॥ খিলহরিবংশ।

(৩) অঙ্গ বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্র সূহ্মশ্চতে সুতা।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনাম কথিতা ভুবি।
১০৪।৫০ অঃ. আদিপর্ব্ব মহাভারত.

আগমন হয়, পরে ধর্ম্মচর্য্যার প্রয়োজনে ব্রাহ্মণমণ্ডলীর আগমন, একান্ত সম্ভবপর, সুতরাং বামনপুরাণ-বর্ণিত আর্য্যনিবাসের কথা অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। রাজসূয়যজ্ঞ উপলক্ষে ভীমের দিগ্বিজয়ে পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেবের বঙ্গাধিপ চন্দ্রসেন ও সমুদ্রসেনের পরাজয়, প্রাক্‌জ্যোতিষ বা কামরূপে ভগদত্ত রাজার বাস ইত্যাদি প্রাচীন আর্য্যনিবাসের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (৪) যথাক্রমে এই পঞ্চরাজ্যের ভৌগলিক তত্ত্বসকল সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

অঙ্গরাজ্য

মগধ (কিকট) বা বর্ত্তমান বেহার প্রদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে সমুদ্র-গর্ভোত্থিত প্রাচীন অঙ্গরাজ্য। ইহা ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জিলার অংশ বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন। মহারাজ দুর্য্যোধন স্বীয় বন্ধু মহাবীর কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের অধিপতি করিয়াছিলেন এইরূপ মহাভারতে উল্লেখ আছে। পালরাজগণের রাজত্বসময় ঐ দেশ গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অথর্ব্ববেদে ও রামায়ণে অঙ্গরাজ্যের উল্লেখ থাকায় ইহার প্রাচীনত্ব ও আর্য্যনিবাস বিঘোষিত হইতেছে।

বঙ্গরাজ্য

বঙ্গ অতি প্রাচীন দেশ, পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশই পুরাতন বঙ্গরাজ্য। পুরাকালে রঙ্গপুরের দক্ষিণে যেখানে গঙ্গা ও ব্রহ্ম-পুত্রের মিলন হইয়াছিল, সম্ভবত তদ্দক্ষিণ ও গঙ্গার পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী সমুদ্রপর্য্যন্ত ভূভাগই বঙ্গনামে প্রসিদ্ধ

---

৪) সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥ সভাপর্ব্ব মহাভারত।

অপরঞ্চ—পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনা স্মৃতা।
অন্ধ্রা দক্ষিণতো বীরঃ তুরুস্কাস্তপি চোত্তরে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাশূদ্রস্তেস্তত্র বাসিনঃ॥ ১৩ অঃ বামণপুরাণ।

ছিল। পূর্ব্বে বঙ্গের বর্ত্তমান আকার ছিল না, সমতটপ্রদেশ মহাভারতীয়-যুগে লোকচক্ষুর বহির্ভূত ছিল। ভীম বঙ্গাধিপ চন্দ্রসেন ও সমুদ্রসেনকে পরাজয় করিয়াছিলেন; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মহাবীর সাত্যকির হস্তে বঙ্গরাজের নিধন-বৃত্তান্ত উল্লেখ আছে। রামায়ণে রঘুর দিগ্বিজয়ে, ভগীরথের গঙ্গা আনয়নে বঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যাহারা সেনরাজাদিগের সময় বঙ্গে আর্য্যাগমনের পক্ষপাতী তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ সকল পাঠ করিবেন। সম্রাট অশোকের সময় সমতট অর্থাৎ ঢাকা ও ত্রিপুরা জিলাস্থ ভূমিসকল সমুদ্রগর্ভ হইতে জাগিয়া উঠে এবং লোকের বসতির কথা চীনপরিব্রাজক হিউষেনসেঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ আছে। তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণে অশোকস্তম্ভ ৬৪৫ খৃঃ অব্দে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জরাজ যশোধর্ম্মার বঙ্গবিজয়ে সমতট রাজার নাম আছে। মহারাজ শশাঙ্কদেবের রাজত্ব সময় সমতট গৌড়রাজ্যান্তর্গত হইয়াছিল।

ভাগীরথীর পশ্চিম তটপ্রান্তভূমি যাহা বর্ত্তমান রাঢ় বা মুর্শীদাবাদ জিলার অধীন, তাহাই প্রাচীন সুহ্মরাজ্য। পূর্ব্বে রাষ্ট্রকুলপতিগণ

সুহ্মদেশ

এরাজ্যে রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের নামানুসারে জৈনগ্রন্থে ইহার নাম লাঢ়;—লাঢ় হইতেই রাঢ়শব্দের উৎপত্তি। সুহ্মের দক্ষিণে দামোদর নদী। এইরাজ্যে দেববংশীয় রাজগণ কর্ণপুর বা কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহারাজ শশাঙ্ক-দেবের সময় ইহা গৌড়রাজ্যভুক্ত হয়। গ্রীকঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস্ গঙ্গারিডি নামক যে জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন ইহাই সেই প্রাচীন সুহ্মদেশ।

বর্ত্তমান উড়িষ্যা ও গোদাবরী নদীপর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগই প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যান্তর্গত। উড়িষ্যা যখন উৎকলনামে কথিত হইয়াছিল

তৎকালে প্রাচীন কলিঙ্গের দক্ষিণাংশটুকুই কলিঙ্গরাজ্যনামে খ্যাত হইয়াছে। পুরাণে ইহার নাম ওড্রদেশ। পুরাকালে এই রাজ্য দাক্ষিণাত্যসীমামধ্যে ছিল, ইহাই মনুপ্রোক্ত বৃষল বা অনার্য্যসেবিত রাজ্য। প্রাচীন বাণিজ্য-কেন্দ্র তাম্রলিপ্ত এই কলিঙ্গরাজ্যভুক্ত ছিল। সম্রাট অশোক কলিঙ্গরাজ্য বিজয় সময় লক্ষ লক্ষ লোক নিহত করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, গ্রীককথিত গঙ্গারিডি রাজ্যের অন্তর্গত কলিঙ্গ।

প্রাচীন কলিঙ্গ

অঙ্গদেশের পূর্ব্ব ও প্রাকৃজ্যোতিষ বা কামরূপরাজ্যের পশ্চিমদিকস্থ ভূমিই পুণ্ড্রদেশ, যাহা বরেন্দ্রভূমি নামে খ্যাত। ইহা অতীব প্রাচীন রাজ্য; শতপথ ব্রাহ্মণে এইরাজ্যে পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, মুতির প্রভৃতি জাতির বাসের কথা আছে। মহা-ভারতীয় যুগে ইহা আর্য্যরাজার শাসনাধীন ছিল। পুণ্ড্রাধিপ ক্ষত্রিয়রাজ বাসুদেব সঙ্গে ভীমের দিগ্বিজয় সময় যুদ্ধ, পুণ্ড্ররাজ বাসুদেবের রাজসূয় যজ্ঞে গমন, দ্বারকাপুরী আক্রমণ ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পুণ্ড্ররাজ বাসুদেবের নিধনবৃত্তান্ত সকল মহাভারতে সবিস্তার উল্লেখ আছে। মহারাজ জরাসন্ধ সঙ্গে বাসুদেবের আত্মীয়তা ছিল; সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতে এখানে আর্য্যনিবাসের প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রত্ন-তত্ত্ববিৎগণ বলেন বর্ত্তমান মালদহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুরই পুণ্ড্ররাজ্য; মালদহের অন্তর্গত পাণ্ডুয়ানগর, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন গৌড়ের প্রাচীন রাজধানী।

পুণ্ড্ররাজ্য

মনুসংহিতায় পুণ্ড্র, ওড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশবাসী ক্ষত্রিয়গণ ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রত্বে পরিণত হওয়ার উল্লেখ আছে। (৫) তদবলম্বনে নব্যস্মৃতিকর্ত্তা বঙ্গদেশের

(৫) পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥ ৪৪।১০ অঃ মনু।

ক্ষত্রিয়গণ শূদ্র এমত ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদিগকে দাসশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন যদ্ধেতু পণ্ডিতগণ মনুর নামে অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশে আগমন করিলে জাতিভ্রষ্ট হইবার বচন রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মনু কথিত পুণ্ড্র কি বরেন্দ্র দেশ না অন্য কোন পুণ্ড্ররাজ্য তাহাই আলোচ্য। আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি **মনুর সময় বঙ্গের অস্তিত্বই ছিলনা**। সুতরাং এই পুণ্ড্র কোনমতেই সম্ভবপর নহে বিশেষতঃ মহাভারতে "অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্রদেশবাসিগণকে সুজাতি উত্তমশ্রেণীভুক্ত, শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন"। (৬)

বিশ্বকোষে চারিটি পুণ্ড্ররাজ্যের কথা আছে, তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যে যে পুণ্ড্রদেশ আছে, তাহা অনার্য্যরাজ্য। ঐ পুণ্ড্ররাজ্যের নিকটবর্ত্তী দ্রাবিড় এবং ওড্রদেশ মনুকথিত অনার্য্যদেশ। ভারতের আদিনিবাসী বেদোক্ত দস্যু বা অনার্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বিতাড়িত হইয়া যেসকল দেশে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাই অনার্য্য বা শূদ্ররাজ্য বলিয়া কথিত। তথায় বাস করিলে পতিতের কারণ হয়। অনার্য্যগণ দাক্ষিণাত্যের পুণ্ড্র, দ্রবিড়, ওড্র দেশে আশ্রয় লইয়াছিল সুতরাং মনু ইহাদিগকে বৃষল বলিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যবাসিগণ পূর্ব্বে অনার্য্য ছিল। দ্রবিড় দেশ আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলেও অনার্য্যগণ তথায় বাস করিয়াছিল, আর্য্যগণ কেবল প্রভু হইয়াছিলেন, বাস করেন নাই। স্বর্গগত মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমাণ করিয়াছেন "আর্য্যাবর্ত্তের সাধারণ লোক আর্য্য, দাক্ষিণাত্যের সাধারণ লোক অনার্য্য"। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মুর সাহেব দাক্ষিণাত্যবাসীকেই অনার্য্য বলিয়াছেন। অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও

(৬) অঙ্গাবঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ শানবত্যা গয়াস্তথা।
সুজাতয়ঃ শ্রেণীমন্তঃ শ্রেয়াংস শস্ত্রধারিণঃ।
আহাষুঃ ক্ষত্রিয়া বিত্তং শতশোঽজাতশত্রবে॥ ১৭।৫১ অঃ সভাপর্ব্ব।

সুহ্মদেশ একত্র সমাবেসিত; এবং সকলই এক সময়ে মনুষ্যবাসের যোগ্য হইয়াছিল। মনুর সময় যখন এইসকল দেশ সাগরগর্ভে ছিল তখন উক্ত শ্লোকের প্রতিপাদ্য এই পুণ্ড্র নহে; বিশেষতঃ পুণ্ড্র অনার্য্য হইলে অঙ্গ, বঙ্গ উল্লেখ না হওয়ার কারণ কি? ইহা নব্য স্মৃতিকর্ত্তার বঙ্গবাসী ক্ষত্রিয়-গণকে শূদ্রে পরিণত করার কৌশল!

অপর দুইটি পুণ্ড্ররাজা সম্বন্ধে জানা যায় এক পুণ্ড্র বরেন্দ্র ভূমির উত্তর, ভোটানের দক্ষিণ, হিমালয়প্রান্তবর্ত্তী স্থান, সম্ভবতঃ কোচবিহার ও জলপাইগুরি প্রদেশ। দ্বিতীয়টি বর্দ্ধমান জিলার কতক অংশসহ দামোদর নদীতটস্থ ভূমি, যেখানে পোড় বা পোঁদ প্রভৃতি জাতির বাস। পণ্ডিতগণ পুণ্ড্রশব্দের অপভ্রংশকেই পোড় বা পোঁদ জাতি বলিয়া মনে করেন। মেস্তর উইলিয়ম সাহেব রাঢ় দেশের দক্ষিণভাগ (মেদিনী-পুর) পুণ্ড্ররাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং বিশ্বকোষ প্রদর্শিত চারিটি পুণ্ড্র মধ্যে তিনটিই বর্ত্তমান বঙ্গদেশের অন্তর্গত, একটি দাক্ষিণাত্যে, যাহাই মনু কথিত পুণ্ড্র। অতি প্রাচীনকালে সমস্ত এসিয়া মহাদেশ আর্য্যগণের অধিকৃত এবং চাতুর্ব্বণ্যের বাস ছিল; কালে সেই দেশের ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ আর্য্যধর্ম্মের বহিষ্কৃত হইয়া বৃষল নামে কথিত হইয়াছে। মনুর বচনে, চীন পারদ (পারস্য) কাম্বোজ (তিব্বত) যবন (আরব) খশ (খসিয়া) শক (তুর্কীস্থান) কিরাত (চট্টগ্রামপর্ব্বত) ইত্যাদি দেশসকলেও আর্য্যগণ বাস করিতেন প্রমাণ হয়; এবং তাঁহারাই বেদের ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্মের বহিষ্কৃত হইয়া বৃষল বা শূদ্রশ্রেণীতে পরিণত।

পুরাতনকাহিনী।

আমরা ইতিহাস অধ্যায়ে মৌর্য্যসম্রাট্‌দিগের অভ্যুত্থান মাত্র বলিয়াছি; এখানে তাঁহাদের ও পরবর্ত্তী রাজগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণনা করিব। মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত আর্য্যাবর্ত্তের একাধিপত্য লাভ করিয়া

পাটলিপুত্র বর্ত্তমান পাটনানগরে রাজধানী স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক-গণ চন্দ্রগুপ্তকে গ্রীকসেনাপতির কন্যা বিবাহ করার কথা বলিয়াগিয়াছেন কিন্তু বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস এই ভ্রমসংশোধনপূর্ব্বক ২য় চন্দ্রগুপ্তকে সেলুকসের কন্যার পাণিগ্রহণের প্রমাণ করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব হইতেই ভারতের প্রকৃত ইতিহাস যুগারম্ভ। চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনাধিকারে তাহা প্রচার করেন, এইসময়হইতেই বৈদিকধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতে থাকে। চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন, তাঁহার বৈশ্য-স্ত্রীগর্ভসম্ভূত পুত্রই মহারাজ বিন্দুসার। বিন্দুসার রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি চম্পানগরীর এক ব্রাহ্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তৎগর্ভে মহাপ্রতাপশালী অশোকের জন্ম। উক্ত ব্রাহ্মণকন্যা পুরমহিলাগণের চক্রান্তে প্রথমে অন্তঃপুরে নাপিতানীর কাজ করিতেন, এই জন্যই ২য় চন্দ্রগুপ্ত নাপিতানীর গর্ভজাত প্রবাদ।

মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত

খৃঃ পূঃ ৩২৪ অব্দে অশোক মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তাঁহার অপর নাম প্রিয়দর্শী, ২য় চন্দ্রগুপ্ত নামেও তিনি কথিত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে ভারতে কোন রাজাই একছত্র সম্রাট-রূপে পূজিত হন নাই। তিনি ভারত দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন—এক কলিঙ্গরাজ্য অধিকার সময় লক্ষ লোক নিহত ও পঞ্চদশসহস্র লোক দাসত্বশৃঙ্খলে বন্দী হয়। অশোকের রাজত্ব পশ্চিমে আফগানিস্থান, পূর্ব্বে সাগর, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে মহিশূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন, রাজানুশাসনে ভারতের সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল। তিনিই গ্রীক্-সেনাপতি সেলুকসের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। এইসময় গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ অশোকের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসন

ভারতসম্রাট অশোক

নীতিসকল প্রস্তর ফলকে খোদিত হইয়া স্থানে স্থানে প্রোথিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা আবিষ্কার হইয়া ভারতে হিন্দুরাজার প্রাচীন গৌরব প্রচার করিতেছে। তাঁহার রাজত্বে শিল্পকলা, বাণিজ্য, কৃষি, বৈদেশিক রাজাদিগের সহিত সংশ্রব, রাজপ্রতিনিধি নিয়োগ, লোক-গণনা, নগর-সৌষ্ঠব, সংবাদবাহক ও লিথক, জন্মমৃত্যু তালিকা, সৈনিকবিভাগ, রণ-সমিতি, রাজস্ববিভাগ, মন্ত্রণাসমিতি, পূর্ত্তকার্য্য, দণ্ডবিধি, মাদকদ্রব্য সেবননিষেধবিধি, গুপ্তচর নিয়োগ, বিদ্যালয়, স্থপতিবিদ্যা, পশুপালন, জীববধ-নিবারণবিধি, বৌদ্ধসংঘস্থাপন, দরবার, মৃগয়া ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের রাজনৈতিক ব্যবস্থাসকল প্রণয়ন ও সর্ব্বত্র প্রচলন হইয়াছিল। দণ্ডবিধি-দ্বারা উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকে এক সাম্যনীতির অধীন করিয়াছিলেন। তৎকালে ভারতীয় হস্তিদন্ত, মসলিনবস্ত্র, প্রবাল ও মণিমুক্তাদি সুদূর ইউরোপে প্রেরিত হইত। বৌদ্ধশ্রমণকগণ ভারত ছাড়িয়া দ্বীপ দ্বীপান্তরে ও মহাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতেন। মৌর্য্যসম্রাটগণের রাজকার্য্যসকল রাজূকগণ দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত; কায়স্থগণই রাজূক, রাজ-করণিক, কায়েথ, ঠক্কুর প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন। ইঁহারাই রাজ্যের সকল বিভাগে কর্ত্তা ছিলেন, ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বিলোপ হইয়াছিল। মৌর্য্যরাজত্বই ভারতের উন্নতি ও ইতিহাসের সুবর্ণযুগ। ৩৭ বৎসর রাজত্বের পর অশোক সংসার পরিত্যাগ করেন। তৎপর মৌর্য্যবংশীয় নয় জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৩৭ বৎসর রাজত্বের পর শেষ রাজা মন্ত্রী পুষ্পমিত্র কর্ত্তৃক নিহত হন।

বিষ্ণুপুরাণে মহানন্দিসুত (চন্দ্রগুপ্ত) পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়ান্ত-কারী হইবেন, এবং তদবধি শূদ্রভূপালগণ পৃথিবীপতি হইবেন এমত উক্ত হইয়াছে। পুরাণের এই উক্তির সারবত্তা নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি আলোচনা করিয়া সুধী পাঠক নির্দ্ধারণ করিবেন। পরশুরাম

ভারতকে নিক্ষত্রিয় করিতে পারেন নাই, ক্ষত্রিয় বিলোপ হইলে তিনি প্রথমে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকর্ত্তৃক এবং পরবর্ত্তী কালে মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্মদেবের হস্তে কিরূপে পরাস্ত হইয়াছিলেন? একবিংশতিবার নিক্ষত্রিয় করা অর্থে একুশবার ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বহু ক্ষত্রিয় নিধন করা বুঝা যায়। নিক্ষত্রিয় হইলে এই বিষ্ণুপুরাণমতেই কলির ২২৫০ বৎসর পর্য্যন্ত কিরূপে ক্ষত্রিয়গণ ভারত শাসন করিলেন? সুতরাং বলিতে হইবে ইহা অতিশয় উক্তি। দ্বিতীয়তঃ, মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতিকে শূদ্র বলিবার হেতু কি? মৌর্য্যসম্রাড্‌গণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আর্য্যধর্ম্মকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। কোথায়ও বৈদিক যাগ, যজ্ঞ, পশুবধাদি ক্রিয়া হইবার সম্ভাবনা ছিল না; এমন কি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের চিহ্ন-যজ্ঞসূত্র পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। সর্ব্বত্র "অহিংসাপরমধর্ম্ম" এই মহামন্ত্র প্রচারিত হইত, উচ্চনীচ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের পার্থক্য রহিত হইয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকার ও সাম্যনীতির প্রচার হইয়াছিল। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ প্রধান ছিলেন; বিচারাদালতে, মন্ত্রিত্বে, সমাজে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য ছিল। মৌর্য্যসম্রাড্‌গণ এই সব দূর করিয়া কায়স্থদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এমন কি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাসকল ব্রাহ্মণদিগের হাত হইতে কাড়িয়া নিয়া মহাধর্ম্মপাত্র নামে একটি নূতন পদের সৃষ্টি করেন। যাহারা চিরকাল ভূদেব বলিয়া পূজিত ও সমাজের দণ্ডমুণ্ডের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ছিলেন। মৌর্য্যসম্রাট-গণ নিকটে সেই ব্রাহ্মণগণ মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, ধূর্ত্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণরোষাগ্নী ভীষণরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পরশুরাম শাণিতাস্ত্র প্রয়োগদ্বারা যাহা করিতে পারেন নাই, ব্রাহ্মণগণ লেখনি-অস্ত্রধারণ করিয়া প্রাচীন মুনিঋষি-প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থসকলের উপর কলম

ক্ষত্রিয়গণের শূদ্রত্বের কারণ

চালাইয়া বিধিসকল পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও নূতন সংস্কলন দ্বারা ভারতে আর্য্যরাজত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের বিলোপ ঘোষণা করিলেন; হঠাৎ ক্ষত্রিয় সমাজ শূদ্রত্বে পরিণত হইল। "শূদ্র রাজার রাজ্যে বাস, শূদ্রের দান ও অন্নগ্রহণ, শূদ্রের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিলোপের কারণ" ভ্রমেও তাহা স্মরণ করিলেন না। ক্ষত্রিয়গণ শূদ্র হইলেও তাঁহারাই পুরোহিত রহিলেন।

খৃঃ পূর্ব্ব ২৩৫ অব্দে পুষ্পমিত্র মগধের সিংহাসন অধিকার করিলেন। ইনি শাকদ্বীপী শুঙ্গমিত্রবংশ নামে খ্যাত। ইনি বৈদিক ধর্ম্মপ্রচার করেন এবং জীববধ প্রবর্ত্তিত করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন। ১৪৭ বৎসর রাজত্বের পর এই বংশীয় দেবভূতি গোপনে নিহত হইলেন, ব্রাহ্মণমন্ত্রী কাণ্বংশীয় বাসুদেব রাজা হয়েন। কাণ্বরাজগণ মাত্র ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এইসময়ে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পশ্চিমাংশ শকরাজগণ-কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। পুরাণে মৌর্য্য, শুঙ্গ, কাণ্বরাজগণের সমসাময়িক অন্ধ্র, আভীর, শক, যবন, তুষার, মরু ও হূনবংশীয়দিগের ও যৌধেয় রাজগণের বিজয়বৃত্তান্ত উল্লেখ আছে।

সুঙ্গ ও কাণ্বরাজ বংশ

শকরাজগণ মধ্য এসিয়ার তুষার-নামক রাজ্যে বাসনিবন্ধন তুখারি এবং কুষাণ নামে অভিহিত। অল্পকাল মধ্যে শকগণ দক্ষিণে বিন্ধ্য, পূর্ব্বে মগধ, পশ্চিমে পারস্যের সীমা পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তৃতি করিয়াছিলেন। শকগণ ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব ধ্বংস করিয়া সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। শকরাজ কনিষ্ক বাহুবলে আধিপত্য লাভ করিয়া সম্রাট্ হইয়াছিলেন এবং খৃঃ ৫৭ অব্দে যে শক প্রবর্ত্ত করেন তাহা হিন্দুস্থানে অদ্যাপি শকাব্দনামে প্রচলিত। সম্রাট্ কনিষ্কের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান পন্থার

শক-সম্রাট কনিষ্ক ও তান্ত্রিকধর্ম্ম

সমধিক আদর হয়। এই মহাযানপন্থাই বৈদিকধর্ম্মের অনুগত করারজন্য তান্ত্রিকধর্ম্মের সৃষ্টি। সম্রাট্ কনিষ্কের চেষ্টায় বৌদ্ধশ্রমণক ও বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের সম্মিলনেই নবধর্ম্ম তন্ত্রের অভ্যুত্থান। বৌদ্ধমহাযানপন্থার প্রবর্ত্তকগণই **তান্ত্রিকধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা ও তান্ত্রিকাচার্য্য নামে খ্যাত**। কুমারিলভট্ট এই তান্ত্রিকধর্ম্মকে বঙ্গে প্রকৃষ্টরূপে প্রচার করেন। বৌদ্ধগণ গীতা, উপনিষৎ-প্রভৃতি বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থ গ্রহণ ও মহাদেবের পূজা করিলেন; ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধদেবকে অবতারস্বরূপে শাস্ত্রে স্থান দিলেন; কিছুকাল বৌদ্ধ ও বৈদিকের বিরোধ প্রশমিত হইল। বুদ্ধগয়ার মহন্তদিগের সমাধি উপরে শিবলিঙ্গ স্থাপন এবং জগন্নাথ বুদ্ধদেবের পূজাই ইহার সবিশেষ প্রমাণ। মহাযান ধর্ম্ম-প্রচারক নাগার্জ্জুন বৌদ্ধসমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হইতেছেন।

শকসেনী কায়স্থ

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে বর্ণিত আছে—শকাধিপত্যে রজিক বা কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব খর্ব্ব করার জন্য, যাঁহারা শকরাজপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই 'শকসেন' নামে পরিচিত; এই শকসেনদিগের বংশধরগণ অদ্যাপি কায়স্থসমাজের একটি প্রধান শ্রেণীরূপে বর্ত্তমান আছেন। ভারতে তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত শক বা কুষাণদিগের অধিকার ছিল। আর্য্যাবর্ত্তে শকাধিকার বিলুপ্ত হইলে দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রবংশীয় রাজগণের আশ্রয়ে শকসেনগণ উচ্চরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন, এমন কি, তাহাদের মধ্যে কেহ রাজকন্যা বিবাহ করিয়া রাজত্বেরও অধিকারী হইয়াছিলেন। ইতিহাসে ঐ রাজবংশ সাতবাহন নামে প্রসিদ্ধ। এই বংশের সালিবাহন শকাব্দ-প্রচলন করেন। মৌর্য্য ও শকরাজগণের সময় কায়স্থগণ আপনাদের অধিকারের চরম উন্নতি করিয়াছিলেন।

শকাধিকার বিলুপ্তের পরই আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্তাধিকার প্রবল হয়।

গুপ্তরাজগণ জাতিতে বৈশ্য ছিলেন। বৈশ্যগণ ধন ও জনবলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শকাধিকার বিলোপপরই রাজশক্তি বিস্তারে অগ্রসর হন, ব্রাহ্মণগণ সময় বুঝিয়া ইহাদিগের পক্ষাবলম্বন করেন। গুপ্তবংশীয় ঘটোৎকচ ২৯০ খৃঃ অব্দে যে রাজ্যস্থাপন করেন, তৎপুত্র চন্দ্রগুপ্তের শক্তিপ্রভাবে অযোধ্যা, প্রয়াগ, মথুরা, মগধ, অনুবঙ্গ, নেপাল প্রভৃতি রাজ্য অধিকৃত হইয়া গুপ্তসাম্রাজ্য বৃদ্ধি হয়। চন্দ্রগুপ্ত আর্য্যাবর্ত্তের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া ৩১৯ খৃঃ অব্দে মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। নেপাল-রাজকন্যা নিচ্ছিবিবংশীয় কুমারদেবীকে তিনি বিবাহ করেন, তৎগর্ভে সম্রাট সমুদ্র-গুপ্তের জন্ম। চন্দ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন, তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা দৃষ্টে ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাকে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি প্রদান করেন।

গুপ্তসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য

সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রথমেই দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, দাক্ষিণাত্যেই তাঁহার প্রথম অভিযান। তিনি দক্ষিণ কোশল, উড়িষ্যা, কলিঙ্গ, গঞ্জাম, কেরল, কাঞ্চি প্রভৃতি সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া বহু ধনরত্নসহ দুই বৎসর পরে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া এক বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পুষ্পমিত্রের পর আর কেহই এই যজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ হন নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের প্রতিমূর্ত্তি লক্ষ্ণৌচিত্রশালায় রক্ষিত আছে। তাঁহার রাজত্ব সময়ে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের তটান্তর্বর্ত্তী প্রদেশ সমুদ্র হইতে অনেক জাগিয়া উঠিয়া বহুজনাকীর্ণ হয়। এই প্রদেশই সমতটনামে প্রসিদ্ধ; ইহা বর্ত্তমান ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা ও ফরিদপুরান্তর্গত ভূমি, পরবর্ত্তী কালে ঢাকা ত্রিপুরাকে সমতট বলাহইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়বৃত্তান্ত পৌণ্ড্র (বরেন্দ্র) ও সমতটরাজের পরাজয় বর্ণিত আছে।

সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত ও অশ্বমেধযজ্ঞ

এ সময় সংস্কৃতসাহিত্য উন্নতি লাভ করে, অশোকস্তম্ভ সকলে তাঁহার দিগ্বিজয়-বৃত্তান্তসকল ছন্দে বন্ধে লিখিত আছে। তিনি শিবভক্ত ছিলেন, শিবপূজার প্রচার সমধিক করিয়াছিলেন; এই পূজার আড়ম্বর নাই, দীক্ষিত অদীক্ষিত, স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই, সকলেই কেবল বিল্বপত্র, জল ও বনপুষ্প দিয়া পূজা করিতে পারেন। বঙ্গদেশে শিবপূজার এতদূর প্রবলতা হইয়াছিল যে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই শিবপূজা করিত, শিবগীত গাইত।

গুপ্তরাজগণ ও ব্রাহ্মণ-প্রভাব

৩৭৫ খৃঃ অব্দে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার দিগ্বিজয়-কাহিনী দিল্লীর লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে। তাঁহার রাজত্বে বহির্বাণিজ্য বিস্তার, রাজ্যের উন্নতি, প্রজার-সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছিল, জীবহিংসারহিত হইয়াছিল, অন্ত্যজ লোক ভিন্ন কেহ মদ্য, মাংস, রসুন, পেয়াজ স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেন না। কেহ বলেন, নবরত্নের সভা এই সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কেহ বলেন, দাক্ষিণাত্যে চালুক্যরাজ ২য় পুলকেশরীর সভায় মহাকবি কালিদাস, ভারবি প্রভৃতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। ২য় চন্দ্রগুপ্ত একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই বংশীয় মাধবগুপ্ত বা আদিত্য সেনের শিলালিপিতে মাধবের নামে পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি আছে। সুবর্ণমুদ্রা গুপ্তরাজগণের সময় প্রচলিত হইয়াছিল। কুমার গুপ্ত, স্কন্ধগুপ্ত, পুরগুপ্ত, নরসিংহ গুপ্ত, ২য় কুমারগুপ্ত প্রভৃতির রাজত্ব পরে ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্যভাগে মগধ মৌখরিরাজ যশোবর্ম্মার অধিকার ভুক্ত হয়। গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণগণের ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের অধীনে ব্রাহ্মণগণ রাজকার্য্যে পূর্ব্বাধিকার প্রাপ্ত হন, গ্রামপতি ও ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য ব্রাহ্মণগণ এক চেটিয়া করিয়াছিলেন। বৈদিকধর্ম্ম পুনরায় আধিপত্য লাভ করিলে

মন্বাদিকথিত শাস্ত্ররূপ কল্পবৃক্ষের শাখাপ্রশাখা সকল ভগ্ন, চূর্ণ ও বিমর্দ্দিত করিয়া সনাতন বেদের অধ্যয়নাদি রহিতে পুরাণ ও তন্ত্রাদির অভিনব সংস্কার মুনিঋষির নামব্যবহারে প্রকাশ হইয়াই ব্রাহ্মণেতর বর্ণসকল শাস্ত্রপাঠে বঞ্চিত হইয়া শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, সর্ব্বপাপ-বিনাশক, মোক্ষপ্রদায়ক বেদোক্ত ব্রহ্মের নাম 'প্রণব' মন্ত্রটি উচ্চারণ করিলে জিহ্বাচ্ছেদ, শ্রবণ করিলে কর্ণে উষ্ণতৈল ঢালিয়া দিয়া মৃত্যু-দণ্ডের বিধান হইয়াছিল, শাস্ত্ররূপ নাগপাশ-বন্ধনে ভারতবাসীর চিরান্ধ-কারে নিহীত হইয়া অবনতির পথে যাইবার এই হইতেই সূত্রপাত হইয়াছিল।

গুপ্তসাম্রাজ্যের অধঃপতনসময়ে সামন্তরাজ মালবের যশোবর্ম্মা পুনাধিপ মিহিরকুলকে পরাজয় করিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, পশ্চিমে আরবসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। যশোবর্ম্মার মৃত্যুর পর মৌখরিবংশীয় ঈশানবর্ম্মা ও তৎপুত্র সর্ব্ববর্ম্মা উত্তরাপথের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তৎপরই স্থানীশ্বরে বর্দ্ধনবংশের অভ্যুদয়। বর্দ্ধন-বংশীয় রাজগণ বৈশ্যকুলোদ্ভব। তাম্রলিপি ও পুস্তকাদিতে জানা যায় বৈশ্যরাজ প্রভাকরবর্দ্ধন স্থানীশ্বর কুরুক্ষেত্রে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন নামে দুইপুত্র ও রাজ্যশ্রী নামে এক কন্যা জন্মে; কান্যকুব্জরাজ গ্রহবর্ম্মার সহিত রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। মালব-রাজ কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়া গ্রহবর্ম্মাকে নিহত ও রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী করেন, রাজ্যবর্দ্ধন এই সংবাদ শ্রবণে মালবাধিপতিকে পরাজয়-পূর্ব্বক ভগিনীকে উদ্ধার করেন; কিন্তু মালবরাজের আত্মীয় গৌড়াধিপ রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করিলে, হর্ষবর্দ্ধন স্থানীশ্বরের সিংহাসন প্রাপ্ত

যশোবর্ম্মা
সম্রাট্
হর্ষবর্দ্ধন

হইয়া ভ্রাতৃহন্তার প্রতিশোধ দিবার জন্য দিগ্বিজয়ে গমন করেন। এইসময় পুণ্ড্র ও বঙ্গরাজ্য মিলিত হইয়া গৌড় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন গৌড়াধিপকে পরাজয় করেন, কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মা গৌড়ের রাজা হইবার জন্য হর্ষবর্দ্ধনের আনুগত্য স্বীকার করেন। এইসময় সুহ্মদেশে শশাঙ্কদেব রাজত্ব করিতেন, হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি কিছুকালের জন্য কলিঙ্গের বন-প্রদেশে আশ্রয় লন। হর্ষবর্দ্ধন দিগ্বিজয় করিয়া ভারতসম্রাট্‌রূপে কান্যকুব্জে রাজধানী করেন। ৬৪৮ খৃঃ অব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইলে তদীয় ব্রাহ্মণমন্ত্রী অরুনাশ্ব আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর হন। হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

মানব-তত্ত্ব।

নবম অধ্যায়—বঙ্গে কায়স্থরাজগণ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে শকসেনবংশীয় কায়স্থগণের রাজ্যপ্রাপ্তির বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। গুপ্তাধিকারে রাজ্যশাসনবিভাগে লেখক, কর্ম্মাধ্যক্ষ, অমাত্য, ভৌলিক, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, অধিকরণিক, বিষয়পতি, মহত্তর, মহামাণ্ডলিক প্রভৃতি পদগুলি কায়স্থদিগের করায়ত্ত ছিল। তাম্রশাসনাদিপাঠে জানা যায় কায়স্থগণ আপনাদের নাম সঙ্গে দত্ত, মিত্র, বর্দ্ধন, ঘোষ, সেন, পালিত, কুণ্ড, নাগ, নন্দী ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করিতেন। গুপ্তাধিকার বিলুপ্তের পর শাসনবিভাগীয় উচ্চপদস্থ কায়স্থগণ অনেকেই সামন্তরাজশ্রেণীতে পরিণত, কেহ বা স্বাধীন-পতাকা উড়াইয়াছিলেন। কায়স্থবংশীয় সামন্তরাজ দুর্ল্লভবর্দ্ধন কাশ্মীরপতি বলাদিত্যের কন্যা অনঙ্গলেখাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হন, এই কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনবংশীয় ষোল জন রাজা একাদিক্রমে বহু বৎসর কাশ্মীরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

কায়স্থের পদ্ধতি ও অধিকার

আমরা বটুভট্টের কুলগ্রন্থমতে ভাগীরথীতটে মুরসীদাবাদের সন্নিকট কর্ণপুর বা কর্ণস্বর্ণে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় দেববংশীয় রাজা কর্ণসেনের রাজত্ব কথা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। ষষ্ঠশতাব্দীর শেষে এই দেববংশে শশাঙ্কদেব জন্মগ্রহণ করিয়া সুহ্মদেশে রাজত্ব করিতেন। সম্রাট্ অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের পর এরূপ প্রবল নৃপতি আর কেহ হন নাই। তিনি সুহ্ম, বঙ্গ, ও পুণ্ড্রদেশ একত্র করিয়া গৌড়নামে এক

মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেব

বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন সঙ্গে তিনি পরাস্ত হইয়া কলিঙ্গে আশ্রয় লন, কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মা গৌড়েশ্বর হন। হর্ষবর্দ্ধন দুই বৎসর পর কান্যকুব্জে প্রত্যাগত হইলে মহারাজ শশাঙ্কদেব বহুবল সংগ্রহ করিয়া ভাস্করবর্ম্মাকে পরাজয়পূর্ব্বক হৃতরাজ্য উদ্ধার করত গৌড়-বঙ্গ-মগধের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাম্রশাসনে "মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেব চতুরুদধি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরিপত্তনবতী-বসুন্ধরার অধীশ্বর কীর্ত্তিত হইয়াছেন"। শিবোপাসক শশাঙ্কদেব বৌদ্ধধর্ম্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন; তাঁহার আজ্ঞায় বোধিদ্রুম উৎপাটিত, বৌদ্ধস্তূপসকল ধ্বংসিত, সংঘসকল বিনষ্ট হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইয়াছিল। শশাঙ্কদেবের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ বা কানসোণার ভস্মাবশেষ অদ্যাপি কায়স্থকুলশিরোমণির বিলুপ্ত স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। তাঁহার অসংখ্যকীর্ত্তি মধ্যে কানসোণার খাল, বৈতরণীতটে বেণুসাগর, মেদিনীপুরের শশাঙ্কদীঘি, বর্দ্ধমানে শশাঙ্কগ্রাম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তিনি বহু শিবমন্দির স্থাপন করিয়া শৈবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ৬৩৯ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করিলে, হর্ষবর্দ্ধনকর্ত্তৃক তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল।

ফরিদপুরের তাম্রশাসনে জানা যায়, যশোবর্ম্মার বঙ্গবিজয়কালে ধর্ম্মাদিত্য নামে ক্ষত্রপকায়স্থ রাজা ছিলেন; তিনি পরমভট্টারক উপাধি গ্রহণ করেন। স্থাণুদত্ত তদধীনে পূর্ব্ববঙ্গের রাজত্ব করিতেন। সমাচারদেবের তাম্রশাসনেও তাঁহার বঙ্গের কোন অংশে রাজ্য করার বিবরণ আছে। গোপালচন্দ্রদেব বঙ্গে রাজত্ব করা সময় জীবদত্ত সুবর্ণবীথীর অধ্যক্ষ ছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে ভোজবংশীয় রাজগণের সুদীর্ঘকাল বঙ্গে রাজত্ব করার উল্লেখ আছে, ঐতিহাসিকগণ এই

ধর্ম্মাদিত্য ও গোপালদেব

সম্বন্ধে সবিশেষ বর্ণনা করেন নাই। ভোজবংশীয় রাজগণমধ্যে লালসেন রাজামাধব, সুমন্ত, জগত, গরুড় ও নন্দরাজের নাম প্রসিদ্ধ। ইঁহারা কাপরূপাধিপতি প্রাচীন ভগদত্তবংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। নন্দভোজ এই বংশীয় শেষ রাজা; প্রবাদ—ভোজবংশীয়গণ বঙ্গে প্রথম তান্ত্রিক ধর্ম্মপ্রচার করেন। বৌদ্ধগণ নন্দভোজকে নিহত করিলে মহারাজ আদিশূরের অভ্যুদয় হয়।

ঢাকার রায়পুরা থানার আসরফপুর গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে—সপ্তমশতাব্দীতে সমতট (ঢাকা ও ত্রিপুরা) রাজ্যে খড়্গ-বংশীয় রাজগণ রাজ্য করিতেন। চীনপরিব্রাজক সেঙ্গচি সমতটরাজ রাজভটের বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগিতার প্রশংসা করিয়াছেন। রাজভট রাজা দেবখড়্গের পুত্র, খড়্গোদ্যমক্ষিতিপতির পুত্র জাতখড়্গ, জাতখড়্গের পুত্র শ্রীদেবখড়্গ; ইনি মহারাজ শশাঙ্কদেবের সমসাময়িক।

খড়্গ ও শৈলবংশীয় রাজগণ

শশাঙ্কদেবের পর শৈলবংশীয় রাজগণ কিছুকাল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁরা দেববংশীয় ক্ষত্রপ-কায়স্থরাজের আত্মীয় ছিলেন। শৈলবংশীয় রাজা শ্রীবর্দ্ধনের সৌরবর্দ্ধন নামে পুত্র জন্মে; তাঁহার বংশধর কর্ত্তৃক কলিঙ্গ-কোশল-বিজয়ী বর্ম্মবংশীয় হর্ষদেব কামরূপরাজ নিহত হন। এইসময় রাঢ়দেশে প্রচণ্ডদেব নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন।

শূরবংশ।

খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে অম্বষ্ঠকুলে জাত কায়স্থ আদিশূর গৌড়রাজ্য অধিকার করতঃ পুণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজধানী স্থাপন করেন। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ইঁহার আদিনাম জয়ন্ত বলিয়া কথিত। কাশ্মীরের

তুর্ল্লভবংশীয় কায়স্থরাজা জয়াদিত্য জয়দেবের কন্যা কল্যাণীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়ন্তদেব জামাতা কাশ্মীররাজের সাহায্যে পুরাণোক্ত পঞ্চগৌড়—সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল অধিকার করিয়া আদিশূর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাচস্পতিমিশ্রের কুলগ্রন্থে উল্লেখ আছে-

মহারাজ আদিশূর

"মাধবশূরের পুত্র গৌড়েশ্বর আদিশূর বিজয়ী, বাহুবলে বৈরিদলনকারী, উচ্চবংশসম্ভূত, দাতা ও বদান্য নরবর ছিলেন। নানা বিদেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁহার পদে মুকুটমণ্ডিত মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ দেশীয় নৃপগণ, কর্ণাট, কর্ণস্বর্ণ, শ্রেষ্ঠযোদ্ধসমন্বিত কামরূপ, মগধ, মালব, ও জাহ্নব জনপদের নৃপ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।"

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলাধিপত্যে গৌড়-বঙ্গনিবাসী ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডবিহীন হইয়া 'সপ্তশতী' নামে পরিগণিত হইয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর চন্দ্রকেতুরাজকন্যা চন্দ্রমুখীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। রাজমহিষীর ব্রতকার্য্যার্থে কিংবা গৌড়রাজ্যে প্রকৃত বৈদিকধর্ম্ম প্রচারার্থে মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিকব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রপকায়স্থগণকে আনাইয়া গৌড়রাজ্যে পুনঃ আর্য্যনিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজানুপালিত ভট্টকবি ও ঘটকচূড়ামণিগণ পরবর্ত্তী সময়ে নানাকারণে কুলগ্রন্থ সকল অতিরঞ্জিত ও বিদ্বেষমূলক অবান্তর কথা সংযোজনা করিয়াছেন সুতরাং প্রকৃত সত্যঘটনা নির্ণয় করা নিতান্ত দুরূহ। যেসকল সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যথাক্রমে শাণ্ডিল্যগোত্র ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপগোত্র দক্ষ, বাৎস্যগোত্র ছান্দড়, ভরদ্বাজগোত্র শ্রীহর্ষ, সাবর্ণগোত্র বেদগর্ভ। ইহাঁরা সস্ত্রীক রাজদত্তগ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ

যথাকালে ভট্টনারায়ণ ও দক্ষের প্রত্যেকের ষোড়শ, বেদগর্ভের দ্বাদশ, ছান্দড়ের অষ্ট এবং শ্রীহর্ষের চারিপুত্র জন্মে। ইহাঁরা প্রত্যেকে বাসের জন্য এক একটিগ্রাম রাজার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যদ্ধেতু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণ ছাপান্নগাঁই নামে পরিচিত।

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কুলগ্রন্থ হইতে পূর্ব্বে আমরা পঞ্চকায়স্থের পরিচয় সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি; তাঁহাদের ও পরবর্ত্তী কালে যে সকল কায়স্থ পশ্চিম হইতে আগমন করিয়া গৌড়রাজের প্রদত্ত ভূমি ও ধনরত্নপ্রাপ্তে বঙ্গে স্থায়ী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা ২৭ ঘর। আমরা কুলগ্রন্থহইতে তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত করিলাম। "সৌকালীনগোত্র মকরন্দঘোষ, গৌতমগোত্র দশরথবসু, কাশ্যপগোত্র বিরাটগুহ, বিশ্বামিত্রগোত্র কালিদাস মিত্র, মৌদ্গল্যগোত্র পুরুষোত্তমদত্ত (আদিপঞ্চ কায়স্থ)। পরে সৌপায়নগোত্র দেবদত্ত নাগ, পরাশরগোত্র চন্দ্রভানু নাথ, অত্রিগোত্র চন্দ্রচূড় দাস; এবং জয়ধরসেন, ভূমিঞ্জয় কর, ভূধরদাস, জয়পাল, চন্দ্রধর পালিত, চন্দ্রধ্বজ, রিপুঞ্জয় রাহা, বীরভদ্র দণ্ডধর, তেজোধর নন্দী, শিখিধ্বজ দেব, বশিষ্ঠ কুণ্ড, ভদ্রবাহু সোম, বীরবাহু সিংহ, ইন্দ্রধর রক্ষিত, হরিবাহু অঙ্কুর, লোমপাদবিষ্ণু, বিশ্বচেতন আঢ্য, মহীধর চন্দ্র। মহারাজ আদিশূরের প্রধান মন্ত্রী বলভদ্র, সেনাপতি বীরবাহু কায়স্থ ছিলেন, সূর্য্যধ্বজবংশীয় ঘোষ ও শকসেনবংশীয় দত্তকায়স্থগণ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালে ৭৩২খৃঃ হইতে ৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গণনা করা যায়।

২৭ ঘর কায়স্থ।

মহারাজ আদিশূরের পুত্র ভূশূর রাজা হইয়া ব্রাহ্মণগণকে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও সপ্তশতী এই তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করেন। বরেন্দ্রভূমে প্রজাশক্তির অভ্যুত্থানে গোপালদেব গৌড়রাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত

হইলে শূরবংশীয় সামন্তরাজে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ভূশূরের পর ক্ষিতিশূর, অবনীশূর, আদিত্যশূর, ধরাশূর, অণুশূর, যামিনীশূর, রণশূর, বরেন্দ্রশূর, প্রত্যুম্নশূর, লক্ষ্মীশূর প্রভৃতি দক্ষিণরাঢ়ে যথাক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শূরবংশীয় গণ।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উল্লেখ "মুসলমান আক্রমণ সময়ে বিশ্বম্ভরশূর নামে আদিশূরবংশীয় এক রাজার নাম পাওয়া যায়, তিনি মোসলমানভয়ে রাজা ছাড়িয়া চন্দ্রনাথ গমন করেন, পথভ্রষ্ট হইয়া ১২০৩ খৃঃ নোয়াখালিস্থিত ভুলুযায় উপস্থিত হন, বারাহীদেবীর প্রত্যাদেশে এখানে স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ বহুদিন ভুলুয়া শাসন করেন, বারভুঞার অন্যতম মহাবীর লক্ষণমাণিক্য এই বিশ্বম্ভরশূরের বংশধর। একসময়ে তিনি এ অঞ্চলে কায়স্থগোষ্ঠীপতি ছিলেন। পূর্ব্বাপর শ্রেষ্ঠ কুলীন কায়স্থের সহিত তাঁহার ও তদ্বংশধরগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ চলিতেছে। ভুলুয়াপরগণা, শ্রীরামপুর ও কল্যাণপুরে আজিও তাঁহার বংশধরগণ বিদ্যমান; এবং দত্তপাড়া, বসুপাড়া ও খিলপাড়া প্রভৃতি স্থানে এখনও তাঁহাদের কায়স্থ আত্মীয় কুটুম্বের বাস রহিয়াছে।"

পালবংশ।

পালরাজগণের সময়হইতেই বঙ্গের প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হইয়াছে। যে সময় গৌড়-বঙ্গ-মগধ বিদেশীয় পরাক্রান্ত নৃপতিগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বহু খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল, যখন একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের অভাবে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল,—সংস্কৃতে যাহাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলে, তখন প্রজাবৃন্দের সমবেত শক্তিতে বরেন্দ্রনিবাসী দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র, বপ্যটদেবের পুত্র সমৃদ্ধ ও সমরনীতিকুশল গোপালদেব গৌড়ের

শ্রীগোপাল দেব।

রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। "ইহা বঙ্গের প্রজাশক্তির বিধিদত্ত অমোঘ বলের নিদর্শন, বাঙ্গালির ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।" গোপালদেব রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া প্রথমেই গৌড়রাজ্য একচ্ছত্রাধীন করিয়াছিলেন; তৎপর বেহার বা মগধ জয় করিয়া নালন্দনামক স্থানে একটি বৌদ্ধমঠ বা ধর্ম্মশিক্ষার বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করেন। তিরভুক্তি বা ত্রিহুত তাঁহার অধীন হইয়াছিল; তিনি অষ্টম শতাব্দীর শেষে প্রৌঢ়বয়সে দেহত্যাগ করেন।

ধর্ম্মপাল

গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেব পিতার সময় সমতটরাজ্য শাসন করিতেন, পিতার মৃত্যুর পর গৌড়সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া দিগ্বিজয় পূর্ব্বক ভোজ, মৎস্য, মদ্র, পঞ্জাব, যবন, গান্ধার, সিন্ধু, মালব, কুরু, প্রভৃতি রাজ্য আপন শাসনাধীন করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের একছত্র সম্রাটপদে বরিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রৌঢ়বয়সে রাষ্ট্রকুলতিলক শ্রীপরবালের কন্যা রান্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার গর্ভে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দেবপালের জন্ম হয়।

সম্রাট্ দেবপাল

পিতার মৃত্যুর পর দেবপাল গৌড় মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া মুদ্গগিরিতে (মুঙ্গের) রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি দিগ্বিজয়ে গমন করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের অর্জিত দেশভিন্ন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের নৃপতিবৃন্দকে পরাজিত করিয়া, কাম্বোজ, অবন্তী, খশ, হূন, কুলিক, কর্ণাট, লাট, উৎকল, প্রাগ্‌জ্যোতিষপ্রভৃতি দেশ জয় করিয়া ভারতসম্রাট নামে সর্ব্বত্র পূজিত হইয়াছিলেন। তাম্রশাসনে রাজ্যের সীমা এইরূপ লিখিত "একদিগে হিমালয় অপরদিগে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিস্তম্ভ—সেতুবন্ধ রামেশ্বর, একদিগে বরুণ নিকেতন, অপরদিগে লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন—ক্ষীরোদসাগর, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিয়া-

ছিলেন।" তিনি বিক্রমশিলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় দশমশতাব্দীর প্রথমপাদে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে গৌড়-রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়।

পালরাজগণ ও কৈবর্ত্তরাজ ভীম

দেবপালের মৃত্যুর পর গোপালদেবের দ্বিতীয় পুত্র বাক্‌পালের পৌত্র শূরপাল রাজা হয়েন, তৎপর ক্রমে বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, ২য় গোপাল, ২য়বিগ্রহপাল, গৌড়ের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই সকল রাজগণের সময় ধর্ম্মপাল ও দেবপালের অধিকৃত রাজ্যসকল হস্তচ্যুত হয়, সামান্য গৌড়রাজ্য তাঁহাদের শাসনাধীন ছিল। ২য় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল রাজা হইয়া নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিয়া বারাণসীতে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। সুলতানমামুদ এইসময় ভারত আক্রমণ করিয়াও তাঁহার ভয়ে প্রাচ্য ভারতে আগমন করেন নাই। মুরশিদাবাদে সাগরদীঘি, মহীপাল নগর, দিনাজপুরের মহীপালদীঘি ও মহীসন্তোষ গ্রাম অদ্যাপি তদীয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তৎপুত্র নয়পালের পুত্র ৩য় বিগ্রহপালের রাজত্বসময় কর্ণাটেন্দু বিক্রমাদিত্য গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করিয়া সুহ্ম বা রাঢ় দেশ অধিকার করেন। ৩য় বিগ্রহ-পালের তিন পুত্র ২য় মহীপাল রাজা হইয়া শূরপাল ও রামপাল ভ্রাতৃদ্বয়কে কারারুদ্ধ করেন, তিনি দুষ্কার্য্যরত হইয়া প্রজাপীড়ন করিলে পুনরায় প্রজা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে রাজাচ্যুত করিলে, কৈবর্ত্তপ্রধান দিব্বোক ও ভীম পাল সিংহাসন অধিকার করেন। দিব্বোকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের গৌড়রাজ্য এবং মিথিলা হইতে বরেন্দ্র পর্য্যন্ত দিব্বোকের শাসনাধীন হয়। দিব্বোক ও ভীম প্রজারঞ্জন করিয়া রাজধানী রক্ষাজন্য ডমর নির্ম্মাণ এবং মৃৎপ্রাচীর ও জাঙ্গাল ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দিনাজপুর রাজ-বাটীর উদ্যানাস্থিত ভীমের গরুড়স্তম্ভ কৈবর্ত্তরাজের কীর্ত্তিস্তম্ভ।

বীরবর রামপাল কারামুক্ত হইয়া দেখিলেন প্রজাগণ কৈবর্ত্তরাজ-পক্ষে; সুতরাং তিনি মাতুল মগধাধিপতি রাষ্ট্রকুলতিলক মহনের সাহায্যে সামন্তনৃপতিবর্গকে উত্তেজিত করিয়া অসংখ্য সৈন্যসহ কৈবর্ত্তরাজ ভীমের রাজধানী আক্রমণ করিলে কৈবর্ত্তরাজ ভীম বন্দী, তৎসুহৃদ্ হরির মস্তক দ্বিখণ্ডিত ও সৈন্যগণ বিধ্বংসিত হইয়াছিল। বহু আয়াসে বীরবর রামপাল জনকভূমি বরেন্দ্র উদ্ধার করিলেন। রামপালের সভাসদ্ সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে যুদ্ধকাহিনী ও রাজত্ববিবরণ সবিশেষ বর্ণিত আছে। রামপাল রমাবতী নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন; বিক্রমপুরের রামপাল নগর তাঁহার নামেই হইয়াছিল। তিনি মগধের পূর্ব্ব, কামরূপের পশ্চিম, মিথিলার দক্ষিণ কলিঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্তভূমি শাসন করিয়া ১০৮৭ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। তৎপর কুমারপাল, মদনপাল, ৩য় গোপালদেব, ও গোবিন্দপাল রাজত্ব করিলে খৃঃ ১১৬১ অব্দে পালরাজত্ব বিলুপ্ত হয়। পালরাজগণ ৩৬৬ বৎসর রাজত্ব করেন। পালগণের জাতিনির্ণয়ে রাওসাহেব প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সিদ্ধান্তবারিধি রাজন্যকাণ্ডে বলিতেছেন—"এইরূপে পালবংশ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত এবং ভারতপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকূট, হৈহয়, চেদি প্রভৃতি রাজবংশের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইলেও বঙ্গাগত বহু ক্ষত্রিয়বংশের ন্যায় এই বংশও পরে কায়স্থ সমাজভুক্ত এবং কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন। এই কারণেই আইন-ই-আকবরী প্রভৃতি প্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিক গ্রন্থে পালবংশ কায়স্থ বলিয়াই উল্লেখিত হইয়াছিলেন।" পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের অনুশাসনে সমস্ত গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রবল হইয়াছিল, রাজ্যশাসনকারী কায়স্থগণ সকলেই বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছিলেন।

বীরবর রামপাল

পালগণের রাজত্ব-সময় রাঢ়দেশে ঘোষবংশ রাজত্ব করিতেন। এই বংশীয় মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসনের অনুবাদ সাহিত্য পত্রিকায় মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—"রাঢ় দেশের অধিপতির পুত্র নৃপবংশকেতু ৺ধূর্ত্ত ঘোষ সূর্য্যের ন্যায় প্রচণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন, তাঁহা হইতে শ্রীবালঘোষ জন্মে, তাঁহার ধবলঘোষ নামে পুত্র হয়, বিষ্ণুদয়িতা লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার সদ্ভাবা নাম্নী ভার্য্যা ছিল। সেই ভার্য্যার গর্ভে ঈশ্বরঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সূর্য্যের ন্যায় বীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন, তাহার অসীম সাহস ছিল।" ঈশ্বরঘোষ মহামাণ্ডলিক ছিলেন, তাঁহার আজ্ঞা অনেক রাজা প্রতিপালন করিতেন, তাহার দুর্গ-সেনাপতি সামন্তরাজ ছিল।

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ

সেনরাজগণ।

খোদিত লিপি ও তাম্রশাসনাদিতে প্রকাশ "চন্দ্রবংশীয় বীরসেন রাজার বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন; তিনি সত্যনিষ্ঠ, করুণাধার, শত্রুসেনা-সাগরে প্রলয়তপনস্বরূপ, তিনি কর্ণাটলক্ষ্মীর লুণ্ঠন-কারী দস্যুগণকে একাকী নিহত করিয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সে সামন্তসেন গঙ্গাতীরে হোমধূম-সুগন্ধী ঋষি-গণের বাসস্থানে বিচরণ করিতেন।" কেহ বলেন, কর্ণাটরাজকুমার বিক্রমাদিত্যের বিজয়লব্ধ রাঢ়দেশের শাসনকারীর বংশে সামন্তসেনের জন্ম। সামন্তসেনের পুত্রের নামই হেমন্তসেন। দেবপাড়ার শিলালিপিতে উল্লেখ—"হেমন্তসেন নিজভুজমদমত্ত অরাতিগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম যশোদেবী, পুত্রের নাম বিজয়সেন।"

সামন্ত ও হেমন্তসেন

মহারাজ বিজয়সেন দেব প্রথমে রাঢ়দেশে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের

অধিপতি ছিলেন, পালবংশের অধঃপতন-সময় গঙ্গাতটপ্রান্তবর্ত্তী বরেন্দ্র-ভূমির দক্ষিণাংশ অধিকার করেন। মদনপালের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গৌড়রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বিজয়সেন মহারাজ হন। শূরবংশের দুহিতা বিলাসদেবী তাঁহার পট্টমহিষী ছিলেন, তৎগর্ভে বল্লালসেনের জন্ম হয়। মহারাজ বিজয়সেন বিক্রমপুররাজ শ্যামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মার অধিকার বিলুপ্ত, কলিঙ্গরাজ্য জয়, কামরূপ বিজয়, মিথিলার নান্যদেবকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনিই গৌড়বঙ্গে একাধিপত্য স্থাপন করেন। বিজয়সেন ১০৭৯ খৃঃ হইতে ১১১৮ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক শিবোপাসক ছিলেন। মহারাজ বিজয়সেন কাশীধাম জয় করিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বৌদ্ধাচার প্রবর্ত্তিত বঙ্গদেশে বৈদিক-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। বিজয়পুর তাঁহার রাজধানী ছিল।

মহারাজ বিজয় সেন

খৃঃ ১০৭২-১০৯৭ অব্দে পূর্ব্ববঙ্গ বিক্রমপুরে শ্যামলবর্ম্মা-নামক সামন্ত-রাজ পালরাজগণের অধীন ছিলেন। রামপালের বরেন্দ্র পুনরধিকার সময় শ্যামলবর্ম্মার সাহায্য করিয়াছিলেন। বিক্রম-পুর যে স্থানে বীরবর রামপালের সহিত শ্যামলবর্ম্মার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাই রামপাল নামে প্রসিদ্ধ। শ্যামলের পিতার নাম জাতবর্ম্মা, তিনি জগদ্বিজয় মল্লের কন্যার প্রাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম ভোজবর্ম্মা, যিনি বিজয়সেনকর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হন। শ্যামলবর্ম্মা বৈদিকধর্ম্ম প্রচারানুষ্ঠান করিয়াই বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরবৈদিকের কুলগ্রন্থে প্রকাশ—শ্যামলবর্ম্মার প্রাসাদে শুকুনি পড়ায় যজ্ঞের জন্য বারাণসী পশ্চিমস্থ কর্ণাবতী বৈদিক সমাজ হইতে পঞ্চ সাগ্নিক বৈদিকব্রাহ্মণ বিক্রমপুরে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাই পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম বৈদিকাগমন।

শামলবর্ম্মা ও পঞ্চ বৈদিক

মহারাজ বল্লালসেন পিতৃসিংহাসনারূঢ় হইয়া বিক্রমপুর রামপালে রাজধানী করেন। তৎপর মিথিলায় অভিযানপূর্ব্বক কর্ণাটকবংশ উচ্ছেদ ও মগধজয় করিয়া পালবংশ সমূলে ধ্বংস করিয়াছিলেন। গৌড় ও মগধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গৌড়নগর নির্ম্মাণ করেন, যাহা লক্ষ্মণসেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী নামে প্রসিদ্ধ। বিজয়পুর পৈত্রিকরাজধানীও পরিত্যক্ত হয় নাই।

মহারাজাধিরাজ বল্লালসেন

তাঁহার রাজ্য পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগে স্বজাতি কায়স্থগণকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এই সকল বিভাগ রাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্র, বগ্‌ড়ী ও মিথিলা নামে কথিত। মগধের শাসন-কর্ত্তৃত্ব-পদে বটেশ্বর মিত্রকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি অল্পকাল-মধ্যে রাজ্যের সুশৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপন করিয়া সমাজসংস্কারে মনোনিবেশ করেন। দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামে স্মৃতি, পুরাণ ও জ্যোতিষের নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মহাবীর রাজনীতিকুশল ও বিদ্বান্ ছিলেন। মাধাইনগরের তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে—"বিজয়সেন হইতে অশেষ ভুবনোৎসবকারণ চন্দ্রস্বরূপ ভূপতি বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে কেবল নরেশ্বরগণের একমাত্র চক্রবর্ত্তী ছিলেন, তাহা নহে; তিনি সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীরও চক্রবর্ত্তী ছিলেন!" তাহার রাজত্বকাল লইয়া নানাবিধ মত বর্ত্তমান, আমরা দানসাগরের লিখিত "শশি-নব-দশ-মিতে শকে বর্ষে দানসাগর রচিত অর্থাৎ ১০৯১ শকাব্দ বা ১১৬৯ খৃঃ অব্দে দানসাগর রচনা করিয়াছিলেন।" মত উদ্ধৃত করিলাম।

সুদীর্ঘকাল যাবৎ গৌড়বঙ্গের প্রজাগণ বৌদ্ধপালরাজ-শাসনে বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মে মানবজীবনকে সমধিক নিষ্ক্রিয়তা শিক্ষা দেয়, সুতরাং অলস, ভীরু বাঙ্গালীকে জাগ্রত করিয়া একসূত্রে বন্ধন করতঃ সাম্যভাব-প্রচার-জন্য বৌদ্ধতান্ত্রিক মিশ্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া

মহারাজ তন্ত্রসাধন করিয়াছিলেন। এবং রাজ্যে তন্ত্রিকধর্ম্ম প্রচার-জন্য বহু তান্ত্রিকাচার্য্য ব্রাহ্মণদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কুমারিলভট্টপ্রভৃতি প্রবর্ত্তিত তান্ত্রিকধর্ম্ম বঙ্গে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখন রাজার একান্ত চেষ্টায় বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে তান্ত্রিকাচার্য্য সিংহগিরি রাজসভাসদ হইলেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ও তন্ত্রের অত্যাশ্চর্য্য কৌশলাদি দৃষ্টে বহুব্যয়সাধ্য বৈদিকানুষ্ঠান পরিত্যাগে আদিশূর আনীত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণও আশু সুখকর পঞ্চমকারের অনুবর্ত্তী হইয়া তান্ত্রিক হইয়া পড়িলেন, ক্রমেই মহারাজের দল পুষ্টি হইতে লাগিল। নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণগণ বিরোধী হইয়া মহারাজের বিরুদ্ধে একটি দল সৃষ্টি করিলেন, গোপনে মহারাজের নিন্দা ও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। মহারাজ তান্ত্রিকধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ করিবার নিমিত্ত অভিনব কৌলীন্যবিধির সৃষ্টি করিলেন।

সমাজ-সংস্কারের কারণ

মনুর বিধান মতে আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তির্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ, দান, এই নবগুণান্বিত তান্ত্রিকাচারী ব্যক্তিগণকে কৌলীন্যপদ প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন। (১) অল্পকাল মধ্যেই জনসাধারণ নবধর্ম্মের মোহকর শক্তিতে মাতিয়া উঠিল, মহারাজের দল পুষ্টি হইল; পঞ্চমকারের সাধনাই সারধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইল। মহারাজের নিযুক্ত তান্ত্রিকাচারী ব্রাহ্মণগণ প্রচার করিতে লাগিলেন কলিতে বৈদিকমন্ত্রশক্তি লোপ পাইয়াছে; বেদমন্ত্র কার্য্যকরী নহে,

কৌলীন্য বিধি ও তৎফল

(১) আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্।

যাগযজ্ঞ বৃথা, কলিতে আগমোক্ত তন্ত্রই ফলপ্রদ, এই উপলক্ষে বহু তান্ত্রিকগ্রন্থ সকল রচিত হইয়াছিল। সকলেই সহজসাধ্য আমোদ-প্রমোদজনক নিকৃষ্টউপায়ে ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া তান্ত্রিক হইয়া পড়িল। কাপালিক, সন্ন্যাসী, ভণ্ড, পাষণ্ড, কুলাচারী, পশ্বাচারী, বীরাচারী নানাবিধ মত সৃষ্টি হইল, মহারাজের অসাধারণ রাজনীতির সুফল ফলিল। আদিশূর আনীত কানোজীয় ব্রাহ্মণের বংশধরগণ, সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ, শ্রেষ্ঠ কায়স্থগণ, মহারাজের সঙ্গে যোগ দিলেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ, বারেন্দ্রকায়স্থসমাজ মহারাজের বিরোধী হইলেন। রাজা-দেশে বিরুদ্ধচারিগণ উৎপীড়িত, স্থানভ্রষ্ট ও সমাজভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। দত্ত, সিংহ ও নন্দিবংশের অনেকে রাজ্যছাড়িয়া স্থানান্তরে গেলেন। (২) ধনী সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের গলবিলম্বিত উপবীত ছিন্ন হইল, উহাঁরা ও বৈশ্যসাহাগণ, জলানাচরণীয় হইলেন; বৌদ্ধাচারী ব্রাহ্মণগণ অনেকে বর্ণব্রাহ্মণ হইলেন। আবার মহারাজের পক্ষানুবর্ত্তী বৌদ্ধসমাজত্যাগী নয়টি জাতিই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্বীকারে তান্ত্রিকধর্ম্ম গ্রহণে বঙ্গের নবশাখ জাতি নামে পরিচিত হইলেন; রাঢ়ের কৈবর্ত্তজাতির জল আচরণীয় হইল।

কায়স্থগণ কুলীন, মধ্যল ও মস্থাপাত্র, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত

কুলধর্ম্মকুলীনস্য কন্যায়াঞ্চ সমন্বিতম্।
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ স্বপর্য্যেস্তু প্রশস্তকম্।
ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেন্নাধার্ম্মিকজনাবৃতে।
ন পাষণ্ডীগণাক্রান্তে নোপ সৃষ্টেহন্তজৈর্নৃভিঃ॥

কুলদীপিকা।

(২) "চন্দ্রর্তু শূন্যাবনিসংখ্যশাকে বল্লালভীতঃ খলু দত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না গুরুণা দ্বিজেন শ্রীমাননন্তস্তু জগাম বঙ্গম্॥ দত্তবংশীয়কুলশ্রী

হইলেন (ক) কুলীন ঘোষবংশে প্রভাকর, নিশাপতি ও চতুর্ভুর্জ ঘোষ; বসুবংশে শুক্তি, মুক্তি, লক্ষ্মণ ও পুষণ বসু; মিত্রবংশে ধুই, গুই ও তারাপতি মিত্র; গুহ বংশে কেবল দশরথ গুহ।

কুলীনের শ্রেণী-বিভাগ

(খ) মধ্যাল—নারায়ণ দত্ত, দশরথ নাগ ও মহানন্দ নাথ।

(গ) মহাপাত্র—চন্দ্রশেখর দাস, গদাধর সেন, দামোদর কর, উমাপতি দাম, জনপালিত, নারায়ণ চন্দ্র, আবপাল, কৃষ্ণরাহা, দিগম্বর ভদ্র, ব্যাস ধর, প্রভাকর নন্দী, কেশব দেব, অধিপতি কুণ্ড, বংশধর সোম, রত্নাকর সিংহ, নারায়ণ রক্ষিত, বেদগর্ভ অঙ্কুর, দৈত্যারিবিষ্ণু, ত্রিলোচন আঢ্য, উমাপতি নন্দন।

মহারাজবল্লালকর্ত্তৃক কুলীন ৪, মধ্যাল ৩, মহাপাত্র ১৯, এই ২৭ ঘর শ্রেষ্ঠকায়স্থ কুল-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মধ্যালগণ, কুলীনদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, মধ্যালসঙ্গে কুলীনের সম্বন্ধ হইলে কুল নষ্ট হয় না। বৈদিক ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র কায়স্থ ও বৈদ্যগণের নবতান্ত্রিকধর্ম্ম অনুমোদন না করাই কৌলীন্য-মর্য্যাদা না পাইবার কারণ। কুলগ্রন্থে প্রকাশ, তাঁহারা কুলমর্য্যাদা গ্রহণ করেন নাই।

এপর্য্যন্ত যে সকল তাম্রশাসন আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে সেন-রাজগণ কর্ণাটদেশীয় চন্দ্রবংশোদ্ভব ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়গণই ক্ষত্রপ কায়স্থ। মহারাজ বল্লাল বটেশ্বর মিত্রের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। যাঁহারা এই বংশকে বৈদ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বৈদ্য বৈশ্বানবকুলোদ্ভব ২য় বল্লাল মনে করিয়া ভ্রান্তিমত পোষণ করিয়াছেন। বল্লালের বহু মহিষী ছিল, চালুক্যরাজ-কন্যা বামাদেবীর সন্তান লক্ষ্মণসেন দেবই

সেনবংশের জাতিনির্ণয় ও ব্রাহ্মণ-প্রভাব

সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইঁহারা সোমবংশীয় ওষধিনাম বংশ, দেব উপাধিক বলিয়া কথিত। মোসলমান ইতিহাসে সেন দেবগণ কায়স্থ বলিয়া পরিচিত, শাস্ত্রে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়গণ উপনয়নবিহীন ব্রাত্যক্ষত্রিয় নামে প্রসিদ্ধ। মহারাজ বল্লাল ১১৬৯ খৃঃ অব্দে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে দেহত্যাগ করেন। মহারাজ অতীব ব্রাহ্মণভক্ত তান্ত্রিক ছিলেন, এই সময় ব্রাহ্মণগণ নববিধানমতে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া তান্ত্রিক গুরুপূজার প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু তান্ত্রিকগ্রন্থ প্রচার ও উহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করেন। বিক্রমপুর এইসময় তান্ত্রিক গুরুপীঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মহারাজার আদেশে বঙ্গদেশে চড়কপূজার প্রথম অনুষ্ঠান হয়।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন

মহারাজ বল্লালের মৃত্যুর পরই যুবরাজ লক্ষ্মণসেন দেব গৌড়ের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী নগরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কবি, কাব্যামোদী, বহুশাস্ত্রদর্শী, পরম বৈষ্ণব ও যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার রাজসভায় উমাপতি, গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব, ধোয়ী কবিরাজ, হলায়ুধ ও পশুপতি, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সতত বিরাজ করিতেন। কায়স্থশ্রেষ্ঠ দত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত তাঁহার মহাসান্ধিবিগ্রহিক, বটুদাস মহাসামন্ত ও শ্রীধরদাস মহামাণ্ডলিক ছিলেন। যিনি কলিঙ্গ, কামরূপ, কান্যকুব্জ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া বারাণসী ও প্রয়াগে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার বলবীর্য্যের পরিচয় মদনপাড়া তাম্রশাসনে লিখিত আছে "হলধর (বলরাম) ও গঙ্গাধর (জগন্নাথ) অধিষ্ঠানবেদী দক্ষিণসমুদ্রকূলে (পুরুষোত্তমে) অসি, বরুণা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থান বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রে (কাশীধামে) এমনকি ব্রহ্মার যজ্ঞভূমি ত্রিবেণী-সঙ্গমে তিনি সমুচ্চ যজ্ঞযূপ সহ বহুসমরজয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন।" এবংবিধ বীর্য্যসম্পন্ন মহারাজ লক্ষ্মণসেনকে ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন লিখিয়াছেন—বখ্‌তিয়ার খিলি-

জীর সপ্তদশ অশ্বারোহীর আক্রমণে মহারাজ লক্ষ্মণ অন্তঃপুরের খিড়্‌কি-দ্বারপথে পলায়ন করিয়াছিলেন!

মহারাজের সভাপণ্ডিত হলায়ুধ ও পশুপতি তান্ত্রিকধর্ম্ম সঙ্গে বৈদিক-ধর্ম্ম যোগ করিয়া "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব", 'আহ্নিকতত্ত্ব', 'মৎস্যসূক্তমহাতন্ত্র', 'সংস্কারপদ্ধতি' যে সকল গ্রন্থ প্রণয়নদ্বারা বৈদিকধর্ম্মের কথঞ্চিৎ প্রচলনের পথপ্রদর্শন করেন, অদ্যাপি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। মহারাজ লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ-বিতাড়িত হইয়া সুবর্ণগ্রামে যাইয়া কিছুকাল পূর্ব্ববঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বে 'লংসং' নামে যে সংবৎ প্রচার হয়, তাহা মিথিলা অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে। লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরে একবার কায়স্থকুলীনের সমীকরণ বা সমতানির্ণয় করেন। তিনি ৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১২০৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার তিন পুত্র—মাধব, বিশ্বরূপ ও কেশব। মাধবসেন দনুজমাধব নামে বঙ্গাধিপত্য লাভ করেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন কায়স্থবংশীয় কুমারদত্তের ভগিনী বল্লভা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বসময়ে বিশ্বরূপসেন বিক্রমপুর, রামপাল এবং কেশবসেন বরেন্দ্রভূমির শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বরেন্দ্র মোসলমান সাম্রাজ্য ভুক্ত হইলে কেশবসেন রাঢ় ও উৎকলে সেনাধিপত্য রক্ষা করিয়া হৃতরাজ্য উদ্ধারজন্য বারংবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইদিলপুরের তাম্রশাসনে কেশব সেনের 'রাজাত্রয়াধিপতি' উপাধি পরিদৃষ্ট হয়। লোমপাদ বিষ্ণুর পুত্র কোপিবিষ্ণু মহাসন্ধিবিগ্রহিক এবং সহদেব ঘোষ ও উমাপতিধর মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন। তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন, অল্পকাল রাজত্বের পর সংসার ত্যাগ করেন। মহারাজ বিশ্বরূপসেন মেঘনার

মহারাজ বিশ্বরূপ ও কেশবসেন

মোহনায় সুরক্ষিত সুবর্ণগ্রামে রাজধানী করিয়া প্রবলপ্রতাপে পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিয়াছেন। মহাম্মদ সেরান বাগ্‌ড়ীর অবশিষ্টাংশ জয় করিবার জন্য মহারাজ সঙ্গে যে ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে যবনসৈন্য সম্পূর্ণ পরাজিত ও হত হইয়াছিল। বিশ্বরূপ সেন আপনাকে "গর্ব্বযবনপ্রলয় কালরুদ্র" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

মহারাজ দনুজমাধব

মাধবসেন বা দনুজমাধব পূর্ব্ববঙ্গে দীর্ঘকাল সেনাধিপত্য রক্ষা করিয়াছিলেন। সুবর্ণগ্রামেই তাঁহার রাজধানী ছিল, আঁবুলফজল ইহাকে নৌজা বলিয়াছেন। মোসলমানগণ বারংবার সুরক্ষিত সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করিয়াও জয়লাভ করিতে পারেন নাই। এইসময় ঢাকা ও কুমিল্লাতে মঘদিগের অত্যাচার আরম্ভ হইলে, আরাকানবাসীদিগের সঙ্গে মহারাজ দনুজমাধবের দুইবার যুদ্ধ হয়; ক্রমে মঘগণ কমলাঙ্ক বা কুমিল্লা অধিকার করিয়া ফেলে, বিক্রমপুরেও মঘের অত্যাচার বৃদ্ধি পায়, মোসলমানগণও ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিতে থাকেন। ইহার পরই সেনবংশের রাজত্ব লোপ হয়। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে মাধব সেনের পর লক্ষ্মণনারায়ণ (লাক্ষ্মণেয়) ও মধুসেনের রাজত্ব করার কথা আছে, সেনবংশীয়গণ দুইশত বৎসরের ঊর্দ্ধকাল রাঢ়, গৌড় ও বঙ্গপ্রভৃতি রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহারাজ দনুজমাধব অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন, তাঁহার রাজসভায় বহু ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন। কথিত আছে—তিনি পাঁচশত ব্রাহ্মণমধ্যে পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক দেখিয়া কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বসময় বহুবার কুলীনের সমীকরণ হইয়াছিল। বঙ্গজ কায়স্থ ও বঙ্গজ ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল। মুসলমান ইতিহাসে দনুজরায় নামে সুবর্ণগ্রামের এক প্রবলরাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি আট-

বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎপর সুবর্ণগ্রাম মোসলমানদিগের অধিকৃত হয়।

বৈদ্যবংশীয় রাজা বল্লালসেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যপাদে যখন মুবারক্‌সাহ সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিতেন, ইহার কিছুপরেই বিক্রমপুরে বৈদ্যবংশীয় রাজা বল্লালসেন রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত দ্বাদশশতাব্দীর কর্ণাটক্ষত্রিয় সেন-দেব উপাধিক প্রথম বল্লালের কোন সম্বন্ধ থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবুও জনপ্রবাদ এবং পরবর্ত্তী কালের রচিত কুলগ্রন্থাদিতে দুইজন বল্লালের অস্তিত্ব অস্বীকারে, পূর্ব্ববর্ত্তী বল্লালের বিবরণই দ্বিতীয় বল্লালের সহিত যোগ করিয়াছেন। যদ্ধেতু কায়স্থ ও বৈদ্যগণ উভয়েই বল্লালসেনকে আপনাপন সমাজের বলিয়া দাবী করিয়া আসিতেছেন। ইদানীং বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণদ্বারা সকলেই প্রথম বল্লালরাজকে কর্ণাট ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; সম্প্রতিক বল্লালচরিত নামক একগ্রন্থ সেনবংশীয় জমিদার ৺পার্ব্বতিশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দ্বিতীয় বল্লাল বৈদ্যবংশীয় বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছেন। আমরা শ্রীযুত বাবু গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কৃত জাতিতত্ত্ব প্রথমভাগ ও রাওসাহেব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত-বারিধির বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস হইতে ইহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম।

জাতিতত্ত্বে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন—বল্লালচরিতের উক্তি এই—

"বৈদ্যবংশাবতংসোঽয়ং বল্লালঃ নৃপপুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভং॥

গোপালভট্টনাম্না চ তদ্রাজশিক্ষকেণ চ।
অন্ধরাজজমানে বসুভির্বাণৈরকিক শাকেষু ॥"

"বৈদ্যবংশ-গৌরব নৃপতি বল্লালের আজ্ঞাক্রমে এই শুভ 'বল্লালচরিত' তাঁহার শিক্ষক গোপালভট্ট কর্ত্তৃক ১০০×(৮+৫)=১৩০০ শকে, অর্থাৎ ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হইল। গৌড়ের বল্লালসেন দেব ১১৯৬ খৃঃ 'দানসাগর' রচনা করেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কুলপদ্ধতিসংস্থাপক বল্লাল এই বৈদ্য বল্লালের অন্যূন দুই শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। 'বল্লাল চরিতে আরও লেখা আছে যে তিনি এক মোসলমানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পরিবারসহ অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তৎপরে তাঁহার আর পুত্রাদি ছিল না।"

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে লিখিত আছে—"বিক্রমপুরে আর এক 'সেন' উপাধিধারী বল্লালসেনের সন্ধান পাওয়া যায়। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক তাঁহাকে পূর্ব্বতন সেনবংশ জাত বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই ২য় বল্লালের সহিত পূর্ব্বতন সেনবংশের কোনরূপ সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায় না। বৈদ্যকুলগ্রন্থে তিনি 'বৈশ্বানরকুলোদ্ভূত' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এদিকে মোসলমান ঐতিহাসিকগণ 'নৌজে' বা 'দনুজরায়' হইতেই সেনবংশের অবসান স্বীকার করিয়াছেন। এরূপস্থলে এই দ্বিতীয় বল্লালকে আমরা ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন বংশজাত বলিয়াই মনে করি। অনেকেই লিখিয়াছেন যে তিনি বৈদ্য জাতীয় ও ১৩০০ শকে বা ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। বৈদ্যসমাজের মধ্যে সামাজিক মর্য্যাদাহীন থাকায় তিনি অনেক সম্ভ্রান্ত কুলীন-বৈদ্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈদ্যসমাজ

২য় বল্লালসেন
বা
পোড়ারায়

সংস্কারে তাঁহার যথেষ্ট মনোযোগ ছিল, তজ্জন্য সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধির সঙ্গে পরবর্ত্তীকালে গৌড়াধিপ সেনবংশ-তিলক বল্লালসেন-সম্বন্ধীয় অনেক কথা কিংবদন্তী মূলে এই দ্বিতীয় বল্লালের স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যে বিক্রমপুর হইতে বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের অভ্যুদয়, আবার সেই স্থানেই তাঁহাদের বহুকাল পরে বৈদ্যবল্লালের অভ্যুদয় হইয়াছিল বলিয়া পরবর্ত্তী কালে প্রকৃত ইতিহাসানভিজ্ঞ নানা কুলগ্রন্থকারের হাতে পড়িয়া গৌড়াধিপ সেনবংশীয় নৃপতিগণও বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সেনোপাধিকারী বৈদ্যবল্লালের প্রভাবহেতু যে এরূপ প্রবাদ ও ধারণা সাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই স্বাধীন-চেতা ২য় বল্লাল সমাজসংস্কারক ও দেবদ্বিজভক্ত ছিলেন বলিয়া মোসল-মানদিগের সহিত যুদ্ধ হয়। বাবা আদম বহুসংখ্যক দলবল লইয়া তাঁহাকে আক্রমণের চেষ্টা করেন, তিনি যুদ্ধযাত্রাকালে একটি পারাবত সঙ্গে লইয়া যান, পুরমহিলাগণকে বলিয়া যান যে, যদি এই পারাবত ফিরিয়া আসে তাহা হইলে আমার পরাজয় জানিবে এবং তোমরা অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবিসর্জন করিয়া কুলমান রক্ষা করিবে। সেই যুদ্ধে বল্লালের জয়লাভ হইলে, তিনি রণক্লান্তি দূর করিবার জন্য যখন সরোবরে গা ধুইতেছিলেন, তখন ঘটনাচক্রে পারাবতটি রাজধানী অভিমুখে উড়িয়া আইসে। পারাবত দর্শনে পুরমহিলাগণ সকলেই অগ্নিকুণ্ডে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন। বল্লাল রাজবাটীতে আসিয়া সেই শোচনীয় কাণ্ড অবলোকন করিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান করি-লেন। তাঁহার ইহলোক পরিত্যাগের সহিত বিক্রপুর মুসলমান শাসনা-ধীন হইল।”

পূর্ব্বকথিত শাণ্ডিল্য দেবগণ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অজয় নদীর

দক্ষিণ কণ্টকদ্বীপ বা কাঁটোয়ায় রাজত্ব করিতেন। এই বংশে সুরদেবের পুত্র মহাবীর দনুজারিদেবের জন্ম হয়। তিনি সেন বংশের সম্পর্কিত ও লক্ষ্মণসেন দেবের সমসাময়িক ও সুহৃদ্ ছিলেন। (৩) কাঁটোয়া যবনাধিকৃত হইলে দনুজারির পুত্র হরিদেব পাণ্ডুয়ানগরে গমন করেন। এই বংশীয় আদিত্যদেবের দুই পুত্র—দেবেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্র দেব। সুপ্রসিদ্ধ মহেন্দ্রদেবই দেবেন্দ্রদেবের পুত্র। মহেন্দ্রদেব যবনদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার নামাঙ্কিত ১৩৩৬ শকাব্দার মুদ্রা আবিষ্কার হইয়াছে। তৎপুত্র দনুজমর্দ্দনদেব কিছুকাল পাণ্ডুয়ানগরে রাজত্ব করিয়া যবনভয়ে চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করেন।

পাণ্ডুয়ার রাজা মহেন্দ্রদেব

মহারাজ দনুজমর্দ্দনদেব সাগরবেষ্টিত চন্দ্রদ্বীপে (বরিশাল) দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রণতরীদ্বারা দুরতিক্রম্য করিয়াছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত মুদ্রায় ১৩৩৯ শকাব্দা অঙ্কিত; তিনি বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে কায়স্থগণকে চন্দ্রদ্বীপে আনিয়া বাস করাইয়াছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবে ৩৬ বৎসর চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কর্ণসেনী দেববংশে তৎপর রামবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ, হরিবল্লভ ও জয়দেব রায় চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। জয়দেবরায়ের পুত্র ছিল না, তাঁহার কন্যাকে বলভদ্রবসু বিবাহ করিলে তৎপুত্র পরমানন্দ বসু মাতামহের রাজত্ব প্রাপ্ত হন। দেববংশীয় ক্ষিতীন্দ্রদেব কণ্টকদ্বীপের গোষ্ঠীপতি হন, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুবুদ্ধি খাঁ গুরুপুরোহিত সহ বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জিলার পুণ্ডগ্রামে আসিয়া বাস করেন।

মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেব

(৩) "সেনবংশসম্পর্কাসৌ লক্ষ্মণস্য সুহৃদ্দনূ্যনং।" বটুভট্টকৃতকুলগ্রন্থ যাহা চারিশত বর্ষের আদর্শ পুথি দৃষ্টে ১৬২২ শকে নকল করা হইয়াছিল।

এই বংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দেব রায় মহাশয় এখন উক্তগ্রামে বাস করিতেছেন।

দেববংশীয় দৌহিত্র পরমানন্দ বসু রায়ের সময় বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের ৯ম বা শেষ সমীকরণ হয়; তিনি কৌলীন্য-সম্বন্ধে বহু নূতন বিষয় প্রবর্ত্তন করেন। এইসময় ঘটককুল-চূড়ামণি দেবীবরের আবির্ভাব। তিনি কুলীনের মেলবন্ধন করেন। তাঁহার নব নিয়মেই কুলীন কুমারীদিগের জীবনব্যাপী সধবাবস্থায় দুঃসহ বৈধব্যযাতনার কতরূপ মহাপাপের ও বহু বিবাহের সৃষ্টি। ক্ষমতাশালী দেবীবরের আক্রোশে স্বীয়গুরু শোভাকর নিষ্কুল, কায়স্থগণ চিরপ্রচলিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত;—সাধারণ শূদ্র শ্রেণীতে পরিণত। তিনি কৌলীন্যের যে সীমা নির্দ্ধারণ করিলেন; তাহাতে মহারাজ বল্লালের সময় মৎস্যজীবী অনার্য্য-নিষেবিত বাগড়ি প্রদেশস্থ কয়েক শতাব্দীর সমুদ্রগর্ভোত্থিত বাকলা পাণ্ডব-পদচিহ্নিত পবিত্র ভূমি; এবং রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গপ্রভৃতি প্রাচীন পাণ্ডব অধ্যুষিত দেশসকল পাণ্ডববর্জ্জিত আখ্যায় প্রসিদ্ধ হইল। রাজা পরমানন্দ ব্রাহ্মণভক্ত ও তাঁহাদের ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন। এই সময় কৌলীন্যরাজ্যের সীমা এইরূপে ধার্য্য হইল, যথা—"পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে ইছামতী, পশ্চিমে মধুমতী, দক্ষিণে সমুদ্র"। (৪) এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থানই কৌলীন্যের ভূমি এবং তদ্ব্যতীত

দেবীবর ঘটক ও পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ।

---

(৪) "পূর্ব্বস্মিন ব্রহ্মপুত্রশ্চ ইছামতী তথোত্তরে।
মধুমতী পশ্চিমেচ সমুদ্রো দক্ষিণেতথা॥
আসুক্ষিতুষু কায়স্থাঃ কর্ম্মণঃ প্রবরাঃ স্মৃতাঃ।
অন্যস্থানং স্থিতা যে চ ইতরাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ মহাবংশাবলী।

স্থান সকল পাণ্ডব বর্জ্জিত। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এই সমস্ত ভট্ট কবি ও ঘটক চূড়ামণি কি একবার মহাভারতখানিও পাঠ করেন নাই? মহাভারত সভাপর্ব্বে ও অশ্বমেধ-পর্ব্বে পাণ্ডবগণের বঙ্গে আগমন-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। আমরা বঙ্গের ভৌগোলিকতত্ত্বে ঐ সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছি, সুধী পাঠক দেখিবেন তৎকালে চন্দ্রদ্বীপ ত দূরের কথা 'সমতট' (ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ) প্রভৃতিও অতলবারিধি-বক্ষে নিমজ্জিত ছিল। সুতরাং পাণ্ডবগণের এই বাগ্‌ড়ি বা জঙ্গলাবৃত, সমুদ্রপ্লাবিত, সমুদ্র-কুক্ষিগত দেশে আসিবার সম্ভাবনা কোথায়? পরশুরাম একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া যে ক্ষত্রিয়বংশের বীজ উৎপাটন করিতে পারেন নাই! মৌর্য্য ও গুপ্ত সম্রাটদিগের সময় সমস্ত ধর্ম্মপুস্তক পুনঃসংস্কার করিয়াও যাহা কবিতে পারেন নাই, মহারাজ বল্লালের নিযুক্ত তিনশত ব্রাহ্মণে কলিতে বেদ অন্তর্হিত হইয়াছে, এই মিথ্যাবাক্য প্রয়োগেও যাহা করিতে পারেন নাই, কলির দেবীবর ও রঘুনন্দনের কেবল লেখনীর সামান্য কণ্ডূয়নেই বঙ্গের সমস্ত ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজজাতি আজ শূদ্রত্ব-সাগরে নিমজ্জিত। এই জন্যই বোধ করি তাঁহাদের বংশে প্রদীপ দিবার লোকটিও অন্তর্ধান করিয়াছেন! বর্ত্তমান কুলীনগণ দেবীবর ঘটকের নাগপাশ ছিন্ন

অপরক—"যে চ পূর্ব্বাখ্যা কায়স্থা ম্লেচ্ছাচার সমন্বিতাঃ।
নাস্তিভেদঃ কুলাচারস্তৎস্থানেষু কদাচন॥
টেঙ্গরদেশবাসী চ সর্ব্বে ডেঙ্গরাখ্যকাঃ।
বৌদ্ধাচারান্বিতাশ্চৈব নাস্তি জাতিবিচারণং॥
পাণ্ডববর্জ্জিতস্থানং মুনিভিঃ কথিতং পুরা।
তৎস্থান বাসিনঃ সর্ব্বে বাঙ্গালাখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
বঙ্গদেশ সমং কর্ম্ম কৃত্বা কায়স্থা বর্ণকাঃ।
অধঃপতন্তি সদ্যশ্চ চন্দ্রদ্বীপেশ্বরোঽব্রবীৎ॥ কুলদীপিকা॥

করিয়া মেলবন্ধন, বহুবিবাহ বিদূরিত করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বঙ্গীয় কায়স্থভ্রাতৃগণ শূদ্রত্বের গণ্ডি ছাড়াইতে পারিলেই পুনঃ বঙ্গে আর্য্যগৌরব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মানব-তত্ত্ব।

দশম অধ্যায়—কায়স্থের দ্বিজত্ব।

অসিজীবী মসীজীবিগণ কর্ম্মদ্বারা পৃথক্ হইলেও তাঁহারা উভয়ে ক্ষত্রিয়, এবং মসীজীবিগণ যে বিশুদ্ধ কায়স্থ, তাহা আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও শিলালিপি ইত্যাদিদ্বারা প্রমাণ করিয়াছি। এই অধ্যায়ে কায়স্থগণের দ্বিজত্বসম্বন্ধে আলোচনা করিব। শাস্ত্রের বিধান মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণ দ্বিজ—আর্য্য; চতুর্থবর্ণ শূদ্র—অনার্য্য। (১) আর্য্যগণের বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ উপনয়ন এবং সমাবর্ত্তন, এই দশবিধ সংস্কারের বিধানও অবশ্য করণীয় কার্য্য। বঙ্গীয় কায়স্থগণের দশবিধ সংস্কারের শেষোক্ত উপনয়ন ও সমাবর্ত্তনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। আর্য্যমন্ত্রিগণ উপনয়ন সংস্কারদ্বারাই দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন। দ্বিজত্ব প্রাপ্ত না হইলে আত্মতত্ত্ব বেদপাঠের অধিকারী হওয়া যায় না। কায়স্থগণ যখন ক্ষত্রিয়, তখন তাঁহাদের দ্বিজত্বের কোন সংশয় নাই। বিরুদ্ধবাদিগণ ক্ষত্রিয় ও শূদ্রবর্ণের বিবরণ পাঠ করিলে দেখিবেন, শূদ্রের কোন সংস্কার কার্য্য নাই, তাহারা অনার্য্য, অস্পৃশ্য, তাহাদের সমস্ত কার্য্যই অমন্ত্রক; বিষ্ণুস্মৃতির বিধানমতে শূদ্ররাজার রাজ্যে ব্রাহ্মণের বাস পাতিত্যের কারণ। কায়স্থগণ দুই সহস্র বৎসর বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছেন, সুতরাং স্মৃতিকর্ত্তার পূর্ব্ব পুরুষগণ ও বঙ্গের লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ কিরূপে

---

(১) শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণঃ আর্য্যাস্ত্রৈবর্ণিকাঃ।

শূদ্রার্য্যৌ চর্ম্মণি পরিমণ্ডলে ব্যায়চ্ছতে॥ ক্যাত্যায়নশ্রৌতসূত্র।

কায়স্থের প্রদত্ত ধন রত্ন, দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর ভূমি ভোগ করিয়া পুরুষানুক্রমে কায়স্থেরই রাজ্যে বাস করিয়া ব্রাহ্মণত্বসংরক্ষণে সক্ষম ও সমাজে গণ্যমান্য হইয়া আছেন।

চিত্রগুপ্ত দেব।

ভগবান্ চিত্রগুপ্ত কায়স্থদিগের গোত্রপুরুষ। দেবতাপদ-বাচ্য ও সকলের পূজ্য, শাস্ত্রে তাঁহার পূজার বিধান আছে। ভোজনকালে প্রণব মন্ত্র উচ্চারণে ভোজ্যান্ন জলদ্বারা বেষ্টন করিয়া পরিষেচন মন্ত্রপাঠে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের চিত্রগুপ্ত নামে কিছু অন্ন প্রদানের ব্যবস্থা আছে। (২) এই সর্ব্ববর্ণপূজ্য যমত্বপ্রাপ্ত দেবতার জন্ম ও কার্য্যসম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে ও দেশান্তরভেদে নানাবিধ মত দৃষ্ট হয়। অচিন্ত্যকর্ম্মা মহাপুরুষদিগের জন্মবৃত্তান্ত যেরূপ অলৌকিক ঘটনাসংস্পৃষ্ট থাকে, এই মহাপুরুষের সম্বন্ধেও তাহার কোন অভাব ঘটে নাই। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আলোকের দিনে কায়স্থদিগের বীজী পুরুষ চিত্রগুপ্তদেবের বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণেরই আলোচনা করিব। ঋগ্বেদে চিত্রগুপ্ত নামে এক প্রসিদ্ধ রাজার বিবরণ আছে, মহর্ষি শ্বেতকেতু পিতাসহ ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য চিত্রদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্রসেন, চিত্ররথ, ও যম, এই তিনটি নাম ছিল। তিনি সরস্বতীতটে ক্ষত্রিয়গণ সহ বাস করিয়া সংখ্যাতীত ধন বিতরণ করিয়াছিলেন। বেদে পৌরাণিক যমরাজের অলৌকিক চিত্র নাই; ইলাবৃতবর্ষে জলাভূমি নরক নামকরাজ্যে দেবতাখ্য নররূপি যমরাজের রাজত্ব করা, পাপপুণ্যের বিচার করা, এবং নরহত্যার জন্য যম

(২) চিত্রগুপ্তবলিং দত্ত্বা তদন্নং পরিষিচ্য চ।
অমৃতোপস্তরণমসীত্যাপোশন ক্রিয়াং চরেৎ॥ ৩।১৮ উশনা।

কর্ত্তৃক প্রথম মৃত্যুদণ্ড অবধারিত হওয়াদি বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুদণ্ড প্রচারদ্বারাই যমের মৃত্যুনামের সৃষ্টি। পুরাণাদিতে ও তর্পণ-মন্ত্রে যমের চতুর্দ্দশ নাম আছে। (৩) চিত্রগুপ্ত যমের অন্যতম নাম বিধায়, অনেকে তাঁহাকে যম বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। স্কন্দপুরাণ যেন ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন—"পূর্ব্বকালে এই পৃথিবীতে সর্ব্বভূতের প্রিয় ও হিতকর মিত্র নামে জনৈক ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন। চিত্র নামে তাহার এক তেজস্বী পুত্র এবং চিত্রা নাম্নী একটি গুণবতী কন্যা জন্মে; তাঁহাদের জন্মগ্রহণের পর মিত্র পরলোক গমন করায়, তাঁহার পত্নী তাঁহার সহিত চিতারোহণ করেন। তখন সেই অসহায় শিশুপুত্র কন্যা দুইটি ঋষিগণকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া বর্দ্ধিত হন। চিত্র প্রভাসক্ষেত্রে মহাদেবের ও সূর্য্যের আরাধনাদ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইনিই চিত্রগুপ্ত নামে প্রসিদ্ধ।" বেদেও চিত্রের যমত্বলাভ করিয়া যম নাম প্রাপ্ত হওয়ার কথা আছে; বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না, যাঁহারা ইচ্ছা করেন, ঋগ্বেদ প্রথমমণ্ডল ৬৬ সূক্ত ও কৌষীতকী শ্রুতি দেখিতে পারেন। যমের চতুর্দ্দশ নাম মধ্যে বেদোক্ত রাজা চিত্রের নাম আছে, সুতরাং চিত্রগুপ্ত যে বৈদিক চিত্র এবং পৌরাণিক যম, তাহার আর সংশয় নাই।

শ্রদ্ধেয় বাবু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় চিত্রগুপ্তদেব ও কায়স্থ জাতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ১৩২৪ সনের চৈত্রমাসে কায়স্থপত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এখানে তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করা গেল—"যে লিখন

(৩) "যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
উডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ

ব্যাপারে ভারতবর্ষে কায়স্থসমাজ সমধিক বিখ্যাত, সেই লিখন-পত্র-হস্ত ভগবান্ চিত্রগুপ্তকে প্রাচীন ঋষি কোন স্থানে সন্ধান পাইয়াছিলেন? তৎসম্বন্ধে ঋগ্‌বেদীয় গৃহ্য পরিশিষ্টে ঋষি আশ্বলায়ন বলিতেছেন—ভগবান্! কেতো! অভিলাষানুরূপ মূর্ত্তিপরিগ্রহকারিন্! হে জৈমিনিগোত্র! দ্বিভুজ! মধ্যদেশাধিপতে! চিত্রগুপ্ত শক্তিতে শক্তিমান্! তোমাকে নমস্কার। হে সন্নদ্ধ! (বর্ম্মধারিন্) মেরুপ্রদক্ষিণ করিয়া তোমার চিত্রবাহনে বহনপূর্ব্বক ব্রহ্মা ও চিত্রগুপ্তের সহিত আমার পূজাগ্রহার্থে আসনোপরি আসিয়া উপবেশন কর। (৪) মহর্ষি আশ্বলায়নকর্ত্তৃক জৈমিনিগোত্র-কেতুকে এই দৌত্যকার্য্যে নিয়োগ ও চিত্রগুপ্তের পরিচায়ক বাক্যগুলিদ্বারা উত্তরদেশের বেশভূষায় সজ্জিত এবং লিখন-পত্র-হস্ত চিত্রগুপ্ত মেরুসান্নিধ্যে ব্রহ্মার সহিত এক নিবাসে বাস করিতেন।" কায়স্থজাতির অভিজনন বা পূর্ব্বনিবাস মেরুপর্ব্বতের অবস্থাননির্ণয়জন্য শাস্ত্রী মহাশয় মহাভাতের ভীষ্মপর্ব্ব ও মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব হইতে প্রমাণ করিয়াছেন—হিমালয়ের উত্তরে বালুকাসাগর মহামরু এবং সর্ব্বপর্ব্বতের শ্রেষ্ঠ মেরু নামক মহাগিরি পাণ্ডবগণ দেখিয়াছিলেন। ভৌমপ্রকরণে এই মরুপর্ব্বতের বিবরণ আমরাও বিবৃত করিয়াছি। কায়স্থজাতির প্রাচীনত্বসম্বন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫২১—৪৮৫ শতাব্দীতে পারস্যসম্রাট্ ভুবনবিজয়ী দেরায়ুস, মিডিয়ারাজ্যস্থিত 'বিহিস্তন' ও পারস্যদেশীয় 'নাক্ষ-ই-রস্তম' নামক পর্ব্বতদ্বয়ের গাত্রে যে অনুশাসন

(৪) "ভগবন্ কেতো কামরূপ জৈমিনিগোত্র মধ্যদেশেশ্বর! * * দ্বিভুজ * * * চিত্রশক্তে নমস্তে। সন্নদ্ধকপোতবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্নাগচ্ছ ব্রহ্মচিত্রগুপ্তাভ্যাং সহ * * * পীঠেঽধিতিষ্ঠপূজার্থং ত্বামাহ্বয়ামি॥ ২।৫

"উদীচ্যবেশধরং সৌম্যদর্শনং লেখনপত্রোপেতং দ্বিভুজং কেতুপ্রত্যধিদেবং চিত্রগুপ্তমাবাহয়ামি॥ ২।৬ ঋগ্বেদ গৃহ্যপরিশিষ্ট।

লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সংস্কৃত ক্ষত্রিয় শব্দের অনুরূপ 'ক্ষথ্রিতা' এবং কায়স্থ বা কায়েথ্ শব্দের অনুরূপ 'ক্ষায়থিয় বা ক্ষায়থ্' শব্দ পরিদৃষ্ট হয়। এখানে দেশ ও ভাষাভেদে ক স্থানে ক্ষ ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র; পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থদিগকে অদ্যাপি কায়েথ্ বলিয়া থাকে। উক্ত শিলালিপিতে দারায়ুস আপনাকে আর্য্যবংশে সম্ভূত আর্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্বর্গরাজ্যের অসুরগণ যে পারস্যে যাইয়া পারসিকজাতি হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ বহু আছে। চিত্রগুপ্তদেবও স্বর্গের মেরুপ্রদেশ ছাড়িয়া ভারতে সরস্বতীতীরে বাস করার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শুক্রনীতি ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় কায়স্থজাতির ও তাঁহাদের কার্য্যবিবরণীর বহু উল্লেখ আছে; মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থে শুক্রনীতি ও যাজ্ঞবল্ক্যের সবিশেষ বর্ণনা থাকায় কায়স্থ শব্দটি যে আধুনিক লেখকবৃত্তিগণের মনগড়া কথা, তাহা যেন কেহ ভ্রমেও মনে না করেন। ভগবান্ চিত্রগুপ্তদেবই প্রথম লিপিকৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, ছান্দোগ্যশ্রুতিও উষ্মবর্ণসকল মৃত্যুকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে, এমত বলিতেছেন। চিত্রগুপ্তের বংশধরগণই একমাত্র মসীবৃত্তি-অবলম্বনকারী দ্বিজকায়স্থ জাতি।

চিত্রগুপ্তের বংশাবলী।

ভগবান্ চিত্রগুপ্তদেবের পিতা মিত্রকে কেহ কেহ বেদের মিত্র নামক দেবতা বা বিবস্বান্ বলিয়া থাকেন। চিত্রগুপ্ত যে ক্ষত্রিয় এবং দেবতা তাহা মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। চিত্রগুপ্তদেবের দ্বাদশপুত্র; ভার্য্যা ইরাবতী গর্ভে অষ্ট এবং পত্নী দক্ষিণাগর্ভে চারি পুত্র জন্মে। পদ্মপুরাণ মতে তাঁহাদের নাম শ্রীগৌড়, মাথুর, ভট্টনাগর, শকসেন, অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব, করণ, সূর্য্যধ্বজ, অহিষ্ঠান, নিগম, কুলশ্রেষ্ঠ ও বাল্মীকি।

'কায়স্থবয়ান' ও 'ধ্রুবানন্দ কারিকায়' চিত্রগুপ্তের সন্তানগণ একবিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক শ্রেণীহইতে বিংশতি শাখা হইয়া চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণ চারিশত কুড়ি বংশ হইয়াছেন। বঙ্গীয় কুলগ্রন্থে বাঙ্গলায় ৯৯ সংখ্যক বংশের নাম আছে; যথাস্থানে ২৭ ঘর আমরা উল্লেখ করিয়াছি; নিম্নে ৭২ বংশের পদ্ধতি দেওয়া গেল।

শ্রীগৌড়ের পুত্র চন্দ্রহাস হইতে বঙ্গীয় বসুবংশ, সূর্য্যধ্বজ হইতে ঘোষবংশ, শ্রীবাস্তব হইতে মিত্রবংশ, অহিষ্ঠান পুত্র রবিরত্ন হইতে গুহ বংশ, শখসেনপুত্র রবিদাস হইতে দত্তবংশ, করণহইতে নাগ, নাথ, দাস বংশ এবং শ্রীগৌড়ের মৃত্যুঞ্জয়ের ধারাহইতে দেব, সেন, পালিত, সিংহবংশ এবং কৌলীন্যগ্রন্থোক্ত ৭২ ঘর অচলা কায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছিলেন অচলাদিগের পদ্ধতি যথা—"হোড়, স্বর, ধরণী, বাণ, আইচ, পৈ, শূর, ভঞ্জ, বিন্দু, গুই, বল, লোধ, শর্ম্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, গুড়, আদিত্য, পীল, খিল, গুপ্ত, চাঞ্চি, বন্ধু, শাঞ্চি, হেস, সুমন, গণ্ড, রাণা, রাহুত, দাহক, দান, গণ, অপ, মান, খাম, ক্ষেম, তোষক, বৈ, ঘর, বেদ, ভূত, অর্ণব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শক্তি, সঙ্গ, ক্ষমা, আশ, বর্দ্ধন, হেম, বঙ্ক, অঞ্জ, কীর্ত্তি, শীল, ধনু, গুণ, যশঃ, মনঃ, রীতি, দাড়িক, চাকী, শ্যমে, পুঞ্জি, গণ্ডু, নাদক, বোই, হোম, চাশ, ঢোল, দূত। এই ৭২ ঘর বল্লালী সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। কুলীনগণ ইহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করিলে অচল অর্থাৎ কুলভঙ্গ হন, এইজন্য এইসমস্ত বঙ্গীয় কায়স্থগণ অচলাখ্য নামে খ্যাত।

বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কায়স্থগণের উপনয়ন সংস্কার হয় এবং তাহারা দ্বাদশদিবস অশৌচ ধারণ করিয়া থাকেন। চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ পশুরামভীত রাজর্ষি চন্দ্রসেনপত্নীগর্ভজ লিপিবৃত্তিক দালভ্য গোত্রীয় চান্দ্রসেনী কায়স্থ;—সূর্য্যবংশীয় রাজা অশ্বপতিসন্তান পত্তন প্রভুকায়স্থ; চন্দ্রবংশীয় রাজা কামপতির সন্তান প্রভুকায়স্থ নামে চারি

শ্রেণীর কায়স্থ বর্ত্তমান আছেন। প্রভুকায়স্থগণ আবার দমনপ্রভু, ধ্রুবপ্রভু ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে পৃথক হইয়া দাক্ষিণাত্যে বিশেষ সম্মানসহ বাস করেন। ইঁহারা সকলেই লিপিবৃত্তিক, কেবল 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ' বিপ্রবৎ দশাহ অশৌচ ধারণ ও স্বয়ং পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণমধ্যে সরস্বতীনদীতটে বাস করা হেতু সারস্বত কায়স্থ নামেও এক শ্রেণীর কায়স্থ আছেন। সেনবংশীয় রাজগণ ব্রহ্মক্ষত্রিয় কায়স্থবংশ; তাঁহারা দাক্ষিণাত্যহইতে বঙ্গে আসিয়া রাজত্ব করিয়াছেন। তৎকালে বহু শ্রেণীর কায়স্থগণ বঙ্গে অধিনিবিষ্ট হইয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকাচারে উপনয়ন-সংস্কারবিহীন হইয়াছিলেন। যাহাদের অধস্তন বংশধর বঙ্গের গণ্যমান্য।

যজ্ঞোপবীতধারণের কারণ।

পুরাকালে বর্ণের পার্থক্য ছিল না। ভারতে আর্য্যগণের আগমন হইতে অনার্য্যগণহইতে পৃথক্ করার জন্যই যেন যজ্ঞসূত্রের সৃষ্টি। যুগ ও বর্ণভেদে ইহার পৃথকত্ব সূচিত হইয়াছিল। সত্যে পদ্মসূত্র, ত্রেতায় কনকজ, দ্বাপরে তাম্রসূত্র এবং কলিযুগে কার্পাসসূত্রের বিধান। কলিযুগে দ্বিজাতিত্রয়ের পরিচিহ্নজন্য ব্রাহ্মণের কার্পাসসূত্র, ক্ষত্রিয়ের শণসূত্র ও বৈশ্যের মেষলোমনিম্মিত উপবীত ধারণের ব্যবস্থা। ঋক্, সাম, যজু র্বেদানুমার্গিগণের যজ্ঞসূত্রের হ্রস্বদীর্ঘত্ব হইয়া থাকে। আর্য্যগণ নিজের পরিচিহ্নজন্য নামান্তে শর্ম্মা, বর্ম্মা ও গুপ্তশব্দের সংযোগ; এবং তিলকধারণ, মাল্যধারণ, শিখাবন্ধনাদিরও পৃথকত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন। দ্বিজত্বলাভ করাই উপনয়ন-সংস্কারের মূল, যজ্ঞোপবীত উপনয়ন-সংস্কারের প্রধান চিহ্ন। উপনয়ন-সংস্কার না হইলে বেদাধ্যয়ন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি আধ্যাত্মিক কার্য্যের অধিকারী হওয়া যায় না।

কায়স্থগণের যজ্ঞসূত্রত্যাগের হেতু।

বঙ্গ ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্রই কায়স্থগণ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া থাকেন। পাণ্ডার বাটিতে, মহাজনের গদীতে, জমিদারের সেরেস্তায়, রাজার দরবারে সর্ব্বত্রই উপবীতধারী কায়স্থ বা কায়েথ্‌গণ লেখনীহস্তে বিরাজমান। বঙ্গের কায়স্থগণ কি হেতুতে যজ্ঞসূত্রবিহীন হইয়াছেন তাহার আলোচনা করা যাঁউক।

সোণার বাঙ্গলার উপর দিয়া আর্য্য, বৌদ্ধ ও যবনপ্রভৃতির কত কাটাকাটি, মারামারি ও রাষ্ট্রবিপ্লব চলিয়াগিয়াছে। বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধ, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংঘর্ষণজনিত কত ভীষণ অত্যাচার, নির্য্যাতন ও ধর্ম্ম-বিপ্লব এইদেশের উপরদিয়া রহিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বারংবার উত্থানপতনে পুনঃসংস্কার ও আধিপত্যপ্রতিষ্ঠায় স্মৃতি, পুরাণাদির আচারব্যবহারগুলির কঠিনহইতে কঠিনতর সামাজিক শাসন ও সংস্কারনীতিতে কতরূপ পরিবর্ত্তন, এই দেশের অধিবাসীকে কতদূর নূতন করিয়া গড়িয়াছে, কে তাহার সন্ধান লয়? বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল বন্যা যখন সমস্তভারত প্লাবিত করিয়া সুদূর বর্ম্মা, চীন, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়াপ্রভৃতি দেশ এবং জাপান, বর্ণিয়ো, লঙ্কাদ্বীপ সকলের উপর বহিয়া গেল;—যখন মৌর্য্য, শক, বর্দ্ধনপ্রভৃতি সম্রাট্‌গণের রাজবিধানে “অহিংসা পরমধর্ম্ম” এই মহামন্ত্র উচ্চারিত হইয়া উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, রাজা প্রজা সকলকেই অনুপ্রাণিত করিয়া একই সাম্যনীতির অধীন করিয়াছিল; যখন মুণ্ডিতমস্তক, পীতবস্ত্রপরিহিত মগধের শ্রমণকগণ ধর্ম্মরাজ্যে ব্রাহ্মণের আসন কাড়িয়া লইল;—তখনই আর্য্যের মহামান্য বেদ, বৈদিক আচার ও শিখাসূত্রের সহিত অন্তর্ধান করিলেন!

বৌদ্ধরাজগণের অধীনস্থ রাজকার্য্যে নিযুক্ত কায়স্থগণ রাজাজ্ঞায় ও রাজানুকরণে ও বৌদ্ধধর্ম্মানুসূত্র হইয়া যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণগণও ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আপনাদিগের উপবীত লুকাইয়াছিলেন। শত শত বৎসরের পর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে বৈদিকধর্ম্মের অভ্যুত্থানে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কুমারিলভট্ট প্রভৃতির বৌদ্ধতান্ত্রিকধর্ম্মের প্রচারে বৈদিকধর্ম্ম দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ বঙ্গদেশ তিনশতাব্দীর অধিককাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধ পালরাজগণদ্বারা শাসিত; এবং আতীশ, দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞানপ্রভৃতির উদ্যোগে বঙ্গ, কামরূপ ও নেপালবাসিগণ ঘোর তান্ত্রিকধর্ম্মী হওয়ায় কায়স্থগণ আপনাদের যজ্ঞসূত্র ধারণ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। তান্ত্রিকধর্ম্মে যজ্ঞসূত্র ধারণের প্রয়োজন নাই। মহারাজ বল্লাল তান্ত্রিকধর্ম্ম প্রচার জন্যই কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্ত্তন করেন, হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে উল্লেখ আছে—মহারাজ আদিশূর আনীত সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ তৎকালে বেদমন্ত্র পরিহারে পঞ্চমকারের সেবা করিতেন! যখন তান্ত্রিকতার প্রভাবে সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণেরই এই দশা, তখন রাজানুপালিত রাজবল্লভ তান্ত্রিকাচারী কায়স্থগণের বৈদিকাচার যজ্ঞোপবীত ধারণের সম্ভাবনা কোথায়?

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র।

মহারাজ বল্লালসেনের ঐকান্তিক চেষ্টায় বঙ্গে তান্ত্রিকধর্ম্ম বদ্ধমূল হইলে, আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌমপ্রভৃতির প্রলোভনময় তান্ত্রিকধর্ম্মের অত্যাচার্য্য কৌশলে সকলে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সাধারণতঃ লোক ধর্ম্মের কঠিন অংশ পরিত্যাগ করিয়া সহজ অংশটুকুই অবলম্বন করিয়া থাকে; তান্ত্রিকগণও তন্ত্রের নিগূঢ়ভাব গ্রহণ না করিয়া

আশুপ্রীতিজনক মোহকর মদ্যমাংসাদিতে আসক্ত হইয়া মূলধর্ম্মহইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িলেন। ইহাদের দলবৃদ্ধি ও কাপালিক, পাষণ্ড, ভণ্ড, সন্ন্যাসিপ্রভৃতি নানাশ্রেণীর তান্ত্রিকগণের ঘোর অত্যাচারে ধর্ম্ম-ভাবের ভয়ঙ্কর অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল। মিথ্যাভাষা, পরদ্রব্যহরণ, পরপীড়ন, অভক্ষ্যভক্ষণ, সতীর সতীত্বনাশ ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া মধ্যে পরিগণিত হইল। ধর্ম্মপ্রাণ সাধুব্যক্তিগণের অসহ্যহৃদয়বিদারক ভীষণ মনস্তাপ ঘটিল। তাঁহারা নীরবে সর্ব্বদুঃখহর বিপদভঞ্জন ভগবান্ হরিকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই অশ্রুবারিসিক্ত হৃদয়ের অন্তস্তলভেদিনী করুণ-বেদনা স্বর্গে পঁহুছিল, ভগবানের সিংহাসন নড়িল। ভক্তাধীন ভগবান্ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পাষণ্ডদলন হরি পারিষদগণসহ পবিত্রভূমি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। ১৪৮৫খৃঃঅব্দের ফাল্গুনমাসে পূর্ণিমাতিথিতে শুভ চন্দ্রগ্রহণযোগে, যখন নবদ্বীপবাসিগণ অপার আনন্দে দানধর্ম্ম, ঈশ্বরনামকীর্ত্তন ও শঙ্খঘণ্টাদির ধ্বনি ও উল্লাসে মত্ত ছিলেন, তখন জগন্নাথমিশ্রের ঔরসজ শ্রীচৈতন্যদেব শচী-দেবীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বের নাম নিমাই ছিল।

শাক্তপ্রধান নবদ্বীপে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটিতে গোপনে যে হরিসভা হইত, শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহাতে যোগ দিয়া দিবারাত্রি হরিসাধন করিতেন। তাঁহার পার্ষদ নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস, মুরারিগুপ্ত, মুকুন্দ, গদাধর, পুণ্ডরীক প্রভৃতির মধুর হরিনামরসে যবন হরিদাস অপার ক্লেশ ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়া হরিনাম গাইতে লাগিলেন। দুর্দ্দান্ত দস্যু জগাই মাধাই পাষণ্ডদ্বয় হরিনামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পরমবৈষ্ণব হইলেন! হরিনামের প্রবলবন্যায় নদীয়া ভাসিয়া গেল! চতুর্দ্দিকহইতে দলে দলে জাতিনির্ব্বিশেষে লোক আসিয়া যোগ দিল। সর্ব্বদা মহাপ্রভুর মূলমন্ত্র—

"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে॥"

দিবারাত্র অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হইতে লাগিল; হরিধ্বনির রোলে নদীয়া আকুল হইল। লোকসকল স্তম্ভিত হইয়া গেল, একেবারে হৈ চৈ পড়িয়া গেল? সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়রূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের গোড়ায় দারুণ কুঠারাঘাত করিল। সমস্ত বঙ্গ বিকম্পিত হইল। হরিনামের মহাধ্বনি বঙ্গ ছাড়িয়া সুদূর মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, উড়িষ্যা, গোদাবরী, রামেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত ছাইয়া পড়িল। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব হরিনামের প্রেমডোরে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে একই সূত্রে বাঁধিতে লাগিলেন। নবদ্বীপবাসী তান্ত্রিকমণ্ডলী প্রমাদ গণিল। হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য নূতন শাস্ত্র গড়াইতে লাগিলেন।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য।

সরস্বতীর চিরনিকেতন নবদ্বীপে এবংবিধ আর্ত্তনাদ পড়িলে হিন্দুধর্ম্মকে নূতন করিয়া গড়িবার জন্য অসাধারণ ধীশক্তি কুশাগ্রবুদ্ধি মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন মহাদেবের ন্যায় স্মৃতিসাগর মন্থন করিয়া, মন্বাদি প্রাচীনস্মৃতির উপর কলম চালাইয়া, নববিধান ও ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়া, সমাজবন্ধনের নাগপাশরূপ নব্যস্মৃতির আবিষ্কার করিলেন। নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য হিন্দুর মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দুইবর্ণ লুপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, এই দুইবর্ণের অস্তিত্বমাত্র স্বীকার করিলেন। তিনি বঙ্গবাসী চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণ প্রতি ভ্রমেও একবার দৃষ্টি করিলেন না। তাঁহাদের গলদেশ-বিলম্বিত যজ্ঞসূত্রের অভাবদৃষ্টে নিষেকাদি নানাবিধ সংস্কারের উপেক্ষা করিয়া, তাঁহাদের কুল শীল, পদ মর্য্যাদা, বলবীর্য্য, বিদ্যা বিভব ও রাজ্যাঙ্গের পরিপোষক উচ্চমগুনাবলী ও পদসকলের কিঞ্চিৎ-মাত্র আলোচনা না করিয়া, কায়স্থগণ যে বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গসিংহাসন

অলঙ্কৃত করিয়া লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহা একটিবারও স্মরণ না করিয়া, শুদ্ধিতত্ত্বে ব্যবস্থা করিলেন—

"ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদীনামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ—
"শনৈকেস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
"বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"

৪০।১০অঃ, মনু।

অর্থাৎ "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়দিগের যে শূদ্রত্ব হইয়াছে, ক্ষত্রিয়ত্ব আর নাই, একথা মনু বলিয়াছেন, যথা—এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারাদির লোপহেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।" শুদ্ধিতত্ত্বের উদ্ধৃত মনুবচনের "ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ" পদের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণকেও লক্ষ্য করিয়াছেন। স্বয়ং রঘুনন্দন বিষ্ণুপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—

"মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধোমহাপদ্মো-নন্দঃ পরশুরাম ইবাখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি।"

অর্থাৎ মহানন্দির শূদ্রাগর্ভজাতপুত্র অতিলুব্ধ মহাপদ্মনন্দ পরশুরামের ন্যায় নিখিল ক্ষত্রিয়দিগের অন্তকারী হইবে। তাহার পর হইতে শূদ্রজাতিগণই ভূপতি হইবে।" কিন্তু মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে যে বিধান রহিয়াছে—"যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের পৌরোহিত্য করিবে, যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের দান গ্রহণ করিবেন, কিংবা শূদ্রের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিবেন, এমন কি শূদ্রের তণ্ডুল ঘরে আনিবেন, তিনি পতিত হইবেন; অধিকিন্তু তাঁহাকে পরজন্মে শূকর বা গাধা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।" ইহার

সামঞ্জস্য কিছুই করিলেন না! কায়স্থগণকে অনার্য্যসাগরে ডুবাইয়া, স্বার্থান্ধ হইয়া পৌরোহিত্যও ছাড়িতে পারিলেন না! মনুর ব্যবস্থামতে শূদ্রের দানগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ যে অগ্রদানী হইয়াছিলেন, এই কথাটি কি তৎকালে স্মৃতিকর্ত্তার স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই? ধন্য বিচার! এইজন্যই বুঝি ব্রাহ্মণেতর জাতিসকলের শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ নিষেধ ব্যবস্থা করিয়া নরক-যন্ত্রণার ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন!

হরিবল! আবার মূলেই যে পুষ্করিণী চুরি! স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কায়স্থকে শূদ্রে পরিণত করিবার জন্য মনুর যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া "ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ" পদদ্বারা সমস্ত ক্ষত্রিয় বর্ণকে লক্ষ্য করিয়াছেন, বস্তুতঃ শ্লোকের তাহা অর্থ নহে। ইহা মনুর দশম অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোক, ৪৪ শ্লোকের অর্থের সহিত সংস্পৃষ্ট, কতিপয় বিশেষ দেশের প্রতিপাদ্য, বঙ্গের নামই নাই। সুধীপাঠকগণের বিচারার্থে আমরা অর্থসহ উভয় শ্লোক অধ্যাহার করিলাম।

শনৈকেস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ৪৩
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বেজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ॥

৪৪।১০ অঃ, মনু।

অর্থাৎ পৌণ্ড্র, ঔড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশপ্রভৃতি দেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অদর্শনে কিংবা বেদবিহিত ক্রিয়ালোপহেতু ক্রমশঃ বৃষলত্ব বা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য ভারতবর্ষের মাত্র পৌণ্ড্র, ঔড্র ও দ্রাবিড় দেশ; বঙ্গের কোন উল্লেখ নাই। মনুর সময় বঙ্গাদি দেশ যে অতল

জলধিবক্ষে নিমজ্জিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে ;—এবং মনু কথিত পৌণ্ড্রদেশ যে বরেন্দ্রভূমি নহে, তাহাও প্রমাণ করিয়াছি, এই পৌণ্ড্রদেশ দাক্ষিণাত্যে স্থিত, সুতরাং নব্যস্মৃতির শূদ্রত্বের কারণ পণ্ড হইয়াগেল। তৎকালে ও বর্ত্তমানে ভারতে বহু ক্ষত্রিয় ছিলেন ও আছেন, স্মৃতির 'ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়' শব্দই তাহার সাক্ষ্যদিতেছে। যদি সংস্কার-হীনতাই অক্ষত্রিয়ের কারণ হইয়া থাকে, তবে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে ষট্‌কর্ম্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণগণ অব্রাহ্মণ হইলেন না কেন? ভাগবতের স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজ-বন্ধুগণ শ্রুতিশ্রবণের অযোগ্য, এই বচনের দ্বিজবন্ধু (স্বকর্ম্মচ্যুতব্রাহ্মণ) শব্দ নব্য স্মৃতিতে পরিত্যক্ত হইয়া কেবল স্ত্রী ও শূদ্রগণ বেদশ্রবণ করিলে নরকে যাবার ব্যবস্থা হইল কেন?

এখানেও নির্য্যাতনের ইতি পড়ে নাই। আবার যম-সংহিতার দোহাই দিয়া রঘুনন্দনের অনুবর্ত্তী ব্রাহ্মণমণ্ডলী প্রচার করিলেন—

"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্রএব চ"

অর্থাৎ জঘন্য কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য কোন জাতি নাই। এই বচনের অর্থে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণসকল একে-বারে হাড়ি, মুচি, ডোম, বাগ্‌দী চণ্ডাল প্রভৃতি অস্পৃশ্য শূদ্রবৎ অনার্য্য-গণ সঙ্গে একাসন প্রাপ্ত হইলেন। কলিযুগসম্বন্ধে একবার আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তামান বর্ষে কলিযুগের ৫০১৯ বৎসর। পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন কলির দ্বাদশশত বৎসর অতীতে মহারাজ পরিক্ষিতের রাজ্যরম্ভ। পরিক্ষিৎ মগধের জরাসন্ধের পৌত্র বৃহদ্রথের সমসাময়িক। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—মগধে জরাসন্ধবংশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করেন, এবং মহানন্দাভিষেকই আর্য্য রাজত্বের শেষ। পরিক্ষিৎ হইতে মহা-নন্দাভিষেক ১০৫০ বৎসর যোগ ১২০০ বৎসর মোট ২২৫০ বৎসরের

সময় নন্দবংশ ধ্বংস হয়। এই সুদীর্ঘকাল কি কলিযুগের অন্তর্গত নহে ? সুতরাং এখানেও উক্ত ব্যবস্থা টিকিতেছে না।

নামান্তে দাস-শব্দের প্রয়োগ।

বর্ত্তমানে বহু আন্দোলনের হেতুভূত কায়স্থদিগের নামান্তে 'দাস' শব্দ প্রয়োগসম্বন্ধে নব্যস্মৃতি কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কিছু আলোচনা করা উচিত মনে করি। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে কায়স্থদিগের কন্যাদানসম্বন্ধে পদপ্রয়োগবিচারে বলিতেছেন :—

"শিবদত্তপ্রপৌত্রী বিষ্ণুদত্তপৌত্রী হরিদত্তপুত্রী যজ্ঞদত্তা কন্যা শিবমিত্রপ্রপৌত্রায় বিষ্ণুমিত্রপৌত্রায় রামমিত্রপুত্রায় রুদ্রমিত্রায় তুভ্যং সংপ্রদদেতি দৃষ্টার্থত্বাৎ পুংবচসাং ক্ত প্রত্যয়ার্থা বিবক্ষা তেন সংপ্রদদে ইত্যেব প্রয়োগঃ ন সংপ্রদদেতি।"

উপরোক্ত মিত্র ও দত্ত বংশীয় পাত্র ও পাত্রীর সম্প্রদান বাক্যের উদাহরণে নব্যস্মৃতিকার দাস শব্দ নামান্তে ব্যবহার না করায়, ইহাই প্রতীয়মান হয় যে তৎকালে কায়স্থগণ আপনাদের নামান্তে পদ্ধতিসকলই ব্যবহার করিতেন, দাস-শব্দ ব্যবহার করিতেন না। রঘুনন্দন ঘোষ বসু প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর কায়স্থগণকে সচ্ছূদ্র বলিয়াছেন, কিন্তু পুরাণাদিতে গোপ নাপিত প্রভৃতিই শচ্ছূদ্র নামে আখ্যাত হইয়াছে, এখানেও শাস্ত্রের অপলাপ দেখা যায়। 'দাস' শব্দ পরবর্ত্তী কালে যখন চন্দ্রদ্বীপে ঘটক-চূরামণি দেবীবর কুলীনের মেলবন্ধন করিয়াছিলেন, তখনই নামান্তে, বিদ্বেষ যন্ত্র সংযোজিত হইয়াছিল। শাস্ত্রালোচনায় দেখা যায় 'দাস শব্দ' পরিত্যাগে পদ্ধতিযুক্ত নাম ব্যবহারে কায়স্থগণ ক্রিয়াকাণ্ড করিলে কোন

দোষাবহ কিংবা অবিধি কার্য্য হইবে না; বরং দাসসংযুক্ত নাম গোত্র উল্লেখে ক্রিয়াকরাই অবিধি ও অনার্য্য শূদ্রত্বজ্ঞাপক। সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে দত্তকাসিদ্ধের বিচারে ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে 'দাস' শব্দ নামান্তে ব্যবহার করা শূদ্রত্বজ্ঞাপক। মনুর ব্যবস্থামতে শূদ্রের কোন কার্য্যই মন্ত্রপাঠে হইতে পারে না, সেমতে দাসশব্দ নামান্তে ব্যবহারকারী শূদ্রগণের দত্তকগ্রহণকার্য্যে যাগ, যজ্ঞ ও শাস্ত্রের ব্যবস্থামতে কোন কার্য্যই করণীয় নহে। কায়স্থগণ যখন শূদ্র নহেন, তখন তাঁহাদের নামান্তে 'দাস' শব্দ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। যাঁহারা ক্ষত্রিয়াচারী নহেন তাঁহারা কেবল নামান্তে পদ্ধতি উল্লেখ করিয়াই ক্রিয়াকাণ্ড করিবেন।

ব্রাত্য ক্ষত্রিয়

উপনয়নবিহীন ক্ষত্রিয়গণই মনুর বিধানানুসারে ব্রাত্যক্ষত্রিয়। ব্রাত্যগণ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা শুদ্ধিলাভ করিয়া উপবীত ধারণ করিতে পারেন। অথর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে "যে ব্যক্তির উপনয়নাদিসংস্কার হয় নাই, তাহার নাম ব্রাত্য, ব্রাত্য মহানুভাব, ব্রাত্যদেবপ্রিয়, ব্রাত্যব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়তেজের মূল। সে যথায় গমন করে, রাজার ন্যায়ই গমন করে।" (৫) স্থানান্তরে অথর্ব্ববেদ বলিতেছেন বিদ্বান্ ব্রাত্য রাজার-গৃহেও যদি অতিথি হয়, তবে তিনি তাহাতে গৌরব মনে করিবেন। তাহাতে তাঁহার রাজ্যের বা রাজপদের অসম্মান হয় না, পরন্তু কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় সকলেই সমাগত বিদ্বান্ ব্রাত্যকে উঠিয়া অভ্যর্থনা

(৫) "ব্রাত্যো নাম উপনয়নাদিসংস্কারহীনঃ পুরুষঃ। ব্রাত্যো মহানুভাবো ব্রাত্যোদেবপ্রিয়ো ব্রাত্যো ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বর্চ্চসোমূলং। যদা স গচ্ছতি রাজবদ্ গচ্ছতীতি॥ অথর্ব্ববেদ ১৫শ কাণ্ড ভূমিকা।

করিবেন।" (৬) ইত্যাদি ব্রাত্যের বহু সম্মান বেদে পরিদৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা পুরাণমতে ব্রাত্যকে পতিত মনে করেন, বেদপাঠরাহিত্যই তাঁহাদের এই ভ্রান্তির কারণ। ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের আদর্শেই বোধ হয় বঙ্গীয় কায়স্থগণ সাবিত্রীসংস্কারে আগ্রহ করেন নাই। ব্রাত্যগণ যে পুনঃ সংস্কারার্হ, তাহা ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধ্ ও যদুবংশীয়গণের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই জানা যাইবে, যদুবংশীয়গণ বহুশতাব্দী সাবিত্রীভ্রষ্ট থাকিয়া পুনঃ উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন।

উপনয়ন সংস্কার।

গর্ভহইতে জন্ম-লাভের নাম প্রথম জন্ম; উপনয়ন সংস্কারদ্বারা দ্বিতীয় জন্ম হয়। শাস্ত্র বলেন "জন্মদ্বারা সকলেই শূদ্র থাকে, সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণত্রয় দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন। শূদ্রের কোনরূপ সংস্কার কার্য্য নাই। গর্ভহইতে অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের, একাদশ বৎসরে ক্ষত্রিয়ের, দ্বাদশ বৎসরে বৈশ্যের উপনয়ন দেওয়া বিধি। যেসকল দ্বিজ ব্রহ্মবর্চ্চস অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও তদর্থগ্রহণ প্রকর্ষ কামনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের গর্ভসহ পঞ্চমবৎসরে, ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠবৎসরে, বৈশ্যের অষ্টমবৎসরে উপনয়ন দেওয়া উচিত। ব্রাহ্মণের গর্ভাবধি ষোড়শ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি, বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়ন কাল অতিক্রান্ত হয় না; ইহাকেই গৌণকাল কহে। এই তিনবর্ণ যদি

(৬) "তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো রাজ্ঞোঽতিথিগৃর্হানাগচ্ছেৎ। ১
শ্রেয়াংসমেন মাত্মানোমানয়েৎ তথা ক্ষত্রায় নাবৃশ্চতে তথা রাষ্ট্রায় নাবৃশ্চতে। ২
অতো বৈ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোদতিষ্ঠতাং তে অব্রূতাং কং প্রবিশাবেতি ॥"৩
১৫শ কাণ্ড ২ অনুকাণ্ড ১০ সূক্ত, অথর্ব্ববেদ।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত না হয়েন, তাহা হইলে গায়ত্রীভ্রষ্টজনিত তাহাদিগকে ব্রাত্য কহে। (৭)

ব্রাত্যের প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত গ্রহণের বিধান। প্রায়শ্চিত্তের কালাকাল নাই, সংক্রান্তি ও অনধ্যায়দিবস বর্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উত্তরায়ণ; এবং বৈশ্যের দক্ষিণায়ণই প্রশস্ত। বেদপাঠ ও বৈদিক উপাসনাদি কার্য্যদ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিলাভজন্য কায়স্থগণের ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক দ্বিজত্বলাভ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণের উপনয়ন কার্য্য রামদত্তের যজুর্ব্বেদীয় সংস্কারপদ্ধতি অনুসারে হইয়া থাকে।

প্রায়শ্চিত্ত।

প্রায়শ্চিত্ত শব্দের অর্থ 'পাপক্ষয়মাত্র সাধনকর্ম্ম' অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করাহেতু এবং নিষিদ্ধ ও নিন্দিত কর্ম্মদ্বারা যে পাপ হয়, তৎক্ষালনার্থে শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াবিশেষের আচরণই প্রায়শ্চিত্ত নামে কথিত। বর্ণভেদে পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তের সংখ্যা ছয়শতেরও উর্দ্ধ। এখানে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তবিধান কায়স্থগণের জন্য বলা যাইতেছে।

---

(৭) "গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নং।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥ ৩৬
ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে॥ ৩৭
আষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতি বর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতের্ব্বিশঃ॥ ৩৮
অতঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকাল মসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥ ৩৯।২অঃ, মনু।

প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বদিবস উপবাস, গব্যঘৃতসেবন ও মস্তকমুণ্ডন বিধি; অসমর্থপক্ষে উপবাসস্থলে দুগ্ধ ও ফল সেবন এবং মস্তকমুণ্ডন না করাহেতু দ্বিগুণ দক্ষিণার বিধি। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ভিন্ন সকল তিথিতে, সকল সময়েই প্রায়শ্চিত্ত করা যায়। অতিবৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী ও রোগীর জন্য অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত। সধবা রমণীর মস্তকের কেশাগ্রমাত্র ছেদন করিবেক। নারীর স্বতন্ত্র ক্রিয়া নাই, পতির অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করা বিধেয়। প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপবীত ধারণের পূর্ব্বে জাত সন্তানের পৃথক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

"যাহার পিতৃপিতামহের কিংবা নিজের যথাসময়ে উপবীত হয় নাই, তাহাকে একবৎসর কালপর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে। যাহার প্রপিতামহাদির উপবীত হইবার কথা স্মরণ হয় না, তাহার দ্বাদশবার্ষিকী ব্রহ্মচর্য্যব্রত করিতে হইবে। ইহাই মিতাক্ষরাধৃত আপস্তম্ব বচনের অর্থ।" (৮) প্রায়শ্চিত্তজন্য সত্যযুগে ব্রত, ত্রেতাযুগে ধেনুদান, দ্বাপর ও কলিযুগে ধেনুমূল্য প্রদানের ব্যবস্থা। (৯) সুতরাং জগদ্‌বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থামতে দ্বাদশ বার্ষিকব্রতের অনুকল্প ৩৬০ গাভী মূল্য। ধনী, দরিদ্র ও অতিদরিদ্র ভেদে মূল্যের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। ধনীর পক্ষে গো-মূল্যের জন্য ৩৬০ টাকা, দরিদ্রের জন্য ৩৬০ পয়সা অর্থাৎ ৫।।৵০ আনা এবং অতি দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ কপর্দ্দকই বিধি। প্রায়শ্চিত্ত শারীরিক ও আর্থিক দণ্ডবিশেষ। ব্রাত্যত্ব একটি উপপাতক, সুতরাং, তজ্জন্য চান্দ্রায়ণব্রত

---

(৮) "যস্য পিতৃপিতামহাবনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং।"

(৯) "কৃতে ব্রতং সমাদিষ্টং ত্রেতায়াং ধেনুরেব চ।
কৃচ্ছ্রাদীনান্তু সর্ব্বেষাং মূল্যন্তু দ্বাপরে কলৌ॥"

কিংবা তদনুকল্প একটি গাভী অথবা তদ্‌মূল্য সার্দ্ধতেইশ কাহন কড়ি দিবে। রঘুনন্দনকৃত সংস্কারতত্ত্বেও এই বিধান আছে। প্রায়শ্চিত্তান্তে গোগ্রাস প্রদান ও ব্রাহ্মণ ভোজন করান একান্ত আবশ্যক।

প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা।

১২৫৩সনে আন্দুলের রাজবাটিতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বসম্বন্ধে আন্দোলন হইয়া বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী প্রথম যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন, তাহার মর্ম্ম এই-যে "দক্ষিণ ও উত্তররাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ। ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে এই নিশ্চয় ক্ষত্রিয় ব্রহ্মকায়স্থগণ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত না করিয়াই ওঁকারযুক্ত ত্রাতা ও বর্ম্মান্তনাম এবং তাঁহাদের স্ত্রীগণ দেবী শব্দ ব্যবহার করিতে পারিবেন। পূর্ব্বে দাস শব্দ ব্যবহারে কৃতকার্য্য সকল সিদ্ধ বটে; যেহেতুক দাসশব্দ ব্যবহার করায়, সত্যবাক্যের ব্যতীক্রম হইলেও ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়াছে; সুতরাং সমস্ত ক্রিয়া অশুদ্ধ হয় নাই।"

তৎপর বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার উদ্যোগে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত, দ্বাদশাহ অশৌচ, নামান্তে বর্ম্মা ও স্ত্রীগণের দেবী শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে বহুব্যবস্থাপত্রে কলিকাতা, হুগলী, হাবড়া, চব্বিশপরগণা, যশোর, বর্দ্ধমান, নদীয়া, কৃষ্ণনগর, বাঁকুড়া, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি জিলার এবং নবদ্বীপ, ভাটপাড়া প্রভৃতির মহামহোপাধ্যায় উপাধিপ্রাপ্ত ও প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের এবং কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, প্রভৃতির পণ্ডিত মণ্ডলীর স্বাক্ষর আছে। কায়স্থপত্রিকা, কায়স্থতত্ত্ব, কায়স্থপ্রদীপ; এবং আর্য্যকায়স্থ সমিতির, পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভার গ্রন্থ সকলে ঐসকল ব্যবস্থাপত্র পণ্ডিতমণ্ডলীর নামসহ মুদ্রিত হইয়াছে বিধায়, বাহুল্যভয়ে এখানে ব্যবস্থাপত্র সহ পণ্ডিতগণের নাম উদ্ধৃত করা গেল না। এই

সমস্ত ব্যবস্থা মূলে অন্যূন একলক্ষ কায়স্থের দ্বিজাতিত্বসূচক উপনয়ন সংস্কারকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের সমস্ত কায়স্থের সংখ্যা দ্বাদশলক্ষের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ বটে।

অশৌচব্যবস্থা

"সপিণ্ডের জনন ও মরণ হইলে জন্ম ও মরণদিন হইতে ব্রাহ্মণের দশদিন, ক্ষত্রিয় এবং কায়স্থ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তকারিগণের জনন মরণ দিন হইতে দ্বাদশ দিন, বৈশ্য ও বৈশ্যজাতির পঞ্চদশ দিন এবং শূদ্রের জন্য ত্রিশ দিন অশৌচ ধারণের ব্যবস্থা শুদ্ধিতত্ত্বে উক্ত হইয়াছে। ইহাকে স্বজাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচ কহে। ইহার ন্যূনকালব্যাপক অশৌচকে খণ্ডাশৌচ কহে। সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড, তৎপর দশম পুরুষপর্য্যন্ত সকুল্য; এবং চতুর্দ্দশ পুরুষপর্য্যন্ত সমানোদক গণনা হয়। সকুল্যের জনন মরণের দিন হইতে তিন দিন, এবং সমানোদকের পক্ষিণী অর্থাৎ বর্ত্তমান দিবারাত্র ও আগামী দিবসপর্য্যন্ত অশৌচ ধারণের বিধি।" পঞ্জিকাদিতে অশৌচ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যে সকল কায়স্থগণ একমাস অশৌচ ধারণ করিতেছেন, তাহাও গৌণভাবে ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিপাদক মহাভারতে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির একমাস অশৌচ ধারণে পুরীর বাহিরে বাসকরার কথা আছে। শূদ্রের জন্য কোন অশৌচ বা সংস্কার নাই। ষষ্ঠঅধ্যায়ে শূদ্রবর্ণের বিবরণে সবিশেষ প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। স্মৃতি সকলে পূর্ব্বোক্ত বিধানের ন্যূন অশৌচেরও বিধি দৃষ্ট হয়। গুণকর্ম্মের উৎকর্ষে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের তিন দিন, ক্ষত্রিয়ের দশরাত্রি, বৈশ্যের দ্বাদশ দিবস, এবং শূদ্রের পক্ষদিবসের অশৌচ ধারণের ব্যবস্থাও আছে। রাজার সদ্যঃশৌচ, এবং রাজাদেশে রাজভৃত্যগণের সদ্যঃশৌচের ব্যবস্থা

ইত্যাদিও দৃষ্ট হয়। অশৌচধারণ লৌকিক ও দেশাচার মাত্র; ইহার বিস্তারিত বিচার শাস্ত্রতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

গোত্র ও প্রবর।

বিবাহসময় কন্যার গোত্রান্তর একটি প্রধান কার্য্য। যাহাতে এক-গোত্রে বিবাহ হইয়া এক শোণিত সম্বন্ধ না হয়, তজ্জন্যই গোত্র ও প্রবর উচ্চারণ পূর্ব্বক পরিচয় প্রদানের রীতি আবহমানকাল হইতে প্রচলিত। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত কায়স্থগণ এ সমস্তই পুরোহিতের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় পুরোহিতগণেরও প্রবরমালা অভ্যস্ত না থাকায়, কিংবা প্রাচীন নিয়মে বালকগণকে এ সমস্ত শিক্ষা না দেওয়ায় বিবাহবৈঠকে সময় সময় গোল হইয়া থাকে, সেই জন্যই আমরা ধনঞ্জয়-কৃত ধর্ম্মপ্রদীপের গোত্রপ্রবর-বিবেক অধ্যায়হইতে ইহা পাঠকগণের অবগতির জন্য অধ্যাহার করিলাম।

গোত্র	প্রবর	গোত্র	প্রবর
যমদগ্নি	যমদগ্নি, ঔর্ব্ব, বশিষ্ঠ।	মৌদ্গাল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জমদগ্নি, আপ্নুবত।
ভরদ্বাজ	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।	পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ।
বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক।	বৃহস্পতি	বৃহস্পতি, কপিল, পার্ব্বণ।
অত্রি	অত্র্যাত্রেয়, শাতাতপ।	কাঞ্চন	অশ্বত্থ, দেবল, দেবরাজ।
গৌতম	গৌতম, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।	বিষ্ণু	বিষ্ণু, বৃদ্ধি, কৌরব।
বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।	কৌশিক	কৌশিক, অত্রি, জামদগ্ন্য।
কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।	কাত্যায়ন	অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ।
অগস্ত্য	অগস্ত্য, দধীচি, জৈমিনি।	আত্রেয়	আত্রেয়, শাতাতপ, সাংখ্য।
সৌকালীন	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হ-	কাণ্ব	কাণ্ব, অশ্বত্থ, দেবল।

গোত্র	প্রবর	গোত্র	প্রবর
সাঙ্কৃতি	অব্যাহা, অত্রি, সাঙ্কৃতি।	বৈয়াঘ্রপদ্য	সাঙ্কৃতি।
কৌণ্ডিল্য	কৌণ্ডিল্য, স্তিমিক, কৌৎস্য।	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
গর্গ	গার্গ্য, কৌস্তভ, মাণ্ডব্য।	শক্তি	শক্তি, পরাশর, বশিষ্ঠ।
আঙ্গিরস	আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।	কাণ্বায়ন	কাণ্বায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ, অজমীঢ়।
অনাবৃকাক্ষ	গার্গ্য, গৌতম, বশিষ্ঠ।	বাসুকি	অক্ষোভ, অনন্ত, বাসুকি।
অব্য	অব্য, বলি, সারস্বত।	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
জৈমিনি	জৈমিনি, উতথ্য, সাঙ্কৃতি।	শুনক	শুনক, শৌনক, গৃৎসমদ।
বৃদ্ধ	কুরু, বৃদ্ধ, অঙ্গিরাঃ বার্হস্পত্য।	সৌপায়ন	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্নি, আপ্নবত।
শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।		
বাৎস্য সাবর্ণ	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবত।		
আলম্যায়ন	আলম্যায়ন, শালঙ্কায়ন, শাকটায়ন।		

এস্থলে প্রয়োজন বোধে কয়েকটি প্রধান কায়স্থের উপাধির সংসৃষ্ট গোত্র-নির্ণায়ক নির্ঘণ্ট দেওয়া গেল। দত্ত উপাধির গোত্র—মৌদ্গল্য, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, পরাশর, কাশ্যপ, আলম্যায়ন, বশিষ্ঠ, সৌপায়ন, অগ্নিবাৎস্য। বসু উপাধির গোত্র—গৌতম। মিত্র উপাধির গোত্র—বিশ্বামিত্র। ঘোষ উপাধির গোত্র—বাৎস্য, সৌকালীন, শাণ্ডিল্য। গুহ উপাধির গোত্র—কাশ্যপ, কল্বিষ। সিংহ উপাধির গোত্র—ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, ঘৃতকৌশিক, গৌতম, বাৎস্য, সাবর্ণ। নন্দী উপাধির গোত্র—কাশ্যপ, আলম্যায়ন। পাল উপাধির গোত্র—কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ। দেব উপাধির গোত্র—শাণ্ডিল্য, পরাশর, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, আলম্যায়ন, বশিষ্ঠ, গৌতম, মৌদ্গল্য, ঘৃতকৌশিক। ধর উপাধির গোত্র—কাশ্যপ। রক্ষিত উপাধির গোত্র—বাৎস্য, মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ।

বর্দ্ধন উপাধির গোত্র—কাশ্যপ, ঘৃতকৌশিক। দাস উপাধির গোত্র—আত্রেয়, কাশ্যপ, আলম্যায়ন, মৌদ্গল্য, গৌতম, ঘৃতকৌশিক, বশিষ্ঠ, শালঙ্কারন, গার্গ্য। নাগ উপাধির গোত্র—সৌকালীন। হোম উপাধির গোত্র—শাণ্ডিল্য।



মানব-তত্ত্ব।

একাদশ অধ্যায়—দেহতত্ত্ব।

মানবের জ্ঞাতব্যবিষয়সমূহমধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায় দেহতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। যে দেহ ধারণ করিয়া মনুষ্য সর্ব্বজীবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছেন ; যে দেহ অবলম্বনে মানব জলে, স্থলে ও শূন্যে বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য্য কৌশল উদ্ভাবনে আপন মহীয়সী শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া, পৃথিবীর অতুল সুখসম্ভোগে সমর্থ হইয়াছেন ; যে দেহের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক কার্য্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চাতুর্ব্বর্গ্য ফলপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, সেই দেহতত্ত্ব অবগত হওয়া সকলের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়।

শরীর ও মনের সম্বন্ধ।

শরীর ও মনের নিকট সম্বন্ধ। শরীর সুস্থ না থাকিলে মনও অসুস্থ হয় ; তখন পৃথিবীর যাবতীয় ধন-রত্ন, মনোহর বিলাসসামগ্রী, স্ত্রীপুত্র, গৌরবান্বিতপদমর্য্যাদা কিছুতেই সুখবোধ হয় না। স্বাস্থ্যই লোকের প্রকৃত জীবন। যে শরীরে একবার ব্যাধি প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার অধ্যয়ন, অর্থোপার্জ্জন, ধর্ম্মকর্ম্ম, তপস্যা, সমস্তই বৃথা। অসুস্থ শরীরে জীবনভার বহনকরা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়স্কর। মানবজীবন অতীব দুর্ল্লভ ও দুর্জ্ঞেয় ;—জীবনান্তে কি হইবে তাহা দেবতারও অগোচর। কেনই বা এই দুর্ল্লভ জীবন ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, কেনই বা ভারতবাসী পূর্ব্বের ন্যায় সুদীর্ঘ জীবন-লাভে বঞ্চিত ; তদালোচনা করিতে হইলে রোগোৎপত্তির নিদান, শরীরের সহিত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ, শরীর নির্ম্মাণের উপাদান ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান সমূহ জানা আবশ্যক।

মনুষ্যের পরমায়ুর পরিমাণ নাই। মহামান্য বেদ শতবৎসর বলিতেছেন। (১) পঞ্জিকাদিতে যে সহস্র সহস্র বৎসরের কথা আছে, তাহা অতিশয় উক্তি। অধিক আয়ুষ্করকার্য্য ও যোগাবলম্বন করিলে দীর্ঘজীবন লাভকরা যায়।

মনুষ্যের পরমায়ু

আর্য্যঋষিগণ দেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব; এবং সুস্থ, সবল, দীর্ঘায়ু ও ধার্ম্মিক সন্তানলাভের যে সকল বিহিত উপায় বেদে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; বেদাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তাহাই মানবজাতির উপকারার্থে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। আমরা পাঠকগণের অবগতিজন্য তাহার অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

মহর্ষি কপিলের মতে পুরুষ ও প্রকৃতি মূলতত্ত্ব। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বলেন, পুরুষ অনুমানগ্রাহ্য, পরমসূক্ষ্ম, চেতনাবান্, শাশ্বত এবং শুক্র-শোণিত সংযোগদ্বারা প্রকাশিত। শরীরের নাম পুর, তাহাতে শয়নে আছেন বলিয়া তাঁহার নাম পুরুষ। ইঁহার আদি বা উৎপত্তি নাই বিধায় অনাদি, ইনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া সূক্ষ্ম; সুখ, দুঃখ ও মোহ উপলব্ধিকারণ এবং অচেতন শরীরকে সচেতন করা হেতু তাঁহার নাম

পুরুষ ও প্রকৃতি

(১) (ক) শতংজীব শরদোবর্দ্ধমানঃ শতং হেমংতাঙ্তমুবসংতান্।
শতমিন্দ্রাগ্নী সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষেমং পুনর্দুঃ॥
৪।১৬১সূ। ১০ম, ঋগ্বেদ।

(খ) ইদং সু মে মরুতো হর্যতা বচো যস্য
তরেম তরসা শতং হিমঃ॥ ১৫।৫৪। ৫ম, ঋগ্বেদ।

(গ) শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ শতং জীবতু॥ শ্রুতি।

(ঘ) কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ॥ ২। ঈশোপনিষদ্।

(ঙ) বর্ষশতং খল্বায়ুষঃ প্রমাণমস্মিন্কালে॥ চরক।

চেতন। তিনি ভোক্তা হইয়াও আত্মা, জীব, অক্ষর, ব্রহ্ম, প্রাণিপ্রভৃতি নামে অভিহিত। "অব্যক্ত, ত্র্যাত্মক—সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিগুণবিশিষ্ট, (২) বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন, বিশ্বের মূল উপাদানপ্রকৃতি জগদ্‌যোনি, ঈশ্বরের সৃজনশক্তি—ইচ্ছাশক্তি, বিক্ষেপশক্তিমৎ অজ্ঞান নামে কথিত।" নিমিত্তকারণ জড়শক্তি প্রকৃতি, পুরুষের সংযোগে ক্রমবিকাশ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া পরিদৃশ্যমান বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা।

দর্শনশাস্ত্র বলেন ত্র্যাত্মক—সত্ত্ব, রজ, তমোগুণই অব্যক্তের স্বরূপ বিশ্ব-জগতের উৎপত্তির মূল। অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্ব—অষ্টম;—তাহাহইতে বুদ্ধি বা স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান; এবং তল্লিঙ্গ ত্রিবিধ—অহঙ্কার, আমিত্বভাব, সৃষ্টির ইচ্ছা; সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে

পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ,—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়; রাজস ও তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র—প্রত্যেকভূতের অমিশ্র পরমাণুকে সেই ভূতের তন্মাত্র বলে; অর্থাৎ পঞ্চসূক্ষ্মভূত শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র; এবং সেইসকল তন্মাত্রহইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, এই পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাই সাংখ্যমতে পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব। মহর্ষি পাতঞ্জলি বলেন, এই অচেতন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বস্বরূপ প্রকৃতি সচেতন পুরুষসহ জীবদেহের উৎপত্তির মূল।

শাস্ত্রে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, ত্রিবিধ উপাধিবিশিষ্ট শরীরের উল্লেখ আছে।

(২) "সত্ত্বদ্রব্য লঘু ও প্রকাশক-জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি ইহার ধর্ম্ম; রজদ্রব্য স্পন্দনবৎ চলনশীল ক্রিয়া ও বেগপ্রভৃতি ইহার সামর্থ্যে জন্মে; তমদ্রব্য গুরু ও আবরক—অজ্ঞানতা ইহার প্রাদুর্ভাব।"

আমরা এখানে স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ শরীরের আলোচনা করিব। বেদান্ত-দর্শনে মানবশরীর অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষ সমষ্টি বলিয়া উল্লেখ আছে। অন্নময়কোষই স্থূলশরীর, যাহার সম্বন্ধে পশ্চাৎ বলা যাইবে। সূক্ষ্মশরীর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চসূক্ষ্মভূত মন ও বুদ্ধি বা আত্মা এই সপ্তদশগুণাত্মক অবিনাশী। ইঁহার জন্মমরণ নাই। ইঁহাকে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ, শস্ত্রদ্বারা আহত, বায়ুদ্বারা শুষ্ক, জলদ্বারা ক্লেদযুক্ত করা যাইতে পারে না, ইঁহার গতি অব্যাহত, কেহ বন্ধন করিতে পারেন না। গুণ বা কর্ম্মময়সূক্ষ্মদেহের বাসনা ক্ষয় হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত, সর্পের খোলস পরিত্যাগ কিংবা মনুষ্যের জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগে নূতনবস্ত্রগ্রহণের ন্যায়, বারংবার ইহপরলোকে গমনাগমন করিতে হয়। সূক্ষ্মদেহ যে চারিটি কোষে আবৃত, তন্মধ্যে প্রাণময়কোষ রজোগুণ বা ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট, মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ক্রিয়াশীল, আনন্দময়কোষ কেবল শুদ্ধ সত্ত্বগুণের কারণ। মনোময়কোষ প্রাণময়কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়া ইহাতে আত্মচৈতন্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; স্থূলদর্শিগণ মনোময়কোষকেই আত্মা বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন; জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল মনোময়কোষের অন্তর্ভুক্ত। শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ মস্তিষ্ককেই জ্ঞানশক্তির আধার বলিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রুতি বলেন, জ্ঞানশক্তির একমাত্র মস্তিষ্কই নিবন্ধন-নহেন, জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তিবৎ সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া আছে। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ ইহা স্বীকার করিয়া জ্ঞানশক্তি বুঝাইতে আত্মাতে 'মাইনড্' বা মন শব্দ ব্যবহৃত করিয়া থাকেন। আনন্দময়কোষই বিশুদ্ধ আত্মচৈতন্যের স্থান। পাতঞ্জলি বলেন, চিত্ত, দ্রষ্টা, (পুরুষ-চিচ্ছক্তি) ও দৃশ্য (শব্দাদি বিষয় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ) এতদুভয়ের সম্মিলিত ভাবই

সূক্ষ্মদেহ

সকলের প্রকাশক। সূক্ষ্মদেহসম্বন্ধে এতাধিক অভিব্যক্ত না করিয়া স্থূল সম্বন্ধের আলোচনা করা যাউক।

মানবের স্থূলশরীর কঠিন, কোমল ও তরলপদার্থবিনির্ম্মিত। শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মানবশরীরকে ষড়্‌বিধ সংস্থানবিভাগসমুদায়াত্মক

স্থূলশরীর

বলিয়াছেন যথা—১। কঙ্কালময়, ২। পেশীময়, ৩। স্নায়ুময়, ৪। পরিপাকময়, ৫। শোণিত-সঞ্চালনকারিগুণময়, ৬। প্রজনন ও মূলযন্ত্রময়। এই প্রত্যেক সংস্থানই বহুযন্ত্রদ্বারা সংগ্রথিত, প্রত্যেক যন্ত্র আবার চিত্তদ্বারা সম্মুর্চ্ছিত; চিত্ত সকলের মধ্যেই জীবশরীর নির্ম্মাণের মূল উপাদান নিহিত। কোন কোন পাশ্চাত্যপণ্ডিত মানবদেহের শরীরস্থিত যন্ত্রসকলের নামকরণে পরিপাকযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, রক্তসঞ্চালনযন্ত্র, সমুৎসর্গযন্ত্র (অর্‌গেন্ অব্ একস্‌ক্রিসন্) প্রজনন-যন্ত্র, পরিচালনযন্ত্র, স্নায়বসংস্থানযন্ত্র এই সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মানবশরীরে জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি, পোষণশক্তি, এই ত্রিবিধ ক্রিয়া হইয়া থাকে, সুতরাং যন্ত্রসকল সাধারণতঃ ত্রিবিধ। পোষণকার্য্য ও প্রাণনকার্য্য এক পদার্থ। পোষণযন্ত্র, পরিচালনযন্ত্র ও জ্ঞানশক্তি যন্ত্র মানবশরীরের ত্রিবিধযন্ত্রসমষ্টি। পরিপাকযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র ও সুমুৎসর্গযন্ত্র সকল পোষণযন্ত্রের অন্তর্গত; পৈশিক সংস্থান, স্নায়বসংস্থান যথাক্রমে পরিচালন ও জ্ঞানশক্তিযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। যন্ত্র পরিচালন করিতে হইলেই অগ্নির প্রয়োজন, আয়ুর্ব্বেদ মতে বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিবিধ পদার্থই অগ্নির ন্যায় যন্ত্রসকলকে পরিচালিত করিয়া থাকে। ডাক্তার ল্যাণ্ডো বলেন "জীবদেহে যেসকল শক্তি আছে, তৎসমুদয়ই উদ্ভিদ্ হইতে সমাগত। উদ্ভিদ্ সকল সূর্য্যপ্রসূত, সুতরাং আর্য্যের বেদকথিত (৩) সূর্য্য স্বকীয় এক ওজকে—স্বকীয় এক তেজ বা শক্তিকে বায়ু, অগ্নি, সোম ত্রিধা

(৩) য একমোজ স্ত্রেধা বিচক্রমে ॥ অথর্ব্ববেদ।

বিভক্ত করিয়া জগদ্দেহ ধারণ করিয়া আছেন। সূর্য্যই বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা লক্ষণ দোষত্রয়রূপে সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া আছেন। আকুঞ্চন ও প্রসারণ এই দ্বিবিধ ক্রিয়াদ্বারা আদান ও বিসর্জ্জন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আকুঞ্চন কার্য্য সোম বা শ্লেষ্মার, প্রসারণ অগ্নি বা তাপের কার্য্য দ্বিবিধ ক্রিয়াদ্বারাই সর্ব্বপ্রকার গ্রহণ ও ত্যাগের কার্য্য হয়।

শরীর গঠন।

মানবদেহস্থিত কঠিন পদার্থগুলিকে অস্থি বলে, অস্থি দেহীদিগের সার, স্ব স্ব স্থানে সন্নিবেষ্ট শরীরের অস্থিসমূহকেই কঙ্কাল বলে। অস্থির সংখ্যা হস্তপদে ১২০; বক্ষ, উদর, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, শ্রেণীদেশে ১১৭, গ্রীবার উর্দ্ধভাগে ৬৩, সমষ্টিতে তিনশত (শুশ্রুতমতে) মাংস সকল শিরা ও স্নায়ুযোগে অস্থিতে নিবদ্ধ থাকে। একখানি অস্থি অপর অস্থিসহ যথায় সংযোগ থাকে, তাহার নাম সন্ধি, ইহা সচল ও অচল ভেদে দ্বিবিধ। যেসকল স্থলে দুইটি অস্থি মিলিত হয়, তাহাকে অস্থি-সন্ধি বলে, ইহাদের সংখ্যা ২১০। যে স্থিতি স্থাপকতা গুণোপেত পদার্থদ্বারা অস্থির সংযোগ সম্পাদিত হয়, তাহাকে বন্ধনী কহে। প্রত্যেক সন্ধিস্থলে একপ্রকার শুভ্র তৈলবৎ পদার্থ নিয়ত প্রবাহিত হইয়া অস্থিসঞ্চালনক্রিয়া সম্পাদন করে। শরীরমধ্যে স্নায়ুনামক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রময় যেসকল পদার্থ মস্তিষ্কহইতে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা মস্তিষ্কস্থিত মনোযন্ত্রে যেসকল ইচ্ছা উৎপন্ন হয় তাহা তত্তৎস্থানে নীত হইয়া, তত্রত্য পেশীকে সঙ্কোচিত করিয়া অঙ্গ-সঞ্চালন করে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সকলের অনুভব জন্মায়। স্নায়ু-দ্বারা যেমন শরীরের আভ্যন্তরিক কার্য্যসকল সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের বহিঃস্থ কোন কারণ উপস্থিত হইলে এই স্নায়ুই তত্তদ্ বিষয়সকল যথাযথ ইন্দ্রিয়পথে মনোমধ্যে তদ্বোধ সম্পাদন করিয়া থাকে। এই স্নায়ুর সংখ্যা নয়শত। মহর্ষি সুশ্রুত

বলেন "নৌকা যেমন ফলকাকীর্ণ, বহুবন্ধনযুক্ত, নাবিকসংযুক্ত ও সুসমাহিত হইয়া ভারসহ হয়, সেইরূপ এই শরীর যাবতীয় সন্ধিসংযুক্ত ও বহুবিধ স্নায়ু-সম্বন্ধ হওয়াতেই মানবেরা ভারক্ষম হইয়া থাকে।" স্নায়ু নষ্ট হইলে শরীর নষ্ট হয়। যে যন্ত্রদ্বারা শরীরের বিভিন্নস্থানের সঞ্চালন-ক্রিয়া সমাধা হয়, তাহার নাম পেশী; পেশী মাংসরাশি মাত্র, ইহা ফিতার ন্যায় অস্থি, স্নায়ু, শিরা, ধমনিপ্রভৃতিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। ইহা সূক্ষ্ম স্থূল, হ্রস্ব দীর্ঘ, কোমল কঠিন নানাবিধ প্রকার শরীরের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। ইহার সংখ্যা পাঁচশত মাত্র। গর্ভধারণ ও শিশুপোষণজন্য স্ত্রীলোকের কুড়িটি পেশী অধিক। যে সকল পেশী মনুষ্যের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে তাহাদিগকে ঐচ্ছিক পেশী বলে।

যে তরল পদার্থদ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন হয়, তাহার নাম রক্ত, হৃদয়ই রক্তের প্রধান স্থান। পেশীর সাহায্যে রক্তবহানারীপথে রক্ত দেহমধ্যে সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয়। যদ্দ্বারা হৃদয় হইতে রক্ত সঞ্চারিত হয়, তাহার নাম ধমনী, ইহাদের সংখ্যা চব্বিশ, উৎপত্তিস্থান নাভি। যদ্দ্বারা দেহস্থিত রক্ত সর্ব্বশরীর পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় হৃদয়ে প্রত্যাগত হয়, তাহার নাম শিরা, ইহা লতাবৎ সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত। রক্ত শিরাদ্বারা ফুসফুসে নীত হইয়া সংশোধিত ও শোষণীশক্তিসম্পন্ন হইয়া ধমনীপথে পুনরায় সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত রক্তসঞ্চারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যে বায়ু আকর্ষণক্রিয়াদ্বারা ফুসফুসে নীত হয় তাহাতে অম্লজান ও যবক্ষারজান নামক দুইটি পদার্থ আছে। ফুসফুস দুইটী কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষপূর্ণ স্পঞ্জের মতন সমস্ত বক্ষঃস্থল আচ্ছাদন করিয়া আছে, তন্মধ্যেই হৃৎপিণ্ড, ফুসফুসের আকার শুণ্ডের ন্যায়, নিশ্বাসিত বায়ুর অমলজানভাগ সেই সকল কোষ-মধ্যদিয়া রক্তের সহিত মিলিত হইয়া পরিপোষণ কর্ম্ম করে, এবং দেহভ্রান্ত

রক্তসঞ্চালন।

দূষিত রক্তের ন্যায় অঙ্গারকবায়ু নামক অনিষ্টকর পদার্থ প্রশ্বাসিত বায়ুসহ বহির্গত হইয়া যায়।

মুখ হইতে যে নলীপথে অন্ন আমাশয়ে নীত হয়, তাহার নাম অন্ন-নালী, তৎসংলগ্ন ফুস্‌ফুস্ ও হৃদ্‌পিণ্ডের নিম্নেই আমাশয়; আমাশয় হইতে একটি সুদীর্ঘ নলাকার অন্ত্র উদরের নীচে সংস্থিত।

পাকস্থলীর ক্রিয়া।

খাদ্যদ্রব্য মুখে পতিত হইলেই দন্ত ও জিহ্বার সাহায্যে তাহা পেষিত, চর্বিত ও পিণ্ডাকৃত হয়, যাহা গলনলীর ভিতর দিয়া অন্ননলী পথে আমাশয় বা পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। ভুক্তদ্রব্য সমস্ত চর্ব্বিত হওয়ার সময় দন্তের গোড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে লালা নামক এক প্রকার তরল পদার্থ নিঃসৃত হইয়া তৎসহ মিলিত হইয়া থাকে, যাহা পরিপাকক্রিয়ার একান্ত সাহায্যকারী। ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে নীত হইলে যকৃৎ, পিত্তকোষ ও অন্ত্রের গাত্রহইতে এক প্রকার পাচকরস নির্গত হইয়া পরিপাককার্য্য সমাধা করে। অন্ন হইতে পুষ্টিকর পদার্থ পৃথক্ হইয়া কৌশিক আকর্ষণে অসংখ্য শোষণ নাড়ীদ্বারা লসিকাবহ নাড়ীতে সঞ্চরণ করে, এবং তৎসহযোগে শরীরভ্রান্ত শিরাস্থ শোণিতের সহিত হৃদয়ের নিকট মিলিত হইয়া পোষণীশক্তি সম্পাদন করে। অপুষ্টিকর পদার্থসকল সরলান্ত্রপথে মলরূপে নিঃসারিত হইয়া যায়। পরিপাককার্য্য লালা, পিত্ত, ক্লোমরস, পাচকরস ও আন্ত্রিকরসকর্ত্তৃক সংসাধিত হইয়া থাকে। মানবশরীররক্ষার্থে পরম-কারুণিক বিশ্বস্রষ্টার ইহাই অপার জ্ঞানের কৌশল বা মহিমা।

ঋতুচর্চ্চা।

জীবদেহের উৎপত্তির মূলউপাদানসমূহ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে শুক্র ও শোণিতে অবস্থিত। পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের শোণিত সর্ব্বদেহাবস্থিত হইলেও পুরুষের মুষ্ক ও স্ত্রীর জরায়ুতেই, ইহা সঞ্চিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের পিত্তাশয় ও

পক্কাশয়ের মধ্যস্থানে গর্ভাশয়, ইহাই জরায়ু এবং গর্ভের স্থান। দ্বাদশ বৎসর হইতে পঞ্চাশৎবর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের রজোনিঃসারণ কাল, ইহাকেই ঋতুকাল কহে। ঋতুই গর্ভগ্রহণের একমাত্র উপায়, প্রত্যেক মাসেই যোড়শ দিবস স্ত্রীগণের ঋতুকাল, শরীরের দূষিত রক্ত সকল নির্গত হইয়া জরায়ুর স্বাভাবিক অবস্থা সম্পাদন করে। শুক্র-শোণিতের স্বাভাবিক অবস্থা দূষিত হইলেই সন্তান উৎপাদনে অসমর্থ হয়, তাহা বন্ধ্যা নামে কথিত। যে সকল দম্পতির সন্তান জন্মে না, তাঁহাদের শুক্র-শোণিত সংশোধক আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ ও পথ্যসেবনদ্বারা বন্ধ্যাত্বদোষ দূরকরা বিধেয়। শুদ্ধর্ত্তবা রমণী ঋতুর প্রথমদিনাবধি ব্রহ্মচারিণী হইবেন। দিবানিদ্রা, অঞ্জনব্যবহার, ক্রন্দন, অনুলেপন, তৈলমর্দ্দন, স্নান, নখচ্ছেদন, ধাবন, অধিক হাস্য বা কথা বলা, উগ্রশব্দ শ্রবণ, চুল আচড়ান, কষ্টকর পরিশ্রমের কার্য্য পরিহার করিবেন। যেহেতুক শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—দিবানিদ্রায় সন্তান নিদ্রাশীল, অঞ্জনধারণে অন্ধ, রোদনে বিকৃত-দৃষ্টি, স্নান ও অনুলেপনে দুঃশীল, তৈলমর্দ্দনে কুষ্ঠী, নখচ্ছেদনে কুনখী, ধাবনে চঞ্চল, অধিকহাস্যে সন্তানের দন্ত-ওষ্ঠ-তালু-জিহ্বা শ্যামবর্ণ, অতি ভাবনে বহুভাষী, অতিশ্রবণে বা উগ্রশব্দে বধির, চুল আচড়নে মস্তকে টাক ও কষ্টকর পরিশ্রমে সন্তান উন্মাদ হয়। ঋতুমতী নারী হবিষ্যান্ন সেবন, ভূমিতে শয়ন এবং ত্রিরাত্রি ভর্তৃসমাগম না করিয়া নির্জ্জনে বাস করিবেন।

প্রজনন ক্রিয়া

ঋতুমতি নারী চতুর্থ দিবসে স্রোতোজলে কিংবা পুষ্করিণীপ্রভৃতিতে যথারীতি অবগাহনান্তে শুদ্ধ হইয়া উৎকৃষ্ট বসনভূষণধারণপূর্ব্বক প্রথমেই ভর্ত্তার মুখ সন্দর্শন করিবেন, অভাবে দেবর, পুত্র ও ভ্রাতার মুখ দর্শন করিতে পারেন। ঋতুস্নানের পর রমণী যাহার মুখ প্রথমে দর্শন করিবেন, সৃষ্টিকর্ত্তার অত্যাশ্চর্য্যকৌশলে ফটগ্রাফের ন্যায় তাহার গর্ভে তদ্রূপ সন্তানই জন্মিবে, সুতরাং প্রত্যেকেরই

সতর্ক হইয়া পতিমুখ সন্দর্শন করা শুভ ও শাস্ত্রানুমোদিত। প্রজনন-ক্রিয়াই প্রাণি-সৃষ্টির মূলকারণ, শাস্ত্র ইহাকে ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া গর্ভাধান সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন; দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইহা আমোদ-প্রমোদে পরিণত হইয়া লজ্জাকর কার্য্য হইয়াছে। ঋতুস্নাতা রমণী প্রহৃষ্টমনে ক্রোধ, হিংসা ও সকল চিন্তাপরিত্যাগে স্বামিসহবাস করিবেন; ঐ সময়ে মাতার হৃদয়স্থ ভাবসকল সন্তানে সংক্রমিত হয়। বিশুদ্ধ আর্ত্তব শোণিত ও শুক্রের সম্মিলনই সন্তান জন্মিবার হেতু, কিন্তু যাবৎ শোণিতস্রাব নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ প্রক্ষিপ্ত বীজের কোন সুফল দর্শে না। সাধারণতঃ তিন দিবসই শোণিতস্রাবের কাল, শরীরভেদে দুই একদিন অধিক ও স্থায়ী হইয়া থাকে। ঋতুর প্রথম তিনদিন অভিগমনে পুরুষের আয়ু-ক্ষয় এবং গর্ভ জন্মিলে স্রাব ও সূতিকাগারেই সন্তান নষ্ট হয়। ষোড়শ-বর্ষের ন্যূন বালিকার গর্ভে পঞ্চবিংশতিবর্ষের ন্যূন বয়স্ক পুরুষকর্ত্তৃক যে সন্তান জন্মে, সে সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। মানবতত্ত্বের ১৪৯ পৃষ্ঠায় বিবাহবিষয়ে এতদ বিষয়ের শাস্ত্রোক্ত প্রমাণসকল প্রদর্শিত হইয়াছে।

ধার্ম্মিক ও দীর্ঘায়ু পুত্রলাভের উপায়

ধার্ম্মিক, সুস্থ ও দীর্ঘায়ু পুত্রসন্তান জন্মাইতে হইলে, স্বামী একমাস কাল ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইবেন, এইকালে শালিধান্যের অন্নসহিত অধিক ঘৃত পান করিবেন, নিরামিষ ভোজন করিবেন, মাংসাদি উত্তেজক খাদ্য পরিত্যাগ করিবেন। পুত্রার্থিনী রমণীও সংযতব্রতা হইয়া ঋতুকাল প্রতীক্ষা করিবেন এবং ঋতুস্নানের পর যুগ্ম অর্থাৎ চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশরাত্রে শুভ তিথি, নক্ষত্র ও বারে রজনীর মধ্যসময়ে পর্ব্বাদি পরিত্যাগে প্রজনন-ক্রিয়ার নিয়মানুসারে স্বামিসহবাস করিলে বলবান্ ও ধার্ম্মিক পুত্রলাভ করিতে পারিবেন। (৪) যুগ্মদিবসে

(৪) রবি, মঙ্গল, শনি ভিন্ন বার; মূলা, মঘা, অশ্বিনীনক্ষত্রের আদ্যপাদ ও

রক্তের ভাগ কম থাকায় শুক্রাধিক্যে পুত্র, এবং অযুগ্ম অর্থাৎ পঞ্চম, সপ্তম, নবম, একাদশ দিবসে রক্তের আধিক্যে কন্যাসন্তান জন্মে। এই সমস্ত দিনমধ্যে উত্তরোত্তর দিন সকলই প্রশস্ত। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ত্রয়োদশহইতে পরবর্ত্তী দিনত্রয়, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, সংক্রান্তি ও গ্রহণাদিসময়ে গর্ভাধান করিলে, দুর্ব্বল, রোগী, অল্পায়ু, বিকলাঙ্গ ও হতভাগ্য দুশ্চরিত্র সন্তান জন্মিয়া থাকে।

গর্ভের লক্ষণ ও নিয়মপালন

পঞ্চভূতাত্মক জীবদেহগর্ভ মাতা হইতেই উৎপন্ন হয়, আয়ুর্ব্বেদ বলেন —আকাশের গুণে শব্দ, শ্রোত্র, ছিদ্র ও লঘুতা জন্মে; বায়ুর গুণে স্পর্শেন্দ্রিয়, শ্বাস প্রশ্বাসক্রিয়া, শারীরিক চেষ্টা ও রুক্ষতা জন্মে; তেজহইতে পরিপাকশক্তি, দর্শনেন্দ্রিয়, রূপ ও পৃথিবী জন্মে; রস বা জল হইতে রসনেন্দ্রিয়, রস, স্নেহ, ক্লেদ ও শৈত্য জন্মে; উষ্ণতাহইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গন্ধ, মূর্ত্তি ও গুরুত্ব জন্মে। জগতে যেসকল ভাব পরিদৃষ্ট হয়, মানবদেহেও তৎসকলেরই অভিব্যক্তি দেখা যায়। গর্ভসঞ্চার হইলে গর্ভিণীর স্তনদ্বয়ের মুখ কালিমাতা ও দুগ্ধসঞ্চার, চক্ষুর পাতাসকলের সম্মিলন, অনিচ্ছায় বমন, লালাগ্রাসক, সুগন্ধগ্রহণে অনিচ্ছা, উদরের স্থূলতা, মাসিক রজঃস্রাব বন্ধ, শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। গর্ভলক্ষণপ্রকাশ হইলেই গর্ভিণী ব্যায়াম বা অধিক পরিশ্রমের কার্য্য, উপবাস, বিরেচন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, শোক, যানাদিআরোহণে দূরস্থানে গমন, শোণিতমোক্ষণ কিংবা ভয়ের কোন কার্য্য ও স্বামিসহবাস করিবেন না। সহজপরিপাকজনক ও কোষ্ঠপরিষ্কারক দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন,

জ্যেষ্ঠা, রেবতী, অশ্লেষার শেষপাদ গণ্ডদোষত্যাগে নক্ষত্রসকল; পুরুষের চন্দ্রশুদ্ধি এবং লগ্নে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহ পাপযুক্ত না হইলে এবং ইহাদের সপ্তম অষ্টম ও চতুর্থস্থানে পাপগ্রহ না থাকিলে এবং লগ্নের চতুর্থ, সপ্তম, দশম স্থানে চন্দ্র শুভ গ্রহযুক্ত হইলেই গর্ভাধানসম্বন্ধে শুভ ও প্রশস্তকাল হইতে জ্যোতিষশাস্ত্র গ্রন্থে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবেন, কোন সংক্রামকরোগীর নিকট দিয়াও যাইবেন না। পাঁচমাস পর্য্যন্ত গর্ভস্রাবের আশঙ্কা, সুতরাং গর্ভিণীকে এই সময় সর্ব্বদা সাবধানে ও সতর্কে রক্ষা করিবেন।

গর্ভের অবস্থা

গর্ভের প্রথম মাসে শুক্র ও শোণিতের সম্মিলনে কলল বা তরলগর্ভ উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়মাসে উহা ঘনীভূত হইয়া পিণ্ডাকৃতি হয়; তৃতীয় মাসে হস্তদ্বয়, পাদদ্বয় ও মস্তক, এই পাঁচটি পিণ্ডের ন্যায় উৎপন্ন হয়। চতুর্থমাসে ভ্রূণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিভাগসকল ব্যক্ত হইয়া থাকে, এবং চেতনার সঞ্চার হইয়া গর্ভের স্পন্দনক্রিয়ারম্ভ হয়। এই সময়হইতে গর্ভিণীর ইচ্ছামতে আহারাদি দেওয়া কর্ত্তব্য। শাস্ত্র এই সময় গর্ভিণীকে দৌহৃদিনী বলে, যদ্ধেতু গর্ভিণীর অভিলাষসকল পূর্ণ করিতে হয়, ইহাকেই ভাষায় 'সাধ' দেওয়া বলে। গর্ভিণী যাহা ভোজন করিতে, পরিধান করিতে ও দর্শন করিতে ইচ্ছা করে, যথাসাধ্য তাহা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; নচেৎ গর্ভস্থ সন্তান বিকলাঙ্গ হইয়া যায়। প্রাণিগণের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ভবিতব্যতানুসারেই গর্ভিণীর হৃদয়ে তাদৃশ দৌহৃদ্যই উপস্থিত, সুতরাং সেই ইচ্ছা পূরণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। পঞ্চমমাসে গর্ভস্থ ভ্রূণের মনের শক্তির বিকাশ হয়, ষষ্ঠমাসে বুদ্ধিজন্মে। সপ্তমমাসে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভাগসকল পরিস্ফুট হয় এবং গর্ভিণীকে কিছু ক্লান্ত দেখা যায়। অষ্টমমাসে ওজধাতু স্থির হয় না, মাতা ও গর্ভস্থ ভ্রূণ পরস্পরের ওজগ্রহণ করে, এই সময় সন্তান জন্মিলে প্রায়ই বাঁচে না। নবম ও দশমমাসে সর্ব্বাঙ্গবিশিষ্ট সন্তান জন্মিবার উপযুক্ত সময়। ইহার অন্যথা হইলে সাধারণতঃ বিকৃত বলিয়া থাকে। কিন্তু মহাপুরুষগণ এতাধিক কালের পরই ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকেন। ভগবান্ শুকদেব, বুদ্ধদেব শাক্যসিংহ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভৃতি দশমমাসের উপর আবির্ভূত হন।


পরিশিষ্ট

ব্রহ্মচর্য্য

একটিমাত্র ইন্দ্রিয়দমন করিতে পারিলেই যে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান শেষ হইল, এমত নহে। ব্রহ্মচারীর সদাচারসম্পন্ন হইতে হইবে।

সদাচার

ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলের পরম্পরাগত যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, মানবধর্ম্মশাস্ত্রে তাহাই সদাচার নামে কথিত। সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণই দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন। পুরাকালে যে সকলেই শতবর্ষ জীবনধারণ করিতেন, কাহারও অকালমৃত্যু হইত না, সদাচারসম্পন্ন হওয়াই তাহার একমাত্র কারণ। আর্য্যঋষিগণ শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের উৎকর্ষ লাভের জন্য বহু গবেষণায় যে সকল সুনিয়ম শাস্ত্রাদিতে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সংস্কৃতগ্রন্থাদির আলোচনারাহিত্যে বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে, ঘোরতর জীবনসংগ্রামের দিনে, বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ সেই সদাচারসম্মত প্রাচীন নিয়মসকলের অবহেলা করিয়া অনেকেই পঞ্চাশ পার না হইতে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন। অনবরত জাতীয় নিয়মের ব্যতিক্রমে, বিভিন্ন ভাবের পরিপোষণে আয়ু, সত্ত্ব, বল, বীর্য্য দিন দিনই ক্ষীণহইতে ক্ষীণতর হইতেছে। অশিক্ষিত কৃষকগণ সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াই অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ ও নীরোগ হইয়া, দীর্ঘজীবন লাভ করিতেছে। আমরা শিক্ষিত সমাজকে অনুরোধ করি, আয়ুর্ব্বেদোক্ত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসকল অন্ততঃ পরীক্ষাস্বরূপ একবার অনুষ্ঠান করিয়া ফলাফল প্রত্যক্ষ করুন। আমরা এই অধ্যায়ে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম।

সকলেরই প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগ্রত হওয়া কর্ত্তব্য। দুইদণ্ডে বা ৪৮ মিনিটে এক মুহূর্ত্ত, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বমুহূর্ত্তের নাম রুদ্রমুহূর্ত্ত, তৎপূর্ব্ব মুহূর্ত্তই ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত নামে কথিত। সুতরাং সূর্য্যোদয়ের অন্যূন তিন দণ্ড বা ৭২ মিনিট পূর্ব্বে জাগ্রত হইবার প্রকৃত সময়। ইহাকেই ঊষাকাল কহে। প্রভাতের মৃদুমন্দ সঞ্চারিতস্নিগ্ধ নির্ম্মল মলয়ানীল, কুলায়লীন বিহঙ্গকুলের মুখরিত কলকল-ধ্বনি, পূর্ব্বগগনের প্রান্তশোভিত ঈষৎরক্তিমরাগরঞ্জিত নির্ম্মলাকাশে ঊষার সৌন্দর্য্যবিমোহিত ঋষিগণের স্তুতিপূর্ণ ঋঙ্‌মন্ত্র কতই না সুমধুর। ঊষাকালে গাত্রোত্থান করা শারীরিক বল ও মানসিক স্ফূর্ত্তিসম্পাদক, ওজধাতু বৃদ্ধিকারক। প্রভাতের নিদ্রা শরীরের অনিষ্টকারক; অগ্নিমান্দ্য, বলক্ষয়, উদরাধ্মানপ্রভৃতি রোগের নিদান। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগ্রত হইয়া স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুষ্কামিজনগণ সকল চিন্তা আসিবার পূর্ব্বে শয্যাতে বসিয়াই ঈশ্বরচিন্তা করিবেন, অভীষ্টদেবের স্তুতি করিয়া প্রার্থনা করিবেন, এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া দৈনিককার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

প্রাতরুত্থান

শয্যাপরিত্যাগের পরই মলমূত্র ত্যাগ করিবেন, মলমূত্রের বেগধারণ করা, কিংবা আলস্যে কিংবা কার্য্যানুরোধে যথাসময়ে মলমূত্র ত্যাগ না করা নানাবিধ রোগের কারণ। যে স্থানে মিউনিসিপালিটি নাই, তথায় বাসগৃহহইতে ব্যবধান ঈশান কোণে, যে স্থান হইতে বায়ু বহিয়া দুর্গন্ধ আনয়ন করিতে না পারে, তথায় মলত্যাগের স্থান নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। মলের দুর্গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে দন্ত শীঘ্র পড়িয়া যায়। পথে, ঘাটে, কর্ষিত ভূমিতে, শ্মশানে, ভস্মোপরি, দেবালয়ে, বল্মীকগর্ত্তে, জলে, সূর্য্যাভিমুখে এবং পাদুকা পরিধান করিয়া, থুথু ফেলাইয়া, দণ্ডায়মান হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে না। মলমূত্রত্যাগের পর জলদ্বারা শৌচকার্য্য করিয়া হস্তপদ মুখ

মলত্যাগ

ভালরূপে প্রক্ষালন করিবে। প্রত্যেকবার মলমূত্র ত্যাগের পর ও ভোজনের অন্তে হস্তদ্বয় কণুই পর্য্যন্ত, পদদ্বয় হাঁটু পর্য্যন্ত জলদ্বারা ধৌত করিলে অর্শরোগ হয় না।

শৌচকার্য্য সমাধান্তে বারংবার কবল করিয়া মুখপ্রক্ষালন করিবে, চক্ষুতে শীতল জল দিবে, দন্তধাবন ও জিহ্বা পরিষ্কার করিবে। এ সমস্ত কার্য্যে মুখের দুর্গন্ধ, দন্তের গোড়া শক্ত ও জিহ্বার জড়তা নষ্ট হয়। দন্তধাবনের জন্য কটু-তিক্ত-কষায় রসযুক্ত খদির, করঞ্জ, কবরী, এরণ্ড, আম্র, নিম্ব বকুল, বনজামির, আশ সেওড়া প্রভৃতি গাছের ডালই শ্রেষ্ঠ। যেখানে এসবের অভাব হইবে, তথায় নিম্নলিখিত দ্রব্যসকল সংযোগে দন্তমার্জন করিলে দন্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী, ও অসহ্য কষ্টদায়ক দন্তের পীড়া হইতে মুক্ত থাকা যাইবে। পূর্ব্বে দন্তকাষ্ঠে ও পরে তৃতীয় দফার ঔষধদ্বারা প্রত্যহ দন্তমার্জ্জন করিয়া গ্রন্থকার ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত দন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ভোজনান্তে দন্তের গোড়া পরিষ্কার করা, প্রাতে সায়াহ্নে দন্তমার্জন করা, দন্তরক্ষার প্রধান উপায়।

দন্তমার্জ্জন

১। ফিট্‌কারী, গোলমরীচ, তামাকপাতা, সৈন্ধবলবণ সমভাগে চূর্ণ করিয়া দন্তমার্জ্জন করিলে মাঢ়ির বেদনা, রক্তপড়া ও স্ফীততা দূর হয়। দন্তের গোড়ার বেদনায় ক্রিওজোট্ মাদারটিঞ্চার ও বেলেডোনা স্থানিক প্রয়োগ করিলে ও আকর করা মুখে রাখিলে, বকুলগাছের পাতার রস প্রদান করিলে আশু ফল হয়।

২। মধু, পিপ্পলী, গোলমরীচ, সর্ষপতৈল, সৈন্ধবলণ, তেজপত্র বল্কল চূর্ণ দ্বারা প্রত্যহ দন্তমার্জ্জন করিলে দাঁতের পীড়া হয় না।

৩। ফুলখড়ি দুইভাগ, দারুচিনি, কবাবচিনি, গোলমরীচ, কর্পূর একভাগ এবং রোমিওমুস্তকি একভাগ চূর্ণ করিয়া প্রত্যহ দন্তমার্জ্জন

করিলে কখনও দন্তের পীড়া হইবে না, লড়াদন্ত বসিয়া যাইবে। অকালে দন্ত পতন হইবে না। (বহুপরীক্ষিত)

ব্যায়াম

শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ব্যায়ামদ্বারা হৃৎপিণ্ডের রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া দ্রুত ও শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার গতিবৃদ্ধি হয়, সঙ্গে সঙ্গে অম্লজান ও যবক্ষারজান বায়ুবৃদ্ধি, শরীরাভ্যন্তরস্থ দূষিত বায়ু নিঃসরণ ও বিশুদ্ধ অক্সিজনবায়ুদ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়। অলস ও নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে কিংবা অধিককাল শয়নে থাকিলে, ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না বিধায় রোগ জন্মে। ব্যায়াম দ্বারা অগ্নিমান্দ্য, অম্ল, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ, উদ্গার, খাদ্যে অনিচ্ছাভাব বিদূরিত এবং পাকাশয়ের ক্রিয়া নিয়মিত হইয়া থাকে। যে সকল পরিশ্রমের কার্য্যদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া বৃদ্ধি ও শরীরে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হয় তাহাও ব্যায়াম। প্রত্যহ প্রাতে দুই মাইল ভ্রমণ করা উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে এইরূপ ভ্রমণ, নির্ম্মলবায়ু সেবন স্বাস্থ্যের উপকারী। কুস্তি, উঠা-বসা, মুগুর ও ডাম্বলভাজন, লাঠিখেলা, বল ও গুঁটিখেলা, সন্তরণ অশ্বারোহণ, নৌকাচালান, ধাবন ইত্যাদি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। প্রত্যহ নিয়মিতসময়ে অর্দ্ধঘণ্টা ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। ব্যায়ামের পর সর্ব্বশরীর মর্দ্দন ও ভিজা মোটা গামছাদ্বারা গাত্র পরিষ্কার করিয়া কয়েক মিনিট বিশ্রামকরতঃ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। প্রাতঃকৃত্যের পরই ব্যায়াম করিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিবে। বাল্যকালহইতে ব্যায়াম আরম্ভ করিবে, যৌবনে বৃদ্ধি করিবে, প্রৌঢ়কালেও পরিত্যাগ করিবে না। ব্যায়ামের ক্রিয়ার ফল মাংশপেশী, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও পরিপাকযন্ত্রাদিতে সমধিক প্রকাশ পাইয়া আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্যবৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবন লাভ হয়। স্ত্রীলোকগণ গৃহকার্য্যাদি ভৃত্যের উপর নির্ভর না করিয়া

স্বয়ং সম্পাদন করিতে পারিলে, তদ্দ্বারাও ব্যায়ামের ফল প্রাপ্ত হইবেন; হিন্দুস্থানী ও বঙ্গীয় কৃষকপত্নীগণই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিবে। মস্তকে তিলতৈল ব্যবহারদ্বারা মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা এবং শরীরে সরিষার তৈল মর্দ্দনদ্বারা বাতের উপকার হয়। মহর্ষি সুশ্রুত বলেন "মস্তকে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি দর্শনশক্তি বৃদ্ধি, শিরোগত রোগ বিনষ্ট ও শরীর পুষ্ট হয়; কেশের বহুলতা, দৃঢ়তা, কোমলতা, কৃষ্ণত্ব ও দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়; কর্ণে তৈল পূরণ করিলে কর্ণরোগসকল দূর হয়; পাদদ্বয়ে তৈলমর্দ্দনে পদের স্থিরতা, নিদ্রা, চক্ষুর প্রসন্নতা এবং পাদসুপ্তি, শ্রম, পদদ্বয়ের স্তব্ধতা, সংকোচ, স্ফোটন নিবৃত্তি হয়। তৈল মর্দ্দনে উপকারী, সেবনে নহে; মাংসের সঙ্গে তৈল ব্যবহার করা অনুচিত। তৈল ব্যবহারে চর্ম্মের মসৃণতা ও নানাবিধ চর্ম্মরোগ মেচেতা প্রভৃতি দূর হয়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বলেন "অন্নহইতে দুগ্ধ অষ্টগুণ শ্রেষ্ঠ, দুগ্ধহইতে মাংস অষ্টগুণ শ্রেষ্ঠ, মাংসহইতে ঘৃত অষ্টগুণ শ্রেষ্ঠ, এবং ঘৃতহইতে তৈলমর্দ্দনে অষ্টগুণ ফলপ্রদ হয়।" সুগন্ধ পুষ্পবাসিত তৈলে কোন অনিষ্টকর দ্রব্য সংযুক্ত না থাকিলে ব্যবহারে উপকার আছে।

তৈলমর্দ্দন

তৈলমর্দ্দনের পরই স্নান করা বিধেয়। স্নানে লোমকূপ ও ইন্দ্রিয়দ্বার সকল পরিষ্কার হয়, শরীরের মল ও দুর্গন্ধ বিদূরিত হয়। স্নান অগ্নিপ্রদীপক, শুক্রবর্দ্ধক, আয়ুষ্কর, ওজধাতুবর্দ্ধক, বলকারক এবং চুলকানী, ময়লা, শ্রান্তি, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা, তৃষ্ণা, দাহ ও পক্কতাবিনাশক। স্রোতোজলে নাভিপর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া, ডুবদিয়া স্নান করাই প্রশস্ত,—অভাবে পুষ্করিণীর নির্ম্মল জলে। যে সকল পুষ্করিণীতে বৃক্ষপত্রাদি পতিত না হয়, যাহাতে চন্দ্ররশ্মি পতিত হয় তাহার জলই শ্রেষ্ঠ। গঙ্গার জলে ধাতবপদার্থ সমধিক থাকায়, তাহার

স্নানবিধি

পরিপাকশক্তি ও চর্ম্মরোগাদি দূর করিবার ক্ষমতা অধিক। বাত, কাশী, সর্দ্দীপ্রভৃতি রোগে উষ্ণজল শীতল করিয়া স্নান করা বিধেয়। মস্তকে উষ্ণজল ব্যবহারে কেশ অকালে পক্ক হয়। মস্তকের অধোদেশে উষ্ণজল ব্যবহারে বাতাদিজনিত ক্লেশ দূর হয়। আর্য্যশাস্ত্রে মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য ও মানস-স্নানের বিধান আছে। 'শন্ন আপঃ' ইত্যাদি বেদমন্ত্র উচ্চারণে মান্ত্র, গঙ্গা ও তীর্থমৃত্তিকাদি লেপনে ভৌম, ভস্মলেপনে আগ্নেয়, গোপদরজঃপ্রবাহিত বায়ুদ্বারা বায়ব্য, বৃষ্টির ধারাজলে দিব্য এবং শ্রীহরি পুণ্ডরীকাক্ষ, ও বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক মানস-স্নানের বিধি। আহারের পরে, মধ্যরাত্রে এবং পীড়িতাবস্থায় স্নান করিবে না।

শরীর ধারণ করিবার জন্য আহারের প্রয়োজন। ভুক্তদ্রব্যদ্বারা দেহের ও শারীরিক যন্ত্রসকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মানবদেহস্থ শক্তিসকল উদ্ভিদ্‌হইতে সমাগত, সুতরাং শরীর যে যে উপাদানে গঠিত, তাহারও তত্তদুপাদানক হওয়া বিধেয়। শরীরের সাম্যাবস্থা রক্ষা করিতে হইলে যে পরিমাণ শরীর-উপাদানের ক্ষয় হয়, তৎপরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ক্ষয়ের পোষণ যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না হয় তাহা হইলে শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া জীবনীশক্তির লাঘব হয়। শাস্ত্র বলেন, মানব-দেহ পাঞ্চভৌতিক, কাজেই আহারও পাঞ্চভৌতিক হওয়া চাই। ভৌম, আপ্য, আগ্নেয়, বায়ব্য ও নভস, এই পঞ্চ প্রকার পাচক উষ্মা আহারস্থ পঞ্চ প্রকার স্ব স্ব পার্থিবাদি গুণের পরিপাক করিয়া থাকে। ভৌমাদি পঞ্চ পদার্থদ্বারা পরিপক্ক ভুক্তপদার্থের পার্থিবাদি দ্রব্য ও গুণ সমূহ শরীরস্থ স্ব স্ব দ্রব্যগুণসমূহের পোষণ করে। ভুক্তদ্রব্য উদরস্থ হইয়া রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্রপ্রভৃতি সপ্তধাতুর

আহার

পরিপোষণ ও জীবনরক্ষা করে বলিয়া, আহারকে যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; যজ্ঞফল যেমন নানা দেবতায় অর্পিত হয় এখানেও সপ্তধাতু প্রত্যেকেই আপনাপন অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ছান্দোগ্য শ্রুতি আহার্য্যদ্রব্যকে পার্থিব, জলীয়, তৈজস, এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; এই ত্রিবিধ দ্রব্য জঠরাগ্নিদ্বারা বিদগ্ধ বা পক্ক হইলে প্রত্যেকেই স্থূলতম, মধ্যম ও সূক্ষ্মতম, এই ত্রিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলিতেছেন, মনুষ্য শরীররক্ষার্থে কার্বন, হাই-ড্রোজন, নাইট্রোজন, গন্ধক, প্রোটিডস্, এইসকল দ্রব্যের সংযোগিক প্রোটাইডস্ জৈব ও উদ্ভিদ উভয়েরই প্রয়োজন, ইহার বিত্তমানতা ব্যতীরেকে কোন জৈবব্যাপারের নিষ্পত্তি হয় না। মনুষ্য শরীরধারণার্থে যাহা প্রয়োজন, জল ও খনিজদ্রব্যযুক্ত প্রোটিডস্‌দ্বারা সেইসকল পদার্থের অভাব পূরণ হইয়া থাকে। মানবের খাদ্যদ্রব্যসকলে জল, লবণ, তৈল বা বসা, শ্বেতসার বা শর্করা ও যবক্ষারজানময় পদার্থসকল থাকার প্রয়োজন। চাউল, ডাইল, ময়দা, দুগ্ধাদি, মিষ্টদ্রব্য, মৎস্য, তরকারী প্রভৃতি দ্রব্যসকলে উপর্য্যুক্ত পদার্থ সমান থাকে না; সুতরাং শরীর পোষণার্থে পঞ্চপদার্থের পরিমাণ দৃষ্টে খাদ্যদ্রব্য নির্ব্বাচন না করিলেই বলহানির কারণ হইয়া থাকে।

আহার-বিধি

মধ্যাহ্ন স্নানের পরই আহারের বিধান। স্নানের পর রক্তের গতিবৃদ্ধি হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হয় বলিয়া, স্নানের অব্যবহিত পরেই আহার করা বিধেয় নহে; এইজন্যই বোধ হয় আর্য্যগণ স্নানের পর সন্ধ্যাপূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আহারের পূর্ব্বে পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক আর্দ্রপদে, পরিষ্কার স্থানে, সুখাসনে, ঋজু হইয়া উত্তর কিংবা পূর্ব্বমুখে বসিয়া, রাগ, দ্বেষ ও চিন্তা পরিত্যাগে, আহার্য্যদ্রব্যসকল অতি ধীরে বারংবার চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃ করিবেন। অধিক চর্ব্বণে

লালানির্গত হইয়া পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হয়, আর্দ্রপদে ভোজন করিলে আহারে শান্তি ও দীর্ঘজীবনপ্রাপ্ত হয়—ইহা মনুর মত। আহার্য্যদ্রব্যসকল ষড়্গুণসম্পন্ন, সহজপাচ্য, রুচি ও বলকারক হওয়া চাই। ভোজন সময়ে ক্রোধ ও চিন্তাকরিলে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণে ব্যাঘাত হয়। যথোপযুক্ত আহার নিয়মিত সময়ে গ্রহণ করিবে, অসময়ে অল্পপরিমাণ কিংবা অধিক মাত্রায় ভোজন করিবে না। যেরূপ আহার করিলে শরীরে গ্লানি, আলস্য ও কষ্ট না হয়, তাহাই আহারের উপযুক্ত মাত্রা ; সাধারণতঃ এক চতুর্থাংশ শূন্য উদরে আহার করিবে। একবারের আহার জীর্ণ না হইলে দ্বিতীয়বার আহার করিবে না। ভুক্তদ্রব্য চারিঘণ্টার ন্যূনে জীর্ণ হয় না। দুর্গন্ধ, পচা, শুষ্ক, ঘৃণ্য, পর্য্যুসিত, অপাচ্য, ঠাণ্ডা দ্রব্য ভোজন করিবে না। ঈষদুষ্ণ পক্কদ্রব্য ভোজন করা বিহিত। নিয়মিত আহারের সময় অতিক্রম করিবে না। সাহেবদিগের সকলকার্য্যের অনুকরণজন্য শিক্ষিত বাঙ্গালী সদাই ব্যস্ত ; কিন্তু তাঁহাদের ভোজনের আদর্শ কেহই গ্রহণ করেন না। আহারের প্রথমে ঘৃত ও তিক্তদ্রব্য এবং শেষ অম্ল ও মধুরদ্রব্য সেবনবিধি ; বারংবার জলপান না করিয়া ভোজন সমাপনে জলপান বিহিত। অম্ল-রোগিগণ ভোজনান্তে একটি আমলকী সেবন ও একঘণ্টা অন্তর জলপান করিলে কঠিনরোগ হইতে মুক্ত হইবেন (পরীক্ষিত)। দীর্ঘজীবনলাভ করিতে হইলে কখনও রাত্রিতে দধিসেবন, বিরুদ্ধভোজন অর্থাৎ ঘৃতপক্ক-মৎস্য, তৈলপক্ক-মাংস, মৎস্য মাংস সেবনের পর ক্ষীর ও দুগ্ধ, সরিষাকল্ক, বিদাহী, উগ্র, তীক্ষ্ণ, অতিতিক্ত, অতিঝাল, অধিক লবণ ও প্রত্যহ একরূপ আহার করিবে না। ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে অনুরোধে কখনও ভোজন করিবে না, অধিক রাত্রিজাগরণ করিয়া আহার করিবে না। জীবনধারণজন্যই আহার ; কিন্তু আহারের জন্য জীবনধারণ নহে" এই বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

শাস্ত্রে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, ত্রিবিধ আহারের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। (১) দীর্ঘায়ুষ্কামিগণ সাত্ত্বিক আহার করিবেন। রসবন্ত, স্নেহযুক্ত, চিত্তপ্রসাদ ও রুচিজনক, যাহার সারাংশ সমধিক দেহে স্থায়ী হইয়া আরোগ্য, বল, আয়ুবৃদ্ধি করে, তাহাই সাত্ত্বিক আহার। নিরামিষ ভোজনই সাত্ত্বিক আহার; ঘৃত, দুগ্ধই প্রধান উপকরণ। জন্মহইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক দুগ্ধই মানবজীবন রক্ষা করিয়া থাকে। "দুগ্ধ স্বাদুরসযুক্ত, স্নিগ্ধ, ওজধাতুবর্দ্ধক, বলকারক, বাতপিত্ত-নাশক, শীতল, গুরুপাক, কফবর্দ্ধক, রসায়ন।" গোদুগ্ধ ক্ষীণতারোগে পরমোপকারী, মেধাজনক ও সারক। দুগ্ধের ন্যায় নবনীতও উপকারী। সাত্ত্বিকআহারমধ্যে ঘৃতহইতে শ্রেষ্ঠদ্রব্য আর নাই। ঘৃত অতি পবিত্র, ঘৃতসেবনে মনের পাশবভাব বিদূরিত, রজ ও তমোগুণের হ্রাস, ধারণা-স্মৃতি-সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি, শ্রদ্ধা-দয়া-ভক্তিপ্রভৃতি বৃত্তির পরিস্ফুরণ এবং আয়ু-বল-অরোগিতা লাভ হয়। দার্শনিক চার্ব্বাক ঘৃতের এতাধিক গুণদৃষ্টেই বলিয়াছেন—

সাত্ত্বিক-আহার

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

আমরা অনেকেই এই মহাবাক্যকে পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দেই, কিন্তু ইহা পরিহাসবাক্য নহে। বিশুদ্ধ ঘৃতের ঘ্রাণে মন পবিত্র হয়

(১) আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধ্যাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮
কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ৯
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০।১৭ অঃ ভগবদ্গীতা।

বলিয়াই প্রত্যহ হোমের ব্যবস্থা। প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বদিন পবিত্র হওয়ার জন্যই ঘৃতসেবনের বিধান। মহাগুরু-নিপাতে লবণবর্জ্জিত ঘৃত ও দুগ্ধসহ আতপ-তণ্ডুলের অন্নই দেহ সবল রাখে। ব্রতপরায়ণা হবিষ্যান্ন-সেবী বঙ্গের বালবিধবাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ব্রহ্মচর্য্যের ও সাত্ত্বিক আহারের ফল প্রত্যক্ষীভূত হইবে।

রাজস ও তামস আহার

কটু, অম্ল, উষ্ণ, রুক্ষ, বিদাহী, উগ্রগুণসংযুক্ত আহার্য্যদ্রব্যসকল রাজস এবং দুর্গন্ধযুক্ত, শৈত্যাবস্থাপ্রাপ্ত, নিষ্পীড়িতসার, দিনান্তরপক্ক, ভুক্তাবশিষ্ট ও অভক্ষ্যদ্রব্যাদি তামস আহার মধ্যে পরিগণিত। এই সমস্ত আহারে দুঃখ, শোক, রোগ, আয়ু ও বলক্ষয় হইয়া থাকে। রাজসিক আহার মধ্যে মাংসাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আহার আর কিছুই নাই; ইহাদ্বারা দুর্ব্বলেন্দ্রিয় সবল হয়। যক্ষ্মা, শ্বাস, কাশ, বাত, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে হিতকারী; পথশ্রমে ক্লিষ্ট ও অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবীর পক্ষে মাংস সেবন পরম উপকারী। মেষমাংস গোমাংস, পর্য্যুষিত ও শুষ্কমাংস, বহুদিনের মাংস সেবন অতীব অনিষ্টকারী। আয়ুর্ব্বেদ বলেন "বাঁচিতে ইচ্ছা করিলে কেহই যেন বহুদিনের ও দুর্গন্ধযুক্ত এবং পচা মাংসসেবন না করেন, সদ্যমাংসই গুণে শ্রেষ্ঠ, আমিষাংশ উত্তেজক, যাঁহারা ধর্ম্মপথে যাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কখনও মাংসসেবন করিবেন না।" মৎস্য তামসিক আহার, ইহাতে শরীর স্নিগ্ধ থাকে, রোহিতমৎস্য ও মদ্‌গুর মৎস্যই গুণে শ্রেষ্ঠ, বলকারক। রোহিতমৎস্যের মস্তকে ফস্‌ফরাস সমধিক থাকায় স্মৃতিশক্তি ও রক্ত বৃদ্ধি করে। আহারের পর পান সুপারিসহ কর্পূর, যৈন, জায়ফল-ইত্যাদি মসল্লা সেবন করিলে মুখ সুগন্ধ ও পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য হয়। কোষ্ঠবদ্ধব্যক্তিগণ আহারান্তে হরীতকী এবং অম্লপিত্তরোগিগণ আমলকী সেবন করিলে সমূহ উপকার পাইবেন। আয়ুর্ব্বেদ-বিধানমতে

ঋতুহরীতকী একবৎসর ব্যবহার করিলে নানাবিধ রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন !

মনুষ্যের খাদ্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, এক আমিষজৈব, দ্বিতীয় নিরামিষ বা ঔদ্ভিজ্জ। সকলদেশে সকলসময়েই আমিষ ও নিরামিষভোজী দুই শ্রেণীর লোক বর্ত্তমান ছিলেন ও আছেন। তাঁহারা আপন আপন পক্ষসমর্থন জন্য নীতি ও ব্যবস্থামূলক গ্রন্থ রচনা করিতেও ত্রুটি করেন নাই, আমরা উভয় দলের যুক্তিব্যবস্থাদি পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি। প্রথমে সামান্যভাবে পাশ্চাত্য-মতই প্রদর্শন করিতেছি, ডাক্তার ওয়ালার নরশরীর-বিজ্ঞানে বলিতেছেন, মনুষ্যের কর্পর, দন্ত, অন্ত্র পরীক্ষা করিলে প্রতীয়মান হয় এই জাতির উভয় আমিষ ও নিরামিষ মিশ্র আহারের প্রয়োজন। যাহারা মাংস-ভোজী তাহাদের অন্ত্র নিরামিষভোজীহইতে ক্ষুদ্র হইয়া থাকে ! মাংস-ভোজীর দন্ত ও নিরামিষভোজীর দন্ত সমানাকার হয় না ; মনুষ্যের মাংস ও উদ্ভিদ্ দ্বিবিধ খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণোপযোগী দন্তই আছে। মনুষ্যের দন্তকে ছেদক—মাংসভক্ষণোপযোগী, বিদারণক্ষম বা ভেদক, পেষক বা চর্ব্বণকারী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মনুষ্যের চারিটি বিদারণক্ষম দন্ত, আটটি ছেদনদন্ত ও কুড়িটি পেষণ বা চর্ব্বণদন্ত আছে। সুতরাং মানুষের উভয়ভোজী হওয়া যে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন তাহা বলিতে হইবেক। পাশ্চাত্য বহু ডাক্তারই এই মতের পক্ষপাতী। রাজস আহারে মাংসের যেসকল গুণাগুণ বলা হইয়াছে তাঁহারাও ঐমত সমর্থন করিয়া থাকেন। শীতপ্রধান দেশ-বাসিগণের মাংস ভক্ষণ একান্ত প্রয়োজন ; শীত ও বরফের আধিক্যে অনেক স্থানে পশ্বাদি জীব ভিন্ন আহার্য্য অন্যদ্রব্য অতি বিরল।

নিরামিষ ও আমিষ ভোজন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত

পক্ষান্তরে ডাক্তার অলফ্রেড বিনেট, ডাক্তার লোভিস্ প্রভৃতি একদলে বলিতেছেন, নিরামিষ ভোজনই শ্রেষ্ঠ। পরীক্ষাদ্বারা দেখিয়াছেন "যেসকল বালককে মাংস ভক্ষণ করিতে না দিয়া শুদ্ধ উদ্ভিজ্জ আহার প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের সকলের দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ প্রকৃতিরই প্রকৃষ্ট বিপরিণাম হইয়াছে, সকলেই বুদ্ধিমান্, সদাশয়, সুশীল ও বলিষ্ঠ হইয়াছে।" তাঁহারা আরো বলেন, প্রকৃতিভেদে খাদ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, জীবগণও তাহাদের খাদ্য বিনা বিচারে ভক্ষণ করে না; ইহারা প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া কোন্ বস্তু হিতকর কোন্ বস্তু অহিতকর তাহা ঘ্রাণে ও দৃষ্টিদ্বারা বিবেচনা করিয়া আহার নির্ব্বাচন করিয়া থাকে; এবং জীবগণমধ্যে নিরামিষ ও মাংসাশী উভয় শ্রেণীর জীব বর্ত্তমান আছে। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইউরোপে আর্য্য-ধর্ম্ম প্রচার করার পর হইতে তত্তদ্দেশবাসী শতসহস্র লোক নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকেন, লণ্ডনসহরে নিরামিষভোজনের বহু হোষ্টেল বর্ত্তমান আছে। এই ত গেল পাশ্চাত্যমত, এখন আর্য্য ঋষিগণ কি বলিতেছেন তাহার আলোচনা করা যাউক।

আর্য্যধর্ম্মে নিরামিষ ভক্ষণের শ্রেষ্ঠতা।

গীতার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পতঞ্জলিকৃত পাণিনিভাষ্যে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারে দেখা যায়, "ক্ষুধা-নিবারণই মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে,—শরীরের জন্য মানব শরীরকে চায় না। আহার দ্বারা শরীর রক্ষা করিতে পারিলেই মানব আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিতে পারিবে না। শরীর উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাধন মাত্র।" শাস্ত্র যে সকল দ্রব্য অভক্ষ্যরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন তাহাদ্বারা যে ক্ষুধা নিবারণ কার্য্য সিদ্ধ হয় না এমত নহে,—ঐসকল অভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণে ধর্ম্মের উন্নতি বা প্রকৃষ্ট গতির বাধা হয়, অভক্ষ্যরূপে নির্ব্বাচিত দ্রব্য

সকল আত্মবিকাশ পথের প্রতিবন্ধক মাত্র। ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিতেছেন, "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" অর্থাৎ আহারের শুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, সত্ত্বের শুদ্ধিতে স্মৃতি লাভ হয়। সাত্ত্বিক আহারে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইয়া মনের শুদ্ধিত্ব সম্পাদন করে, তদ্দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে ঊর্দ্ধ স্রোতস্বিনী বৃত্তিসমূহের বিকাশ হয়, শুদ্ধ বা প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিই বিমলানন্দভোগের অধিকারী হয়েন। সাত্ত্বিক আহার দ্বারা যে সত্ত্বের বিশুদ্ধি হয়, চিত্তের পাপপ্রবণ প্রবৃত্তির বেগ মন্দীভূত হইয়া, পুণ্যপ্রবণ প্রবৃত্তিসকলের বেগ বর্দ্ধিত হয়, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে সমবেদন, দয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্ট চিত্তবৃত্তিসকলের স্ফুরণ হয়। শাস্ত্রসকল একবাক্যে বলিতেছেন, "মাহিংস্যাঃ সর্ব্বাভূতানি" অর্থাৎ কোন প্রাণীকেই হিংসা করিবে না। হিংসা ভিন্ন মাংস সেবন করা যাইতে পারে না; শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সকল শাস্ত্রেই অহিংসাকে পরমধর্ম্ম বলেন।

বেদ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, আর্য্যগণ প্রথমে ফলভোজী ছিলেন। তাঁহারা অভীষ্ট দেবদেবীর নিকট ফলমূলশস্যাদি বলি বা উপহাররূপে প্রদান করিতেন। পরে জড়োপাসনায় কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞার্থে পশুবধের বিধান হয়, দেবোচ্ছিষ্ট বলির মাংসও আহার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইত; জলচর, স্থলচর আকাশচর এমন কি মানুষও বাদ পড়ে নাই। মনুষ্যমাংসও ভক্ষিত হইত, তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। আবার জ্ঞানকাণ্ডে এক-ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও উপাসনা প্রণালী প্রচলিত হইলে, সমস্ত জীবহিংসা রহিত হইয়া অহিংসাই পরমধর্ম্ম হইল।

মাংস ভক্ষণ না করাই স্বর্গ-প্রাপ্তির হেতু।

মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে ১১৬ অধ্যায়ে বলিতেছেন— "প্রাণীগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ করাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইহ বা পরলোকে

আর নাই। দয়াশীল ব্যক্তির কোন ভয় নাই, তাঁহার ইহ ও পরলোক আয়ত্ত থাকে। যে মহাত্মা দয়াপরবশ হইয়া অভয় প্রদান করেন, সমস্ত প্রাণী হইতে তাঁহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। অহিংসাই পরমধর্ম্ম। প্রাণাপেক্ষা আর প্রিয়তর বস্তু নাই, মৃত্যু সকলেরই অপ্রীতিকর, মৃত্যুকাল হইলে সকলেরই কলেবর কম্পিত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে আত্মাপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছু নাই, অতএব সমুদয় প্রাণীর আত্মাতে দয়াবান্ হওয়া উচিত। যিনি যাবজ্জীবন কোন পশুর মাংস ভোজন করেন না, স্বর্গে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ স্থান লাভ হয়। যে দুরাত্মা জীবিত প্রিয় পশুগণের মাংস ভক্ষণ করে, সে পরজন্মে সেই পশুকর্ত্তৃক নিহত ও ভক্ষিত হয়।"

"মাং—আমাকে সঃ অর্থাৎ সে ভক্ষণ করিবে, অতএব আমিও তাহাকে ভক্ষণ করিব—এই বাক্যহইতেই মাংস শব্দের উৎপত্তি। যাহারা পশু বিনাশ করে পরজন্মে তাহারা অগ্রে, এবং যাহারা সেই বিনষ্ট পশুর মাংস ভক্ষণ করে তাহারা তৎপশ্চাৎ সেই পশুকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে শরীরে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই শরীরে সেই ফল ভোগ করিতে হয় সন্দেহ নাই। ফলতঃ, অহিংসাই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম, পরম দান, পরম তপস্যা, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরমমিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য ও পরমজ্ঞান। এক অহিংসাই সমস্ত যজ্ঞের সর্ব্বদানের সমস্ত তীর্থস্নানের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে।" (২)

(২) যেন যেন শরীরেণ যদ্যৎকর্ম্ম করোতি যঃ।
তেন তেন শরীরেণ তত্তৎ ফলমুপাশ্নুতে ॥ ৩৬
অহিংসা পরমধর্ম্ম স্তথাহিংসা পরোদমঃ। ৩৭

মনু বলিতেছেন "বর্ষে বর্ষে অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া শত যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, মাংস ভক্ষণ না করিলেও তৎতুল্য ফলপ্রাপ্ত হয়। (৩)

পশু-ঘাতক

যাহার অনুমতিতে পশুহনন করা হয়, যে পশুকে অস্ত্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করে, যে পশুবধ করে, যে মাংসের ক্রয় বিক্রয় করে, যে মাংস পাক করে, যে মাংস পরিবেশন করে, এবং যে মাংস ভক্ষণ করে, এই সকলকেই ঘাতক বলা যায়।" (৪) এই সমস্ত প্রমাণদ্বারা মাংসভক্ষণ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য হইতেছে। মৎস্য সম্বন্ধেও মনু বলিতেছেন "যে যাহার মাংসভক্ষণ করে, তাহাকে তন্মাংসাদ অর্থাৎ তাহার মাংসভোজী কহে, মৎস্যেরা সর্ব্ব মাংসভক্ষণ করিয়া থাকে, তজ্জন্য মৎস্যভক্ষণ পরিহার করিবেক।" (৫)

অহিংসা পরমংদান মহিংসা পরমং তপঃ।
অহিংসা পরমোযজ্ঞস্ত্বহিংসা পরমং বলম্। ৩৮
অহিংসা পরমং মিত্রমহিংসা পরমং সুখম্।
অহিংসা পরমং সত্যং অহিংসা পরমং শ্রুতম্॥ ৩৯
সর্ব্বযজ্ঞেষু বা দানম্ সর্ব্বতীর্থেষু চাপ্লুতম্।
সর্ব্বদান ফলংবাপি নৈতত্তুল্যমহিংসয়া॥ ৪০
অহিংসা সর্ব্বভূতানাং যথা মাতা যথা পিতা॥ ৪১। ১১৬ অনুশাসন পর্ব্ব।

(৩) বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্ যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমম্॥ ৫৩। ৫ মনু।

(৪) অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥ ৫১। ৫ অঃ মনু সং।

(৫) যোযস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৫। ৫ মনু।

শাস্ত্র কিম্বা পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, সপক্ষে বিপক্ষে যতই প্রমাণ প্রয়োগ থাকুক ; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত রজ ও তমোগুণের অভিভব ও সত্বগুণের বিকাশ না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত সমবেদনাদি সদ্বৃত্তিসকলের স্ফুরণ না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত হিংসা-দ্বেষ-লোভ-মাৎসর্য্যাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি দমন না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞাননেত্রে আত্মার প্রকৃতরূপ প্রতীয়মান না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত মাংসে অনিচ্ছা ও স্থখোপজাত না হইবে ; ততদিন পর্য্যন্ত মাংসভক্ষণের অপকারিতা কেহই সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। যে দিন যাহার প্রকৃতি মাংসভক্ষণে প্রতিকূলতাচরণ করিবে, সেইদিন তিনি স্বয়ংই কাহারো উপদেশের অপেক্ষা না করিয়া নিরামিষভোজন করিবেন। মৎস্যমাংসাদিভক্ষণের প্রবৃত্তি সত্বে কাহারও উপরোধ, উপদেশ কিম্বা অন্য কারণে বাধ্য হইয়া মাংসভক্ষণে বিরত থাকেন ; তবে কিছুদিন পরে তাঁহাকে পীড়িত হইয়া কিম্বা পীড়ার ভাণ করিয়া, অথবা বৃদ্ধবয়সে দারপরিগ্রহার্থী যেমন মাতা পিতা গুরুজনের দোহাই দিয়া নিন্দার ভাগ প্রক্ষালন করিতে চাহেন, তদ্রূপ মাংসাহারে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়া বসিবেন, মাংসাহার না করিলে শরীরে তেজ থাকে না, পীড়া দূর হয় না ইত্যাদি।

নিরামিষ ভক্ষ্যদ্রব্য

মাংস, কাম ক্রোধাদি রজোগুণবর্দ্ধক। রজোগুণাধিক্য ব্যক্তিগণ ক্ষত্রিয় নামে কথিত, ক্ষত্রিয়গণ বীর ;—শরীরের বলবৃদ্ধি ও আমোদের জন্য সতত মৃগয়া করিয়া, দস্যুতস্করাদি বধ করিয়া, দেশরক্ষার্থে রণক্ষেত্রে শতসহস্র নরমুণ্ডচ্ছেদন করিয়া, বীরত্ব ও উৎসাহে তাঁহাদের কঠিন হৃদয়ে মাংসভক্ষণ-দোষের কারণ না হইতে পারে। বর্ত্তমানে যাঁহারা ঐরূপ ক্ষত্রিয়বৃত্তি অনুষ্ঠানে তৎপর কিম্বা রোগাক্রান্ত, তাঁহাদের পক্ষে যাহাই হউক ; কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে বিচরণকারী ব্রহ্মচারিগণ কখনও রজোগুণবর্দ্ধক মাংসাদি আহার করিবেন

না, তাঁহারা সত্ত্বগুণবর্দ্ধক নিরামিষ আহার করিবেন। নিরামিষ আহার মধ্যে রক্তশালিক ও হৈমন্তিক ধান্যের অন্ন, গম, কাঁচামুগ, অরহর, খেশারি, আলু, পটোল, ওল, সজিনা, মানকচু, বেগুণ, কাচাকলা, এলঞ্চা, বাস্তুকশাক, আম্র, নারিকেল, পেয়ারা, কলা, দাড়িম্ব, পেপে, কিসমিস, আমলকী ও উচ্চভূমিজাত ফলাদি, দুগ্ধ ও সমধিক ঘৃত এবং সৈন্ধবলবণ সেবন করিবেন। উত্তেজক কোন দ্রব্যাদি সেবন করিবেন না। ইহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মলাভের প্রথমসোপান।

তিথিভেদে খাদ্যভেদ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানবদেহ পঞ্চভূতাত্মক। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদিও পঞ্চভূতের বিকারাত্মক। মানবদেহে উদ্ভিজ্জাংশের ভাগই সমধিক, উদ্ভিদ্গণ সূর্য্যরশ্মিদ্বারাই জীবিত। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে তিথি, মাস, বারভেদে গ্রহগণের সংযোগ ও সূর্য্যগতির নানাবিধ ক্রিয়া হইয়া থাকে। একাদশী দিবস চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার হয়, আমাদের দেহস্থ জলেও সেই আকর্ষণে রসের সঞ্চার হইয়া থাকে, সুতরাং একাদশীতে আহার না করিবার ব্যবস্থা। ডাক্তারগণ বলেন, একদিন উপবাস করিলেই রেচক ঔষধসেবনের তুল্য ফল হয়। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রমণপ্রভৃতিতে রসের সঞ্চার বৃদ্ধি হয়, যদ্ধেতু মৎস্য, মাংস, মাস, তৈল, নিশিভোজন, ও ব্যবায়ক্রিয়াদি নিষেধ। এইরূপ প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়ায় বৃহতী, তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতিথিতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, নবমীতে অলাবু, দশমীতে কলম্বীশাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুই, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু, অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণের নিষেধ করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্যের সহিত স্বাস্থ্যরক্ষার নৈকট্য সম্বন্ধ। বর্ত্তমান শরীররক্ষার প্রধান উপায় খাদ্যের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি শিথিল হইয়াছে, যাহা রোগবৃদ্ধির অন্যতর কারণ।

নিদ্রা শরীরের অবসন্নতা ও শ্রান্তিদূর করিয়া থাকে, সকল প্রাণীই নিদ্রার অধীন। নিদ্রাবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল নিষ্ক্রিয় থাকে। যথাসময়ে নিদ্রা না হইলে মানুষ উন্মত্ত হয়। শরীরস্থ স্নায়ু-সমূহ উত্তেজিত হইয়া মাংসপেশীকে জাগ্রত করিলেই প্রাণিগণ পরিশ্রমের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, পরিশ্রমের দ্বারাই শারীরিক ক্লান্তি ও মস্তিষ্কের অবসন্নতা হয়; নিদ্রা সেই অবসন্নতাকে দূরীভূত করিয়া ইন্দ্রিয়সকলের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মায়। প্রতিদিন রাত্রি সাধারণতঃ দশঘটিকা হইতে ছয়ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। দশটার পর আহার শেষ করিয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামকরতঃ বামপার্শ্বে নিদ্রা যাইবে। নিদ্রার সময় ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও দৈনিককার্য্যের আলোচনা করিয়া অসৎকার্য্যের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে; এবং যাহাতে তদ্রূপ কার্য্য আর না হয় তজ্জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে। দুশ্চিন্তায় যাহাদের নিদ্রা না হয়, তাহারা শয়ন করিয়া ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ করিবে; ইহা সুনিদ্রা আনয়নপক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়। সূর্য্য উদিত হইলে কিম্বা অস্ত যাইবার সময় কেহই নিদ্রা যাইবেন না। নিদ্রা তমোগুণ, এবং জাগরণ সত্ত্বগুণের হেতু। তমোবশে ইন্দ্রিয়সকল বিকল হয়; কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল সুপ্তের ন্যায় থাকিয়া সর্ব্বদোষের প্রকোপ করে; কাশ, শ্বাস, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, ও অজীর্ণরোগ জন্মে; এইজন্য স্বাভাবিক বিশ্রাম রাত্রিনিদ্রা ভিন্ন দিবা-নিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ উভয়ই অহিতকর। দিবানিদ্রা বেদে নিষেধ, দ্বিজাতিগণ উপনয়ন সময় "মা দিবা স্বাপ্সীঃ" এই উপদেশ পাইয়াও অনেকে প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ।

নিদ্রা

শরীর সুস্থ ও সবল করিবার জন্য সদাচারকথিত নিয়মসকল সাধারণভাবে প্রদর্শিত হইল। আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ ও মানসিকবৃত্তি-গুলি সৎপথানুবর্ত্তী করিতে যেসকল সদনুষ্ঠানের প্রয়োজন, অতঃপর

তাহাই বলা যাইতেছে। ব্রহ্মচারী ও গৃহী, সকলেরই ইহা অনুষ্ঠেয়, বিদ্যার্থিগণ বাল্যকালহইতেই তদনুস্মরণে তৎপর হইবে।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক বালকগণ প্রত্যহ পিতামাতাকে প্রণাম করিবে, সাক্ষাৎ দর্শনের ব্যাঘাত হইলে উদ্দেশে প্রণাম করিবে।

পিতৃমাতৃ ও গুরুভক্তি

তাঁহাদের আজ্ঞা সতত প্রতিপালন করিবে; কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের আজ্ঞা গ্রহণ করিবে। দেবতাকে কেহ দেখেন নাই এবং দেখিতেও পাইবেন না, পিতামাতাই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা। তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ও সেবা করিলে দেবতাতে তাহা সমর্পিত হয়। কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদু ও মিষ্টবাক্য কহিবে, কখনও তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ বা কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিবে না। তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য সাধনই তদুপাসনা। "যিনি জনক জননীকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া দেখিতে সমর্থ নহেন, তাঁহার বিশ্বাষ-চক্ষু পাইতে এবং বিধাতার বিধাতৃত্বের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে বিলম্ব আছে। পিতামাতা শ্রেষ্ঠগুরু, তৎপরই শিক্ষাদাতা আচার্য্য, এবং আধ্যাত্মিকজীবনের উপদেষ্টা মন্ত্রদাতা-গুরু অর্চ্চনীয়। ইঁহাদিগকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রণাম করিবে, পিতৃবৎ সম্মান করিবে, কদাচ কলহ করিবে না; যাঁহারা ইহাদিগকে অনাদর করেন, তাঁহারা প্রশংসা-ভাজন হইতে পারিবেন না। বিমাতা, গুরুপত্নী, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, মাতুলানী, খুড়ী, জেঠী, জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ এবং পিতামাতার নিকট আত্মীয়-গণ, শ্বশুর শাশুরী, পুরোহিত চিকিৎসক প্রভৃতিকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিবে, তাঁহাদের সঙ্গে কলহ ও কটুবাক্য প্রয়োগ করিবে না। ভ্রাতা ভগিনী, কন্যা, পুত্রবধূ, অতিথি, বৃদ্ধ, বালক, পীড়িত, অনুজীবী ভৃত্যগণসহ সদয় ব্যবহার করিবে, সুমিষ্ট বাক্য কহিবে। গুরুসম্পর্কিত যুবতী বয়ঃকনিষ্ঠা রমণীগণসহ যুবকগণের হাস্যকৌতুক, নির্জ্জনগৃহে বাস ও

নিজকে তাঁহাদের নিকট জিতেন্দ্রিয় জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। যুবকগণ যুবতী গুরুপত্নীগণের পাদস্পর্শ না করিয়া ভূমিতে নতশির হইয়া প্রণাম করিবে। রাজা, রাজকর্ম্মচারী, ধার্ম্মিকলোক ও গুরুব্যক্তিকে দেখিলে দণ্ডায়মান, অভিবাদন, বিনয়প্রদর্শন ও প্রত্যুদ্গমন করিবে।

সংযম

বিদ্যার্থিগণ সর্ব্বদা সংযমী হইবে। সত্যবাক্য ও মৌনব্রতদ্বারা বাক্‌সংযম, বাহুদ্বারা কাহাকেও পীড়া না দিয়া বাহুসংযম, যথালব্ধ আহারদ্বারা উদরসংযম, নিষ্প্রয়োজনেও কুস্থানে গমন না করিয়া পাদসংযম, পরনিন্দা না করিয়া ও সুপথ্য সেবনদ্বারা রসনাসংযম, পরধন, পরস্ত্রীপ্রভৃতি লোভনীয় দ্রব্যাদি দৃষ্টে নয়নসংযম, কুকথা শ্রবণ না করিয়া কর্ণসংযম, কুচিন্তা, কুঅভ্যাস, অশ্লীল নাটক উপন্যাসাদি পুস্তক পাঠ না করিয়া মনঃসংযম করিবেন। সংযমী না হইলে বিদ্যা, জ্ঞান, বল, আয়ু, সম্মান লাভ করা যায় না। কামাদি রিপুসম্বন্ধে স্থানান্তরে লিপি করা হইয়াছে।

সত্যধর্ম্ম

সদা সত্য কথা বলিবে। যাহা দৃষ্ট, যাহা শ্রুত তাহা প্রকাশ করাই সত্য। সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই,—সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই ধর্ম্মমূল, সত্যব্রত ধারণ করিয়া ব্রহ্মপরায়ণ হইবে। মনু-কথিত ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ মধ্যে **সত্যই প্রধান**। যাহা সৎ, তাহার ধ্বংস নাই—তাহাই সত্য। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন অভিন্ন, তদ্রূপ সত্য ও ঈশ্বর অভিন্ন। যাহা সত্য তাহাই ঈশ্বর। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ধ্বংসশীল সুতরাং অসৎ, কিন্তু সত্যের কভু ধ্বংস বা বিনাশ নাই। এক সত্যই আদিতে ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও অবিনশ্বরভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই কর্ম্ম, সত্যই মঙ্গল, সত্যই শ্রেষ্ঠ, সুতরাং সত্য আরাধনা করাই সর্ব্বতোভাবে

শ্রেয়স্কর। সন্ধ্যা, পূজা, জপ, তপ সমস্তই এই সত্যের চরণ দর্শনের জন্য। "মানবগণ সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিহারপূর্ব্বক যদি একমাত্র সত্যের আরাধনা করেন, সদা সত্য বলেন, সত্য আচরণ করেন, সত্যপালন করেন, সত্যপথে গমন করেন; তাহা হইলে এক সত্যরূপ মহাযজ্ঞানুষ্ঠান ধর্ম্মদ্বারাই জন্মজন্মান্তরীণ সর্ব্বপ্রকার পাপ অগ্নিসংযুক্ত তূলারাশির ন্যায় ভস্মীভূত করিয়া মোক্ষলাভের অধিকারী হইবেন।"

'সত্যং বদ' ইহা লিখিতে বলিতে যেমন সহজ, সাধন তেমনই দুরূহ। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণসকল এক সত্যপালনের আদর্শেই পূর্ণ। কবিগুরু বাল্মীকি "সত্যপালনই ধর্ম্ম" এই সুমহৎ বাক্যের জ্বলন্তদৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থেই রামায়ণ রচনা করিয়াছেন; মহর্ষি ব্যাস 'সত্যরূপ মহাধর্ম্মের, জীবন্ত আদর্শ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে মহাভারতের প্রধান নায়ক করিয়াছেন। পুরাণসকল নানাবিধ সুললিত উপাখ্যানসম্বলিত 'সত্যধর্ম্ম'ই প্রচার করিয়াছেন। সত্যাভিধায়ী হইবার জন্য ঋষিগণ 'শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন' প্রভৃতি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সত্যসাধন জন্য তত্ত্বার্থদর্শী শাস্ত্রবাক্যসকল 'শ্রবণ', বাক্যসকলের পরস্পর সমন্বয় করিয়া 'মনন', একাগ্রমনে নির্জ্জনে তৎসম্বন্ধ 'নিদিধ্যাসন' বা ধ্যান করিলে ক্রমে সত্যের নির্ণয় হইতে পারে। বাল্যকাল হইতে ইহার অভ্যাস করিতে হইবে। মিথ্যাহইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে, বাক্যসংযম করিবে, বৃথা গল্পে চপলতা বৃদ্ধি পায় এবং গল্পের সৌন্দর্য্যরক্ষার্থে মিথ্যার অবতারণা করিতে হয়। দৈনিক কার্য্যের ও বাক্যের হিসাব রাখিবে, প্রত্যহ নিদ্রার পূর্ব্বে দিবসের কার্য্যের আলোচনা করিয়া মিথ্যাকার্য্যের সংখ্যা করিবে, এবং আগামী কল্য যাহাতে ঐরূপ কার্য্যের হ্রাস হয় তজ্জন্য ঈশ্বরনিকট প্রার্থনা করিবে, সদাচারসম্মত নিয়মসকল পালন ও ব্রহ্মচারী হইতে চেষ্টা করিবে। বিদ্যার্থিগণ যদি ঐরূপ অনুষ্ঠানে তৎপর হয়েন তবে তাঁহাদের

ভাবিজীবন নিশ্চয়ই সুখের নিদান হইবে। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সত্যপালন ও ধর্ম্মশিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

মানবের সৎপ্রবৃত্তিসকলের মধ্যে দয়াই শ্রেষ্ঠ। আত্মবৎ সর্ব্বভূতের হিত ও শুভচিন্তায় হৃদয়ে যে প্রহৃষ্টক্রিয়ার উদয় হয়, তাহাই শাস্ত্রসম্মত দয়া। পরের দুঃখ দূরকরণের ইচ্ছাকে সাধারণতঃ দয়া বলে। দয়ার সমান গুণ নাই, জগতে সকলের সহিত প্রেম ও ভালবাসাই দয়ার ধর্ম্ম। সর্ব্বপ্রকার হিংসা বিদূরিত না হইলে প্রকৃত দয়ার দর্শন সুদূরপরাহত। হিংসার নানাবিধ মূর্ত্তি, তন্মধ্যে প্রাণি-হিংসা সর্ব্বথা পরিত্যজ্যা, "অহিংসাই পরমধর্ম্ম" হিংসা অর্থে দ্বেষ এবং ঈর্ষাকেও বুঝায়। কাহাকেও দ্বেষ করিবে না। জীববধ মহাপাপ, যিনি হিংসা পরিত্যাগে সর্ব্বজীবে দয়া করেন, তাঁহার মুক্তি বা চিরশান্তি নিশ্চিত। যেকারণে আমার দেহ, আমার প্রাণ, আমার প্রিয়, এবং সদা-সংরক্ষণে আমি যত্নবান্; সেই কারণে অন্যের দেহপ্রাণ অন্যের নিকট প্রিয় এবং অপরেরা তাহা সংরক্ষণে সদা সচেষ্টিত। আমি যাহা চাই না, অন্যেও তাহা চায় না; এই জ্ঞানের প্রসারতা ও বিকাশ হইলেই মানব আর জীবহিংসা করিতে পারে না। জগদীশ্বর আত্মরূপে সর্ব্বপ্রাণীতে প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বজীবে দয়া করিলে, সর্ব্বপ্রাণীর সেবা করিলে, ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়।

দয়াধর্ম্ম

দানের সমান ধর্ম্ম নাই। যুগভেদে ধর্ম্মের বিধান পৃথক্, কলিতে দানই প্রধান ধর্ম্ম। দেশ কাল পাত্র ভেদে দান করা ধর্ম্ম। দরিদ্রই দানের পাত্র, ধনবন্তজনে ধনদান করা নীরোগের ঔষধদানের ন্যায় নিষ্ফল। সাত্ত্বিক, রাজস, তামস, ভেদে দান ত্রিবিধ। প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়া দেশ কাল ও পাত্র ভেদে যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিকদান; কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধি

দানধর্ম্ম

কিম্বা ফলপ্রাপ্তি কামনায় যে দান করা যায় তাহার নাম রাজসদান; অস্থানে, অসময়ে, অপ্রয়োজনে, অপাত্রে যে দান করা যায়, তাহাকে তামসদান বলে। বিদ্যার্থীর সাহায্য, পীড়িতের ঔষধ পথ্য, দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র দান, পণ্ডিতে দান, এবং দৈবদুর্ব্বিপাকগ্রস্ত আর্ত্তজনের যথোপযুক্ত উপকার শাস্ত্রকথিত বিমল দান।

পঞ্চ শূনা ও পঞ্চযজ্ঞ

চুল্লি, পেষণী বা যাঁতা, সম্মার্জ্জনী, উদূখল মূসল, জলকলসি, এই পঞ্চস্থানে বহুক্ষুদ্র জীববধ হয় বলিয়া শাস্ত্র ইহাকে সূনা বা বধস্থান বলিয়া সংজ্ঞা করিয়াছেন। ইহাদ্বারা যে সকল জীবহিংসা হইয়া থাকে তাহাকে পঞ্চশূনার পাপ কহে। এই পাপক্ষালনার্থে গৃহীদিগের জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকেরই সেই পঞ্চশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ অন্নাদিদ্বারা শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞ, হোমদ্বারা দেবযজ্ঞ, বলি উপহারাদি দ্বারা প্রাণিসেবা ভূতযজ্ঞ, এবং অতিথিসেবাদ্বারা নৃযজ্ঞ করিবে। ইহা গৃহীদিগের নিত্যধর্ম্ম।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের একটি আশ্রমবিশেষ। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু, এই চারিটি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যই প্রথম আশ্রম। দীর্ঘায়ুষ্কামিজনগণ বাল্যকাল হইতেই সদাচার ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠাদ্বারা বীর্য্যলাভ ও আয়ুবৃদ্ধি হয়। (৬) ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণ মৃত্যুভয় দূর করিয়াছিলেন অর্থাৎ দেবগণ দীর্ঘজীবন লাভ

(৬) ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ সাধনপাদ পাতঞ্জলদর্শন।
ব্রহ্মচর্য্যমায়ুষ্মণাং (ব্রহ্মচর্য্যমায়ুষ্যা করাণাম্। চরক।
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দেবামৃত্যুমপাঘ্নত ॥ অথর্ব্ববেদ।

করিয়াছিলেন। শিবসংহিতা বলেন "বিন্দুতেই জীবের উৎপত্তি ও বিন্দুপাতেই বিনাশ, বিন্দুধারণই জীবনের কারণ।" (৭) বীর্য্যলাভ করিতে হইলে শারীরিক মানসিক উভয়বিধ উন্নতির প্রয়োজন। সদাচার-কথিত নিয়মসকল প্রতিপালন করিলে যেমন শরীর সুস্থ থাকে, উপাসনাদি আধ্যাত্মিক কার্য্যদ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিতে পারিলে মানসিক উন্নতি ও বীর্য্যলাভ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। কামপ্রবৃত্তি ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অন্তরায়, ইহাকে আয়ত্ত করিতে হইলেই যোগাদি উপাসনা কার্য্যানুষ্ঠান চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে; অনেকে এই দুর্দ্দমনীয় রিপুকে বশীভূত করিবার জন্য নিম্ব বিল্বপত্রাদি ভক্ষণ করিয়া শরীরকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই সদাচার, যোগ, উপাসনা ও সকল বিদ্যার শিক্ষার স্থান। আর্য্যবালকের জাতকর্ম্ম, নামকরণ সংস্কারের পরই উপনয়নসংস্কার; ইহা দ্বারাই দ্বিজত্ব লাভ হয়। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণের ৮।১১।১২ বৎসরই উপনয়নের বৈধ কাল। বৈদিকযুগে দ্বিজাতিবালকগণ উপনয়ন সংস্কারের পর বিদ্যালাভার্থে গুরুর আশ্রমে গমন করিতেন, গুরু শিষ্যগণকে প্রথমে সদাচার, পরে সন্ধ্যাবন্দন, সায়ংপ্রাতঃ হোমানুষ্ঠান, এবং উপাসনা ও যোগাদিকার্য্যের উপদেশ সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করিতেন। গুরুগৃহে বালকগণ ৩৬।১৮।৯ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়া প্রকৃতির তত্ত্বসহ ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়নে কৃতবিদ্য হইয়া 'সমাবর্ত্তন' বা পিতৃগৃহে পুনরাগমন করিতেন।

উপনয়নান্তর সদাচারকথিত নিয়মসকল প্রতিপালন করিয়া, গুরুর সান্নিধ্যে বাস ও সাঙ্গবেদাধ্যয়নকারীকে ব্রহ্মচারী কহে। গুরু শিষ্যদিগকে পুত্রবৎ বাৎসল্যভাবে এরূপ শিক্ষাপ্রদান করিতেন যাহাতে

(৭) মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ ॥
জায়তে ম্রিয়তে লোকো বিন্দুনা নাত্রসংশয়ঃ ॥ } শিবসংহিতা।

গুরুভক্তি, সার্ব্বজৈনিক প্রেম, ঈশ্বরে বিশ্বাস, ও বেদে অধিকার জন্মিত।

ব্রহ্মচারী

বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারিগণ গুরুগৃহে বাসকালীন ইন্দ্রিয় জয়, প্রতিদিন জলপুষ্প সমিধাহরণ, প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম, দেবঋষিপিতৃতর্পণ, সন্ধ্যাবন্দন, দেবপূজাদি উপাসনা, হোম, বেদপাঠ, বিনয়, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন, গুরুর প্রসন্নতা লাভে সচেষ্ট, যথাবিধি শৌচ ও সদাচারানুষ্ঠান শিক্ষা করিতেন। ব্রহ্মচারিগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুসারে চর্ম্ম-সূত্র-মেখলাদণ্ড-বসনইত্যাদি ধারণ করিয়া, সংযতচিত্ত হইয়া মধু, (মিষ্টদ্রব্য ও মদ্য) মৎস্য, মাংস, রসালদ্রব্য ভক্ষণ; গন্ধ-মাল্যধারণ; ছত্র-পাদুকা ব্যবহার; প্রাণিহিংসা, বৃথা কলহ, দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ; পরনিন্দা, পরানিষ্ট সম্পাদন, মিথ্যাভাষণ, বিষয়াভিলাষ, ক্রোধ' লোভ, হিংসাদ্বেষ, অহঙ্কার, নৃত্য গীত বাদ্য, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, তৈলমর্দ্দন, ক্ষৌরকার্য্য, দিবসে দ্বিভোজন, অবৈধ ভক্ষণ, দোষভাবে স্ত্রীলোক-দর্শন-সমর্পণ-সহবাস, ইত্যাদি কার্য্যসকল বর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক, স্মৃতি-মেধা-ধৃতিশক্তিবিশিষ্ট, হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ, দেবোচিত সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হইতেন। ব্রহ্মচারিগণের এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালনই ধর্ম্ম।

হায়! বড়ই দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যতপস্যা সাধনদ্বারা বিদ্যার্থিগণের যৌবনের প্রারম্ভে পূর্ণবলের বিকাশে যে দেহে অপূর্ব্ব মাধুরীময় দেবতুল্য লাবণ্যের সঞ্চার ও দীর্ঘজীবন লাভ হইত; আজ একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে বিদ্যার্থিগণের যৌবনের প্রারম্ভেই শরীর ক্লিষ্ট, রোগ, দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া অকালে ধ্বংস হইতেছে। এখন আর সেই মনুর শাসন নাই, সেই বেদধ্বনি ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, সেই গুরু-শিষ্য নাই, পুত্র ও শিক্ষকমধ্যে সেই মধুময় প্রীতির পিতা-পুত্র,

সম্বন্ধ নাই। এখন যাহা দেখাযায় বা শুনাযায় তাহাতে অন্তরে দারুণ ব্যথাই বাজিয়া উঠে। দোষ কাহার? গুরুর, শিষ্যের কি কালের, তাহা বলিতে পারি না। এখন গুরুগৃহস্থলে স্কুল, বোর্ডিং, মেস, হোষ্টেল ইত্যাদিতে বিদ্যার্থিগণ অভিভাবকবিহীনে বাস করে, সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সদাচার শিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হইতেছে না। ছাত্রাবাসগুলি যদি পূর্ব্বের ন্যায় গুরুগৃহ হইত, কিম্বা মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীপ্রবর্ত্তিত কাঙ্গারি গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় ও ঋষিকুল, জ্বালাপুর পাঠশালা প্রভৃতির আদর্শে স্থাপিত হইত; তাহা হইলে ব্রহ্মচারীর দেশে পুনরায় ব্রহ্মচারিগণের আবির্ভাব হইত।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেহতত্ত্বে পাঠক দেখিয়াছেন ভুক্তদ্রব্য পক্কাশয়গত হইয়া কিরূপে রসের উৎপত্তি করে। সর্ব্বদেশীয় শরীরবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন—রসহইতে রক্ত, রক্তহইতে মাংস, মাংসহইতে মেদ, মেদহইতে অস্থি, অস্থিহইতে মজ্জা এবং অস্থিমধ্যস্থ মজ্জাহইতেই শুক্রের উৎপত্তি।

শুক্রধাতুর উৎপত্তি।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন, জীবদেহরক্ষার্থে এই সপ্তধাতুর প্রয়োজন। পাশ্চাত্যগণ শুক্রহইতে ওজধাতুর উদ্ভব, এবং তদ্দ্বারা শরীরপোষণাদি সমস্তকার্য্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে, এমত বলিয়া থাকেন। এই সপ্তবস্তু মানবদেহ ধারণ করিয়া আছে, এইজন্য ইহাদিগের নাম সপ্তধাতু। আর্য্যশাস্ত্র বলেন, জীবদেহের আশ্রয় শুক্র স্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ, শুভ্র, পিচ্ছিল, মধুর গন্ধযুক্ত; এবং ধৃতি, স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধি, কান্তি, বল ও আয়ুবৃদ্ধির একমাত্র কারণ। ইহারই নাম বল, বীর্য্য, তেজ, বীজ, বিন্দু, পৌরুষ। মজ্জাহইতে উৎপন্ন শুক্র অস্থির সূক্ষ্মছিদ্রপথে নির্গত হইয়া দুগ্ধেতে ঘৃতের ন্যায়, ইক্ষু-কাণ্ডের রসের ন্যায় দেহীদিগের সর্ব্বশরীরে অলক্ষে অবস্থান করে। কর্ম্মবশে সপ্তদশগুণাত্মক সূক্ষ্মদেহজীব, ব্রীহিযব ইত্যাদি খাদ্যসহযোগে

জীবদেহে শুক্রকে আশ্রয় করিয়া বাস করে, এবং যথাসময়ে প্রজননক্রিয়া-দ্বারা শোণিতসহ মিশ্রিত হইয়া, দেহিরূপে জন্ম লইয়া কর্ম্মভোগ করিয়া থাকে। পাশ্চাত্যগণ কর্ম্ম, সূক্ষ্মদেহ, পুনর্জ্জন্ম ইত্যাদি বিশ্বাস না করিলেও শুক্রে জীবাণুর অবস্থান যন্ত্রাদিসাহায্যে লক্ষ্য করিয়াছেন। "ভুক্তদ্রব্য-হইতে সদ্যই রসধাতু উৎপন্ন হয়, রসধাতু পরিপক্ক হইয়া পাঁচদিনে রক্তরূপে, রক্ত পাঁচদিনে মাংসরূপে, মাংস পাঁচদিনে মেদরূপে, মেদ পাঁচদিনে অস্থিরূপে, অস্থিহইতে পাঁচদিনে মজ্জা এবং মজ্জাহইতে পাঁচদিনে শুক্র উৎপন্ন হয়। এইরূপে খাদ্যবস্তু পরিপক্ক হইয়া রসরক্তাদি-ক্রমে একমাসে শুক্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে।"

যেসমস্ত দ্রব্য গুণোৎকর্ষবশতঃ উদরস্থ হইলে নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে শরীরে বীর্য্যোৎপন্ন করে, তন্মধ্যে রসায়ন-বাজীকরণাদি ঔষধ শ্রেষ্ঠ, গোদুগ্ধ রসায়ন মধ্যে অন্যতর। আয়ুর্ব্বেদ দ্রব্যগুণহইতে বলকারক কতিপয় দ্রব্যের নাম প্রদত্ত হইল। ঘৃত, নবনীত, দুগ্ধ, দুগ্ধসর, দধিসর, রক্তশালীধান্য, গোধূম, মাস, দ্রাক্ষা, খর্জ্জূর, আমলকী, পক্ককলা, পক্কাম্র, দুগ্ধাম্র, ইক্ষুরস, গুড়, সৈন্ধবলবণ, বার্ত্তাকু, কলম্বীশাক, নাগরঙ্গ, হংসডিম্ব, হংসমাংস, ছাগমাংস, কূর্ম্মমাংস, মাংসরস, রোহিতমৎস্য, মদ্গুরমৎস্য, প্রোষ্ঠি বা পুঠীমৎস্য, ঘৃতপক্কপুঠীমাছভাজা, সৈন্ধব ও পিপ্পুলীসহ ছাগাণ্ড সদ্য বীর্য্যবর্দ্ধক,-- লবণসমন্বিত দগ্ধমৎস্য, কণ্টকীফল ও তৎফলের-বীচি, অশ্বগন্ধা, শিলাজতু, প্রসারিণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মাহিষদধি, আর্দ্রক, পলাণ্ডু, চটকপক্ষীর মাংস, তিত্তিরীপক্ষীর মাংস, ব্রাহ্মীশাক, গুড়ুচি, তালমূলী, হস্তিকর্ণ, শতাবরী, ঋতুহরীতকী, পায়সইত্যাদি রসায়ন-গুণযুক্ত দ্রব্যভক্ষণ; ভূমিশয্যা, চন্দনাদি সুগন্ধদ্রব্যানুলেপন, তাম্র স্বর্ণ ও সীসপাত্রস্থ জলপান, হৈমন্তিক জলপান ইত্যাদিদ্বারা বলবৃদ্ধি হয়।

বীর্য্যবৃদ্ধিকারক দ্রব্যসকল।

যেসকল দ্রব্যভক্ষণে ও অন্যায়কারণে শরীরস্থ বীর্য্যক্ষয় হয়, তাহাও বলা যাইতেছে। সার্ষপতৈলসেবন, সরিষাকল্কভক্ষণ, তিল, রাজমাস, অধিক অম্ল, পিপ্পুলশুণ্ঠীভিন্ন কটুরস, গুড়ত্বক, শুষ্কমরীচ, কয়েদবেল, কর্কোটক ফল, বাদাম, লিকুচ, পটোল-বাস্তুক-পুনর্নবা-কাকমাচীশাকভিন্ন সর্ব্বপ্রকার শাক, ক্ষারদ্রব্য, নিম্বাদি তিক্তদ্রব্য সেবন, কুচিন্তা, কুঅভ্যাস, অশ্লীল ও প্রেমোদ্দীপকপুস্তকপাঠ, কুভাবে স্ত্রীলোকদর্শন-স্পর্শন-সহবাস ইত্যাদি। মনু বলেন "পরস্ত্রীসহবাসাপেক্ষা এ জগতে মানবের আয়ুক্ষয়-কর কার্য্য আর কিছুই নাই।" ব্রহ্মচারী ও বিদ্যার্থিগণ এইসমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ ও এসমস্ত কার্য্য করিলে ব্রহ্মচর্য্যব্রত নষ্ট হইয়া শক্তিহ্রাস হইয়া যাইবে।

বীর্য্যক্ষয়কারক দ্রব্যসকল।

দেশীয় ও পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ একবাক্যে বলিতেছেন, রক্তের সারাংশ বীর্য্যই শরীরস্থিত যন্ত্রসকলকে পরিপুষ্ট করিয়া মানুষকে সুস্থ, সবল, তেজস্বী, মেধাবী ও দীর্ঘায়ু করিয়া থাকে। সর্ব্বশরীরব্যাপী জীবনরক্ষার মূল তেজ, বাল্যকালে অতি সূক্ষ্মভাবে পুষ্পের মুকুলস্থগন্ধের ন্যায় অলক্ষিতে থাকিয়া, কৈশোরে—একাদশ হইতে ষোড়শবর্ষ—অপরিপক্কভাবে দেখা দেয়; যৌবনে পরিণতাবস্থায় শরীরে দেবকান্তি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকাশ করে; ব্রহ্মচর্য্যাভাবে ব্রহ্মচারীর দেশে এরূপ দেবতুল্য শরীর দশসহস্র মধ্যে একজনও দৃষ্টিগোচর হয় কিনা সন্দেহ। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যা-বলম্বনে শরীরস্থ সম্পূর্ণ তেজ সংরক্ষণে সমর্থ, একমাত্র তাঁহারাই যোগ-সিদ্ধিলাভ করতঃ জলের উপরে-অগ্নিতে-আকাশপথে বিচরণ, হস্তাদি-স্পর্শে উৎকটব্যাধি নিবারণ, মুখদৃষ্টে জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত কথন, সূক্ষ্মদেহে দূরদূরান্তে গমনাগমন ইত্যাদি অলৌকিক বিভূতি দর্শন

আত্মকৃতপাপের পরিণাম।

করাইতে সমর্থ বটেন। দুঃখের বিষয় হিতাহিত বিচারাক্ষম অপরিণামদর্শী বালকগণ কৈশোরে কুসংসর্গে মিলিয়া কু-অভ্যাসে অস্বাভাবিক উপায়ে ক্ষণিকসুখে মত্ত হইয়া আয়ু, সত্ত্ব, বল, স্মৃতি ও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির নিদানভূত তেজ, অনর্থে ক্ষয় করিয়া আত্মবিনাশরূপ হলাহল পান করিতেছে। যাহার বিষক্রিয়ায় যৌবনের প্রারম্ভেই বিদ্যার্থিগণ দৃষ্টিশক্তিহীন, স্মৃতির বিলোপ, ধারণাশক্তির অভাব, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, অপস্মার, সুপ্তিস্খলন, দুঃস্বপ্নদর্শন, মূত্রযন্ত্রের কুৎসিতপীড়া, শ্বাসকাশ, হৃদ্‌রোগ, রক্তপিত্ত, অজীর্ণ, অম্ল, কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ, পাণ্ডু, দুশ্চিকিৎস্য কুষ্ঠ ও যকৃদাদি শরীরযন্ত্রের উৎকটরোগে আক্রান্ত ও জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালময়দেহে অসহ্যযন্ত্রণাভোগ করেন, কিংবা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

রোগ ও লক্ষণ।

এতদ্‌বিষয়ক বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, লোকের দৃষ্টি-আকর্ষিত হইতেছে। এতাধিক বর্ণনা করিতে গেলে হয়ত অশ্লীলতাদোষে দূষিত হইতে পারে। তাই বলিতেছি পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ অযথালজ্জা পরিহারপূর্ব্বক, স্ব স্ব শক্তি পরিচালনে আপন আপন সন্তানগণকে এবংবিধ আত্মকৃত মহাপাপের পরিণামফল সুন্দররূপে বুঝাইয়া, তদ্‌বিষক পুস্তকাদি প্রদান করিয়া, অসৎসঙ্গে মিশিতে না দিয়া, সতত ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে তৎপর রাখিয়া তাহাহইতে বিরত রাখিবেন। সুপ্তিস্খলনাদি রোগের চিহ্ন দৃষ্ট হইলেই তৎপ্রতীকারার্থে ঔষধ ও পুষ্টিকর আহার ও রোগের কারণ হইতে দূরে রাখিবেন। এবংবিধ প্রাণহানিকর কার্য্যরত বালকগণের যেসকল লক্ষণ চিকিৎসকগণ নিরূপণ করিয়াছেন, সকলের অবগতিজন্য বলা যাইতেছে যথা—মুখমণ্ডলে মেচেতা ও ব্রণ, শ্মশ্রুর বিরলতা, শরীরে কুণ্ড-ফোট-পেচেড়া, চক্ষুকোটরাগত, চক্ষুর নীচে কালরেখা, কপালে চর্ম্ম শিথিলতা, নাসিকার ঈষৎ বক্রতা, কণ্ঠনালী ও গলদেশের নিম্নাস্থিদ্বয়ের

বাহিরের দিকে প্রসারতা, স্বরভঙ্গ, তন্দ্রা-নিদ্রানাশ, ভ্রম, মস্তকে পৃষ্ঠবংশে হৃদয়ে পাকস্থলীতে বেদনা, হৃদকম্প, আলস্য, দীর্ঘনিশ্বাস, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, ক্ষয়কাস, জীর্ণজ্বর, জননেন্দ্রিয়ের নানাবিধ পীড়া, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, মনশ্চাঞ্চল্য, আত্মগ্লানি, আত্মহত্যার ইচ্ছা, অর্শ, পাণ্ডু, আমাশয় পীড়া, অজীর্ণাদি রোগ, স্বপ্নদোষ, দুঃস্বপ্ন, শুক্রতারল্য, ধারণাশক্তির অভাব, শিরোঘূর্ণন, অপস্মার, নিস্তেজ, সর্ব্বদা ভয় ইত্যাদি অসংখ্য ব্যাধি ও মনের অশান্তি হয়।

একটি কথা

এস্থলে অতীব প্রয়োজনীয় একটী কথা বিদ্যার্থী ও ব্রহ্মচারিগণের জন্য বলা যাইতেছে। পরমকারুণিক পরমেশ্বর জীবসৃষ্টির জন্য সমস্ত প্রাণীকেই প্রজননক্রিয়ার অধীন করিয়াছেন। শুক্রই জীবসৃষ্টির মূলকারণ এবং ইহার সারই প্রাণ রক্ষার হেতু। পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে ভুক্তদ্রব্য হইতে এই সারবস্তু উৎপন্ন হইতে একটি মাসের দরকার; আবার গর্ভধারণের অন্যতর পদার্থ স্ত্রী-শরীরস্থ শোণিত মাসের মধ্যে একটি বারমাত্রই শোধিত হইয়া থাকে; এবং গর্ভগৃহীত হইলে আর তাহার প্রয়োজন দৃষ্টি হয় না। ইতর জন্তুসকল প্রকৃতির বশতাপন্ন হইয়া সন্তান উৎপাদন জন্যই স্ত্রীপুরুষে সংমিলিত হয়, এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইলে ভ্রমেও কেহ কাহার নিকট গমন করে না। কিন্তু সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ মানুষ স্বাধীন হইয়াও ইন্দ্রিয়জয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া অসময়ে অকারণে জীবসৃষ্টির একমাত্র কারণ বীর্য্য নষ্ট করিয়া অল্পায়ু হইতেছেন; এবং রুগ্ন, দুর্ব্বলেন্দ্রিয় সন্তানগণের জন্ম দিতেছেন। যদি তাহারা ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে প্রকৃতির নিয়মানুসারে ইতর জন্তুগণের আদর্শে ইন্দ্রিয়ের পরিচালন করেন, তাহা হইলে ভারত পুনরায় দেবস্থানে পরিণত হইবেক। শরীরের যে সারবস্তু উৎপন্ন হইতে একটিমাসের দরকার, অসময়ে অকারণে বারম্বার তাহা নষ্ট করিলে, কিরূপে সেই ক্ষতিপূরণ হইয়া শরীর সবল ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে?

ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিতে হইলেই সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়জয় করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়জয় মানসিকবল ভিন্ন কখনও হইতে পারে না। মানসিক বল-লাভার্থে একমাত্র আধ্যাত্মিক কার্য্য ঈশ্বরে বিশ্বাস; তদোপাসনা সন্ধ্যা-পূজা এবং যোগাঙ্গ সকল সাধনা করিতে হইবে। অনেকেই কলিযুগে যোগসাধনা হয় না বলিয়া নিশ্চেষ্ট আছেন; কিন্তু মনুষ্যের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সিদ্ধি নিশ্চিত। সকল কার্য্যেই একাগ্রতার প্রয়োজন, ইন্দ্রিয় সকলকে নানাবিষয় হইতে প্রত্যাহার করত এককেন্দ্রীভূত করিতে পারিলেই মনসংযত হয়; মনসংযমন হইলেই একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। একাগ্রতাই বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র উপায়, মনসংযোগ হইলে দশঘণ্টার পড়া চারিঘণ্টায় সমাপন হয়, সুতরাং বিদ্যার্থীগণের মনের একাগ্রতা সম্পাদন জন্যই যোগাঙ্গ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ইহা শুনিতে,—দেখিতে যত কঠিন, অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ সহজ ও আয়ত্ত হইয়া যাইবে। প্রত্যেকেরই তদানুষ্ঠানে যত্নপর হওয়া আবশ্যক। আমরা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে সেই সকল প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছি। যতদূর পারাযায় ততদূর কার্য্য করিলেও লাভভিন্ন ক্ষতির কারণ হইবে না। শিক্ষিত ভ্রাতাগণ জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরোপাসনাদি কার্য্যে সময়াভাবই বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের জন্য বেদোক্ত একেশ্বরের উপাসনাপ্রণালী অধ্যাহার করা হইয়াছে, যাহা অর্দ্ধমুহূর্ত্তেই সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব এই অধ্যায়টি বিদ্যার্থী, ব্রহ্ম-চারী, গৃহী ও শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে কৃতার্থ হইব।

ইন্দ্রিয় বিজয়।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে সদুদ্দেশ্যে পরিচালিত করিতে পারিলেই মনুষ্যনামের অধিকারী, নচেৎ পশু ও

মনুষ্যে প্রভেদ কি? বিদ্যার্থী ও ব্রহ্মচারিগণ বাল্যকাল হইতেই এই সব রিপুদমনে সচেষ্টিত হইবেন। অভ্যাসে সমস্তই সিদ্ধ হয়। বাল্যকাল শিক্ষার কাল, এই সময় যাহা অভ্যস্ত হইবে তাহা প্রস্তরে অঙ্কিত রেখার ন্যায় চিরকাল স্থায়ী হইবে। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটিই নরকের দ্বারস্বরূপ, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে এই তিনটিকে আয়ত্ত করিতে হইবে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রথমেই ক্রোধদমনের জন্য সংযমী হইবেন; ক্রোধদমন হইলে ক্রমশঃ অন্যান্য রিপুদমন সহজ হইবে, ইহা মহাত্মার বাক্য। ক্রোধের নিদান অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে বিষয়াসক্ত পুরুষের তত্তৎ-বিষয়ে এক প্রবল আসক্তি জন্মে, আসক্তিহইতে কামনার উৎপত্তি, কামনা বা বাসনা কোন কারণে প্রতিহত হইলেই ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে সম্মোহ-স্মৃতিভ্রম ও বুদ্ধিনাশ হইয়া মানব কুকার্য্যরত ও অধঃপতিত হইয়া থাকে। সুতরাং আসক্তি বা অনুরাগ হ্রাস করাই ক্রোধদমনের প্রথম কার্য্য। ইচ্ছাই আসক্তির মূল, জিহ্বার সংযমই ইচ্ছার বিলোপ। জিহ্বা সংযত হইলেই ক্রোধের কারণ বদ্ধ হইবে। জিহ্বার সংযমে ক্রোধ-লোভ উভয়ই সংযত হয়। পুরাকালে গুরু জিহ্বার সংযমশিক্ষার জন্যই শিষ্যকে মৌনব্রত অবলম্বনের মধু-মাংস-রসাল দ্রব্যসেবনের নিষেধ উপদেশ প্রদান করিতেন। স্বামীজি মহাত্মা ভোলাগিরিমুখ-বিনিসৃত ক্রোধদমনবিষয়ক একটি মহৎ উপদেশ প্রদর্শিত হইতেছে—

ক্রোধদমন

☞ "দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ক্রোধের জন্য এরূপ একটি অর্থদণ্ড নির্দ্দিষ্ট করিবে যাহাতে তোমার কষ্ট হয়। যতবার ক্রোধ করিবে তাহার সংখ্যা রাখিবে; সপ্তাহান্তে কিম্বা মাসান্তে গণনা করিয়া দণ্ডের অর্থসমষ্টি দরিদ্রদিগকে দান করিবে। এইরূপ একটি বৎসরের অনুষ্ঠানেই ক্রোধ দমন হইয়া যাইবে।"

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্যবিষয়ে কাম উপভোগ করার জন্য একান্ত আসক্তি করিবে না। বিষয়সকল ক্ষণভঙ্গুর ও শান্তির বিরোধী এই জ্ঞানে যথোপযুক্ত নিবৃত্তিলাভের চেষ্টা করিবে। লোভ অর্থে—আকাঙ্ক্ষা, লিপ্সা, এবং পরদ্রব্য নিবার জন্য হৃদয়স্থ অভিলাষ। পরধনে কখনও আকাঙ্ক্ষা করিবে না, যাহা নিজের আয়ত্তাধীন তাহাতেই সতত সন্তুষ্ট থাকিবে; অভক্ষ্যভক্ষণ অনিকষ্টকর দ্রব্য সেবনে লালসা করিবে না, সৎপথে থাকিয়া উপার্জ্জন করিবে, মিতব্যয়ী হইবে। কাহারো বিনানুমতিতে তৃণগুচ্ছও আহরণ করিবে না। জিহ্বাকে সংযত করিতে পারিলে লোভ দমন হয়। ভোগবাসনার হ্রাস এবং আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের ক্ষণভঙ্গুরত্ববিষয়ক চিন্তা, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করাই লোভদমনের উৎকৃষ্ট পন্থা।

লোভসংযম

রিপুসকলমধ্যে কামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার দ্বিবিধ মূর্ত্তি; এক সৃষ্টির জন্য ইহার প্রবল উত্তেজনাশক্তি, যাহাই শাস্ত্রে মদন ইত্যাদি নানাবিধ রূপকে বর্ণিত হইয়াছে; দ্বিতীয় ইচ্ছা বা কামনা। কামের উন্মেষ হওয়ামাত্রই ইহার ক্রিয়া শরীরে তীব্ররূপে প্রকাশ পায়, যাহা শরীরের অনিষ্টসম্পাদক বলিয়া তৎবিষয়ে চিন্তা ও অনুধাবন সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কামোত্তেজকদ্রব্য ভক্ষণ, বিষয় সন্দর্শন-স্পর্শন-শ্রবণ-মনন-আলাপন করিবে না। যৌবনকালই ইহার প্রকৃত অধিকার। গার্হস্থ্যাশ্রমে সৎভাবে কালযাপনকরাই কামপ্রবৃত্তিদমনের প্রকৃষ্ট উপায়। গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও আশ্রমহইতে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম মানবজীবনে আর নাই। ইহা কেবল ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের ও আমোদ প্রমোদের লীলাক্ষেত্র নহে; যেমন বায়ুকে আশ্রয় করিয়া জন্তুগণ অবস্থিতি করে তেমন গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া সকলাশ্রমী বাঁচিয়া থাকে; এই আশ্রমের বিকারাবস্থায়ই পরহিংসা, পরনিন্দা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পরস্বাপহরণপ্রভৃতি পাপবৃত্তিগুলি

কামপ্রবৃত্তিদমন

অধিকার স্থাপন করিয়া দয়া, দাক্ষিণ্য, সেবা, সত্য, প্রিয়বাক্যপ্রভৃতি সৎ প্রবৃত্তিগুলিকে দূরে ঠেলিয়া দেয়। জগদীশ্বর প্রদত্ত এই প্রবল রিপুকে সদিচ্ছায় প্রণোদিত করিলে উৎকৃষ্ট সন্তানলাভ হইতে পারে, আর্য্যগণ সেই প্রণালী অবলম্বনেই দীর্ঘজীবী, মেধাবী, বলিষ্ঠ সন্তান উৎপাদন করিতেন; বর্ত্তমানে যাহারা এই রিপুদমনে অসমর্থ তাহাদেরই রুগ্ন, পঙ্গু, দুর্ব্বল, অল্পায়ুসন্তান জন্মিতেছে (দেহতত্ত্বে প্রজননক্রিয়া দেখ)। ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, ঈশ্বরচিন্তা, আকৃষ্টবিষয়ের পরিণামচিন্তা,—যেমন সুন্দরী রমণীগণের প্রলোভনময়ী সৌন্দর্য্যের বিনাশে বিভীষিকাপ্রদ কঙ্কাল-মূর্ত্তির অনুধাবন এবং কু-অভ্যাস, কুসংসর্গ, কুচিন্তা, অশ্লীল ও প্রেমোদ্দীপক পুস্তকপাঠ, নগ্নিকামূর্ত্তি-সন্দর্শনপ্রভৃতি কার্য্যহইতে বিরত থাকা ও সদনুষ্ঠান, সৎ সঙ্গলাভ, সদালাপন, সৎপুস্তকপাঠ, সর্ব্বদা কর্ম্মে ব্যস্ত থাকাই কামরিপুদমনের উপায়।

মোহ—দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ মম মাতা, মম পিতা, আমার গৃহিণী, আমার গৃহ ইত্যাকার সর্ব্ববস্তুতে মমতাপ্রদর্শনের নামই মোহ। ধর্ম্মবিমূঢ়তা, আত্মাভিমানিতা, কর্ত্তব্যকর্ম্মে ভ্রম, এবং সত্যধর্ম্মজ্ঞানে পাপাদিকার্য্যের অনুষ্ঠানকরাই মোহের কার্য্য। বিষয়ের ঐকান্তিক আসক্তি হ্রাসকরাই মোহদমনের প্রকৃষ্ট উপায়।

মদ—অর্থে গর্ব্ব বা অহঙ্কার। আমি মহাত্মা, আমি ধনবান্, আমি বিদ্বান্, আমার ন্যায় আর জগতে কে আছে ইত্যভিমানই মদনামে কথিত। বুদ্ধিতে মোহ জন্মিলেই চিত্তে মদের আবির্ভাব হয়। বিনয়ী ও মৃদুমধুরভাষী হওয়া এবং আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করাই মদত্যাগের লক্ষণ। গৃহে অতুল ঐশ্বর্য্য থাকাসত্বেও যিনি নিজকে গৃহশূন্য জ্ঞান করেন তিনিই মদত্যাগী।

মাৎসর্য্য—মৎসর ভাব অর্থাৎ অন্যের শুভ বা উন্নতিদৃষ্টে দ্বেষ,

অন্যের সম্পত্তিদৃষ্টে নিজের অন্তঃকরণের উদ্বেগভাব। ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা সমস্তই মাৎসর্য্যভাবের অন্তর্গত এইরূপ বলা যায়। স্থানান্তরে হিংসাবিষয়ক সমধিক আলোচনা করিয়াছে। সার্ব্বজনীন প্রেমভাবের উন্মেষই মাৎসর্য্যধ্বংসের প্রকৃষ্ট পথ। প্রেমে সব এক করিয়া দেয়।

শাস্ত্রকারগণ ইন্দ্রিয়বিজয়ের জন্য যেসকল উপায়নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার কতিপয় বিদ্যার্থীগণের জন্য প্রদর্শিত হইল কিন্তু যোগাঙ্গ অভ্যাস করিয়া চিত্তসংযত করিতে না পারিলে ইন্দ্রিয়বিজয় কঠিন হইয়া পরে, সেইজন্য অতঃপর সামান্যভাবে উপাসনা ও যোগাঙ্গের ক্রিয়াসকল লিপি করা গেল। বিদ্যার্থীগণ শিক্ষার সুদীর্ঘ সময়ে যেসময় অবকাশ প্রাপ্ত হন তখন সামান্যভাবে প্রত্যেক বিষয় ছয়মাস অনুষ্ঠান করিলেই পরীক্ষার ফল প্রাপ্ত হইবেন।

বিদ্যার্থীগণ পূর্ব্বকথিত সদাচারসম্পন্ন হইয়া আধ্যাত্মিক বল লাভার্থে বাল্যকালহইতেই গুরুভক্তি, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও উপাসনাতৎপর হইবেন।

গুরুপ্রণাম

বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগ্রত হইয়া শয্যাতে বসিয়াই অভীষ্টগুরুদেবকে প্রণাম করিবেন। (৮) মহাপুরুষদের নাম স্মরণ করিয়া তাঁহাদের ভাব আত্মাতে আলোচনা করিবেন। মহাত্মাদিগের নামস্মরণে চিত্ত প্রসন্ন ও প্রশস্ত হয়; চিত্ত-প্রসন্নতাই দীর্ঘজীবনলাভ ও সংসারযাত্রানির্ব্বাহের প্রকৃষ্ট উপায়।

---

(৮) চৈতন্যং শাশ্বত দিব্যং ব্যোমাতীতং নিরাঞ্জনং।
বিন্দুনাদং কলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভুতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নিত্যং সত্যং নিরাভাসং নিরাকারং নিরাঞ্জনং।
নিত্য বোধম্ চিদানন্দম্ শ্রীগুরু প্রণমাম্যহং॥ গুরুগীতা।

সাধুমহাত্মাদিগের নামকীর্ত্তনে ধর্ম্মভাব প্রবল হয় বিধায় 'নাম মাহাত্ম্যের' এত গৌরব। শাস্ত্র বলেন "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি—অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হন।" আমরা মহাপুরুষদিগকে যতই ভালবাসিতে পারিব, বুঝিতে পারিব, জানিতে পারিব, ততই তাঁহাদের মহৎগুণের কিছু কিছু আমাদের চরিত্রে সঞ্চারিত হইবে। বৈদিকযুগের সর্ব্বব্যাপী গুরুর স্থানে তান্ত্রিকগণ মানুষগুরুকে সাধনার সহায়স্বরূপ মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মতেজরূপে অধিষ্ঠান করিয়াছেন। গুরুপ্রদত্ত সিদ্ধমন্ত্র দেবশক্তিময়, তেজোপ্রদ, সজীব। দীক্ষাদ্বারা তেজসঞ্চার হয়, গুরু কৃপা করিলে তাঁহার শক্তি শিষ্যে সংক্রামিত করিতে পারেন। গুরুর কৃপাভিক্ষাই শক্তিলাভের মূল। ইন্ধনহইতে ইন্ধনান্তরে অগ্নিসঞ্চারের ন্যায়, বস্তুহইতে দ্রব্যান্তরে তাড়িৎশক্তি পরিচালনের ন্যায়, এক আধারহইতে অন্য আধারে গুরুর কৃপায় আধ্যাত্মিক তেজ সঞ্চারিত হইতে পারে। আর্থিকজগতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য যেমন গুরুর প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের জন্যও উপযুক্ত উপদেষ্টার দরকার। বর্ত্তমান সময়ে গুরুতা-কার্য্যটি ব্যবসামধ্যে পরিগণিত, গুরু অর্থের চিন্তাভিন্ন শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতিচিন্তা বড়ই কম করিয়া থাকেন, তাই অনেকেই গুরুর প্রতি হাড়ে হাড়ে চটা; কেন, কল্পতরু শাস্ত্র উপযুক্ত শিষ্যজন্য গুরুনির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াই রাখিয়াছেন। গুরু শান্ত, দান্ত, সৎ, সুশ্রী, ধর্ম্মজ্ঞ, বিদ্বান, নির্লোভী, মধুরভাষী ও শিষ্যের ইহপরকালের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবেন। "স্বামী ভোলাগিরি বলেন—"যাহার উপর অকপট বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি জন্মে, যিনি তোমার মনের সকল সন্দেহ দূরীভূত করিতে পারেন; তেমন ব্যক্তিকে গুরু কর।"

আর্য্যদিগের সকল আচার, অনুষ্ঠান ও আশ্রমাদির উদ্দেশ্যই আধ্যাত্মিক উন্নতি—চরমফল মুক্তি। অন্যান্যদেশে রাজনীতির চর্চ্চাও

বিজ্ঞানের উন্নতির মুখ্য অবলম্বন, ধর্ম্মের সামান্য অনুষ্ঠানমাত্র; কিন্তু ভারতের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যই ধর্ম্মানুসরণ—তৎপর অন্যকার্য্য। আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে উচ্চতর আদর্শ আর কি আছে? আর্য্যঋষিগণ অষ্ট ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া সূক্ষ্মদেহে দূরদেশে গমন ও তত্ত্বসংগ্রহ, অঙ্গুলি-সঞ্চালনে উৎকট রোগ বিদূরিত, লোকের মনের ভাব অভিব্যক্তইত্যাদি অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যসকল আধ্যাত্মিক বলেই সম্পাদন করিতেন। 'শ্রুতি বলেন—"আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে ধীর ব্যক্তিগণ সর্ব্বব্যাপীকে সর্ব্বদিকহইতে প্রাপ্ত হইয়া যুক্তাত্মা হয়ে সর্ব্বত্রই সর্ব্বত্র প্রবেশ করেন; তাহাই ক্ষমতার শেষ ক্ষমতা।" আর্য্যগণ আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভজন্যই আহারে, বিহারে, শয়নে, জাগরণে একই ধর্ম্মভাব। আর্য্যগণ একমাত্র মুক্তিকামনায়ই সসাগরা ধরণীমণ্ডলের একাধিপত্য তুচ্ছ করিয়াছেন; বন্ধনভয়ে স্বর্গের দুর্লভ রাজত্বকেও তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন; মহাযোগিগণ একমাত্র মুক্তিলাভজন্যই লালায়িত। আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভজন্য আত্মচিন্তা, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও বিশ্বাস এবং উপাসনা এই ত্রিবিধ কর্ম্মের একান্ত আবশ্যক।

আধ্যাত্মিক উন্নতি

যে জ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী তাহারই নাম 'তত্ত্বজ্ঞান', সেই জ্ঞান প্রাপ্তির উপদেশই আর্য্যগণের দৈনন্দিন সমস্ত কার্য্যে জড়িত। সুনিদ্রার বিশ্রামে যখন মানবহৃদয়ে সমস্ত চিন্তার স্রোত প্রশমিত, যখন সংসারের কোলাহল কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত হয় নাই, যখন প্রভাত-মারুতের মৃদু-মন্দ হিল্লোলে মনের স্থৈর্য্যতা সম্পাদিত হইয়াছে; তখন কি একবার আত্মচিন্তা করা সকলেরই কর্ত্তব্য নহে? আমি কে? কি জন্য আসিয়াছি? আমার কর্ত্তব্য কি? আমার এই সুন্দর দেহ কি উপাদানে

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ

গঠিত, এই দেহের পরিণাম ফলই বা কি? প্রত্যহ বিষয়কার্য্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে ইহা চিন্তা করিয়া জগদীশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করা কি সকলেরই কর্ত্তব্য নহে? (৯) আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা, ইত্যাকার অহঙ্কার স্থলে আমি দাস, আমি ক্রীড়নক, আমার কোন কর্ম্ম নাই, তুমি করাও তাই করি, এই ভাবে জগদীশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করাই কামনাশূন্য কর্ম্ম, তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায়। 'সোহং জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান' 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য সেই অনন্ত জ্ঞানের প্রযোজক, ইহাই সাধনার উচ্চতর সোপান—এখানে তদালোচনার স্থান নাই। অহঙ্কারের অভিব্যক্তিই আত্মার অধোগতি, ত্রিতাপদাহন, সারূপ্যহইতে নির্ব্বাসন, পুনঃ পুনঃ মর্ত্ত্যলোকে আগমনের কারণ। অহঙ্কারের সঙ্কোচই জীবত্বের ক্ষালন, মনের লোপ, মরিয়া মুক্তি ও অক্ষয় আনন্দ লাভ বা সিদ্ধি।

বিদ্যার্থীগণ এইভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া সদাচার কথিত প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে প্রত্যহ ব্যায়াম, বিদ্যাভ্যাস, স্নান, আহার, নিদ্রা, সন্ধ্যাবন্দনাদি উপাসনাকার্য্য এবং ইন্দ্রিয়সংযমে তৎপর হইবেন। ইন্দ্রিয়সংযমই ব্রহ্মচর্য্যরূপ বৃক্ষের মূল স্বরূপ, দীর্ঘজীবন লাভের একমাত্র উপায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনা ভিন্ন ইন্দ্রিয়সংযম দুরূহ ব্যাপার, সুতরাং উপাসনা তত্ত্বই প্রথমে প্রদর্শিত হইল।

উপাসনা অর্থে—সেবা ও পরিচর্য্যা। কেহ বলেন নিকটে উপবেশন করার নাম উপাসনা,—বিশুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে ভগবানকে দর্শন করা,

---

(৯) লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তি জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

বিষ্ণুপুরাণ।

এবং তিনিই আমার নিকটে বসিয়া আছেন এরূপ অনুভব করাই উপাসনা। উপাসনার উদ্দেশ্য সকলেরই এক, কিন্তু প্রণালী বিভিন্ন; নানা জনের নানারূপ এবং তদ্দ্বারাই জগতে নানাবিধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। ধ্যান-ধারণাদ্বারা ঈশ্বর-চিন্তন ও তৎকার্য্যপরতায় চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনই উপাসনার প্রধান অঙ্গ। কি উপায়ে যে কাহার চিত্ত স্থির হয়, তাহার যখন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই, তখন ইহার প্রণালী শ্রেষ্ঠ, উহার প্রণালী কিছু নহে এরূপ বাকবিতণ্ডা করিয়া বিবাদ বৃদ্ধি করাও সঙ্গত নহে। কেহ জ্ঞানালোচনা দ্বারা, কেহ ধ্যান ধারণা ও যোগসাধনে, কেহ নিধিধ্যাসনে, কেহ শ্রবণ মনন ও কীর্ত্তনে, কেহ ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া, কেহ হোম-যাগ-ব্রত-উপবাস-দ্বারা, কেহ বা প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধনে স্থিরচিত্ত হইয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। ফলতঃ, যাহার চিত্ত স্থির ও ভগবানের সামীপ্য লাভ হয় তাঁহারই উপাসনা সার্থক হয়। **জীবসেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা।** নির্জনে আত্মচিন্তনও উপাসনা। অধিকারী ভেদে উপাসনা দ্বিবিধ—সাকার ও নিরাকার। দুর্ব্বল বা প্রথমাধিকারী পক্ষে সাকার উপাসনা—দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজা ও অর্চ্চনা। প্রবলাধিকারী, যাঁহারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান ও বিশ্বাসের রাজ্যে অধিরূঢ় হইয়াছেন; যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া বাসনা বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরমাত্মার উপাসনাই শ্রেয়স্কর। আমরা যথাক্রমে সংক্ষিপ্তভাবে দ্বিবিধ প্রণালীরই আলোচনা করিব।

উপাসনা কি?

ব্রহ্মের স্বরূপ অতীব সূক্ষ্ম ও চিন্তার অতীত। চিত্তবৃত্তিসকল নিরোধ না হইলে নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা সাধ্যায়ত্ত নহে, এই জন্যই ঋষিগণ সগুণ ব্রহ্মের কল্পনা করিয়াছেন "জ্ঞান স্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধিশূন্য

শরীর-রহিত যে পরমাত্মা তাঁহার রূপের কল্পনা উপাসকের হিতের জন্যই করা হইয়াছে। রূপ-কল্পনা স্বীকার করিলেই পুরুষ ও স্ত্রী অবয়বাদি কল্পনা করিতে হয়।" (১০)

সাকার উপাসনার উদ্দেশ্য।

মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" নামক সূত্র করিয়াই দ্বিতীয় সূত্রে "যথাদ্যস্যযতঃ" অর্থাৎ 'যাহা হইতে অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধিত হয়, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্তগুণের আশ্রয়, যিনি ব্রহ্মা মহেশ্বর ও কালাদির নিয়ন্তা, তিনিই জিজ্ঞাসিত 'ব্রহ্ম' এই অর্থ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে মহর্ষি বরুণ বলিতেছেন "অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাক্য সমস্তই ব্রহ্ম; এবং যাহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাদ্বারা জন্মপ্রাপ্ত সমস্ত জীবিতাবস্থায় রক্ষিত হইতেছে তিনিই ব্রহ্ম" সুতরাং বুঝিতে হইবে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপ, অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"আমি ঈশ্বর, আমাকে প্রতিমাদিতে পূজা করা কর্ম্মী লোকের সেই পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য যাবত তিনি নিজহৃদয়ে এবং সর্ব্বভূতে আমাকে অবস্থিত জানিতে না পারেন। কিন্তু যখন জানিতে পারিবে ঈশ্বর তাহার হৃদয়ে ও সর্ব্বভূতে রহিয়াছেন, যখন মানুষ প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিবে তখনই আর তাহার প্রতিমাদি সাকার অর্চ্চনার প্রয়োজন নাই।" (১১) সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সাকার উপাসনাই শাস্ত্রসঙ্গত বিধি।

---

(১০) চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা॥
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিক কল্পনা।

(১১) অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবতদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। ৩।২৯।২৫
যাবন্নবেদস্ব হৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

স্নানান্তে তর্পণাদি শেষ করিয়া ব্রহ্মচারী আর্দ্রবস্ত্রপরিত্যাগে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিবেন, (পট্টবস্ত্রাদিতে তাড়িৎ সঞ্চারিত হয় না বলিয়া তাহাই প্রশস্ত) এবং তৎপর সন্ধ্যাবন্দন করিবেন। অভীষ্টদেবের উদ্বোধন, স্বরূপচিন্তন, ধ্যান, প্রার্থনা ও স্তুতিই সন্ধ্যাবন্দন বা উপাসনা। আর্য্যগণের প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ংকালই সন্ধ্যার সময়।

সাকার পূজা।

প্রাতঃসন্ধ্যার পর অভীষ্টদেবদেবীর পূজা করিয়া মধ্যাহ্নের সন্ধ্যাবন্দনা করিবেন। স্থাপিত প্রতিমা, ঘট, পট, মণ্ডল, শালগ্রাম, পুস্তক, শিবলিঙ্গ ও জলে পূজার আধার কল্পিত আছে। জলে, শালগ্রামে ও বাণলিঙ্গে সকল দেবতারই পূজা করা যাইতে পারে। দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই শাস্ত্রবিহিত আসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রথমে বিষ্ণু স্মরণ, আচমন ও পবিত্র মন্ত্রপাঠ করিয়া, শুচি হইয়া গুরুমুখবিনিঃসৃত মন্ত্রাদি দ্বারা যথাবিধানে স্থিরচিত্তে অভীষ্টদেবদেবীর আবাহন, পূজন, ধ্যান, প্রার্থনা, স্তুতি ও জপ করিবেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই গুরু-প্রদত্ত ঈশ্বরের নাম জপ করিবেন। গুরু, মন্ত্র, অভীষ্টদেবতা এই তিনকে অভেদ কল্পনা করিয়া উপাসনাই অখণ্ড উপাসনা—অখণ্ড সিদ্ধির সাধনা। সাধক সাধনারাজ্যে যতই অগ্রসর হইবেন, ততই বাহ্যজগত, বাসনা, মন বিলোপ হইয়া আনন্দের উৎস উন্মোচন হইবেক। পরিশেষে দেবময় জগত, আনন্দের প্লাবন, সাধ্য, সাধক, সাধনার একীভাব চরম সিদ্ধি। সূর্য্যাস্তের সময়টি অতি মনোহর, ইহা দিবারাত্রির সন্ধিকাল—এই সময়েই আর্য্যগণ সায়ংসন্ধ্যার বিধান করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় ঈশ্বরনাম স্মরণ করিতে পারিলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী, সর্ব্বদা যাহা বলা যায়, শুনা যায় অভ্যাসবশতঃ আপনিই তাহা মুখহইতে বিনিসৃত হইয়া পড়ে, এইজন্য সর্ব্বদা ঈশ্বরনাম অভ্যস্ত করিতে হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরম-হংস বলিয়াছেন, চিড়াকুটনি যেমন একবারে পয়সার হিসাব, শিশুর

স্তন্যদান ও চিড়াকুটার কার্য্য করে, তদ্রূপ গৃহকার্য্যসঙ্গে ঈশ্বরের নাম জপ কর।

যোগসাধন।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগশব্দের সংজ্ঞা নির্দ্দেশে সূত্র করিয়াছেন "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" অর্থাৎ যদ্দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ বা এককেন্দ্রীভূত করা যায় তাহার নাম যোগ। যোগের অষ্ট অঙ্গ, যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই এক একটি অঙ্গ আবার বহুভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ যোগক্রিয়া অতীব কষ্টসাধ্য—অন্নগত ও ইন্দ্রিয়াসক্ত বর্ত্তমান মানবের পক্ষে দুঃসাধ্য বলিয়াই ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা অন্তরে ভগবানের নাম স্মরণ করাই কলির যোগসাধন। যোগসিদ্ধ হইতে পারিলে অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তদ্দ্বারা অভাবনীয় অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়াসকল সংসাধিত হইয়া থাকে বলিয়াই সকলে যোগের জন্য লালায়িত। বস্তুতঃ, এরূপ দুরূহ কার্য্য সংসারীজনের পক্ষে অসাধ্য। তবুও বিদ্যার্থীদিগের অনুষ্ঠানের জন্য সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা গেল; ইহার যতটুকু অভ্যাস করা যায় তদ্দ্বারা ইষ্টভিন্ন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে—যোগাঙ্গের কোন একটি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সম্যক্ আয়ত্ত না করিয়া পরিত্যাগ করিলে অনিষ্টেরই একান্ত সম্ভাবনা। যোগাঙ্গের 'আসন' শারীরিক ব্যায়াম। ইহার ২।১টি বিধি সকলেরই অভ্যাস করা বিধেয়। যোগাঙ্গের একটি সিদ্ধি করিতে পারিলেই তিনি দীর্ঘায়ু হইবেন। পাতঞ্জল দর্শন, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য, বেদান্তসার, তন্ত্রসার, হটযোগ ও কোন কোন পুরাণে যোগসিদ্ধির-বিধান আছে।

অষ্টাঙ্গযোগ

এই অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম পাঁচটি বহিরঙ্গ এবং শেষোক্ত তিনটিকে অন্তরঙ্গ বলে।

১। **যম**—ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষান্তি, ধ্যান, সত্য, অকল্কতা (দম্ভ), অহিংসা, অস্তেয় (চুরি), মাধুর্য্য (চিত্তের দ্রবীময় আহ্লাদভাব), দম (বাহেন্দ্রিয়নিগ্রহ) এই দশবিধ কার্য্যের নাম যম। কোন শাস্ত্রে পঞ্চবিধ যম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ বা দান গ্রহণ। এ সমস্ত বিষয় সদাচার-অধ্যায়ে কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে।

২। **নিয়ম**—শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন ও জপ), ঈশ্বরপ্রণিধান এই পাঁচটি বেদান্তসার মতে নিয়ম। শৌচ দ্বিবিধ,—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ; মৃত্তিকা ও জলদ্বারা বাহ্যশুদ্ধি এবং ভাবশুদ্ধিদ্বারা মনশুদ্ধি হইয়া থাকে। বৃহস্পতি বলেন, শৌচ চতুর্ব্বিধ যথা—শুদ্ধি, অভক্ষ্যভক্ষণ-পরিহার, নিন্দিত সংসর্গত্যাগ, স্বধর্ম্মে অবস্থিতি। সন্তোষ—মনের তৃপ্তি, যথালাভ দ্রব্যে সন্তুষ্টি। তপ অর্থে তপস্যা ; ইহা ত্রিবিধ—শারীরিক, মানসিক, বাচিক ; দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ পূজা, শরীর ও মনের শুদ্ধি, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য বা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও অহিংসা, ইহা শারীরিক তপ ; অনুদ্বেগকর বাক্য, সত্য, প্রিয়, হিত, বেদাধ্যয়ন ও অভ্যাস, ইহা বাচিক তপ ; মনঃ-প্রসাদ, সৌম্য, মৌন, আত্মনিগ্রহ, ভাবশুদ্ধি, ইহা মানসিক তপ। স্বাধ্যায়—বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ঈশ্বরনাম জপ করা। ঈশ্বর-প্রণিধান—ঈশ্বর-চিন্তন, সমাধি ইত্যাদি।

৩। **আসন**—কর, চরণ, পৃষ্ঠ, মস্তক, গ্রীবা পঞ্চাঙ্গের সংস্থান বিশেষ ক্রিয়া। ইহা বহুবিধ, ঘেরণ্ডসংহিতায় বত্রিশ প্রকার কথিত হইয়াছে, শিবসংহিতামতে চৌরাশী প্রকার। আমরা সামান্যতঃ ষড়বিধ আসনের প্রক্রিয়া উল্লেখ করিলাম। আসন উৎকৃষ্ট ব্যায়াম, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়।

(ক) সিদ্ধাসন—এক পায়ের গোড়ালি বা গোলমুড়া জননেন্দ্রিয়ে সংস্থাপন করিয়া অন্য গোড়ালিকে তদুপরি রাখিবে, এবং উর্দ্ধদৃষ্টিতে নিশ্চল, সরল, নিরুদ্বেগ হইয়া উভয় ভ্রূমধ্যভাগে দর্শন করিবে; ইহাই সিদ্ধাসন, অন্যান্য আসনহইতে শ্রেষ্ঠ। ঘেরণ্ডসংহিতামতে প্রাতে এক পায়ের গোড়ালি মলদ্বারের উপর মুষ্কের নিম্নস্থান পীড়িত করিয়া অন্য পায়ের গোড়ালি জননেন্দ্রিয়ের উপর সংস্থাপন করতঃ, বুকের উপর চিবুক রাখিয়া মেরুদণ্ড সোজাভাবে ভ্রূমধ্যস্থান দ্বিদলপদ্মে চক্ষুর দৃষ্টি স্থাপিত করিবে।

(খ) পদ্মাসন—বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ, দক্ষিণ উরুর উপর বাম চরণ রাখিয়া দুই হাতের দ্বারা পৃষ্ঠের দিক্ হইতে দুই পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ শক্ত করিয়া ধরিবে, এবং বুকের উপর চিবুক বা দাড়ী রাখিয়া নাসিকার অগ্রভাগ দৃষ্টি করিবে। এই আসনে সমস্ত রোগ নষ্ট হইয়া অগ্নিবৃদ্ধি হয়—ইহাকে বদ্ধপদ্মাসন কহে। এই আসন বাল্যকালহইতে অভ্যাস করিতে হয়। মুক্ত পদ্মাসন কেবল বাম উরুতের উপর দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুতে বামপদ রাখিয়া তাহার উপরে দুই হাতের তালু চিত করিয়া উপর্য্যুপরি রাখিলেই হয়। পদ্মাসনে যোগীর সমস্ত কার্য্যসিদ্ধি ও বন্ধন-মুক্ত হয়।

(গ) সস্তিকাসন বা সুখাসন—উভয় জানু ও উরুর উপর উভয় পায়ের পাতা তেলো রাখিয়া ত্রিকোণাকার আসনবন্ধপূর্ব্বক মেরুদণ্ড সোজাভাবে রাখিয়া স্বচ্ছন্দে বসার নামই সুখাসন।

(ঘ) যোগাসন—দুই পা চিত করিয়া হাটুর উপরে রাখিয়া এবং দুই হাত চিত করিয়া তদুপরি রাখিয়া (নাভির সমানে) প্রাণায়াম করিলে যোগসিদ্ধি হয়। দৃষ্টি ভ্রূ-মধ্যে রাখিতে হইবে।

(ঙ) গোমুখাসন—দুই পা মাটিতে রাখিয়া পীঠের দুই পার্শ্বে রাখিবে,

তদুপরি মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়া গরুর মুখাকৃতি করতঃ উপরদিকে মুখ রাখার নাম গোমুখাসন। অন্যান্য আসনক্রমে অধিক সময় বসিলে কোমর প্রভৃতি স্থানে যে ব্যথা হয়, গোমুখাসনে পনরমিনিট বসিলেই সকল ব্যথা সারিয়া যায়।

(চ) বীরাসন—উভয় পদদ্বয় জানু ও নিতম্বের নিম্নে উপুরভাবে রাখিবে এবং গোড়ালির উপর ভর রাখিয়া সোজা হইয়া বসিবে। এই আসনে প্রত্যহ আহারান্তে দশ পনর মিনিট বসিলে অর্শরোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৪। **প্রাণায়াম**—কনিষ্ঠ, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা নাসাপুট ধারণপূর্ব্বক বামনাশাপুটে বায়ু আকর্ষণে পূরক উভয় নাশাপুট বন্ধ-দ্বারা কুম্ভক এবং দক্ষিণ নাশাপুটে রেচক বা বায়ু নিঃসারণ করাকেই প্রাণায়াম কহে। ইহা দ্বিবিধ—সমন্ত্রক ও অমন্ত্রক। সমন্ত্রক প্রাণায়াম প্রথমে চতুশোড়ষ ও অষ্টবার জপপূর্ব্বক আরম্ভ করিয়া ক্রমে চতুর্গুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। অভ্যস্ত হইলে অঙ্গুলিসঞ্চালনের প্রয়োজন হয় না। এই প্রক্রিয়াদ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ু বিশুদ্ধ ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া সঙ্কোচিত হওয়ায় শরীর-যন্ত্রের অপচয় হয় না, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারিত হয়, চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা বিদূরিত এবং পরমায়ু দীর্ঘ হয়। যোগীগণ এই ক্রিয়াদ্বারা সুদীর্ঘকাল নীরোগে জীবিত থাকেন।

৫। **প্রত্যাহার**—ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়হইতে প্রত্যাহরণপূর্ব্বক চিত্তমধ্যে সংস্থাপনের নাম প্রত্যাহার অর্থাৎ সমস্ত চিন্তা লোপ করা।

৬। **ধারণা**—অদ্বিতীয় বস্তুতে অন্তরেন্দ্রিয় মন সংস্থাপন করা বা ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তের স্থিরতা ক'রাই ধারণা। ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই তিনটি আভ্যন্তরিক ক্রিয়া কর্ম্মীর নিকটই পৃথক বস্তু, অনধিকারীর পক্ষে যেন সকলই এক, ইহা গুরুর উপদেশ সাপেক্ষ।

৭। **ধ্যান**—অনন্যচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তন অথবা অদ্বিতীয় বস্তুতে অবিচ্ছিন্নভাবে মনোবৃত্তির প্রবাহই ধ্যান। ধ্যেয় বস্তুর চিন্তন ধ্যান।

৮। **সমাধি**—সঙ্কল্পরহিত ইন্দ্রিয়সকলের ব্রহ্মেতে স্থিতি, ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক ব্রহ্মে সংমিলন, আত্মাতে পরমাত্মার সংযোগ চিন্তন, অদ্বিতীয় ধ্যেয় বস্তুতে মনস্থাপনপূর্ব্বক তদ্ভাবযুক্ত হইয়া দ্বৈতরাহিত্যে অন্তরদৃষ্টি সমাধি। ইহা সাধনার শেষ—উচ্চাঙ্গ; শব্দদ্বারা ব্যাখ্যার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারাই ইহার মধুরাস্বাদন অবগত আছেন।

নির্গুণ ব্রহ্ম

বেদান্তদর্শনের তৃতীয় সূত্রে "শাস্ত্র যোনিত্বাৎ" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মকে জানিবার একমাত্র উপায়ই শাস্ত্র ইহা নির্দ্দেশিত করিয়া, চতুর্থ সূত্রে বলিতেছেন "তত্তু সমন্বয়াৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মই শ্রুতিবাক্যসকলের প্রতিপাদ্য; এক ব্রহ্মেই সকল শ্রুতির সমন্বয় হয়, ব্রহ্মই একমাত্র শাস্ত্র প্রমাণগণ্য। শ্রুতিসকল ব্রহ্ম সম্পর্কে কি বলিতেছেন তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

"এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুরই সত্ত্বা নাই। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। মন ও বাক্যের অগোচর।" (১২) "চক্ষুদ্বারা, বাক্যদ্বারা, অন্যকোন ইন্দ্রিয়দ্বারা, তপস্যাদ্বারা অথবা কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্ম কি বা কেমন, তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।" (১৩) "সেই ব্রহ্ম অশব্দ—শব্দগুণরহিত,

ব্রহ্মের স্বরূপ

(১২) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। একমেবাদ্বিতীয়ম্। অবাঙ্মনসগোচরম্। শ্রুতি।

(১৩) ন চক্ষুসা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মনা বা। মুণ্ডক শ্রুতি।

অস্পর্শ—স্পর্শগুণহীন, অরূপ—চক্ষের অগোচর, অবিনাশী, রসগুণবর্জ্জিত। অতএব রসনেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য ও ঘ্রাণের অবিষয়, অনাদি, অনন্ত, নিত্য, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদা একরূপ, মনুষ্যগণ সেই ব্রহ্মকে শ্রবণাদিদ্বারা বিদিত হইয়া মৃত্যুমুখহইতে মুক্ত হইয়া থাকে।" (১৪) "তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ক্ষতরহিত, পাপশূন্য, পরিশুদ্ধ, তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ, তিনি সর্ব্বকালে যথাবিহিত অর্থ সকলের বিধান করিতেছেন।" (১৫) "পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম বস্তু হইতেও সূক্ষ্ম, এবং মহৎ হইতেও মহৎ, তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন, বিগতশোক ব্যক্তি সেই ভোগাভিলাষ বর্জ্জিত ব্রহ্ম বা তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দৃষ্টি করেন।" (১৬) ব্রহ্মের কোন লিঙ্গ নাই অথচ সর্ব্বলিঙ্গের সংমিশ্রণাবস্থা। বীজে লুপ্তাঙ্কুর অদৃশ্যভাবে নিহিত না থাকিলে, প্রকাশ্যে বৃক্ষোৎপত্তি হইত না; বীজরূপী ব্রহ্ম সেইরূপ সকলে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং তাঁহার মধ্যেও সকলেই বর্ত্তমান আছে। স্ফুটিতাবস্থায় ঐ সকলের

(১৪) অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চযৎ। ১৫।১।৩
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥
কঠশ্রুতি।

(১৫) স পর্য্যগাচ্ছ ক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপ বিদ্ধম্।
কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ।৮। ঈশোপনিষৎ

(১৬) অণোরণীয়াণ্ মহতোমহীয়ানাত্মা
গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোক ধাতুঃ
প্রসাদান্মহিমানমীশম্॥ ২০।২ কঠশ্রুতি।

বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই চরাচর দৃশ্য অদৃশ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্তই সেই একমাত্র ব্রহ্মবীজে নিহিত আছে, ইহা শক্তিপ্রভাবে স্ফূরিত হইলেই প্রকৃতাবস্থার বিকাশ পায়।

নাদ বা বিন্দুই ব্রহ্মস্বরূপ—ব্রহ্মতেজ, সৃষ্টির বীজ ও মূল। ব্রহ্ম দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাঁহার অনন্তব্যাপী সত্বার অস্তিত্ব যেমন স্বীকার্য্য,

প্রণব

সৃষ্টির বক্রগতিসমূহের ওঙ্কারোৎপত্তি নাদবিন্দুর অস্তিত্বও তেমন সত্য। মহর্ষি পতঞ্জলি সমাধিপাদের সপ্তবিংশতি সূত্রে বলিতেছেন "তস্যবাচকঃ প্রণবঃ" ঈশ্বরের বাচক প্রণব, অর্থাৎ ওঙ্কার বলিলেই ঈশ্বরকে বুঝাইবে, প্রণবের বাচ্য ঈশ্বর। প্রণব উচ্চারণ করিলেই ঈশ্বরকে ডাকা হয়, ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করা হয়। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিতেছেন—"ওঙ্কারই ব্রহ্ম। এই সংসার সকলই ওঁকার।" (১৭) শুক্লযজুর্ব্বেদীয় মধ্যান্দিন শাখায় সর্ব্বপ্রথমে প্রণব শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণযজুঃপ্রভৃতি শাখায় সংহিতা বিভাগে প্রণব শব্দের উল্লেখ আছে। বেদের প্রাচীনতম ভাগের সঙ্গে সঙ্গেই ওম্ শব্দের আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই গণনাতীত কালহইতে ঋষিগণ ওম্‌তত্ত্বের প্রচারে সচেষ্টিত। ঋকবেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও প্রণব তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। (১৮) ছান্দোগ্যোশ্রুতি বলিতেছেন :—"ওম্ এই অক্ষরটি উদ্‌গীথ নাম্না সামাবয়ব। ইহা পরমাত্মার প্রতীক অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তি বিশেষ। এই ওঁকারের উপাসনায় পরমাত্মা প্রসন্ন হন। ওঁকার উচ্চারণ না করিয়া যে কর্ম্ম করা হয় সেই কর্ম্ম বিফল হয়, এইজন্য সকল কর্ম্মের আরম্ভে ওঁকার উচ্চারণ করা হয়। ওঁকার দ্বারায় মন্ত্রাদি

(১৭) ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বম্॥ তৈত্তিরীয়শ্রুতি।

(১৮) ওমিত্যূচঃ প্রতিগরঃ। তথেতি গাথায়া
ওমিতি বৈ দৈবং তথেতি মানুষয়ঃ॥ ৭।১৮ ঐতেরেয় শ্রুতি।

উচ্চারণ করিতে হয় বলিয়া ওঁকারকে উদ্গীথ বলে।" ওঁকারের বিভূতি ও গুণকথাই উহার উপাসনা।" (১৯) মুণ্ডকশ্রুতি বলিতেছেন—"ওম্ এই অক্ষরই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—উহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা এই যে ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান সকলই ওঁকার। ত্রিকালাতীত অন্য যাহা কিছু তাহাও ওঙ্কার।" (২০) মনু বলিতেছেন "প্রজাপতি ব্রহ্মা ঋক, যজুঃ সামবেদত্রয় হইতে ওঙ্কারের অবয়বীভূত অকার, উকার, মকার ও ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি ক্রমে উদ্ধৃত করিয়াছেন।" (২১) অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোকহইতে ঋক, যজু ও সামবেদ আহৃত করিয়া তাঁহার সার ঈশ্বরের স্বরূপ অকার, উকার, মকার উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ বলেন প্রণবের অকারে বিষ্ণু, উকারে মহেশ্বর এবং মকারে ব্রহ্মা জ্ঞেয়।

ষটচক্রভেদ ও ফলশ্রুতি

ওঁকার একবারমাত্র উচ্চারিত হইলেই মনের সহিত সকল প্রাণবায়ুকে ষটচক্র। (২২) ভেদপূর্ব্বক সুষম্নানাড়ীদ্বারা ঊর্দ্ধদেশে (শিরোদেশে) উৎক্রামিত করে, এইজন্য উহার নাম ওঙ্কার। সকল প্রাণবায়ুর নম্রতা ও কুম্ভকাদিদ্বারা গতিরোধ করে বলিয়া ওঁকারকে "প্রণব" বলা যায়। ষটচক্রভেদ গুরু-উপদেশগম্য, ধীর সাধক ওঁকারমন্ত্রে প্রাণায়ামতৎপর হইয়া ষটচক্রভেদ করিতে পারিলেই মৃত্যুকে জয় করিতে

(১৯) ওমিত্যেতদক্ষর মুদ্গীথমুপাসীত ওমিতি।
হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্॥ ১।১। ছন্দোগ্যোশ্রুতি।

(২০) ওমিত্যেদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্
ভূতং ভবদভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব।
যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব॥ মাণ্ডুক্যোশ্রুতি।

(২১) অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভুর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ॥ ৭৬।২। মনু।

(২২) গুদে চতুর্দ্দলপদ্ম লিঙ্গমূলে ষড়দল নাম স্বাধিষ্ঠান, নাভিতে দশদল

পারিবেন। বৈদিক যত যাগযজ্ঞ আছে সমুদয় পরিত্যাগে একমাত্র ওঁকার ধ্যান করিয়া সিদ্ধি করিতে পারিলে, দ্বিজগণ গর্ভ বাস হইতে মুক্ত হইবে এবং তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না। "ওঁতৎসৎ" উচ্চারণ না করিয়া কোন কর্ম্মই করিবে না।

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা।

ওঁ তৎসৎ।

বিষ্ণু-স্মরণ মন্ত্র।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥

২০। ২২। ১ম ঋকবেদ।

বঙ্গার্থ—বিদ্বানগণ সর্ব্বদা বিষ্ণুর সেই পরমপদ স্বর্গ দেখিয়া থাকেন। যেপ্রকার সকলে আকাশস্থ দ্রব্যসকল উত্তমরূপে দেখিতে পান।

উদ্বোধন।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥

মণিপুর, হৃদয়ে দ্বাদশদলপদ্ম অনাহত, কণ্ঠে বিশুদ্ধাখ্য ষোড়শদলপদ্ম, ভ্রূবমধ্যে দ্বিদল আজ্ঞাচক্র, মস্তকে সহস্রদলসংযুক্ত সহস্রারাম্বুজ বিন্দুস্থান নিত্যজ্ঞানময় সত্য-ব্রহ্মরূপী ষটচক্র ইড়া পিঙ্গলা সুষম্নাসংযুক্ত কুণ্ডলিনী সাহায্যে যোগিগণ ভেদ করিয়া অমৃত পান করেন।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

মুণ্ডকশ্রুতি।

বঙ্গার্থ—ইঁহা হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়সকল এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল ও বিশ্বমণ্ডলস্থ সকল বস্তুর আধার এই পৃথিবী উৎপত্তি হইয়াছে। ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু বহিতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

প্রণাম।

যঃ দেবাগ্নৌ যঃ অপ্সু যঃ ওষধিষু যঃ বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

বঙ্গার্থ—যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি ফলপক্বান্ত গাছ বা ব্রীহিযবাদি আহার্য্য শস্যসকলে, যিনি বনস্পতিতে বিরাজমান আছেন সেই দেবতাকে প্রণাম করি।

ধ্যান।

ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি-
ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ॥

১০। ৬২। ৩য়, ঋকবেদ। (২৩)

(২৩) অত্র সায়ণভাষ্য—যঃ সবিতা দেবঃ নঃ অস্মাকং ধিয়ঃ কর্ম্মাণি-ধর্ম্মাদি-বিষয়াবুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ তৎ তস্য সর্ব্বাসু শ্রুতিষু প্রসিদ্ধস্য দেবস্য দ্যোতমানস্য সবিতুঃ সর্ব্বান্তর্য্যামিতয়া প্রেরকস্য জগতস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য আত্মভূতং যদ বরেণ্যং সর্ব্বৈঃ উপাস্যতয়া জ্ঞেয়তয়া চ সম্ভজনীয়ং ভর্গঃ অবিদ্যা তৎকার্য্য

বঙ্গার্থ—যে পরব্রহ্ম আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিয়া থাকেন, আমরা সেই জগতপ্রসবিতা পরমেশ্বরের বরণীয় তেজকে ধ্যান করি।

স্তোত্র।

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিণে নির্গুণায় ॥ ৫৯
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগতকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ-পাতৃ-হর্ত্তৃ ত্বমেকং পরং
নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥ ৬০
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ
প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং
পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্ ॥ ৬১
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।

যোর্ভজনাৎ ভর্গঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ ধীমহি। তৎ যোহহম্ সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহম্ ইতি বয়ং ধ্যায়েমঃ। ইতি ব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যা।

অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদ পায়াৎ ॥ ৬২
তদেকসরামস্তদেকং জপাম স্তদেকং
জগত্ সাক্ষীরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্বোধিপোতং শরণ্যং ব্রজাম ॥ ৬৩
পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
যঃ পঠেৎ প্রযতোভূত্বা ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥
৬৪। ৩। মহানির্ব্বাণ।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক স্নাত কি অস্নাত, ভুক্ত বা অভুক্ত হউন, মন্দির কিম্বা বৃক্ষতলে যেখানে যেসময়ে চিত্ত সুস্থির হইয়া মনের একাগ্রতা জন্মে, তখন সেইস্থানে তৃণ, শর্করা, বালিবর্জ্জিত শুষ্ক সমতল পরিষ্কৃত ভূমিতে বসিয়া, নির্ম্মলান্তঃকরণে পরমাত্মার উপাসনা করিতে পারেন। ব্রহ্মো-পাসকের পক্ষে মিথ্যাবাক্য কথন, পরধনে লোভ, পরস্ত্রীগমন সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। তিনি সদা সত্যের অনুষ্ঠান, জীবের সেবা, পরোপকার করিয়া শমদমনিগ্রহ অর্থাৎ মন ও বহিরিন্দ্রিয়দিগকে আয়ত্ত করিয়া শুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও দয়াবান হইবেন এবং আত্মোন্নতিজন্য নিবিষ্টমনে গীতাপাঠ ও তদনুষ্ঠান করিবেন। ইহাই মুক্তির সোপান বলিয়া কথিত।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।